মাওয়ায়েজে সাহাবা

সাহাবিদের অনুপম কথামালা

সালেহ আহমদ শামী

অনুবাদ | মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

সালেহ আহমদ শামী

মাওয়ায়েজে সাহাবা

সাহাবিদের অনুপম কথামালা

অনুবাদ ⁞ মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

সম্পাদনা ⁞ যায়েদ মুহাম্মদ

অর্পণ

কামনা করি—মাহফিল-সম্মেলনের প্রচলিত ধারার বিদায় ঘটবে, সূচনা হবে নসিহাহ ও মাওয়ায়েজে হাসানার নববি ধারার; এ লক্ষ্যে যেসব ভাই কাজ করে যাচ্ছেন এবং যাবেন, তাদের সুগম পথচলা ও সমৃদ্ধি কামনায়...

—অনুবাদক

সূ চি প ত্র

সাহাবায়ে কেরামের উপদেশমালা

আবু বকর সিদ্দিক রা.

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.

উসমান বিন আফফান রা.

আলি বিন আবু তালেব রা.

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.

যুবায়ের বিন আওয়াম রা.

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.

সাইদ ইবনে যায়েদ রা.

আবু জর গিফারি রা.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.

উতবা বিন গাজওয়ান রা.

আবু মুসা আশআরি রা.

হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রা.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.

উবাই ইবনে কাব রা.

মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.

আবু দারদা রা.

সালমান ফারসি রা.

হজরত আমর ইবনুল আস রা.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা.

হাসান ইবনে আলি ইবনে আবু তালিব রা.

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.

উম্মে দারদা

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য। সর্বোত্তম দরূদ ও পূর্ণাঙ্গ শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের সাইয়িদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসাবে পাঠানো হয়েছে। শান্তি বর্ষিত হোক নবিজির পরিবার-পরিজন এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

পরকথা! প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিরা ছিলেন মানবিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের শীর্ষচূড়ায় উন্নীত এক প্রজন্ম, এই মহান প্রজন্মকে আল্লাহ তাআলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। হেদায়েতের বাণী সংরক্ষণ করা ও তা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার এই পবিত্র যাত্রায় তারা ছিলেন রাসুলের সহযোগী, এ যাত্রার ঐতিহাসিক সূচনা হয়েছিল উম্মুল কুরা তথা মক্কা থেকে। উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর সকল প্রান্তেই কল্যাণ ও হেদায়েতের বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়া।

মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের এমন শীর্ষচূড়ায় সাহাবিরা পৌঁছেছেন, পূর্ববর্তী কোনো প্রজন্ম সে পর্যন্ত কখনোই পৌঁছতে পারেনি পরবর্তী কোনো প্রজন্মও পৌঁছতে পারবে না। পরম সত্যবাদী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে বলেন,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

> সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এরপর সে যুগ যারা তাদের পর আসবে, এরপর সে যুগ যারা তাদেরও পর আসবে।

এ ব্যাপারে সুরা আনআমের একটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

> আল্লাহ আপন রিসালাতের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করবেন, তা তিনি ভালোই জানেন। (সুরা আনআম, ১২৪)

তারা ছিলেন সেই প্রজন্ম, যখন আকাশ থেকে একটি একটি করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তারা তা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অবতীর্ণ প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর নিজেদের মধ্যে ধারণ করে তারা বেড়ে উঠেছেন। ঐশী

ওহি-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে তারা জীবনযাপন করেছেন। তারা ছিলেন সেই অবস্থার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, যখন নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহি অবতীর্ণ হচ্ছিল আর তার চেহারা বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরছিল।

এর পাশাপাশি এমন এক বৈরী পরিবেশ মোকাবিলা করে তারা বেড়ে উঠেছেন, যখন কাফেররা দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল। কেবল ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফেরদের কঠোর নির্যাতন-নিপীড়ন ও অবরোধ আরোপের মতো নিষ্ঠুর জুলুমের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল তাদের। ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস লালনের কারণে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হচ্ছিল; পরিবার-পরিজন, অর্থসম্পদ এবং স্বদেশ ত্যাগ করে এক অচেনা ভূমিতে হিজরত করতে হচ্ছিল। যে হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকা সমস্ত সীমালঙ্ঘন ও জুলুমের অবসান ঘটানো। এ লক্ষ্যে জিহাদের সূচনা করা এবং বিশ্বচরাচরের সকলের কাছে ঐশী আলোকবর্তিকা পৌঁছে দেওয়া।

তারাই হলেন এমন প্রজন্ম, যারা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নির্দেশনাবলি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেছেন। তিনি যা নিষেধ করেছেন তারা সেগুলো থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর আনন্দে আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর ব্যথায় ব্যথিত হয়েছেন। তার জন্য নিজেদের জানমাল, পরিবার-পরিজন সবকিছু উৎসর্গ করেছেন।

তারাই হলেন সেই অনন্য প্রজন্ম, প্রতিটি সত্যবাদী মুমিনই যাদের মর্যাদা প্রদান করে থাকে, কেবল মুনাফিকরাই যাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা করে থাকে।

সাহাবিদের এ শ্রেষ্ঠ প্রজন্মকে এমন মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো প্রজন্মকে প্রদান করা হয়নি। তাদের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিকে সেই উৎসের মান দেওয়া হয়, যে উৎস আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ যথাযথভাবে বোঝার জন্য সহায়ক হয়ে থাকে। এইজন্য প্রতিটি মুসলমানের নিকট তাদের বক্তব্যসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসের মর্যাদা রাখে। তাদের বক্তব্যসমূহ একজন মুসলমানকে নববি যুগে পৌঁছে দিতে পারে। এর মাধ্যমে সে নববি সুবাস গ্রহণ করতে পারে, সুগন্ধি বিচ্ছুরক মহান বিষয়াদি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। আপন অন্তর্চক্ষু দিয়ে সেসব নামের ব্যক্তিদের দেখতে পারে, যুগ যুগ ধরে যারা মানবজাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেয়ে আসছেন।

উপরিউক্ত কারণে এবং আরও বেশ কিছু কারণে আমি সাহাবায়ে কেরামের উক্তি এবং তাদের উপদেশমালা সংকলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আশা করি এর মাধ্যমে দ্বীনের ওপর আমাদের পথ চলা আরও সুদৃঢ় হবে। ইসলামি শিক্ষাদীক্ষাকে আমরা আরও শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে পারব।

আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, মুসলমানদেরকে তিনি উত্তমভাবে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি আমাদের এই প্রয়াস এবং অন্য সকল প্রয়াসকে তার জন্য একনিষ্ঠ করে কবুল করে নেবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলারই জন্য।

সালেহ আহমদ শামী

১ রবিউল আউয়াল ১৪১৯

উত্তম কথা

মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে অন্যতম কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে উত্তম বাণী বা কথামালা। মানুষের আচারব্যবহারকে সঠিক পন্থায় পরিচালনার পেছনে উত্তম কথামালার গভীর প্রভাব রয়েছে। এমন বহু ছোট্ট বাণী ও বাক্য রয়েছে, যা একজন অপরাধী বা গুনাহগারের জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে। তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করতে পারে।

আলেমরা এসব কথামালা বলে থাকেন। তাদের এসব কথামালা থেকে মূলত নববি আলোরই বিচ্ছুরণ ঘটে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা নবিগণের ওয়ারিশ। তারাই মানবজাতিকে হকের পথে পরিচালনা করে থাকেন, তাদের আচার-আচরণ এবং উপদেশমালার কল্যাণেই মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়ে থাকে।[১]

উত্তম কথামালা মানুষের যাপিত জীবনে এমনই প্রভাব ফেলে থাকে। এ ব্যাপারে আবু দারদা রা. বলেন, মুমিন যখন কোনো সম্প্রদায়কে উপদেশ প্রদান করে, আর সে উপদেশের মাধ্যমে তারা উপকৃত হয়, তাহলে সেটাই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সদকা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এর পাশাপাশি উত্তম কথার আরেকটি প্রভাব রয়েছে, যা উল্লিখিত প্রভাবটির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে, উত্তম বাণীসমূহ মানবাত্মা ও চিন্তা-চেতনার খোরাক হয়ে থাকে। আমাদের শারীরিক সুস্থতা ও কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দেহের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, একইভাবে আমাদের প্রাণশক্তি ও বুদ্ধিবিবেচনাকে সক্রিয় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-খোরাকের প্রয়োজন রয়েছে। উপদেশসমূহের বিস্তৃত জগৎ থেকে আমরা সে খাদ্যের অভাব পূরণ করে থাকি।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের চমৎকার কিছু বক্তব্য রয়েছে, যার মাধ্যমে এ বিষয়টি আরও সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলি রা. বলেন, তোমরা অন্তরকে

---

[১] লেখকের রচিত 'মাওয়ায়িযুল ইমাম হাসান বসরি'-এর ভূমিকা থেকে।

নিবিষ্ট করো এবং অন্তরের খোরাকের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ মূল্যবান বাণীসমূহ তালাশ করো। কেননা আমাদের দেহের মতো অন্তরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এমনকি দুনিয়াতে জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষার কারণ হিসাবে সাহাবিদের কেউ কেউ উত্তম বাণী শ্রবণ করাকেও উল্লেখ করেছেন। খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, দুনিয়াতে তিনটি বিষয় না থাকলে আমি কামনা করতাম যেন আমার মৃত্যু হয়ে যায়। তিনটি বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহর জন্য সেজদা করা এবং সে সকল ব্যক্তির মজলিসে বসা, যারা খুব বেছে বেছে উত্তম কথা বলে থাকেন যেভাবে লোকেরা ভালো ফল বাছাই করে থাকে।

আবু দারদা রা. বলেন, তিনটি বিষয় না থাকলে আমি এই দুনিয়াতে জীবনযাপন করতে চাইতাম না। সেগুলো হলো, দিবস ও রজনীর পালাবদলে আমার সৃষ্টিকর্তার সামনে সেজদাবনত হওয়া, ভরদুপুরে তৃষ্ণা নিবারণ করা এবং সে সকল ব্যক্তির সাথে বসতে পারা, যারা এমনভাবে খুঁজে খুঁজে উত্তম কথামালা মানুষকে বলে থাকেন যেভাবে ফলফলাদি বাছাই করা হয়ে থাকে।

উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু দারদা রা.-এর উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে সাহাবিযুগের সামাজিক একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। সে যুগে সাহাবিরা উত্তম কথামালার মজলিসে বসতেন। উত্তম থেকে উত্তম বিষয়গুলো একে একে এমনভাবে গ্রহণ করতেন, যেভাবে সামনে পরিবেশিত পাত্র থেকে লোকেরা ফলফলাদি তুলে নেয়।

বরং উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু দারদা রা. মনে করতেন, এভাবে উত্তম মজলিসে সমবেত হওয়াটা পরকালের পাথেয় সংগ্রহের এমন এক মাধ্যম, যার ফলে ইহকালীন জীবনযাপনের প্রতি তারা আগ্রহ অনুভব করতেন। উত্তম কথামালা ও ওয়াজ-নসিহত এভাবেই মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করে থাকে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে থাকে। একইভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আত্মায় চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে তা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

এ উপকারিতাগুলোর কারণেই এসব উপদেশ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়সমূহ সংকলনের চিন্তা আমার মাথায় আসে। এ ক্ষেত্রে আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর একটি উত্তম বাণী থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। বাণীটি হচ্ছে, সেই মজলিস কতই-না উত্তম যাতে প্রজ্ঞা বিতরণ করা হয়ে থাকে। এমন মজলিসে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার আশা করা যায়।

এ বইয়ের আলোচ্য বিষয়

কুরআন-সুন্নাহর পরের অবস্থানে রয়েছে সাহাবায়ে কেরামের উপদেশমালা ও তাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীসমূহ। কেননা তা আহরিত হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামালা থেকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যে দীক্ষা প্রদান করেছেন এবং যেসব পাঠদান করেছেন, এই বাণীগুলো ছিল তারই ফল। বস্তুত সাহাবিদের উপদেশমালা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশমালারই প্রতিধ্বনি।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহের মর্যাদা ও অবস্থান কত উচ্চে। আমার জানামতে সাহাবিদের বাণী ও উপদেশসমূহ নিয়ে পৃথক কোনো গ্রন্থ সংকলিত হয়নি; বরং বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থে তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কোনো বিষয় আলোচনার সময় প্রয়োজন হলে তখন দলিল হিসাবে সাহাবিদের বাণী উল্লেখ করা হয়। হাদিস, যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা), রিকাক (হৃদয়ছোঁয়া কথামালা), আখলাক ও আদবসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে সাধারণত সাহাবিদের বাণীসমূহ বিদ্যমান থাকে। এসব বিক্ষিপ্ত স্থান থেকে সাহাবায়ে কেরামের কথামালা চয়ন করে তা সংকলন করাটা বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

যেহেতু এই কাজের জন্য বেশ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, দীর্ঘ সময় এবং ব্যাপক জানাশোনার প্রয়োজন, এজন্য কাজটি শুরু করতে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা করব বলে দৃঢ়সংকল্প করি। আমার এই গ্রন্থটি সাহাবিদের বাণীসমূহ সংকলনের ক্ষেত্রে একটি সূচনা মাত্র; আমি আশাবাদী, ধীরে ধীরে বাণীসমূহ সংকলনে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারব। আসলে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি এবং বক্তব্য এত অধিক যে, তা আমাদের ধারণারও বাইরে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, জীবনীসংক্রান্ত প্রায় সকল গ্রন্থ এবং সে সকল গ্রন্থ যাতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তার সবগুলোতেই সাহাবায়ে কেরামের একই বক্তব্য বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। এ কারণে তাদের সামান্যকিছু বিষয় সংকলন করতেই অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। অবশ্য এ ধরনের পুনরাবৃত্তি হওয়াটা একদিক থেকে বেশ উপকারীই ছিল। এভাবে বারংবার উল্লেখের ফলে একটি বক্তব্যকে বেশ কিছু উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে

পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বক্তব্যটি নির্বাচন করে আনা যায়। কারণ, কিছু কিছু গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের উপদেশমালা পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখিত না হয়ে তার কোনো খণ্ডিত অংশ এসেছে। আবার অনেক গ্রন্থে দেখা যায়, বক্তব্য উল্লেখের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে গেছে।

আমাদের আলোচ্য বইটি পড়ার সময় পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে, সেজন্য আমরা কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি, যা পাঠককে সেসব প্রশ্নের উত্তর জানতে সহযোগিতা করবে।

১. সাহাবিদের তালিকাবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমে আশারায়ে মুবাশশারার আলোচনা করা হয়েছে। যাদের শুরুতে রয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদিন। খোলাফায়ে রাশেদিনের বিন্যাসের সর্বসম্মত যে রীতি রয়েছে, সে রীতি অনুযায়ী তাদের আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য সাহাবির মধ্যে যারা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের আলোচনা আগে করা হয়েছে। এভাবে বিন্যাস সাজানো হয়েছে।

২. গ্রন্থে কোনো সনদ অর্থাৎ, বিষয়টি কাদের মাধ্যম হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা উল্লেখ করিনি। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে যারা রিকাক (হৃদয়ছোঁয়া কথামালা), আখলাক-চরিত্র ও হিকমতসংক্রান্ত গ্রন্থ লিখেছেন তাদের অনেকেই এই নীতি অবলম্বন করেছেন। ইমাম আবু হামিদ গাযালি এ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম। এমনকি কোনো কোনো তাবেয়ি থেকেও সনদ উল্লেখ না করার এ রীতি বর্ণিত রয়েছে। যেমন হজরত হাসান বসরি রহ. একবার হাদিস বর্ণনা করলে এক ব্যক্তি তাকে বলে, হে আবু সাইদ! আপনি কার থেকে এ হাদিস বর্ণনা করছেন? তিনি উত্তরে বলেন, সেই লোক দিয়ে তুমি করবেটা কী? আমি যার থেকে তা বর্ণনা করেছি তুমি তো ইতিমধ্যেই তার উপদেশ অর্জন করে ফেলেছ এবং তুমি যে সত্যি সত্যি তা শুনেছ সেটাও আমাদের সামনে স্পষ্ট।[২]

প্রকৃত কারণ তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, তবে আমাদের যতটুকু মনে হয় হজরত হাসান বসরি রহ.-এর একাধিক মজলিস বসত। ফিকহ ও হাদিসের মজলিসে তিনি সনদ উল্লেখ করতেন। যেমনটা সুনান এবং তাফসিরগ্রন্থে তার থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহে দেখা যায়। পক্ষান্তরে ওয়াজ-নসিহতের যে মজলিসগুলো তিনি করতেন, তাতে সনদ উল্লেখের ক্ষেত্রে শিথিলতা করতেন।

[২] *উয়ুনুল আখবার*, ২/১৩৭

কারণ, ওয়াজ-নসিহতের উদ্দেশ্য হলো অন্তরে প্রভাব বিস্তার করা এবং তার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা। তাই স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানার্জন এবং পাঠদানের মজলিস থেকে তাতে ভিন্নতা তৈরি হবে।

পরবর্তী সময়ের এমন অনেক মনীষীর ক্ষেত্রেও সনদ উল্লেখ না করার এ নীতি লক্ষ করা যায়, যারা সাধারণত সনদ উল্লেখের প্রশ্নে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার 'আল-ইসতিকামা' গ্রন্থের এক জায়গায় এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আবু মুসা আশআরি রা.-এর উদ্দেশে লিখিত এক চিঠিতে বলেন, পরসমাচার, সকল কল্যাণ রয়েছে তাকদিরের ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে। তাই পারলে সর্ববিষয়ে সন্তুষ্টি অবলম্বন করুন অন্যথায় ধৈর্যধারণ করুন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর এই উক্তিটি উল্লেখ করার পর ইবনে তাইমিয়া রহ. মন্তব্য করেন, এটি বেশ চমৎকার উক্তি, যদিও এ কথাটির সূত্র জানা যায় না।

ফলে আমার এ গ্রন্থে সনদ বা ব্যক্তিসূত্র উল্লেখ না করাটা আলোচ্য গ্রন্থের ক্রটির কারণ বলে গণ্য হতে পারে না। তা ছাড়া আমি তো প্রতিটি বক্তব্যের উৎস উল্লেখ করেই দিয়েছি, পাঠকগণ যার মাধ্যমে এর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে পারবেন।

৩. এ সংকলনে কেবল উপদেশমালা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীই উল্লেখ করব। তাই এতে স্বাভাবিকভাবেই সাহাবিদের বিধিবিধানসংক্রান্ত বক্তব্যগুলো স্থান পাবে না।

৪. তেমনইভাবে আমি এতে সে সকল উক্তিও উল্লেখ করিনি যাতে সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত এবং মর্যাদার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। কারণ সাহাবায়ে কেরামের জীবনী উল্লেখ করাটা আমাদের এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। যদি কোথাও এ সংক্রান্ত কোনো বিষয় এসে যায়, তাহলে তা উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের আলোচ্য বিষয় তথা উপদেশমালার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র থাকার কারণে।

৫. তবে যে-সকল সাহাবির উপদেশমালা আমরা এতে উল্লেখ করেছি, তাদের প্রত্যেকের অতি সংক্ষিপ্ত এক পরিচিতি শুরুতে উল্লেখ করে দিয়েছি।

৬. গ্রন্থের শুরুতে নমুনা হিসাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু উপদেশ উল্লেখ করেছি। কেননা সেই উপদেশই হলো মূল নসিহত। উল্লেখ্য, বিভিন্ন রচয়িতা 'আর-রাকায়িক' বা 'আর-রাকায়িক ওয়ায-যুহদ' শিরোনামের

অধীনে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইমাম বুখারি 'আল জামে আস-সহিহ' গ্রন্থে এমনটা করেছেন।

এগুলোকে 'রিকাক' বলার কারণ হচ্ছে, তা অন্তরে কোমলতা তৈরি করে। ভাষাবিদগণ বলেন, আর-রিকাহ অর্থ হলো রহমত। এ কারণেই কারও অন্তরের কোমলতা ও পাষণ্ডতা বোঝাতে বলা হয়ে থাকে, 'রাকিকুল কলব' তথা কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং 'কাসিল কলব' তথা পাষাণমনা।

আমি এই বইয়ে রিকাকসংক্রান্ত যা উল্লেখ করব, তাতে সহিহ এবং হাসান রেওয়ায়েতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব। প্রতিটি হাদিসের উৎস ও নম্বর উল্লেখ করে দেবো।

আল্লাহ তাআলার নিকট কামনা করি তিনি যেন আমার এই প্রয়াস কবুল করেন। নিশ্চয়ই তিনি উত্তম বিধায়ক।

আর-রাকায়িক[৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশমালা

সহিহ বুখারি ও *সহিহ মুসলিমে* এসেছে, আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদেরকে নসিহত করতেন। একবার এক লোক তাকে বলে, হে আবু আবদুর রহমান! আমার ইচ্ছা হয় যদি আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে এভাবে উপদেশ দিতেন! আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উত্তরে বলেন, তোমরা বিরক্ত হবে এ আশঙ্কায় আমি এমনটা করি না। আমরা বিরক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতেন আমিও উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সেভাবে তোমাদের প্রতি লক্ষ রেখে থাকি।[৪]

এই হাদিস থেকে আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সুন্নাহ জানতে পেরেছি। যা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নিজে অনুসরণ করতেন এবং এটি যে রাসুলের সুন্নাহ পরে তাও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

হাদিসটি থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. প্রতি বৃহস্পতিবার লোকজনকে নসিহত প্রদান করতেন। অর্থাৎ সপ্তাহে মাত্র একবার তিনি নসিহত করতেন। প্রতি সপ্তাহে এর চেয়ে বেশি সময় নিতেন না। লোকজনের আবেদন সত্ত্বেও তিনি এর চেয়ে বেশি সময় নসিহত করতেন না। তাদের সে আবেদনের প্রেক্ষিতে বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এমন বিরতি দিয়ে নসিহত করতেন। ফলে তিনি রাসুলের সুন্নাহরই

---

[৩] হাদিসের কিতাবগুলোতে 'কিতাবুর রিকাক' বা 'আর-রাকায়িক' শিরোনামে মুহাদ্দিসগণ একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করে থাকেন। রিকাক অধ্যায়ে মূলত এমন সব হাদিস সংকলিত হয়, যেগুলো মুমিন হৃদয়কে স্পর্শ করে, অন্তরের মধ্যে যে পাষণ্ড ও শুষ্ক ভাব রয়েছে এই হাদিসগুলো তা দূর করে অন্তরকে কোমল ও আর্দ্র করে তোলে। এই অধ্যায়ের হাদিসগুলো মুমিন অন্তরে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতমুখিতা তৈরি করে; দুনিয়ার স্বরূপ ও দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। আর-রাকাইকের শাব্দিক অর্থ কোমল, মিহি ও নরম; যে হাদিসগুলো হৃদয়ের গভীরে স্পর্শ করে, আল্লাহমুখিতা ও ব্যক্তিত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সেগুলো এই অধ্যায়ে সংকলন করা হয়।

[৪] *সহিহ বুখারি*, ৭০; *সহিহ মুসলিম*, ২৮২১

অনুসরণ করছেন। এরপর কেন নবিজি এমনটা করতেন তিনি তাও উল্লেখ করেছেন।

উল্লিখিত হাদিসের সেসব শিক্ষণীয় দিকগুলো তুলে ধরব, যেগুলো আমাদের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত :

১. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে নসিহত করতেন, তবে শ্রোতারা যাতে বিরক্ত না হয় সেজন্য অধিক পরিমাণে নসিহত করতেন না।

২. উল্লিখিত হাদিসে সে সকল নসিহতের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলো বিধিবিধানসংক্রান্ত নয় এবং অনতিবিলম্বে উম্মতের কাছে পৌঁছানো আবশ্যক এমন কোনো সংবাদসংক্রান্ত বিষয়ও নয়। বিশেষত যদি কোনো বিশেষ সময়ের সাথে কোনো নসিহতের সম্পৃক্ততা থাকত, তাহলে সে সময়েই তিনি ওই নসিহত করতেন। ফলে এখানে নসিহত দ্বারা উদ্দেশ্য, নবিজি এমন সকল বিষয়ের মাধ্যমে উপদেশ ও নসিহত প্রদান করতেন, যেগুলোর মূল বিষয় আগেই অবতীর্ণ হয়েছে, অথবা যেগুলো আখলাক-চরিত্র কিংবা পরকালের সাথে সম্পৃক্ত।

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরাম মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করার মাধ্যমে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন আমরা দেখতে পাই, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও অন্য সাহাবায়ে কেরাম রা. লোকদেরকে নসিহত করতেন।

৪. সাহাবায়ে কেরাম বাহ্যিক বেশভূষা এবং মৌলিক বিষয়, সর্বক্ষেত্রেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করতেন।

মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করার প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা হাদিসেও আছে, কুরআন কারিমের বিভিন্ন আয়াত থেকেও বিষয়টি সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। সুরা যারিয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

এবং (হে নবি) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। (সুরা যারিয়াত, ৫৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াজ-নসিহতগুলো কেমন হতো তা বর্ণনা করেছেন সাহাবি ইরবায বিন সারিয়া রা.। তিনি নবিজির নসিহত

প্রদানের একটি চিত্র তুলে ধরেন, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদেরকে ফজরের নামাজ পড়ান, নামাজ শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী নসিহত প্রদান করেন। রাসুলের নসিহত শুনে আমাদের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে, অন্তরগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তখন এক ব্যক্তি বলে ওঠে, ইয়া রাসুলাল্লাহ, মনে হচ্ছে যেন এটা বিদায়ি নসিহত! তাহলে আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশনা কী? তিনি বলেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। আমিরের আনুগত্য করবে, যদিও সে কোনো হাবশি গোলাম হয়। কারণ আমার পর তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে তারা উম্মতের মধ্যে নানা ধরনের মতভিন্নতা দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ ও সঠিক পথপ্রাপ্ত আমার খলিফাদের সুন্নাহ অনুসরণ করবে। দাঁত দিয়ে তা আঁকড়ে থাকবে। ধর্মের মধ্যে সকল নবোদ্ভাবিত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কারণ নবোদ্ভাবিত সকল বিষয়ই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হলো ভ্রষ্টতা।[৫]

নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল উপদেশই আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। সম্ভবত এ হাদিসটি রিকাক অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদিসেরই সারবস্তু।

আল্লাহর জিকির

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছে, যারা আল্লাহর জিকিরে মশগুল ব্যক্তিদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তারা কোথাও আল্লাহর জিকিরে মশগুল লোকদের দেখতে পেলে পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলে, তোমরা তোমাদের কর্মের দিকে এগিয়ে এসো। এরপর ফেরেশতারা নিজেদের ডানা

[৫] *সুনানে আবু দাউদ*, ৪৬০৭; *সুনানে তিরমিজি*, ২৬৭৬। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

দিয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদের বেষ্টন করে নেয়। তাদের রব তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন—যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন—আমার বান্দারা কী বলছে? ফেরেশতারা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, আপনার গুণগান করছে এবং আপনার মহিমা বয়ান করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখত, তাহলে কী করত? তারা বলে, যদি তারা আপনাকে দেখত তবে আরও অধিক আপনার ইবাদত করত, আরও অধিক করে আপনার মহিমা বয়ান করত, আরও বেশি করে আপনার প্রশংসা করত, অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? ফেরেশতারা বলবে, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তারা বলবে, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরও অধিক লোভ করত, আরও বেশি করে তা চাইত এবং এর জন্য আরও বেশি আকৃষ্ট হতো।

আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কী থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফেরেশতারা বলবে, তারা আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা জবাব দেবে, আল্লাহর কসম, হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী অবস্থা হতো? তারা বলবে, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তা থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে অনেক বেশি ভয় করত। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবে, তাদের মধ্যে থাকা অমুক ব্যক্তিটা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এক প্রয়োজনে সে এসে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এটা তো এমন ব্যক্তিদের মজলিস যেখানে কাউকে বঞ্চিত করা হয় না।[৬]

---

[৬] *সহিহ বুখারি*, ৬৪০৮; *সহিহ মুসলিম*, ২৬৮৯

দুআ

হজরত আবু জর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদিসে কুদসি বর্ণনা করেন, হাদিসটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

হে আমার বান্দারা! আমি আমার জন্য জুলুম করাকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না। শোনো হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হেদায়েত দিই সে ছাড়া তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়েত চাও, আমি তোমাদের হেদায়েত দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত, অতএব তোমরা আমার কাছে আহার্য চাও, আমি

তোমাদের আহার করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন, তবে আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত। তাই তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন অপরাধ করে থাকো আর আমি সব অপরাধ ক্ষমা করে থাকি, সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অনিষ্ট করতে পারবে না এবং তোমরা কখনো আমার উপকার করতে পারবে না।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ ও জিন রয়েছে, তাদের মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না। আর হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ ও জিন রয়েছে তাদের মধ্যে যার অন্তর সবচেয়ে পাপিষ্ঠ, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাহলেও আমার রাজত্ব সামান্য পরিমাণও কমবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ ও জিন রয়েছে, যদি তারা কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবেদন করে আর আমি প্রত্যেকের আবেদন পূরণ করি, তাহলে আমার কাছে থাকা জিনিস থেকে ততটুকুই হ্রাস পাবে, সমুদ্রে সুঁই ডুবিয়ে ওঠালে যতটুকু পানি হ্রাস পায়। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আমলই আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি, একসময় এর পূর্ণ বিনিময় প্রদান করব। সুতরাং কেউ কোনো কল্যাণ অর্জন করলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর কেউ অন্যকিছু পেলে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।[৭]

ইসলামের নীতিমালা

মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, একসফরে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। একদিন আমি তাকে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি তখন বলেন,

---

[৭] *সহিহ মুসলিম*, ২৫৭৭

لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. ثُمَّ قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ . قَالَ ثُمَّ تَلاَ: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ . ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

তুমি তো আমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ কারও জন্য বিষয়টিকে সহজ করে দিলে তা তার জন্য সহজ বিষয়। শোনো, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কোনোকিছুকে শরিক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ করবে। তিনি আরও বলেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দেবো না? শোনো, রোজা হলো ঢালস্বরূপ, সদকা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। আর মাঝরাতের নামাজও (বেশ গুরুত্বপূর্ণ)।

এরপর নবিজি তেলাওয়াত করেন, 'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' (সুরা সাজদা, ১৬-১৭)

আয়াত তেলাওয়াত শেষে রাসুল বলেন, আমি এ সকল বিষয়ের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে কি তোমাকে বলব? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বলেন, সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, এর স্তম্ভ হলো নামাজ এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ। তিনি আরও বলেন, আমি কি এ সবকিছুর সার সম্পর্কে তোমাকে বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি তখন নিজের জিহ্বা ধরে বলেন, এটা সংযত রাখো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবি! আমরা যে কথাবার্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি আমাদের জবাবদিহি করতে হবে? তিনি তখন বলেন, হে মুআয! তুমি এ বিষয়টা বোঝো না, কেবল জিহ্বার কথার কারণেই তো মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৮]

❁ ❁ ❁

হারিস আল-আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করেন। নির্দেশ ছিল যেন তিনি নিজেও সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বনি ইসরাইলকেও আমল করার আদেশ করেন। কিন্তু তিনি এ নির্দেশগুলো লোকদেরকে জানাতে বিলম্ব করেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বনি ইসরাইলকেও তা আমল করার আদেশ করেন, এখন আপনি তাদেরকে এগুলো করতে নির্দেশ দিন, অন্যথায় আমিই তাদেরকে সেগুলো করার আদেশ দেবো। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম বলেন, আপনি আমার আগেই যদি এ বিষয়গুলো বলে দেন, তবে আশঙ্কা হয় যে, আমাকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হবে কিংবা আমার ওপর কোনো আজাব নেমে আসবে।

এরপর তিনি লোকদেরকে বাইতুল মাকদিসে একত্র করেন। মসজিদটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। এমনকি বারান্দায়ও লোকেরা বসে। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম এরপর তাদেরকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ করেছেন, যেন আমি নিজে সে অনুযায়ী আমল করি এবং তোমাদেরকেও আমল করার আদেশ করি।

---

[৮] *সুনানে তিরমিজি*, ২৬১৬; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, ৩৯৭৩

প্রথম নির্দেশটি হলো, তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনোকিছু অংশীদার করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশীদার করে তার উদাহরণ হলো এমন ব্যক্তির মতো, যে সোনা বা রুপার মতো দামি সম্পদের বিনিময়ে একটি দাস ক্রয় করে। এরপর দাসটিকে বাড়িতে এনে বলে, এটা আমার বাড়ি আর এগুলো আমার কাজ। তুমি এ কাজগুলো করবে এবং আমাকে আমার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু দেখা গেল, সেই দাস কাজ করত ঠিকই কিন্তু মালিকের প্রাপ্য দিয়ে দিত অন্যকে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি নিজ দাসের এমন আচরণে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

দ্বিতীয় নির্দেশটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নামাজ আদায় করার আদেশ করেছেন। নামাজ আদায়ের সময় তোমরা এদিক-সেদিক তাকাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ নামাজ আদায়কারীর প্রতি নিবিষ্ট থাকেন, বান্দা যতক্ষণ নামাজের মধ্যে এদিক-সেদিক না তাকায়।

তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা রোজা রাখবে। রোজাদারের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে কস্তুরির থলেসহ একদল মানুষের সাথে আছে। কস্তুরির সুবাসে সকলেই মোহিত হচ্ছে। নিশ্চয়ই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট কস্তুরির সেই সুবাসের চেয়েও অধিক প্রিয়।

চতুর্থত আমি তোমাদেরকে সদকা করার আদেশ দিচ্ছি। সদকাদাতার উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শত্রুরা বন্দি করে ঘাড়ের সাথে তার হাত বেঁধে রেখেছে এবং হত্যার জন্য তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সে বলল, আমার কমবেশ যা-কিছু আছে, সব নিয়ে যাও আর আমাকে ছেড়ে দাও। এভাবে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। (তেমনইভাবে সদকার মাধ্যমেও বান্দা বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।)

পঞ্চম নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার জিকির করবে। জিকির আদায়কারীর উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো, শত্রুরা দ্রুত গতিতে যার পিছু পিছু আসছিল অবশেষে সে এক সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তেমনইভাবে আল্লাহ তাআলার জিকির ব্যতীত কেউ নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন। নির্দেশগুলো হচ্ছে, আমিরের নির্দেশ শুনবে ও মানবে। জিহাদ করবে। হিজরত করবে এবং জামাতবদ্ধ হয়ে থাকবে। জামাত থেকে যে ব্যক্তি

এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হয়, সে ইসলামের বন্ধনকে আপন ঘাড় থেকে খুলে ফেলে। তবে পরে ফিরে এলে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের রীতিনীতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামিদের দলভুক্ত। এক ব্যক্তি তখন বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে যদি নামাজ আদায় করে এবং রোজা রাখে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে নামাজ-রোজা করলেও জাহান্নামিদের দলভুক্ত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার পথেই আহ্বান করবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মুমিন ও আল্লাহ তাআলার বান্দা নাম রেখেছেন।[৯]

সুন্নত আঁকড়ে থাকা

আবু মুসা আশআরি রা. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উপমা এবং আমাকে যে দ্বীন দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার উপমা হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলে, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার নিজের চোখে শত্রুদের একটি বিরাট বাহিনী দেখেছি, আর আমি হলাম এক প্রকাশ্য সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা বাঁচার পথ খোঁজো।' তখন তার সম্প্রদায়ের একদল লোক তার কথা মান্য করে এবং রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়ে। এই দলটি ধীরে ধীরে পথ চলে সহজেই শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্য একটি দল সতর্ককারী ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলে নিজেদের স্থানেই অবস্থান করে। ভোর হলে শত্রুদল এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। প্রথম দল হলো এমন ব্যক্তির উপমা, যে আমার আনুগত্য করেছে এবং আমার দ্বীনের অনুগামী হয়েছে। দ্বিতীয় দল হলো ওই ব্যক্তির উপমা, যে আমাকে অমান্য করেছে এবং আমার আনীত দ্বীনকে মিথ্যা বলেছে।[১০]

আমলের সুযোগ

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

দুটি নেয়ামতের বিষয়ে অনেক মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। নেয়ামত দুটি হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।

---

[৯] *মুসনাদে আহমাদ*, ৪/১৩০; *সুনানে তিরমিজি*, ২৮৬৩

[১০] *সহিহ বুখারি*, ৭২৮৩; *সহিহ মুসলিম*, ২২৮৩

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اغتنمْ خمسًا قبلَ خمسٍ، شبابَك قبل هَرَمِكَ وصحَّتَكَ قبلَ سقمِكَ، وغناكَ قبل فقرِكَ، وفراغكَ قبل شُغلِكَ، وحياتكَ قبل موتِكَ.

তোমরা পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচ অবস্থাকে মূল্যায়ন করো। বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের পূর্বে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।[১১]

দুনিয়া

হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الدُّنْيا سِجْنُ المُؤْمِنِ، وجَنَّةُ الكافِرِ.

দুনিয়া মুমিনের কারাগার এবং কাফেরের জান্নাত।[১২]

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মদিনার উঁচু ভূমি) আলিয়া যাওয়ার সময় একটি বাজার অতিক্রম করছিলেন। তার পেছনে মানুষের ভিড় জমে গিয়েছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট বকরির এক মৃত বাচ্চার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। বকরিটির কান ধরে বলেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়েও এটা ক্রয় করতে চাও? তখন তারা বললেন, আমরা তো এটা কিনতেই চাই না আর এটা দিয়ে আমরা করবই-বা কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, তোমরা কি এটা নিতে চাও? তারা বললেন, এটা যদি জীবিত হতো তবুও তো তা ছিল দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ছোট ছোট। আর এখন তো সেটা মৃত, আমরা কীভাবে তা গ্রহণ করব? এরপর তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এটা তোমাদের কাছে যতটা তুচ্ছ আল্লাহর কাছে দুনিয়া তার তুলনায় আরও বেশি তুচ্ছ।[১৩]

---

[১১] *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৪/৩০৬, আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম একে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি তার সহমত পোষণ করেছেন।

[১২] *সহিহ মুসলিম*, ২৯৫৬

[১৩] *সহিহ মুসলিম*, ২৯৫৭

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.

তুমি দুনিয়ায় থাকো ভিনদেশির মতো অথবা পথিকজনের মতো।[১৪]

যায়েদ ইবনে সাবিত রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

দুনিয়া কারও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে উঠলে আল্লাহ তাআলা তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দেন। দারিদ্র্যকে তার চোখে নিবদ্ধ করে দেন। আর সে দুনিয়ার ততটুকুই লাভ করে যতটুকু তার তাকদিরে লেখা রয়েছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দেবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়া বাধ্য হয়ে তার সামনে এসে হাজির হবে।[১৫]

দুনিয়ার লোভ-লালসা

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

যদি আদমসন্তানের দুটি উপত্যকাভরতি অর্থসম্পদও থাকে তবুও সে তৃতীয় আরেকটা তালাশ করবে। কেবল মাটিই বনি আদমের পেট ভরতে পারে। আর যে তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।[১৬]

---

[১৪] *সহিহ বুখারি*, ৬৪১৬

[১৫] *সুনানে ইবনে মাজাহ*, ৪১০৫

[১৬] *সহিহ বুখারি*, ৬৪৩৬

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ.

আদমসন্তানের বয়স বাড়ে আর সেইসঙ্গে দুটি জিনিসের চাহিদাও বাড়তে থাকে, ধনসম্পদের লোভ ও দীর্ঘ বয়স বেঁচে থাকার আশা।[১৭]

মিসওয়ার বিন মাখরামা থেকে বর্ণিত, আবু উবাইদা রা. একদিন বাহরাইন থেকে অর্থসম্পদ নিয়ে আসেন। আনসারগণ আবু উবাইদার আগমনের খবর শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করেন। ফজরের সালাত শেষে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হন। তাদের দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বলেন, মনে হচ্ছে তোমরা শুনতে পেয়েছ যে, আবু উবাইদা কিছু নিয়ে এসেছে! তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন,

فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদের আনন্দিত করবে তার আকাঙ্ক্ষা রাখো। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। কিন্তু আশঙ্কা করি যে, তোমাদের ওপর দুনিয়া এমনভাবে বিস্তৃত করে দেওয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর বিস্তৃত করে দেওয়া হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেমন তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল এবং তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে, যেমন তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল।[১৮]

---

[১৭] *সহিহ বুখারি*, ৬৪২১; *সহিহ মুসলিম*, ১০৪৭
[১৮] *সহিহ বুখারি*, ৩১৫৮; *সহিহ মুসলিম*, ২৯৬১

আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার উপায়

আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ.

তোমাদের চেয়ে যারা গরিব-দুঃখী তাদেরকে দেখো, তোমাদের চেয়ে যারা সুখী-সচ্ছল তাদেরকে নয়। কেননা আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার অধিক সহায়ক পন্থা এটাই।[১৯]

পরকালের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

বনু ফিহরের ভাই মুসতাওরিদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ.

আল্লাহর শপথ! পরকালের বিপরীতে দুনিয়ার উপমা হচ্ছে, তোমাদের কেউ তার এ আঙুলটি সমুদ্রে ডুবিয়ে ওঠালে যতটুকু পানি আঙুলে দেখে, দুনিয়াও পরকালের তুলনায় ঠিক তেমনই। বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া এ সময় শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।[২০]

দ্রুত তাওবা করে নেওয়া

আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

রাতে আল্লাহ তাআলা আপন (ক্ষমার) হাত প্রসারিত করেন যেন দিবসের অপরাধীরা তার নিকট তাওবা করে। একইভাবে তিনি দিনে

[১৯] *সহিহ মুসলিম*, ২৯৬৩
[২০] *সহিহ মুসলিম*, ২৮৫৮

> আপন (ক্ষমার) হাত প্রসারিত করে রাখেন যেন রাতের অপরাধীরা তার নিকট তাওবা করে। এমন ধারা চলতে থাকবে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।[২১]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে তখন আল্লাহ আনন্দিত হন মরুভূমির পথচারীটির মতো, যে মরুভূমিতে বাহনে চড়ে পথ চলছিল। পথিমধ্যে বাহনটি সে হারিয়ে ফেলে। বাহনটিতে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় মজুত ছিল। ফলে একমাত্র বাহন হারিয়ে সে তখন নিরাশ হয়ে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে। বাহনটি পাওয়ার কোনো আশা যখন তার ছিল না তখন অকস্মাৎ সে দেখতে পায়, উটটি তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অমনিই সে তার লাগাম ধরে ফেলে এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার রব। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে এ ভুল করে ফেলেছে।[২২]

সাইয়েদুল ইসতেগফার

শাদ্দাদ বিন আওস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাইয়েদুল ইসতেগফার হচ্ছে,

> اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.
>
> হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা। আমি যথাসাধ্য মেনে চলব আপনার বিধান ও ফরমান। আমি আমার কৃতকর্মের কুফল থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। স্বীকার করছি আমাকে প্রদত্ত আপনার সকল দান আর স্বীকার করছি আমার পাপ। কাজেই আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে।'

---

[২১] *সহিহ মুসলিম*, ২৭৫৯
[২২] *সহিহ মুসলিম*, ২৭৪৭

নবিজি বলেন, যে এই কথাগুলো দিনেরবেলা মন থেকে বলে আর ওই দিন সন্ধ্যার আগে মারা যায়, সে জান্নাতিদের মধ্যে শামিল হবে। তেমনই যে তা রাতেরবেলা মন থেকে বলে আর ভোর হওয়ার আগেই মারা যায় সে জান্নাতিদের মধ্যে শামিল হবে।[২৩]

অর্থসম্পদ

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

সম্পদের প্রাচুর্য সচ্ছলতা নয়; বরং সচ্ছলতা তো হলো হৃদয়ের সচ্ছলতা।[২৪]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি নিজের সম্পদের চেয়েও তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে? তারা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের সকলেই নিজের সম্পদকে সবচেয়ে প্রিয় মনে করে। তখন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে (কল্যাণকাজে ব্যয়ের মাধ্যমে) আগে পাঠিয়েছে আর সে পেছনে যা রেখে যাবে তা তার ওয়ারিসের সম্পদ।[২৫]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ.

লাঞ্ছিত হোক দিনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয় আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।[২৬]

---

[২৩] *সহিহ বুখারি*, ৬৩০৬
[২৪] *সহিহ বুখারি*, ৬৪৪৬
[২৫] *সহিহ বুখারি*, ৬৪৪২
[২৬] *সহিহ বুখারি*, ২৮৮৬

সদকার প্রকার

হজরত আবু জর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

হাসিমুখে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সদকা। সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া তোমার জন্য সদকা। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেওয়া তোমার জন্য সদকা। স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন লোককে কিছু দেখিয়ে দেওয়া তোমার জন্য সদকা। পথ থেকে পাথর, কাঁটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সদকা। তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়া তোমার জন্য সদকা।[২৭]

উত্তম বিষয়সমূহ

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.

আবু হুরাইরা! তুমি আল্লাহভীরু হয়ে যাও, তাহলে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হতে পারবে। অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহলে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ হতে পারবে। তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করে থাকো অন্যদের জন্যও তাই পছন্দ করবে, তাহলে পূর্ণ মুমিন হতে পারবে। তোমার প্রতিবেশীর

---

[২৭] *সুনানে তিরমিজি*, ১৯৫৬

প্রতি সদাচারী ও দয়াপরবশ হও, তাহলে মুসলিম হতে পারবে। তোমার হাসি কমাও, কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়।[২৮]

পূর্ণাঙ্গ ঈমান

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَن أَحَبَّ للهِ، وأَبغَضَ للهِ و أَعْطى للهِ، ومنَعَ للهِ، فقدِ استَكمَلَ الإيمانَ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্য কাউকে অপছন্দ করে, আল্লাহর জন্য কাউকে দান করে এবং আল্লাহর জন্য কাউকে বঞ্চিত করে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ।[২৯]

আগেভাগে আমল করে নেওয়া

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قليل.

ঘোর আঁধার রাতের মতো ভয়াবহ ফিতনা আসার পূর্বেই তোমরা সৎ আমলের দিকে অগ্রসর হও। সে সময় ব্যক্তি সকালে মুমিন থাকবে তো বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন থাকবে তো সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময়ে সে তার দ্বীনকে বিক্রি করে বসবে।[৩০]

মুমিনের সব বিষয়ই কল্যাণকর

সুহাইব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

---

[২৮] *সুনানে ইবনে মাজাহ*, ৪২১৭
[২৯] *সুনানে আবু দাউদ*, ৪৬৮১
[৩০] *সহিহ মুসলিম*, ১১৮

মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। তার সকল বিষয়ই কল্যাণকর, মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। সে সুখশান্তি লাভ করলে শুকরিয়া আদায় করে ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর বিপদ-আপদে আক্রান্ত হলে সবর করে, তাই বিপদ-আপদও তার জন্য কল্যাণকর।[৩১]

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎকে ভালোবাসে

হজরত উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না।

তখন আয়েশা রা. অথবা নবিজির অন্য কোনো স্ত্রী বললেন, আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ব্যাপারটা এমন নয়। আসলে যখন মুমিনের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা ও তার সম্মানিত হওয়ার সুসংবাদ শোনানো হয়। তখন ওই সুসংবাদের চেয়ে তার নিকট অন্যকিছু অধিক পছন্দনীয় হয় না। তাই সে তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে ভালোবাসে আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎকে ভালোবাসেন। আর কাফিরের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আজাব ও গজবের 'সুসংবাদ' দেওয়া হয়। তখন সম্মুখের এ সংবাদের চেয়ে তার কাছে অধিক অপছন্দনীয় আর কিছুই থাকে না। তাই সে তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।[৩২]

গুরাবাদের জন্য সুসংবাদ

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

---

[৩১] *সহিহ মুসলিম*, ২৯৯৯
[৩২] *সহিহ বুখারি*, ৬৫০৭

অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে এবং অচিরেই তা অপরিচিত হয়ে যাবে। এরূপ অপরিচিত অবস্থায় যারা ইসলামের ওপর থাকবে তাদের জন্য সুসংবাদ।[৩৩]

৬০ বছর বয়সী ব্যক্তির ওজর

হজরত আবু হুরাইরা রা. নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন,

أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً.

আল্লাহ যাকে ৬০ বছরব্যাপী দীর্ঘ আয়ু দান করেছেন, তার ওজর গ্রহণ করবেন না।[৩৪]

কেবল আমল বাকি থাকবে

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির পেছনে যায়। যার দুটি ফিরে আসে আর একটি তার সঙ্গে থেকে যায়। পরিবার, সম্পদ ও আমল তার পেছনে যায়। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে আর আমল তার সঙ্গে থেকে যায়।[৩৫]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

মানুষ অর্জিত ধনসম্পদকে 'আমার সম্পদ, আমার সম্পদ' বলে ব্যক্ত করে। অথচ সম্পদের উপকারিতা হচ্ছে তিনটি (এর মধ্যে একটিই কেবল স্থায়ী উপকার)। প্রথম উপকারী ব্যবহারক্ষেত্র হলো যা সে খেয়ে

[৩৩] *সহিহ মুসলিম*, ১৪৫
[৩৪] *সহিহ বুখারি*, ৬৪১৯
[৩৫] *সহিহ বুখারি*, ৬৫১৪

নিঃশেষ করে দেয়। দ্বিতীয়ত যা সে পরিধান করে পুরোনো করে ফেলে। তৃতীয়ত যা সে দান করে এবং (আখেরাতের প্রতিদান হিসাবে) সঞ্চয় করে। (টীকা, এই তৃতীয়টি স্থায়ী) এ ছাড়া অবশিষ্টগুলো ক্ষণস্থায়ী এবং তা মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।[৩৬]

কম হাসির নসিহত

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করে বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً.

মুহাম্মাদের প্রাণ যে সত্তার হাতে তার শপথ! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা অধিক পরিমাণে কান্না করতে এবং হাসির পরিমাণ কমিয়ে দিতে।[৩৭]

কথাবার্তা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকাল দিবসের ওপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[৩৮]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ.

---

[৩৬] *সহিহ মুসলিম*, ২৯৫৯
[৩৭] *সহিহ বুখারি*, ৬৬৩৭
[৩৮] *সহিহ বুখারি*, ৬০১৮

নিশ্চয় বান্দা পরিণাম চিন্তা না করে এমন কথা বলে, যে কথার কারণে সে ঢুকে যাবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি।[৩৯]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

কোনো ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়।[৪০]

ভয় ও আশা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ.

আল্লাহর কাছে যে কী পরিমাণ শাস্তি রয়েছে, ঈমানদারগণ যদি তা জানত তবে কারও জান্নাত পাওয়ার আশা থাকত না। এমনইভাবে আল্লাহর কাছে যে পরিমাণ দয়া আছে, কাফেররা যদি তা জানত তবে কেউ তার জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না।[৪১]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত এক যুবকের নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার অবস্থা এখন কেমন? সে উত্তরে বলে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আল্লাহর নিকট আশাবাদী তবে গুনাহের ব্যাপারে শঙ্কিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন,

لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.

[৩৯] *সহিহ বুখারি*, ৬৪৭৭
[৪০] *সহিহ মুসলিম*, ৫
[৪১] *সহিহ মুসলিম*, ২৭৫৫

যে বান্দার অন্তরে এরকম সময়ে এমন দুই বিপরীত জিনিস একত্র হয়, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস তাকে দান করেন এবং তাকে তার বিপদাশঙ্কা থেকে নিরাপদ রাখেন।[৪২]

নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

আবু হুরাইরা রা. বলেন, একবার দিনেরবেলা কিংবা রাতেরবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হন। তখন নবিজি আবু বকর ও উমর রা.-কে দেখতে পান। তিনি দুজনকে জিজ্ঞেস করেন, এ সময় কী কারণে তোমরা ঘর থেকে বের হয়েছ? তারা বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ক্ষুধার তাড়নায় বের হয়েছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তার কসম! তোমরা যে কারণে বের হয়েছ আমিও সে কারণে বের হয়েছি। এখন চলো। তারা উভয়ে তার সাথে চলতে লাগলেন। তিনি এক আনসারি সাহাবির ঘরে গেলেন। সে সাহাবি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তার স্ত্রী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে বলেন, মারহাবান ওয়া আহলান! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, অমুক কোথায়? তার স্ত্রী উত্তরে বলে, তিনি আমাদের জন্য মিষ্ট পানি আনতে গেছেন।

তখনই সে আনসারি সাহাবি উপস্থিত হন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার দুই সাথিকে দেখতে পেয়ে বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মেহমানের দিক থেকে আজ আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। তারপর তিনি গিয়ে খেজুরের একটি ছড়া নিয়ে আসেন। তাতে কাঁচা, পাকা ও শুকনা খেজুর ছিল। তিনি বলেন, আপনারা এ ছড়া থেকে খান। এরপর তিনি ছুরি নিলেন (ছাগল জবাই করার জন্য)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বলেন, সাবধান! দুধওয়ালা ছাগল জবাই করবে না। ছাগল জবাই করলে তারা তার গোশত ও কাঁদির খেজুর খেলেন এবং মিঠা পানি পান করেন। এভাবে তারা সকলে ক্ষুধা মিটান ও পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবু বকর ও উমর রা.-কে লক্ষ করে বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম! কেয়ামতের দিন এ নেয়ামত সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে এনেছে আর তোমরা এ নেয়ামত লাভ করে ফিরে যাচ্ছ।[৪৩]

---

[৪২] *সুনানে তিরমিজি*, ৯৮৩
[৪৩] *সহিহ মুসলিম*, ২০৩৮

যদি তোমরা কোনো গুনাহ না করতে

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! তোমরা যদি গুনাহ না করতে তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে এমন সম্প্রদায় নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করে ক্ষমা চাইত এবং তিনি তাদের মাফ করে দিতেন।[৪৪]

খোদাভীরুতা আঁকড়ে থাকা

আবু জর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে, মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করবে, যা মন্দকে মিটিয়ে দেবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।[৪৫]

এলোমেলো চুলবিশিষ্ট মানুষ

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ.

এলোমেলো উশকোখুশকো চুলবিশিষ্ট বহু লোক এমন রয়েছে, যাদেরকে লোকেরা দরজা থেকে তাড়িয়ে দেয় অথচ তাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তাআলা তা সত্যে পরিণত করে দেন।[৪৬]

---

[৪৪] *সহিহ মুসলিম*, ২৭৪৯
[৪৫] *সুনানে তিরমিজি*, ১৯৮৭
[৪৬] *সহিহ মুসলিম*, ২৬২২

দুধরনের চোখ

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

দুধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে চোখ কান্না করে এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিতে গিয়ে নির্ঘুম রাত কাটায়।[৪৭]

মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা

আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَه فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

তোমাদের কেউ দুঃখকষ্টে পড়লে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কিছু করতেই চায় তাহলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখো, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয়।[৪৮]

সালেহিনদের সংখ্যা কমে যাবে

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ الْمِائَةِ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً.

নিশ্চয়ই মানুষ এমন শত উটের মতো, যাদের মধ্য থেকে তুমি একটিকেও বাহনের উপযোগী পাবে না।[৪৯]

---

[৪৭] *সুনানে তিরমিজি*, ১৬৩৯
[৪৮] *সহিহ বুখারি*, ৫৬৭১
[৪৯] *সহিহ বুখারি*, ৬৪৯৮

গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, ওহে আদমসন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রুষা করোনি। বান্দা বলবে, হে রব! আমি কী করে আপনার সেবা-শুশ্রুষা করব অথচ আপনি হলেন বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু জানা সত্ত্বেও তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানতে না যে, সেদিন তুমি তার সেবা-শুশ্রুষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে।

হে আদমসন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি কী করে আপনাকে আহার করাব, আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু চাওয়ার পরও তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে।

হে আদমসন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার রব, আমি কী করে আপনাকে পান করাব, অথচ আপনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তা আমার কাছে পেতে।[৫০]

হজরত আবু মালেক আশআরি রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ . وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا.

[৫০] *সহিহ মুসলিম*, ২৫৬৯

পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক অংশ। 'আলহামদুলিল্লাহ' মিজানের পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেবে। সালাত হচ্ছে নুর। সদকা হচ্ছে (ঈমানের) দলিল। ধৈর্য হচ্ছে আলোকবর্তিকা। আর কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষই ভোরে নিজেকে (আমলের মাধ্যমে) বিক্রি করে দেয়। আমল দ্বারা হয়তো সে নিজেকে (আল্লাহর আজাব থেকে) মুক্ত করে অথবা সে নিজের ধ্বংস সাধন করে।[৫১]

পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে তখন লোকেরা তা দেখে সকলেই ঈমান আনবে। এ সম্পর্কেই মূলত বলা হয়েছে, তখন ওই ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে কিন্তু নেক আমল করেনি। কেয়ামত সংঘটিত হবে এমন অবস্থায় যে, দু-ব্যক্তি বেচাকেনার জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমনকি তা ভাঁজ করারও সময় পাবে না, কেউ উষ্ট্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু তা পান করার আর সুযোগ পাবে না, কেউ হাওজ সংস্কার করতে থাকবে কিন্তু সে তা থেকে পানি পান করানোর সময়ও পাবে না, কেউ তার মুখ পর্যন্ত লোকমা ওঠাবে, কিন্তু সে তা আর খাওয়ার সুযোগ পাবে না—এমন অকস্মাৎ অবস্থায় কেয়ামত সংঘটিত হবে।[৫২]

কবরজগৎ

ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غدْوَةً وَعَشِيًّا إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ.

তোমাদের কারও মৃত্যু হলে, (কবরে) প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার ঠিকানা—জান্নাত অথবা জাহান্নাম—তার সামনে পেশ করা হয়। আর

---

[৫১] *সহিহ মুসলিম*, ২২৩
[৫২] *সহিহ বুখারি*, ৬৫০৬

বলা হয় যে, এই হলো তোমার ঠিকানা, তোমার পুনরুত্থান পর্যন্ত (এটা তোমার সামনে পেশ করা হতে থাকবে)।[৫৩]

হাশরের মাঠের অবস্থা

হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষকে হাশরের মাঠে ওঠানো হবে নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা রা. বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাহলে কি পুরুষ ও নারীরা একে অপরের দিকে তাকাবে না? তিনি বলেন, সেদিনের অবস্থা এত ভয়ংকর হবে, কেউ তাকানোর ইচ্ছাও করবে না।[৫৪]

ভালোবাসা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন বলবেন,

أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي.

> আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া প্রদান করব। আজ এমন দিন, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া নেই।[৫৫]

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলে, কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বলেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কী জোগাড় করেছ? সে বলে, কোনোকিছুই জোগাড় করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে তুমি ভালোবাসো। আনাস রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে আমরা এতটা আনন্দিত হয়েছি, অন্য কোনো কথায় ততটা আনন্দিত হইনি। আনাস রা. বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসি এবং আবু বকর ও উমর রা.-কেও ভালোবাসি। আশা করি তাদেরকে ভালোবাসার কারণে তাদের সঙ্গে

---

[৫৩] *সহিহ বুখারি*, ৬৫১৫
[৫৪] *সহিহ বুখারি*, ৬৫২৭
[৫৫] *সহিহ মুসলিম*, ২৫৬৬

জান্নাতে বসবাস করতে পারব। যদিও তাদের আমলের মতো আমল আমি করতে পারিনি।[৫৬]

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ، قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾.

নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা নবি নন এবং শহিদও নন। কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে তাদের লাভ করা মর্যাদার কারণে নবিগণ ও শহিদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের অবহিত করুন, তারা কারা? তিনি বলেন, তারা ওইসব লোক যারা আল্লাহর টানে পরস্পরকে ভালোবাসে, অথচ তারা পরস্পর আত্মীয়ও নয় এবং পরস্পরকে সম্পদও দেয়নি। আল্লাহর শপথ! তাদের মুখমণ্ডল যেন নুর এবং তারা নুরের আসনে বসবে। তারা সে সময়ও ভীত হবে না, যখন মানুষজন সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে না, যখন মানুষজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে। এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ﴾

'জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।' (সুরা ইউনুস, ৬২)

---

[৫৬] *সহিহ বুখারি*, ৩৬৮৮

সাহাবায়ে
কেরামের
উপদেশমালা

আবু বকর সিদ্দিক রা.

পরিচয়

- তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমের ইবনে আমর ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তাইম। এ বংশধারা কুরাইশের শাখা বনু তাইমের সাথে মিলিত হয়েছে।

- তিনি জন্মগ্রহণ করেন হস্তীবাহিনীর ঘটনার দুই বছর ছয় মাস পর। ফলে বয়সের দিক থেকে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে দুই বছর কয়েক মাস ছোট।

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত লাভ করার পর থেকেই তিনি ছিলেন তার সঙ্গী। পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতদিন মক্কায় অবস্থান করেছেন তার পুরোটা সময় তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে পাড়ি জমিয়েছেন তখনও তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। সাওর পর্বতে তিনিই তার সঙ্গে ছিলেন। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তিনি রাসুলের পাশে থেকেছেন। তিনি সেই ১০ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন, যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

- নবিজির পর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। মুসলমানগণ তাকে উপাধি প্রদান করেছেন, ‘খলিফাতু রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’।

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর ইরতিদাদ তথা ইসলাম পরিত্যাগের যে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে, তিনি তা শক্তহাতে দমন করেন। তার শাসনামল থেকেই মুসলমানদের বিজয়ধারার সূচনা ঘটে।
- তার শাসনামলেই প্রথম কুরআন কারিমের পূর্ণাঙ্গ সংকলন সমাপ্ত হয়।
- ১৩ হিজরির জুমাদাল আখিরা মাসের ২২ তারিখ মঙ্গলবার রাতে এই মহান সাহাবি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি সর্বমোট দুই বছর তিন মাস ১০ দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন।
- তার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মত থেকে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসাই যথেষ্ট।

অনুপম বিনয়

আবু বকর রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর এক খুতবা প্রদান করেন, প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলেন—

> পরসমাচার, লোকসকল! আমি তোমাদের দায়িত্বশীল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই।[৫৭] তবে নাজিলকৃত পবিত্র কুরআন ও রাসুলের প্রণীত সুন্নাহসমূহ আমাদের সামনে রয়েছে, যেগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন, ফলে আমরা সেগুলো সম্পর্কে অবগত হয়েছি।
>
> শোনো, সবচেয়ে বড় বিচক্ষণতা হলো তাকওয়া তথা খোদাভীতি। আর সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা হলো পাপাচার। তোমাদের চোখে যে শক্তিশালী সে আমার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্বল যতক্ষণ আমি তার থেকে অন্যের অধিকার ছিনিয়ে না আনি। আর তোমাদের সবচেয়ে দুর্বল লোকও আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার অধিকার নিশ্চিত করি। লোকসকল! আমি তো কেবল অনুসরণকারী, কোনো বিষয়

---

[৫৭] হাসান বসরি রহ. আবু বকর রা.-এর এই উক্তির ব্যাপারে মন্তব্য করেন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু মুমিন তো সবসময় নিজেকে ছোট মনে করেই থাকে। (*কানযুল উম্মাল*, ১৪০৫০)

উদ্ভাবনকারী নই। আমি ভালো কাজ করলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। যদি আমি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি তাহলে আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবে।[৫৮]

তোমরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো

আবু বকর রা. এক ভাষণে বলেন, তোমাদের হিসাব গ্রহণের পূর্বেই তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো। যে সম্প্রদায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন। আর যে সম্প্রদায়ে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটে, আল্লাহ তাআলা ভয়াবহ শাস্তি দিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করেন।[৫৯]

সতর্কীকরণ

আবু বকর রা. এক ভাষণে বলেন, জেনে রাখো, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি সম্পূর্ণ নিজের অনিচ্ছায় এই স্থানে দাঁড়িয়েছি। আহ! যদি এমন কেউ থাকত যে আমার এই দায়িত্বটা পালন করে দেবে। তোমরা কি ধারণা করছ যে, আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারব? মোটেই তা নয়, কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে রক্ষা করা হতো ওহির মাধ্যমে। তদুপরি তার সঙ্গে ছিল সহযোগী ফেরেশতাগণ। পক্ষান্তরে আমার সাথে রয়েছে এমন শয়তান, যে অনবরত আমার ওপর আক্রমণ করে থাকে। তাই যদি আমি রাগান্বিত হয়ে যাই তাহলে তোমরা সতর্ক থাকবে। যেন তোমাদের জীবনের গতি-ছন্দ এবং হাসিখুশিতে আমি নেতিবাচক প্রভাব তৈরির কারণ না হয়ে দাঁড়াই। অতএব, তোমরা আমার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে...।[৬০]

কিছু কায়দা ও মূলনীতি

খলিফা আবু বকর রা. মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়ে গেলে উমর রা.-কে ডেকে বলেন, হে উমর! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দিবসের জন্য এমন কিছু আমল নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা তিনি

---

[৫৮] ইবনে সাদ কৃত *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ৩/৯৭

[৫৯] *কানযুল উম্মাল*, ১৪১১৪

[৬০] হাসান বসরি রহ. এ খুতবার ব্যাপারে মন্তব্য করেন, আল্লাহর কসম, আবু বকর রা.-এর পর এ যাবৎকালের মধ্যে কেউ এমন খুতবা প্রদান করেনি।

রাতে কবুল করেন না। আর রাতের জন্য তিনি এমন কিছু আমল নির্ধারণ করে রেখেছেন যা তিনি দিবসে কবুল করেন না। ফরজ আমলসমূহ পালন না করা হলে তিনি নফল আমল কবুল করেন না। দুনিয়ার জীবনে সত্য অনুসরণের ফলে এবং সত্য পালনে ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে কেয়ামতের দিন যার আমলনামার পাল্লা ভারী হবে সে-ই প্রকৃতপক্ষে ভারী পাল্লার অধিকারী সফলতম ব্যক্তি। যে পাল্লায় কাল কেয়ামতের দিন হক স্থাপন করা হবে সেটা নিশ্চয়ই ভারী হবে।

প্রকৃতপক্ষে ওই ব্যক্তির আমলনামার পাল্লাই তো হালকা, দুনিয়ায় বাতিলের অনুসরণের কারণে কেয়ামতের দিন যার আমলনামার পাল্লা হালকা হয়ে যায়। কাল কেয়ামতের দিন যে পাল্লায় বাতিল আমল ওঠানো হবে তা হালকা হয়ে যাওয়াই তো উচিত।

আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাতবাসীদের কথা আলোচনা করেছেন তখন তাদের উত্তম আমলসমূহের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের গুনাহের প্রসঙ্গ তিনি উপেক্ষা করে গেছেন। ফলে জান্নাতবাসীদের কথা স্মরণ হলে আমি নিজের অজান্তেই বলে থাকি, আশঙ্কা হয় তাদের সাথে যুক্ত হতে পারে কি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা যখন জাহান্নামিদের কথা আলোচনা করেছেন তখন তাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং মন্দ কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের উত্তম কাজের প্রতি তিনি কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপই করেননি। এজন্য জাহান্নামিদের কথা মনে পড়লে আল্লাহর নিকট কামনা করি তিনি যেন আমাকে তাদের সাথে না রাখেন। অর্থাৎ বান্দা হিসাবে আমাদেরকে এভাবে আল্লাহর প্রতি আগ্রহী থাকতে হবে আবার তার ব্যাপারে নিজের মধ্যে ভয়ভীতিও রাখতে হবে। তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশাবাদী হওয়া যাবে না আবার তার রহমত থেকে একেবারে নিরাশও হওয়া চলবে না।

যদি আপনি আমার এই অসিয়ত স্মরণ রাখেন তাহলে মৃত্যুই আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠবে। আর মৃত্যু তো অত্যাসন্ন ও অনিবার্য। কিন্তু যদি আপনি আমার এই অসিয়তকে গুরুত্ব না দেন তাহলে মৃত্যুই আপনার কাছে সর্বাধিক ঘৃণার পাত্র হবে। অথচ মৃত্যু এমন এক বিষয়, চাইলেও আপনি মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।[৬১]

---

[৬১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৬০

পার্থিব চাকচিক্য ও জৌলুসের আকর্ষণ

হজরত আয়েশা রা. বলেন, একদিন আমি নতুন জামা পরিধান করেছিলাম। এতে আমার বেশ আনন্দবোধ হচ্ছিল। আমার আনন্দ দেখে পিতা আবু বকর রা. বলে ওঠেন, এতে তুমি আনন্দবোধ করছ? অথচ সুন্দর জামা পরার কারণে আল্লাহ তাআলা তো তোমার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করবেন না। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন, তুমি কি জানো না, দুনিয়ার চাকচিক্য ও জৌলুসের আকর্ষণ কারও মধ্যে ঢুকে গেলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। দুনিয়ার এই আকর্ষণ ত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন না? হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমি তখনই সেই জামাটি খুলে দান করে দিই। হজরত আবু বকর রা. তখন বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ চাহেন তো এতে তোমার পূর্বের গুনাহ মিটে যাবে।[৬২]

মুমূর্ষু অবস্থায় কিছু দিরহাম

হাবিব বিন যামরা বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর এক ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়ে বারবার বালিশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তার মৃত্যুর পর লোকেরা হজরত আবু বকর রা.-কে জানায়, আমরা দেখলাম আপনার ছেলে বারবার বালিশের দিকে তাকাচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বালিশ ওঠানো হলে তার নিচে পাঁচ দিনার পাওয়া যায়। হজরত আবু বকর রা. তখন হাতে হাত দিয়ে আঘাত করে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করতে করতে বলেন, আহ! তোমার দেহে তো এই অর্থের ভার সইতে পারবে না।[৬৩]

বদরি সাহাবিগণ এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

খলিফা আবু বকর রা.-কে বলা হলো, হে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা! আপনি কি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদেরকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রদান করবেন না? তিনি উত্তরে বলেন, তাদের মর্যাদা সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই অবগত আছি। তবে পার্থিব কাজকর্মে জড়িয়ে ফেলে আমি তাদেরকে কলুষিত করে দিতে চাই না।[৬৪]

---

[৬২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৬০
[৬৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, ১৪০
[৬৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৬১

বৃক্ষ হওয়ার ইচ্ছা

হজরত হাসান বসরি রহ. বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রা. একবার বলেন, হায়, যদি আমি এমন বৃক্ষ হতাম, যাকে কামড়ে খেয়ে ফেলা হয়।[৬৫]

জবানের বিপদ

উমর রা. একবার হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট প্রবেশ করে দেখেন তিনি জিহ্বা ধরে রেখেছেন। উমর রা. তখন বলেন, এমন করা থেকে বিরত হোন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। আবু বকর রা. তখন বলেন, এই জিহ্বাই তো আমাকে বহু বিপদে ফেলেছে।[৬৬]

নানাত

আবু বকর রা. বলেন, সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি 'নানাতে' মৃত্যুবরণ করে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নানাত কী জিনিস? তিনি উত্তরে বলেন, ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থা। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর নিজের অনুসারী বৃদ্ধি পাওয়ার আগে এবং দিকে দিকে তাদের প্রসার লাভের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

আল্লাহর ব্যাপারে সংকোচ

আবু বকর রা. বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সংকোচ রাখো। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ! আমি যখন কোনো খোলা ময়দানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য যাই তখন আমার রবের লজ্জায় নিজেকে কাপড় দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে নিই যে, কাপড়ের (শরীর থেকে কাপড়ের বর্ধিতাংশের) ছায়া পর্যন্ত জমিনে পড়তে থাকে।[৬৭]

রাজাবাদশারা যখন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়

আবু বকর রা. এক খুতবায় রাজাবাদশাদের ভ্রান্তি ও পথবিচ্যুত হওয়ার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন, খুতবায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ ও সালাম শেষে বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে হতভাগা হলো রাজাবাদশারা। এই কথা শুনে লোকেরা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। তাদের এ অবস্থা দেখে তিনি বলেন, কী হলো তোমাদের?

---

[৬৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, ১৩৯
[৬৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৩২
[৬৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৫৮

মনে হচ্ছে এ কথায় তোমাদের আপত্তি আছে? শোনো, কিছু রাজাবাদশা এমন রয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের পর আল্লাহ তাআলা তাদের স্বভাবচরিত্র এমন করে দেন যে, তারা ব্যক্তিগত অর্থসম্পদের ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে, কিন্তু অন্যের সম্পদের প্রতি তাদের লোভ-লালসা বেড়ে যায়, আল্লাহ তাদের বয়স অর্ধেক কমিয়ে দেন, মনের ভেতর ভয়ভীতি তৈরি করে দেন। ফলে দেখা যায়, অন্যের সামান্য সম্পদের জন্য তারা হিংসা-বিদ্বেষ করতে থাকে কিন্তু নিজের অঢেল সম্পদ থেকে বিমুখ হয়ে থাকে। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাদের মধ্যে বিরক্তি চলে আসে। বৈবাহিক সম্পর্কের সুখ সে হারিয়ে ফেলে।

এই শ্রেণির রাজাবাদশারা অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে না। কোনোকিছুর প্রতিই তাদের মধ্যে সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হয় না। মূলত তারা অচল মুদ্রা বা প্রবঞ্চনাকারী মরীচিকার মতো। বাহ্যত তাদেরকে অনেক সুখী ও হাসিখুশি মনে হলেও ভেতরে ভেতরে তারা হয়ে থাকে বিষাদগ্রস্ত ও বিষণ্ন। যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তারা শেষ বয়সে উপনীত হয়ে পড়ে এবং জীবনপ্রদীপ নিভে যায় তখন আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের হিসাব গ্রহণ করেন। তাদের খুব কম লোককেই তিনি ক্ষমা করেন। তবে সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পায়, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। তার কিতাব ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেছে।

শোনো, নিশ্চয় দরিদ্র-অসহায়রাই হলো প্রকৃত দয়া ও করুণার পাত্র। জেনে রাখো, তোমরা রয়েছ নবুয়ত-নির্দেশিত খেলাফতব্যবস্থার অধীনে এবং এমন পথের ওপর, যা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করে দিয়ে থাকে। আমার পর তোমরা অত্যাচারী জালেম রাজাবাদশাদের দেখতে পাবে এবং এমন জাতির দেখা পাবে, যারা হবে বহুধাবিভক্ত এবং যাদের রক্ত ঝরবে অনবরত।

যদি কখনো বাতিলের আস্ফালন দেখা যায় আর হকের অনুসারীদের বিচ্ছিন্ন পাওয়া যায়, তাহলে জেনে রাখো, শীঘ্রই উত্তম পদচিহ্নগুলো মুছে যাবে। ভালো ভালো মানুষগুলো বিদায় নেবে। নতুন নতুন ফিতনা-ফাসাদ তৈরি হবে। উত্তম রীতিনীতিসমূহ মিটে যাবে। তখন তোমাদের কর্তব্য হবে, মসজিদ আঁকড়ে থাকা। তোমরা পরামর্শ গ্রহণ করবে কুরআন কারিম থেকে। আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদেরকে নিরাপত্তাবেষ্টিত করে নেবে। কখনো মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

আমার অনুরোধ থাকবে, তোমরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর পরামর্শ করে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কারও সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা করে নেবে। আচ্ছা, বলো তো তোমাদের খারশানা শহর কোনটি? জেনে রাখো, রোমের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর মতো তার দূরবর্তী অঞ্চলগুলোও একদিন তোমাদের অধীনে চলে আসবে।[৬৮]

আপনাকে জীবন দান করবে

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. একদিন হজরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে বলেন, আপনি গৌরব ও খ্যাতি-সম্মানের পেছনে ছুটবেন না, তাহলে গৌরব ও সম্মান নিজে নিজেই আপনার পেছনে আসবে। মৃত্যুর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠুন, এই আগ্রহ আপনাকে নতুন জীবন প্রদান করবে।[৬৯]

গালিগালাজের পরিণতি

এক ব্যক্তি হজরত আবু বকর রা.-কে বলে, আল্লাহর শপথ, আমি আপনাকে এমন এক গালি দেবো, যা আপনার সঙ্গে কবর পর্যন্ত যাবে। হজরত আবু বকর রা. তখন বলেন, না, আমার সঙ্গে তো নয় বরং তোমার সঙ্গে তা কবরে যাবে।[৭০]

অনুভূতির উত্তরাধিকার

হজরত আবু বকর রা. বলেন, মানুষ পরম্পরাসূত্রেই কারও প্রতি ভালোবাসা বা বিদ্বেষের অনুভূতি পেয়ে থাকে।[৭১]

বিপদ এবং কথাবার্তা

আবু বকর রা. বলেন, কথাবার্তাই মানুষকে বিপদে ফেলে থাকে।[৭২]

সর্বশেষ খুতবা

হজরত আবু বকর রা. আপন খুতবায় সর্বশেষ যে দুআ করেছিলেন, তা হচ্ছে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ زَمَانِيْ آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ لِقَائِكَ.

---

[৬৮] আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন, ২/৪৩; আল-ইকদুল ফারিদ, ৪/৫৬
[৬৯] আল-ইকদুল ফারিদ, ১/৩৪
[৭০] আল-ইকদুল ফারিদ, ২/১২৪
[৭১] আল-ইকদুল ফারিদ, ২/১৫৭
[৭২] আল-ইকদুল ফারিদ, ৩/২১

হে আল্লাহ! আমার সর্বশেষ দিনগুলোকে সর্বোত্তম সময়ে পরিণত করুন। আমার পরিণতিকে সর্বোত্তম আমলমণ্ডিত করুন এবং যেদিন আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে সেদিনকে আমার সর্বোত্তম দিনে পরিণত করুন।[৭৩]

খোদাভীতি

আবু বকর রা. বলেন, হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় আমরা হালাল সম্পদ উপার্জনের ৭০টি খাত থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিতাম।[৭৪]

অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ

আবু বকর রা. বলেন, অতীতের সে সকল লোকেরা আজ কোথায়, যারা উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী ছিল, নিজেদের টগবগে যৌবন নিয়ে গর্ব করত। সেসব প্রতাপশালী রাজাবাদশারা আজ কোথায়, যারা বহু শহর-নগর নির্মাণ করেছে এবং মজবুত দুর্গ নির্মাণ করে সেসব নগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে? যুদ্ধের ময়দানে যারা বীরত্বের সাথে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে দিত তারাও আজ কালপরিক্রমায় কোথায় হারিয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কবরের ঘোর অন্ধকারে। সুতরাং তোমরা এখনই জাগ্রত হও। সজাগ হয়ে ওঠো। মুক্তির পথ খোঁজো।[৭৫]

দুনিয়া থেকে সতর্ক থাকা

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বলেন, আবু বকর রা. যখন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে সালাম দিই। তিনি আমাকে তখন বলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, ধীরে ধীরে এমন সময় আসবে যখন দুনিয়া লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। সে সময় তোমরা রেশমের পর্দা ব্যবহার করতে শুরু করবে, রেশমের তৈরি বালিশে মাথা রেখে ঘুমাবে। আজারবাইজানের পশমি বিছানাগুলো তোমাদের কাছে হয়ে যাবে যন্ত্রণাদায়ক। তোমাদের নিকট তখন মনে হবে, যেন তোমরা কাঁটা-গুল্মবেষ্টিত কোনো জঙ্গলে রয়েছ। আল্লাহর কসম! দুনিয়ার এই ভোগবিলাসে সাঁতার কাটার তুলনায় তোমাদের কেউ বিধিবদ্ধ উপায়ে নিজের গর্দান উড়িয়ে দেওয়াই উত্তম।[৭৬]

---

[৭৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৮৪
[৭৪] *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া*, পৃ. ১১০
[৭৫] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৩৬; *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৫৮
[৭৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৫৮

যাতে কোনো কল্যাণ নেই

আবু বকর রা. বলেন, তোমরা কি জানো না, সকাল-সন্ধ্যা তোমরা এক নির্দিষ্ট মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছ।

সেই কথায় কোনো কল্যাণ নেই, যে কথার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন নয়।

সেই সম্পদে কোনো কল্যাণ নেই, যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় না।

ওই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যার অজ্ঞতা তার সহনশীলতার ওপর প্রবল হয়ে যায়।

ওই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের তিরস্কারকে ভয় করে।[৭৭]

পরকালের মাধ্যমে উপদেশ প্রদান

আবু বকর রা. এক খুতবায় বলেন, আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি, দারিদ্র্য ও সংকটের সময়ও তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে এবং যথাযথভাবে আল্লাহর গুণকীর্তন করবে। তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল। জেনে রাখো, তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠভাবে আমল করো, তাহলে তো নিজেদের প্রতিপালকেরই ইবাদত করলে এবং নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করলে। সক্ষমতার সময় তোমরা নিজেদের ওপর অর্পিত ট্যাক্স প্রদান করে দেবে। অগ্রিম ট্যাক্সগুলোও জমা করে রাখো, তাহলে কখনো অভাব-অনটন দেখা দিলে এগুলো তোমাদের কাজে আসবে।

হে আল্লাহর বান্দারা! একটু চিন্তা করো, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কী অবস্থায় ছিল আর এখন কোথায় চলে গেছে? সেসব রাজাবাদশা কোথায় যারা পৃথিবীকে আবাদ করেছে? মানুষ তো তাদের ভুলে গেছে। তাদের আলোচনা এখন বিস্মৃত হয়ে গেছে। আজ এখন যেন তাদের কোনোকিছুই বাকি নেই। তারপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾

এই তো তাদের বাড়িঘর, তাদের জুলুমের কারণে আজ যা বিরান অবস্থায় পড়ে আছে। (সুরা নামল, ৫২)

---

[৭৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩৬

তারা তো এখন রয়েছে কবরের অন্ধকার জগতে। তিনি এ প্রসঙ্গে তেলাওয়াত করেন,

﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾

আপনি কি তাদের কারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পান? (সুরা মারয়াম, ৯৮)

তোমাদের সেসব ভাই-বন্ধু কোথায় যাদের সাথে তোমাদের পরিচয়-সম্পর্ক ছিল? তারা তো এখন নিজেদের কৃত আমল অনুযায়ী ফলাফল পেয়েছে। হয়তো তারা সে আমলের কারণে হতভাগা হয়ে গেছে কিংবা সৌভাগ্যবান হয়েছে। দেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে সৃষ্টিজীবের কারও কোনো ধরনের বংশীয় সম্পর্ক নেই যে, সে সুবাদে তিনি তার প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ করবেন কিংবা তার থেকে কোনো বিপদ দূর করে দেবেন। কেবল তার আনুগত্য এবং তার নির্দেশনাবলির অনুসরণের মাধ্যমেই তিনি কারও কল্যাণ করেন এবং কারও থেকে অকল্যাণ দূর করে দেন। যে কল্যাণের পরে রয়েছে জাহান্নাম, সেটা তো মোটেই কল্যাণ হতে পারে না। আর যে অনিষ্টের পরই রয়েছে জান্নাত সেটা মোটেও অনিষ্ট কিছু নয়।

এটাই হচ্ছে আমার আবেদন। আমি তোমাদের জন্য এবং আমার নিজের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি।[৭৮]

কাউকে তুচ্ছ মনে না করা

আবু বকর রা. বলেন, কেউ যেন কোনো মুসলমানকে তুচ্ছ মনে না করে। কেননা অতি সাধারণ মুসলমানও আল্লাহর নিকট অনেক বড়।[৭৯]

মুসলমানদের রক্ত এবং সম্মান

আবু বকর রা. বলেন, আল্লাহর অনুগত হয়ে তাঁকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আনুগত্য করো। মুসলিমদের রক্ত থেকে যেন তোমার হাত পবিত্র থাকে। তাদের অর্থসম্পদের লোভ থেকে যেন তোমার পেট মুক্ত থাকে এবং তাদের মর্যাদাহানি থেকে যেন তোমার জিহ্বা নিরাপদ থাকে।[৮০]

---

[৭৮] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৫৮
[৭৯] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৩৭
[৮০] মুহাসিবি কৃত *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, ৪৬

কোমল হৃদয়

আবু বকর রা. বলেন, যে ব্যক্তি এই আকাঙ্ক্ষা লালন করে যে, কেয়ামতের দিন যেন আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে আপন ছায়ায় স্থান দেন, তাহলে সে যেন মুমিনদের প্রতি কোমল এবং নম্র হয়।[৮১]

কান্নার ভান করা

আবু বকর রা. বলেন, যে ব্যক্তির কান্না আসে সে যেন কাঁদে। আর যার কান্না আসে না সে যেন কান্নার ভান করে।[৮২]

আল্লাহর নিকট সুস্থতা কামনা করা

আবু বকর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বারে খুতবা প্রদানের জন্য দাঁড়ালে প্রচণ্ড কান্নায় কথা বলতে পারছিলেন না, এভাবে তিন তিনবার কথা বলার চেষ্টা করেও তিনি কিছু বলতে পারেননি। এরপর তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা কামনা করো, কারণ ঈমান ও ইয়াকিনের পর সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে সুস্থতা। পক্ষান্তরে কুফরির পর অধিক মারাত্মক বিষয় হচ্ছে কোনোকিছুতে অযথা সন্দেহ করা।

তোমরা সত্যকে আঁকড়ে থাকো, কারণ সত্য কল্যাণকাজের পথ দেখায়, আর এই সত্য ও কল্যাণকর্ম জান্নাতের পথ দেখায়। তোমরা মিথ্যা থেকে বিরত থাকো, কারণ মিথ্যা মানুষকে গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, আর মিথ্যা ও গুনাহ মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।[৮৩]

মুমিনের প্রতিদান

আবু বকর রা. বলেন, নিশ্চয় সব কাজের বিপরীতেই একজন মুসলিমকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয়। এমনকি সে যদি কোথাও ব্যথা পায় কিংবা তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় অথবা পকেট থেকে কোনোকিছু হারিয়ে পেরেশান হয়ে খুঁজতে খুঁজতে নিজের ব্যাগেই তা পায়, তবুও এ কষ্টের কারণে তাকে প্রতিদান দেওয়া হয়।[৮৪]

---

[৮১] শারানি কৃত *তামবিহুল মুগতাররিন*, ৪৮

[৮২] প্রাগুক্ত, ১৭৮

[৮৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, ১৩৫

[৮৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, ১৩৬

অহংকার থেকে বেঁচে থাকো

আবু বকর রা. এক খুতবায় বলেন, পরসমাচার, হে লোকসকল! সকল বিষয়ে সর্বাবস্থায় আমি মহান আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার এবং পছন্দ-অপছন্দ সকল ক্ষেত্রে সর্বদা হক অনুসরণের অসিয়ত করছি তোমাদেরকে। জেনে রাখো, সত্য ব্যতীত অন্য কিছুতে কোনো কল্যাণ নেই। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলল, সে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ল। আর যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হলো একদিন তার ধ্বংস অনিবার্য।

তোমরা অহংকার করো না। যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দিয়ে এবং মাটিতেই যাকে একসময় ফিরে যেতে হবে, সে তো অহংকার করতে পারে না। সে আজ জীবিত হলেও আগামীকাল হয়ে যাবে মৃত প্রাণহীন। সুতরাং তোমরা আমল করো এবং নিজেদের মৃত বলেই মনে করো।

যে-সকল বিষয়ে তোমরা কোনো সমাধান পাবে না তা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দেবে। তোমরা সৎ আমল করো। সৎ আমলের প্রতিদান পরকালে পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ﴾

সেদিনের কথা স্মরণ করো, প্রত্যেকেই যা-কিছু ভালো কাজ করেছে, সে তা চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা-কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও। সে তখন কামনা করবে যদি তার এবং ওসব কর্মের মধ্যে অনেক দূরের ব্যবধান থাকত। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (সুরা আলে ইমরান, ৩০)

অতএব, হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় করো। মনে করো যে, তিনি সবসময় তোমাদের দেখছেন। পূর্ববর্তীদের ফলাফল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো। জেনে রাখো, অবশ্যই তোমার রবের সঙ্গে একদিন তোমাদের সাক্ষাৎ করতে হবে, নিজেদের ছোট-বড় সকল কাজের প্রতিদান ও শাস্তি বরণ করে নিতে হবে। তবে আল্লাহ যেগুলো ক্ষমা করে দেবেন তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করো, নিজেদেরকে বাঁচাও। আল্লাহ্ তাআলাই হলেন সাহায্যকারী। তিনি ব্যতীত কেউ সৎকাজে শক্তি জোগাতে পারে না।[৮৫]

সম্মান ও সচ্ছলতা

আবু বকর রা. বলেন, আমাদের মর্যাদা নিহিত আছে তাকওয়ায়, সচ্ছলতা রয়েছে (তাকদিরের ওপর) বিশ্বাসে এবং সম্মান রয়েছে বিনয়ে।[৮৬]

পরকালের উদ্দেশ্যে আমল করা

আবু বকর রা. এক খুতবায় বলেন, আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যথাযথ উপায়ে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করো। আল্লাহর ব্যাপারে ভয় ও আশা দুটিই লালন করো। কায়মনোবাক্যে, অনুনয়ের সাথে তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। কারণ আল্লাহ তাআলা হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম এবং তার পরিবার-পরিজনের প্রশংসা করে বলেছেন,

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾

অতঃপর আমি তার দুআ কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়াকে এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত। (সুরা আম্বিয়া, ৯০)

আল্লাহর বান্দারা, শোনো! আল্লাহ তাআলা তাঁর হকের বিনিময়ে তোমাদের জীবনগুলোকে বন্ধক রেখেছেন। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। চিরস্থায়ী অঢেল জিনিস (জান্নাতের) বিনিময়ে তিনি তোমাদের থেকে ধ্বংসশীল সামান্য জিনিস (দুনিয়া) কিনে নিয়েছেন। এই তো আল্লাহর কিতাব তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে, যার চমৎকারিত্ব ও বিস্ময় কখনো শেষ হবে না। যার আলোকমালা কখনো নিভে যাবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর বাণীর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখো। তাঁর নাজিলকৃত কিতাব থেকে নসিহত গ্রহণ করো। অন্ধকার দিবসের জন্য তা থেকে আলো গ্রহণ করো। কারণ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তোমাদের

[৮৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৫৭
[৮৬] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৪৪

প্রত্যেকের সাথে তিনি সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তোমরা যা-কিছু করছ তিনি তার সবকিছুই জানেন।

হে আল্লাহর বান্দারা, অতঃপর জেনে রাখো, সকাল-সন্ধ্যার পালাবদলের মাধ্যমে তোমরা প্রতিনিয়ত এমন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছ, যে মৃত্যুর প্রকৃত সময় তোমরা জানো না। যদি তোমরা জীবনটাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিতে পারো, তাহলে এমনটাই করো। তবে জেনে রাখো, কখনো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তা পারবে না। সুতরাং মৃত্যু আসার পূর্বেই নিজেদের আমলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। মৃত্যু তোমাদেরকে নিজেদের মন্দ কর্মের মধ্যে যেন নিক্ষেপ না করে। এমন বহু মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের জীবনকে অন্যের জন্য ব্যয় করে দেয় আর নিজেদের পরিণামের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। আমি তোমাদেরকে তাদের মতো হতে নিষেধ করছি।

তোমরা আল্লাহর নাজিলকৃত ওহির নির্দেশনা অনুসরণ করো। যে পথ অনুসরণে মুক্তি মিলে সে অনুযায়ী চলো। মনে রেখো, তোমাদের পেছনে মৃত্যু ওত পেতে রয়েছে, যা বেশ দ্রুত গতিতে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।[৮৭]

নামাজ এবং জাকাত

আবু বকর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে অর্থাৎ নামাজের মতো জাকাত প্রদান জরুরি মনে না করবে, তাহলে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। কারণ জাকাত হচ্ছে অর্থসম্পদের হক।[৮৮]

প্রয়োজন পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা

হজরত আবু বকর রা. মৃত্যুশয্যায় উপনীত হওয়ার সময় একবার হজরত সালমান রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা! আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। হজরত আবু বকর রা. তখন বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অচিরেই আপনাদের জন্য এই দুনিয়ার ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের দুয়ার খুলে দেবেন। সাবধান, তখন যতটুকু হলেই যথেষ্ট তার চেয়ে অধিক গ্রহণ করবেন না। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করে সে আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তায় চলে যায়।

---

[৮৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৫৮; *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৫৮

[৮৮] যাহাবি কৃত *সিরাতুল খুলাফা*, ৩৯

আল্লাহর সেই নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার প্রয়াস চালাবেন না। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা আপনাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৮৯]

চিকিৎসক

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন লোকেরা তাকে বলে, আপনার জন্য কি কোনো ডাক্তার ডেকে আনব? হজরত আবু বকর রা. তখন বলেন, ডাক্তার তো আমার অবস্থা দেখে গেছে। তারা জিজ্ঞেস করে, ডাক্তার কী বলেছে আপনাকে? তিনি বলেন, ডাক্তার বলেছে, আমি যা খুশি তাই করতে পারি। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তাআলার কথা বোঝাচ্ছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা চাইলে তাকে সুস্থ করতে পারেন, চাইলে অসুস্থও রাখতে পারেন।[৯০]

দিরহাম

আবু বকর রা. বলেন, তোমার এই দ্বীন-ধর্ম পালন তো পরকালের জন্য আর দিনার-দিরহাম তথা অর্থসম্পদ তো হলো জীবনজীবিকার জন্য। যে ব্যক্তির নিকট অর্থসম্পদ থাকে না, সে কেবল পার্থিব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।[৯১]

নফসের সাথে শত্রুতা

আবু বকর রা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজের নফসের সাথে শত্রুতা করে আল্লাহ তাআলা তাকে আপন ক্রোধ থেকে বাঁচিয়ে দেন।[৯২]

---

[৮৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, ১৩৭
[৯০] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, ১৪০
[৯১] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৭৩২
[৯২] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৭৮৫

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.

পরিচয়

নাম : উমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে রইয়াহ ইবনে কুরায ইবনে রযাহ ইবনে আদি ইবনে কাব ইবনে লুআই। হজরত উমর ছিলেন কুরাইশ বংশীয়।

জন্ম : হস্তীবাহিনীর ঘটনার ১৩ বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

হামযা রা.-এর ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে অবস্থান করা শুরু করেন। ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপাধি প্রদান করেছিলেন 'আল-ফারুক'। তিনি সেই ১০ জন সৌভাগ্যবানের একজন যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

আবু বকর রা. তাকে মুসলিম উম্মাহর পরবর্তী খলিফা হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেন। অত্যন্ত দক্ষতা ও কৃতিত্বের সাথে তিনি মুসলিম উম্মাহর শাসনভার পরিচালনা করেন। তাকে আমিরুল মুমিনিন বলে ডাকা হতো।

তার শাসনামলে মুসলমানগণ বিরাট বিরাট অঞ্চল জয় করেন। সামরিক বিবেচনা যা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك.

হে আল্লাহ! আমি আপনার রাস্তার শাহাদাত কামনা করি এবং আপনার রাসুলের শহরে মৃত্যু চাই।

আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করেছিলেন।

অগ্নিপূজক আবু লুলু ২৩ হিজরি জিলহজ মাসের ২৬ তারিখ বুধবার ফজরের নামাজের সময় তার ওপর আক্রমণ করে। এর তিন দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ২৪ হিজরির মুহাররম মাসের রবিবার তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুজরা মুবারকে দাফন করা হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছেন,

إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب.

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মাঝে এমন কিছু ব্যক্তি থাকত, আল্লাহ তাআলা যাদের অন্তরে সঠিক বিষয় ঢেলে দিতেন, আমার উম্মতের মধ্যে যদি এ ধরনের কেউ থাকে তাহলে সে হলো উমর ইবনুল খাত্তাব।

আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি সতর্ক থাকুন

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বসরায় নিযুক্ত গভর্নর উতবা বিন গাজওয়ানকে প্রেরিত পত্রে লেখেন—

পরসমাচার, আপনি এখন গভর্নর পদে দায়িত্ব পেয়েছেন। আপনি কিছু বললে জনসাধারণ তা মান্য করবে। আদেশ করলে তা বাস্তবায়ন করা হবে। এটা কতই-না উত্তম নেয়ামত, যদি তা আপনাকে আপনার ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের ওপর অহংকারের দিকে ঠেলে না দেয় এবং আপনার অধস্তনদের ওপর আপনাকে জুলুমের প্রতি বাধ্য না করে। তাই বিপদ-আপদের ব্যাপারে আপনি যতটা সতর্ক থাকেন তার চেয়ে অধিক সতর্ক থাকবেন এই নেয়ামতের ব্যাপারে। আপনি কখনো এমন ভুল করবেন না, যা ক্ষমা করা হবে না এবং এমন হোঁচট খাবেন না, যা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। ওয়াস-সালাম।[৯৩]

ছেলের প্রতি অসিয়ত

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার ছেলে আবদুল্লাহ রা.-এর প্রতি এক চিঠিতে বলেন, পরসমাচার, জেনে রাখো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে আল্লাহ তাআলাই তাকে রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যে ব্যক্তি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা

[৯৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১১১

আদায় করে আল্লাহ তার নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দান করে আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

সুতরাং তুমি তাকওয়ার মাধ্যমে নিজের অন্তরকে আবাদ করো। একে তোমার চোখের আলোকবর্তিকা বানাও। কারণ যে ব্যক্তির কোনো নিয়ত নেই তার আমলের কোনো মূল্য নেই। যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর কোনো ভয়ভীতি নেই তার কোনো কল্যাণ নেই। যে ব্যক্তি পুরাতন হওয়ার কোনো পরোয়া করে না তার নিকট নতুন বলতে কিছু নেই।[৯৪]

দুআ

উমর রা. সাধারণত খুতবায় সব শেষে এই দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْنِي فِي غَمْرَةٍ وَلَا تَأْخُذْنِي فِي غِرَّةٍ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْغَافِلِيْنَ.

হে আল্লাহ! আমাকে বিপদ-আপদে ফেলবেন না, আকস্মিক মৃত্যু দেবেন না এবং আমাকে উদাসীনদের দলভুক্ত করবেন না।[৯৫]

একাকিত্ব অবলম্বন

হজরত উমর রা. বলেন, নিশ্চয়ই একাকিত্ব অবলম্বন করে তাহলে সে কারও প্রতি খারাপ আচরণ থেকে বেঁচে যায়।[৯৬]

পরীক্ষা

উমর রা. বলেন, আমাদেরকে যখন বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে তখন আমরা ধৈর্যধারণ করেছি, কিন্তু যখন আমাদেরকে সচ্ছলতা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে তখন আর ধৈর্যধারণ করতে পারিনি।[৯৭]

কল্যাণকামনা

উমর রা. বলেন, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যারা কল্যাণকামী নয়। তেমনই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যারা কল্যাণকামীদের ভালোবাসে না।[৯৮]

---

[৯৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১১৪

[৯৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৮৪

[৯৬] বাইহাকি কৃত *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ১১৮

[৯৭] *হাশিয়াতু রিসালাতিল মুসতারশিদিন*, পৃ. ৫২

[৯৮] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, পৃ. ৭১

উমর মারা গেছে

উমর রা. বলেন, প্রতিদিন বলা হয়, অমুক মারা গেছে, তমুক মারা গেছে; কিন্তু অবশ্যই এমন একদিন আসবে যেদিন বলা হবে, উমর মারা গেছে।[৯৯]

ইখলাসের দুআ করা

উমর রা. দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِيْ كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيْهِ شَيْئًا.

হে আল্লাহ, আপনি আমার সকল আমল কল্যাণমণ্ডিত করুন। তাকে আপনার জন্য একনিষ্ঠ করে তুলুন, যেন তাতে কারও জন্য কোনো অংশ না থাকে।[১০০]

সুন্নাহর মাধ্যমে সমাধান

উমর রা. বলেন, কোনো বিষয়ে জটিলতায় পড়লে তোমরা নবিজির সুন্নাহর মাধ্যমে সমাধান করো।[১০১]

নিজের হিসাব নাও

উমর রা. এক গভর্নরের উদ্দেশে চিঠি লিখে বলেন, পরকালের কঠিন হিসাবের পূর্বেই আপনি নিজের হিসাব গ্রহণ করুন। কারণ যে ব্যক্তি কঠোর হিসাবের পূর্বেই স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের হিসাব নিতে পারে তার ঠিকানা হয়ে থাকে এমন স্থানে, যা পেয়ে সে সন্তুষ্ট হয় এবং লোকেরা তার প্রতি ঈর্ষা করে। আর যে ব্যক্তির জীবনযাপন তাকে পরকালের কথা ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখে তার শেষ ঠিকানা হয় এমন জায়গায়, যা দেখে সে আফসোস ও অনুশোচনা করতে থাকে। আপনাকে যে উপদেশ দেওয়া হলো তা স্মরণ রাখুন, যেন নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকতে পারেন।[১০২]

বঞ্চিত করা হয় না

উমর রা. বলেন, যে ব্যক্তিকে দুআ করার তাওফিক দেওয়া হয়, তাকে দুআ কবুল থেকে বঞ্চিত করা হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[৯৯] *হাশিয়াতু রিসালাতিল মুসতারশিদিন*, পৃ. ১১১
[১০০] ইবনে তাইমিয়া কৃত *আল-ইসতিকামা*, ২/২২৯
[১০১] ইবনে তাইমিয়া কৃত *আল-ইসতিকামা*, ১/৫
[১০২] বাইহাকি কৃত *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৪৬২

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো। (সুরা মুমিন, ৬০)

যে ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফিক দেওয়া হয়, তার নেয়ামত আরও বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾

যদি কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই (নেয়ামত) বৃদ্ধি করে দেবো। (সুরা ইবরাহিম, ৭)

আর যে ব্যক্তিকে ইসতেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনার তাওফিক প্রদান করা হয়েছে, প্রার্থনা মঞ্জুর করা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সুরা মুযযাম্মিল, ২০)[১০৩]

কল্যাণকাজের মূল

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, প্রতিটি কাজের একটি মূল রয়েছে আর কল্যাণকাজের মূল হলো, অতি দ্রুত তা সম্পাদন করা।[১০৪]

মানুষ তিন ধরনের

উমর রা. বলেন, মানুষ তিন ধরনের। এক ধরনের মানুষ রয়েছে যারা কোনো কাজ করার আগে তার পরিণাম নিয়ে ভাবে। ফলে তারা যথাযথভাবে প্রতিটি বিষয় সম্পাদন করতে পারে। আরেক ধরনের মানুষ রয়েছে, তারা পরনির্ভর, পরিণাম না ভেবেই কাজ শুরু করে দেয়। যখন বিপদ আপতিত হয় তখন বিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করে। আর তৃতীয় শ্রেণির লোক হলো, সম্পূর্ণ নির্বোধ। তারা বুদ্ধিমান কারও সাথে পরামর্শ করে না। কেউ তাদের সঠিক পথ দেখালে তাও অনুসরণ করে না।[১০৫]

---

[১০৩] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২৮৮

[১০৪] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২৮৯

[১০৫] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২৮৮

আমি ধোঁকাবাজ নই

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমি ধোঁকাবাজ নই এবং ধোঁকাবাজদের দ্বারা আমি প্রতারিতও হই না।[১০৬]

সংশোধন

এক ব্যক্তি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে বলে, অমুক তো সত্যবাদী। হজরত উমর রা. তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তার সঙ্গে সফর করেছ? সে বলে, না, তার সঙ্গে সফর করিনি। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, তার সাথে কি তোমার কোনো লেনদেন হয়েছে? লোকটি এবারও না-সূচক জবাব দেয়। হজরত উমর রা. পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তাহলে কি তুমি তার নিকট কোনোকিছু আমানত রেখেছিলে? সে এবারও বলে, না। হজরত উমর রা. তখন বলেন, তাহলে তো তুমি তার সম্পর্কে কিছুই জানো না। আমার ধারণা, তুমি তাকে মসজিদে নামাজ পড়তে দেখেই এই ধারণা করে ফেলেছ।[১০৭]

নারীদের তিন শ্রেণি

উমর রা. বলেন, নারীরা তিন ধরনের।

এক. নম্র-ভদ্র, পুণ্যবান চরিত্রের অধিকারী মুসলিম রমণী। যারা নিজের পরিবার-পরিজনকে সহযোগিতা করে থাকে। তাদের দুঃখদুর্দশার কারণ বনে না।

দুই. আরেক ধরনের মহিলা আছে, যারা কেবল সন্তান জন্ম দেয়। তাদেরকে সন্তান ধারণের পাত্র আখ্যা দেওয়া যায়।

তিন. তৃতীয় এক ধরনের মহিলা আছে, যাদের চরিত্র হয় খারাপ। এ ধরনের মহিলার মাধ্যমে আল্লাহ বিভিন্ন পুরুষদের গলায় লাগিয়ে দেন।[১০৮]

দ্রুত হাঁটা

উমর রা. দ্রুত হাঁটতেন। তিনি এ ব্যাপারে বলতেন, দ্রুত হাঁটার ফলে দ্রুত প্রয়োজন পূরণ করা যায় এবং হাঁটার সময় গর্ব ও অহমিকার ভাব আসে না।[১০৯]

---

[১০৬] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/৫৩
[১০৭] মোল্লা আলি কারি কৃত *আল-আসসারুর মারফুআ*, ক্রমিক নম্বর, ২২৭
[১০৮] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৬/১২০

সন্তুষ্টি

উমর রা. বলেন, সকল কল্যাণ রয়েছে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে। তাই সক্ষম হলে তুমি সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকবে, অন্যথায় ধৈর্যধারণ করবে।[১১০]

যদি কেয়ামত দিবস না থাকত

উমর রা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভয় রাখে সে নিজের রাগ ও ক্ষোভ অনুযায়ী চাইলেই যা-কিছু করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে মনে যা চায় তা করতে পারে না। জেনে রাখো, যদি কেয়ামত না থাকত তাহলে পরিস্থিতি বর্তমান থেকে ভিন্নরকম হতো।[১১১]

কোনো পরোয়া নেই

উমর রা. বলেন, কোন অবস্থায় আমার সকাল হলো আমি তা নিয়ে ভাবি না। যে অবস্থায় আমি সকাল করলাম তা আমার পছন্দনীয় নাকি অপছন্দনীয় এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না। কারণ হচ্ছে, আমি জানি না কল্যাণ কোন বিষয়ে রয়েছে। আমি যা কামনা করছি তাতে নাকি যা অপছন্দ করছি তাতে।[১১২]

জুলুম-নির্যাতন

হজরত উমর রা. একদিন আবু মুসা আশআরি রা.-কে চিঠি লিখে বলেন, যারা আপনার সাথে ওঠাবসা করে আপনি তাদেরকে মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিন, যেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা উলটো জুলুম না করে ফেলে।[১১৩]

রিজিক অন্বেষণ

উমর রা. বলেন, তোমাদের কেউ যেন রিজিক অন্বেষণ বাদ দিয়ে ঘরে বসে বসে এই দুআ না করে যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার রিজিকের ব্যবস্থা করুন। অথচ সে তো জানে যে, আকাশ থেকে কখনো সোনা-রুপা নেমে আসবে না। আল্লাহ তাআলার নীতি তো হচ্ছে, তিনি এক শ্রেণির মানুষের মাধ্যমে আরেক শ্রেণির রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকেন।[১১৪]

---

[১০৯] *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া*, ১৪৬
[১১০] *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া*, ১৯৭
[১১১] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, ৫০
[১১২] সামারকান্দি কৃত *তানবিহুল গাফিলিন*, ৩৬৪
[১১৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১৬৪
[১১৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৩২৫

এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

> অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে। যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সুরা জুমআ, ১০)

মানুষের জন্য যা যথেষ্ট

উমর রা. বলেন, কারও চলার পাথেয় হিসাবে তার ধনসম্পদ, মর্যাদা হিসাবে তার দ্বীন এবং ব্যক্তিত্ব হিসাবে তার উত্তম চরিত্রই যথেষ্ট।[১১৫]

রাজদরবারে যাওয়া

উমর রা. বলেন, মানুষ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় রাজাবাদশার দরবারে প্রবেশ করে কিন্তু বের হয়ে আসে তাঁর ওপর অসন্তোষ নিয়ে।[১১৬]

নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা থেকে বিরত থাকবে

উমর রা. একদিন খুতবায় বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং ঈমানের মাধ্যমে মর্যাদাবান করেছেন, তার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তার মাধ্যমে আমাদেরকে গোমরাহি থেকে হেদায়েত দান করেছেন। বিভক্তি থেকে আমাদের রক্ষা করে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আমাদের মাঝে তিনি ভালোবাসা ও সম্প্রীতি তৈরি করে দিয়েছেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করেছেন। দেশে দেশে আমাদের ক্ষমতাকে মজবুত করেছেন। ইসলামের মাধ্যমে আমাদের পরস্পরকে ভাই ভাই বানিয়েছেন।

এই সকল নেয়ামতের কারণে আপনারা আল্লাহর প্রশংসা করুন। তার নিকট অধিক নেয়ামত প্রার্থনা করুন এবং এগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। কেননা বিরোধীদের ওপর বিজয় দান করে আল্লাহ তাআলা আপনাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন। সুতরাং সকল ধরনের পাপাচার এবং

---

[১১৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৩২৬

[১১৬] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৫৯

নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা থেকে আপনারা বিরত থাকুন। যেসব সম্প্রদায় আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত পেয়েও অকৃতজ্ঞ হয়েছে, এরপর তাওবাও করেনি, এই অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায়গুলোর বেশিরভাগই আল্লাহর ক্ষোভের শিকার হয়েছে, তাদের মানসম্মান ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং শত্রুদেরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১১৭]

পাপাচার পরিত্যাগ করাই কল্যাণকর

উমর রা. বলেন, তোমরা নফসকে তার চাহিদা ও প্রবৃত্তি পূরণ করা থেকে বিরত রাখবে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, কেননা নফস বেশিরভাগ সময় প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। যদি তোমরা নফসকে তার চাহিদা থেকে বিরত না রাখো তাহলে সে তোমাদেরকে চূড়ান্ত অনিষ্টের দিকে নিয়ে যাবে।

নিশ্চয় হক এনে থাকে প্রশংসনীয় পরিণাম আর বাতিলের পরিণাম হয় অত্যন্ত মন্দ। বারবার অপরাধ করে তার পরপরই তাওবা করার তুলনায় গুনাহ না করা উত্তম। এমন বহু দৃষ্টিপাত রয়েছে, যা মানুষের অন্তরে নফসের চাহিদা উসকে দেয় আর ক্ষণিকের সেই চাহিদাই ব্যক্তির জন্য দীর্ঘ অনুশোচনার কারণ বনে যেতে পারে।[১১৮]

বিষয় তিন ধরনের

উমর রা. বলেন, বিষয় মোট তিন ধরনের। এক ধরনের বিষয় হলো, যার সঠিক হওয়ার দিকটা সুস্পষ্ট। তুমি সেগুলোর অনুসরণ করে যাবে। আরেক ধরনের বিষয় রয়েছে এমন, যার ক্ষতির দিকটা সুস্পষ্ট। তুমি তা থেকে বিরত থাকবে। তৃতীয় এক ধরনের বিষয় রয়েছে, যা ভালো নাকি মন্দ তা অস্পষ্ট, তুমি সেটা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দেবে।[১১৯]

ইখলাস বা আমলের উদ্দেশ্য

উমর রা. এক খুতবায় বলেন, লোকসকল! একটা সময় আমি ধারণা করতাম, যারা কুরআন কারিম তেলাওয়াত করে তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কেবল আল্লাহ তাআলা এবং তার নিকট থাকা প্রতিদান। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নয় বরং মানুষের থেকে কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য একদল লোক কুরআন তেলাওয়াত করে থাকে। সাবধান!

---

[১১৭] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৫৯
[১১৮] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৩৮
[১১৯] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৪০৫

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই তেলাওয়াত করবে, কেবল তাঁর জন্যই আমল করবে।

কুরআনের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে ভালো জানি। যখন ওহি অবতীর্ণ হতো তখন আমরা বিদ্যমান ছিলাম। আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝেই ছিলেন। কিন্তু এখন তো ওহি আসার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিদায় নিয়েছেন। জেনে রাখো, আমি যা জানি তোমাদেরকে কেবল সেটাই বলি। যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভালো ভালো কাজ করে আমরা তার ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করি এবং তার প্রশংসা করি। আর যে ব্যক্তি আমাদের সামনে মন্দ কাজ করে আমরা তার প্রতি খারাপ ধারণা করি এবং তার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে যাই।[১২০]

গভর্নরদের দায়িত্ব

উমর রা. বলেন, আমি কেবল এই উদ্দেশ্যে আমার গভর্নরদের পাঠাই যেন তারা তোমাদেরকে দ্বীনি বিধিবিধান ও সুন্নাহ শিক্ষা দিতে পারে। আমি তাদের এই উদ্দেশ্যে পাঠাই না যে, তারা তোমাদের প্রহার করবে এবং তোমাদের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়ে যাবে। তোমাদের কারও কোনো বিষয়ে অভিযোগ থাকলে সে যেন তা আমার নিকট পেশ করে। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যদি কেউ এমন করে তাহলে অবশ্যই আমি নিজে তাকে প্রাপ্য শাস্তি দেবো।

আমর ইবনুল আস তখন দাঁড়িয়ে বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি যাকে গভর্নর হিসাবে পাঠাচ্ছেন সে যদি প্রজাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে গিয়ে তাকে প্রহার করে তাহলে কি আপনি তাকে শাস্তি দেবেন? উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তখন বলেন, যে সত্তার হাতে উমরের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি অবশ্যই তাকে তার প্রাপ্য দেবো। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি নিজেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্য শাস্তি দিতেন।[১২১]

মুসলিমদের মর্যাদা

উমর রা. গভর্নরদেরকে চিঠি লিখে বলেন, কোনো কাফেরকে কোনো মুসলমান থেকে কোনো ধরনের সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করবেন না।[১২২]

---

[১২০] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৩৮
[১২১] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৬০
[১২২] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৪০৫

শিকল

শারীরিক সুখশান্তি হলো এক ধরনের শিকল, যা ব্যক্তিকে বন্দিদশায় ফেলে দেয়। তোমরা স্থূলকায় হওয়া থেকে বেঁচে থাকো। কারণ স্থূলতাও এক ধরনের শিকল, যা ব্যক্তিকে বন্দি করে ফেলে।[১২৩]

গাধার চেয়ে অধম

উমর রা. বলেন, যার দ্বীন-ধর্ম আছে, তার মর্যাদা-সম্মান রয়েছে। যার জ্ঞানবুদ্ধি আছে তার একটি শেকড় রয়েছে। যার আচার-চরিত্র আছে তার ব্যক্তিত্ব আছে। যার এগুলোর কিছুই নেই সে গাধার চেয়েও অধম।[১২৪]

আশঙ্কার বিষয়

উমর রা. বলেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়ের ভয় করি তা হলো, কৃপণতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং গর্ব ও অহংকার।[১২৫]

কষ্টদায়ক কথা

উমর রা. বলেন, যদি কেউ তোমাকে এমন কোনো কথা বলে যাতে তুমি কষ্ট পাও, তাহলে তুমি মাথা নুইয়ে দাও, যেন তা তোমাকে ডিঙিয়ে চলে যায়।[১২৬]

নেতা বা সরদারের বৈশিষ্ট্য

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এক ব্যক্তিকে বলেন, তোমার সম্প্রদায়ের নেতা কে? লোকটি বলে, আমি নিজেই। উমর রা. তখন বলেন, মিথ্যা বলছ তুমি। যদি তুমি নেতা হতে তাহলে তা বলতে না।[১২৭]

ব্যক্তিত্ববোধ

উমর রা. বলেন, ব্যক্তিত্ব দুই ধরনের, এক ধরনের ব্যক্তিত্ব হলো বাহ্যিক, আরেক ধরনের ব্যক্তিত্ব হচ্ছে অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব হলো পবিত্র পোশাক-আশাক আর অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিত্ব হলো চারিত্রিক নিষ্কলুষতা।[১২৮]

---

[১২৩] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২৩
[১২৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১০২
[১২৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৭৩
[১২৬] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১৩০
[১২৭] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১৩৪
[১২৮] *উয়ুনুল আখবার*, ১/২৯৬

হায়, যদি হতাম...

উমর রা. বলেন, হায়, যদি আমি আমার পরিবারের কোনো দুম্বা হতাম, তারা আমাকে খাইয়েদাইয়ে মোটাসোটা করত। আমি খুব মোটা হয়ে গেলে তখন তাদের পছন্দের লোকজন বেড়াতে এলে তারা আমাকে জবাই করে ফেলত। এরপর আমার কিছু অংশ ভুনা করত, কিছু অংশ শুকাতে দিত তারপর তারা খেয়েদেয়ে আমাকে ময়লা-আবর্জনা বানিয়ে ফেলে দিত। আফসোস, যদি বাস্তবে তা-ই হতো! আমি যদি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ না করতাম।[১২৯]

উমর রা.-এর ভয়

উমর রা. যখন আক্রমণের শিকার হয়ে শয্যাশায়ী তখন তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আমার মালিকানায় দিগন্তভরতি স্বর্ণ থাকত, তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আমি তার সবগুলোই দান করে দিতাম।[১৩০]

শাসকের দায়িত্ব

উমর রা. বলেন, যদি ফোরাত নদীর তীরে কোনো ছাগলও বিপদে পড়ে মারা যায়, আমি মনে করি, এ কারণে কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।[১৩১]

আশা ও ভয়

উমর রা. বলেন, যদি আকাশ থেকে কেউ ঘোষণা করে, লোকসকল, তোমাদের একজন ব্যতীত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলে আশঙ্কা হয় আমি সেই একজন হয়ে যাই কি না।

আর যদি ঘোষণা প্রদান করা হয়, লোকসকল, একজন ব্যতীত তোমাদের সকলেই জাহান্নামি, তাহলে আমি আশাবাদী, আমিই হতে পারি সেই একজন।[১৩২]

খলিফা যখন ঋণ করেন

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. একদিন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর কাছে ৪ হাজার দিরহাম ঋণ প্রদানের আবেদন করে এক লোক পাঠান। আবদুর

---

[১২৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৭২
[১৩০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৭২
[১৩১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৭৩
[১৩২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৭৩

রহমান ইবনে আওফ সে ব্যক্তিকে বলেন, তুমি গিয়ে উমর রা.-কে বলবে, যেন তিনি বাইতুল মাল থেকে সেই অর্থ গ্রহণ করেন। এরপর যখন পারবেন তখন তা ফেরত দেবেন। দূত এসে হজরত উমর রা.-কে বিষয়টি বলেন। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করাটা হজরত উমর রা.-এর নিকট কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই হজরত উমর উত্তরে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-কে বলেন, আপনি কি বাইতুল মাল থেকে আমাকে অর্থ গ্রহণ করতে বলছেন? আচ্ছা বলুন তো, যদি সেই অর্থ পরিশোধ করার পূর্বেই আমি মারা যাই তাহলে আপনারাই তো বলবেন, আমিরুল মুমিনিনই তো বাইতুল মাল থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন, তাই এর দাবি ছেড়ে দিন। কিন্তু আপনারা ছেড়ে দিলে কী হবে, কেয়ামতের দিন তো ঠিকই এজন্য আমাকে পাকড়াও করা হবে। এই কারণে আমি বাইতুল মাল থেকে অর্থ গ্রহণ করতে চাই না। বরং আমি আপনার মতো লোভী ও কৃপণ কারও থেকে ঋণ নিতে চাই, আমি মারা গেলে যে আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে হিসাব করে তা গ্রহণ করবে।[১৩৩]

আল্লাহর সাহায্য

উমর রা. বলেন, আমি অবশ্যই খালিদ বিন ওয়ালিদ ও মুসান্নাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করব। যেন তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তাআলাই বান্দাকে সাহায্য করেন, তারা বান্দাকে সাহায্য করতে পারে না।[১৩৪]

মন্দ ভাষা

উমর রা. একবার এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল। তিনি শুনতে পান তাদের এক ব্যক্তি একজনকে বলছে, তুমি তো আধাপাগল হয়ে গেলে! হজরত উমর রা. এই কথা শুনে বলেন, শারীরিক আঘাতের যন্ত্রণার চেয়ে মন্দ কথার আঘাত অধিক মারাত্মক।[১৩৫]

নফসের শাস্তি

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. একদিন কাঁধে করে মশকভরতি পানি আনছিলেন। তাকে এমনটা করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার নফস আমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল, তাই আমি তাকে শাস্তি দিতে চাচ্ছি।[১৩৬]

---

[১৩৩] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/১৪৮
[১৩৪] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/১৫১
[১৩৫] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/১৫১
[১৩৬] যাহাবি কৃত *সিয়ারু খুলাফায়ির রাশিদিন*, ৮৩

নির্দেশনা মান্য করার ক্ষেত্রে খলিফার পরিবার

উমর রা. যখন প্রজাসাধারণকে কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করতেন তখন নিজের পরিবারের সদস্যদের নিকট এসে বলতেন, আমি লোকদেরকে যে বিষয়ে নিষেধ করেছি তা তোমরা শুনতে পেয়েছ। আমি যেন শুনতে না পাই যে, তোমাদের কেউ নিষিদ্ধ কোনো বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। এমন হলে তোমাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে।[১৩৭]

আল্লাহর কিছু বান্দা রয়েছে

উমর রা. বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার এমন কিছু বান্দা রয়েছে যারা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমেই বাতিলকে মিটিয়ে ফেলে আর আলোচনার মাধ্যমে হককে জীবিত করে তোলে। ইসলাম তাদেরকে যে বিষয়ে আগ্রহ প্রদান করে তারা সে বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং যে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলে সে বিষয়ে সতর্ক থাকে। বাহ্যিক চোখে তারা যা দেখতে পায় না, ইয়াকিনের মাধ্যমে তা প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহর ভয় তাদের আমলকে একনিষ্ঠ করে তোলে। তারা ওই সকল বিষয় ছেড়ে দেয় যেগুলো একসময় তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তার বিপরীতে ওইসব বিষয় আঁকড়ে ধরে যেগুলো মৃত্যুর পরও তাদের সাথে থাকবে। পার্থিব জীবন তাদের জন্য হয় নেয়ামত, আর মৃত্যু হয় তাদের জন্য মর্যাদা।[১৩৮]

নিজেদের হিসাব নাও

উমর রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের হিসাব গ্রহণের পূর্বে তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো। তোমাদের আমল দাঁড়িপাল্লায় ওঠানোর পূর্বে তোমরা নিজেরাই পাপ-পুণ্যের হিসাব নাও। কারণ আজ তোমরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করলে তোমাদের আগামীকালের হিসাব সহজ হয়ে যাবে। আর প্রস্তুতি নিতে থাকো সেই মহান দিবসের জন্য যেদিন তোমাদেরকে এক মহান দরবারে (আল্লাহ তাআলার নিকট) পেশ করা হবে। এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾

[১৩৭] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/১৫৪
[১৩৮] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৫৫

সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনোকিছুই গোপন থাকবে না। (সুরা হাক্কাহ, ১৮)[১৩৯]

অন্তরের মৃত্যু

উমর রা. বলেন, যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হাসাহাসি করে তার গাম্ভীর্য কমে যায়।

আর যে ব্যক্তি মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে মানুষের চোখে সে হালকা হয়ে যায়।

মানুষ যে কাজ অধিক পরিমাণে করে তার মাধ্যমেই সে পরিচিত হয়ে ওঠে।

যে বেশি কথা বলে তার ভুল বেশি হয়, যার ভুল বেশি হয় তার লজ্জা কমে যায়, যার লজ্জা কমে যায় তার খোদাভীরুতা হ্রাস পায় আর যার খোদাভীরুতা হ্রাস পায় তার অন্তর মারা যায়।[১৪০]

মন্দের পরিচয় জানা

উমর রা.-কে বলা হলো, অমুক তো মন্দ-খারাপ চেনে না! তখন তিনি বলেন, তাহলে সে তো শীঘ্রই তাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।[১৪১]

পরবর্তী খলিফার প্রতি হজরত উমরের অসিয়ত

উমর রা.-এর পর যে ব্যক্তি খলিফা হবে হজরত উমর রা. তাকে অসিয়ত করে বলেন, আমি আপনাকে অসিয়ত করছি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন, আল্লাহর নির্দেশনার ব্যাপারে অধিক পরিমাণে সতর্ক থাকুন এবং আল্লাহর ক্রোধ ও ক্ষোভ থেকে বেঁচে থাকুন। তিনি যেন আপনার মধ্যে কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় এবং অবিশ্বাস দেখতে না পান। আমি আপনাকে অসিয়ত করছি, জনগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন, কিন্তু আল্লাহর কাজ বাস্তবায়নে মানুষকে ভয় করবেন না। আপনাকে অসিয়ত করছি, প্রজাদের সঙ্গে ইনসাফ করুন, তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করুন। সাবধান! আপনি দরিদ্র প্রজাদের ওপর ধনী প্রজাদের প্রাধান্য দেবেন না। ইনশাআল্লাহ, যদি আপনি তা করতে পারেন তাহলে এটা হবে আপনার অন্তরের প্রশান্তির মাধ্যম, এতে আপনার বিপদ-আপদ কমে যাবে। আপনার পরিণাম হবে উত্তম। আপনি

---

[১৩৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, ১৪৯
[১৪০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৪৯
[১৪১] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/৯৯

এভাবেই সেই সত্তার নিকট যেতে পারবেন যিনি আপনার গোপন বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত এবং যিনি আপনার ও আপনার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকেন।

আমি আপনাকে আদেশ করছি, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কঠোরতা অবলম্বন করুন। আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত সীমারেখা এবং পাপাচারের ব্যাপারে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করুন। এ ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয় বা পরিচিত কারও ব্যাপারে যেন আপনার অন্তরে কোনো ধরনের মমতাবোধ বা স্বজনপ্রীতি স্থান না পায়। তারা যেভাবে যে পরিমাণে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে আপনি সে পরিমাণে তাদের ওপর শাস্তি আরোপ করবেন।

সকলেই যেন হয় আপনার নিকট সমান, কার ওপর শাস্তি আরোপিত হচ্ছে, আপনি সে ব্যাপারে কোনো পরোয়া করবেন না। আল্লাহর বিধিবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার আমলে নেবেন না। আল্লাহ আপনাকে যে বিষয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন তাতে স্বজনপ্রীতি এবং কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।[১৪২]

তোমরা কুরআন কারিম তেলাওয়াত করো

উমর রা. বলেন, তোমরা কুরআন কারিম তেলাওয়াত করো, তাহলে কুরআনের পরিচয় লাভ করতে পারবে। কুরআন অনুযায়ী আমল করো, তাহলে কুরআনওয়ালা হয়ে যাবে।

কোনো হকদারের হক আদায় করতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে না। কেউ মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে বা নিজের ওপর অবধারিত হক আদায় করলে কস্মিনকালেও তার মৃত্যু নির্ধারিত সময়ের আগে চলে আসবে না কিংবা তার নির্ধারিত রিজিক দূরে চলে যাবে না।[১৪৩]

পেশা

উমর রা. বলেন, মানুষের নিকট হাত পাতার তুলনায় কোনো পেশা গ্রহণ করে জীবিকা উপার্জন করা অনেক ভালো।

একবার হজরত উমর রা.-এর কাছে কুরাইশের এক যুবকের কথা উল্লেখ করা হয়, যুবকটি ব্যক্তিগত সকল অর্থসম্পদ দুই হাতে উড়িয়ে শেষ করে ফেলেছে।

[১৪২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৪৬
[১৪৩] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৭০

হজরত উমর রা. তখন বলেন, তারা এভাবে নিঃস্ব-দরিদ্র হয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার কাছে আরও কষ্টের বিষয় হলো তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো পেশা না থাকা।[১৪৪]

ইসলামের মর্যাদা

উমর রা. বলেন, তোমরা ছিলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং জেনে রাখো, তোমরা ইসলাম ছেড়ে যতই অন্য কোথাও মর্যাদা-সম্মান তালাশ করতে যাবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ততই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন।[১৪৫]

ইখলাসপূর্ণ নিয়ত

উমর রা. বলেন, যে ব্যক্তির নিয়ত ইখলাসপূর্ণ হবে, আল্লাহ তাআলা তার এবং মানুষের মধ্যকার বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে যা নেই যদি তার অধিকারী হওয়ার ভান ধরে, তাহলে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।[১৪৬]

তোমাদের দুনিয়া

হজরত হাসান রা. বলেন, হজরত উমর রা. একদিন ময়লা-আবর্জনার স্তূপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে যান। তার সাথি-সঙ্গীরা এতে বিরক্তিবোধ করছিল। হজরত উমর রা. তখন বলেন, দেখো, এগুলো হচ্ছে তোমাদের দুনিয়া, যার জন্য তোমরা এত আগ্রহী হয়ে থাকো।[১৪৭]

ধৈর্য

উমর রা. বলেন, আমরা ধৈর্যের মধ্যেই সর্বোত্তম জীবনের সন্ধান পেয়েছি।[১৪৮]

তাওবাকারীদের সাথে ওঠাবসা

উমর রা. বলেন, তোমরা তাওবাকারীদের সাথে ওঠাবসা করো, এর ফলে অন্তর সবচেয়ে বেশি কোমল হয়ে থাকে।[১৪৯]

---

[১৪৪] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৮১
[১৪৫] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৪৭
[১৪৬] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৫০
[১৪৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, ১৪৭
[১৪৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৪৬
[১৪৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৭১

জ্ঞানের পাত্র

উমর রা. বলেন, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে ধারণ করো, ইলমের ফোয়ারা হয়ে ওঠো। যেদিনের রিজিক সেদিনই তা আল্লাহর কাছে চাও। অধিক পরিমাণ রিজিক চাইতে যাবে না, কারণ তা তোমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।[১৫০]

তাহলে রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানুষের চোখের লজ্জিত হওয়ার বিষয়টি কোথায় যাবে?

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করে, ব্যাপারটা শুনে উমর রা. তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেন তাকে তালাক দেবে? লোকটি বলে, তার প্রতি ভালোবাসার টান বোধ করি না। হজরত উমর রা. তখন বলেন, আরে, সমাজের প্রতিটি ঘরই কি ভালোবাসার ওপর দাঁড়িয়ে আছে? যদি এমনই হতো তাহলে কেন পরিবার-পরিজনকে চোখে চোখে রাখতে হয় তাদের জন্য মানুষের কাছে লজ্জিত হতে হয়?[১৫১]

তোমাদের সন্তানদের শিক্ষা দাও

উমর রা.-এর নিয়ন্ত্রিত সকল শহরে চিঠি লিখে বলেন, পরসমাচার, তোমরা সন্তানদেরকে সাঁতার শেখাও, তাদেরকে অশ্বপরিচালনায় দক্ষ করে তোলো। প্রবাদবাক্য ও ভালো ভালো কবিতা মুখস্থ করাও।[১৫২]

উত্তম কথামালা

উমর রা. বলেন, যদি তিনটি বিষয় না থাকত তাহলে আমি কামনা করতাম, যেন আমার মৃত্যু হয়ে যায় এবং আমি আল্লাহর নিকট পৌঁছে যাই। তিনটি বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর দরবারে সেজদা এবং এমন সকল লোকদের মজলিসে বসতে পারা, যারা এমনভাবে উত্তম কথামালা নির্বাচন করে থাকে যেভাবে ভালো ও উৎকৃষ্ট খেজুর বাছাই করা হয়।[১৫৩]

---

[১৫০] আহমাদ ইবনু হাম্বল কৃত *আয-যুহদ*, ১৪৯
[১৫১] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৮৯
[১৫২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১৮০
[১৫৩] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৭১

আরবি ব্যাকরণ শেখা

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, তোমরা যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুন্নত ও ফরজ বিধানগুলো শিখে থাকো সেভাবে নাহব তথা আরবি ব্যাকরণও জেনে নাও।[১৫৪]

সবর ও শোকর

উমর রা. বলেন, যদি সবর ও শোকর দুটি উট হতো তাহলে আমি উভয় উটেই আরোহণ করতাম।[১৫৫]

হজরত আবু মুসা আশআরি রা.-এর প্রতি তার চিঠি

হজরত উমর রা. একবার হজরত আবু মুসা আশআরি রা.-কে চিঠি লিখে বলেন,

পরসমাচার, মানুষের মধ্যে শাসকের প্রতি এক ধরনের ঘৃণাবোধ রয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে এবং আমাকে কোনো ধরনের জাহেলি মানসিকতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, প্রবৃত্তির তাড়না এবং দুনিয়ার লোভ-লালসায় আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। দিবসের সামান্য অংশ বাকি থাকলেও তখনই শরিয়তের দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করুন।

যদি আপনার নিকট এমন দুটি বিষয় উপস্থিত হয়, যার একটি আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত আর অপরটি দুনিয়ার, তাহলে আপনি দুনিয়ার ওপর পরকালকে প্রাধান্য দিন। কেননা এই দুনিয়া একসময় শেষ হয়ে যাবে আর পরকালই বাকি থাকবে।

নিজের মধ্যে সবসময় আল্লাহর ভয়ভীতি ধারণ করুন। মুসলমানদের কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যান। তাদের জানাজায় অংশগ্রহণ করুন। আপনার দরজা সবসময় খোলা রাখুন। নিজেই মুসলমানদের বিষয়াদি দেখাশোনা করুন। কারণ আপনি তাদেরই একজন। তবে তাদের থেকে আপনার পার্থক্য হলো, আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর বেশ ভারী দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যা তাদেরকে দেননি। জেনে রাখুন, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিদের প্রত্যেককে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। যদি তাদের কেউ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাহলে প্রজাসাধারণও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই সবচেয়ে হতভাগা হলো ওই ব্যক্তি যার কারণে তার প্রজারা দুরবস্থায় নিপতিত হয়। ওয়াস-সালাম।[১৫৬]

---

[১৫৪] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/২১৯
[১৫৫] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১২৬
[১৫৬] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/২৯৩

বন্ধু-শত্রুর পরিচয় জানা

উমর রা. বলেন, কখনো অনর্থক কথা বলবে না। শত্রুদের চিনে রাখবে, এমনকি বন্ধুদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকবে, তবে যারা বিশ্বস্ত বন্ধু তাদের বিষয়টি ভিন্ন। জেনে রাখো, বিশ্বস্ত তো কেবল ওই ব্যক্তি, যে প্রকৃতপক্ষেই নিজের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় লালন করে। পাপাচারীদের সাথে চলাফেরা করবে না, তারা তোমাকে নিজের মধ্যে থাকা পাপাচার শেখাতে থাকবে। সাবধান, তাকে কখনো তোমার গোপন বিষয় জানাবে না।

যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে তুমি কেবল তাদের সঙ্গেই তোমার বিষয়াবলি নিয়ে পরামর্শ করবে।

দুই ধরনের অন্বেষণকারী

উমর রা. বলেন, মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণির অন্বেষণকারী রয়েছে। এক শ্রেণির মানুষ কেবল দুনিয়া চায়। সাবধান, তাদের সাথে ওঠাবসা করবে না। কারণ যদি তারা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত দুনিয়া পেয়ে যায় তাহলে তা নিয়েই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আর যদি না পায় তাহলে না পাওয়ার আক্ষেপ ও হতাশায় ধ্বংস হয়ে যাবে। আরেক শ্রেণির মানুষ রয়েছে, যারা আখেরাত অন্বেষণ করে থাকে। তাদের সাক্ষাৎ পেলে তাদের সাথে আমলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়বে।[১৫৭]

নিজের ব্যাপারে উদাসীন হবে না

উমর রা. বলেন, মানুষ যেন তোমাকে নিজের ব্যাপারে উদাসীন না করে দেয়। কারণ তোমার পরিণাম তোমাকেই ভোগ করতে হবে, তারা ভোগ করবে না। গুরুত্বহীনভাবে অবহেলায় দিন কাটাবে না। কারণ তুমি তাতে যা করছ তার সবকিছুই সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে।

কখনো মন্দ কাজ করে ফেললে তার পরপরই কোনো ভালো কাজ করে নেবে, ভালো কাজ মন্দ কাজকে মুছে দেয়। মন্দ কাজের পর যে ভালো কাজ করা হয়, তা যেভাবে মন্দকে মিটিয়ে দেয়, অন্য কোনোকিছু সেভাবে কোনোকিছুকে মিটিয়ে দেয় না।[১৫৮]

---

[১৫৭] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৩৮
[১৫৮] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৪৩

উম্মাহর ইসলাহ

উমর রা. বলেন, নিশ্চয়ই নম্রতা বা কঠোরতা, উভয়টির মাধ্যমেই উম্মাহকে সংশোধন করতে হবে। তবে এই নম্রতা হতে হবে যথাযথ, যা দুর্বলতা নয় এবং এই কঠোরতা হতে হবে ইনসাফপূর্ণ, যাতে কারও ওপর জুলুম করা হবে না।[১৫৯]

পরিচিত দুআ

হজরত উমর রা. এক ব্যক্তিকে বলতে শোনেন, সে দুআ করছে,

﴿اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الْأَقَلِّيْنَ﴾

> হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ওই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা হবে স্বল্পসংখ্যক।

হজরত উমর রা. তাকে জিজ্ঞেস করেন, এটা আবার কেমন দুআ? লোকটি উত্তরে বলে, আমি তো কুরআনের এই আয়াত শুনেছি,

﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾

এমন লোকদের সংখ্যা খুবই কম। (সুরা সদ, ২৪)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ﴾

আমার বান্দাদের অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ। (সুরা সাবা, ১৩)

হজরত উমর রা. তখন বলেন, তোমার জন্য ওই সকল দুআ করা উচিত, যেগুলো সকলের পরিচিত।[১৬০]

জাহেলি যুগের দুআ

কিছু সাহাবি হজরত উমর রা.-কে বলেন, এখনকার মানুষের অবস্থা কীরকম হয়ে গেল? জাহেলি যুগেও তো মজলুমের দুআ কবুল হতো কিন্তু এখন মজলুমরা দুআ করলে তা কবুল করা হয় না!

হজরত উমর রা. তখন বলেন, তখনকার সময় মানুষকে জুলুম থেকে বিরত রাখার পদ্ধতি ছিল একটা, মজলুমের দুআ কবুলের মাধ্যমেই জুলুম প্রতিহত

---

[১৫৯] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২৭৮
[১৬০] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২৭৮

করা হতো, মজলুম যে দুআ করে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করে নিতেন। ফলে এই ভয়ে মানুষ জুলুম থেকে বিরত থাকত। কিন্তু এখন মানুষকে জুলুম থেকে বিরত রাখার পদ্ধতি হয়ে গেছে অনেকগুলো। জুলুম প্রতিহত করার জন্য কুরআনে জালেমের প্রতি বিভিন্ন হুমকি-ধমকি, দণ্ডবিধি ও কিসাসের বিধান চলে আসায় এসবের ওপরই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।[১৬১]

যা মন চাইবে তা-ই কি কিনে ফেলবে?

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. একবার কিছু গোশত নিয়ে হজরত উমর রা.-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হজরত উমর রা. তখন জিজ্ঞেস করেন, হে জাবের, এগুলো কী? হজরত জাবের রা. বলেন, এই তো, সামান্যকিছু গোশত। গোশত খেতে মন চাচ্ছিল তাই কিনে নিয়ে এলাম। হজরত উমর রা. তখন বলেন, আশ্চর্য, মন চাইলেই কিনে নিয়ে আসবে? তোমার কি ভয় হয় না যে, তুমি সে আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যাতে বলা হয়েছে,

﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾

তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করে ফেলেছ।
(সুরা আহকাফ, ২০)[১৬২]

পৃথিবীর শাসকদের জন্য ভর্ৎসনা

কেয়ামতের দিন আরশের অধিপতির পক্ষ থেকে পৃথিবীর শাসকদের প্রতি ভর্ৎসনা করা হবে, তবে কেবল তারাই রক্ষা পাবে যারা ইনসাফের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপরিচালনা করেছে। সত্য ফয়সালা করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেনি। স্বজনপ্রীতি করেনি। কোনোকিছুর আশা বা ভয়ের মাধ্যমে সে তাড়িত হয়নি। আল্লাহর কিতাবকে যে নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়েছিল।[১৬৩]

ফারায়েজ শিক্ষা করো

উমর রা. বলেন, তোমরা যেভাবে কুরআন শিখে থাকো সেভাবে ফারায়েজ তথা উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন নীতিমালা এবং সুন্নাহসমূহ শিখে নাও।[১৬৪]

---

[১৬১] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২৭৯
[১৬২] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৫৩
[১৬৩] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৫৫
[১৬৪] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/৪২

ধ্বংসশীল দুনিয়াকে নষ্ট করে দাও

উমর রা. বলেন, আমি লক্ষ করে দেখেছি যে, দুনিয়ার প্রতি লক্ষ রাখতে গেলে আখেরাত নষ্ট হয়ে যায় আর আখেরাতের প্রতি লক্ষ রাখতে গেলে দুনিয়া নষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টা যেহেতু এমনই তাহলে তোমরা ধ্বংসশীল এই দুনিয়াকেই নষ্ট করে দাও।[১৬৫]

ইবাদতকারী

শিফা বিনতে আবদুল্লাহ কিছু যুবককে দেখতে পান যে, তারা ধীরে ধীরে হাঁটছে আর আস্তে আস্তে কথা বলছে। তখন তিনি তাদের বলেন, তোমরা কেন এমন করছ? তারা বলে, আমরা হলাম ইবাদতকারী। তিনি তখন বলেন, তোমরা নিজেদের ইবাদতকারী বলছ অথচ প্রকৃত ইবাদতকারী তো হলেন হজরত উমর। তার অবস্থাটা দেখো, আল্লাহর কসম, তিনি যখন কথা বলতেন তখন দ্রুত বলতেন। যখন হাঁটতেন তখন দ্রুত হাঁটতেন। আর যখন কাউকে আঘাত করতেন তখন তাকে ব্যথিত করে ফেলতেন।[১৬৬]

মনের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা

উমর রা. লোকজনকে জড়ো করে মিম্বারে আরোহণ করেন। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং তার গুণকীর্তন করে বলেন, লোকসকল! এমনও দিন গেছে যখন খাওয়ার মতো কিছুই জোটেনি। বনু মাখযুমে আমার মামারা ছিলেন, আমি তাদের জন্য মিঠা পানি নিয়ে আসতাম, এর বিনিময়ে তারা আমাকে এক মুঠো কিশমিশ দিতেন। এতটুকু বলেই তিনি মিম্বার থেকে নেমে যান। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমিরুল মুমিনিন, এ কথা বলে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছিলেন? হজরত উমর রা. তখন বলেন, কথাটা বলার পর আমার মধ্যে কিছুটা অহংবোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি সামনে কথা না বাড়িয়ে মিম্বার থেকে নেমে সে অহংবোধ দূর করতে চেয়েছি।[১৬৭]

দোষত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া

উমর রা. বলেন, যে আমার দোষত্রুটি ধরিয়ে দেয় সেই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।[১৬৮]

---

[১৬৫] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৫৫
[১৬৬] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/১৫৪
[১৬৭] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/১৫৬
[১৬৮] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/১৫৬

বংশ এবং আমল

উমর রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, আমরা দুনিয়াতে যে মর্যাদা লাভ করেছি এবং পরকালে যে সাওয়াবের আশা রাখি তা কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই রাখি। তিনি ছিলেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তার সম্প্রদায় আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। এরপর পর্যায়ক্রমে মর্যাদার স্তর অনুযায়ী অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থান নির্ণীত হবে। গোটা আরবই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই মর্যাদা লাভ করেছে।

আল্লাহর কসম, অনারব লোকেরা পরকালে যদি নিজেদের আমল নিয়ে আসে আর আমরা আমল ছাড়াই গিয়ে হাজির হই, তাহলে কেয়ামতের দিন আমাদের পরিবর্তে তারাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক নিকটবর্তী হবে। আখেরাতে আসলে ব্যক্তির আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ করা হবে না; বরং তার আমলের প্রতি লক্ষ করা হবে। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেবে, বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না।[১৬৯]

ভাষার পণ্ডিত

উমর রা. বলেন, এই উম্মতের সে সকল লোকদের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হয়, যারা ভাষা সম্পর্কে বড় পণ্ডিত হবে কিন্তু অন্তর সম্পর্কে হবে সম্পূর্ণ মূর্খ।[১৭০]

যে আলেম দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা রাখে

উমর রা. বলেন, তোমরা যদি এমন কোনো আলেমকে দেখো, যে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা রাখে তাহলে তোমরা তার দ্বীন-ধর্মকে আপত্তিকর মনে করবে। কারণ ব্যক্তি যে বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা রাখে ওই বিষয়ের মধ্যেই সে ডুবে যায়।[১৭১]

নামাজের একাগ্রতা

উমর রা. যদি কাউকে দেখতে পেতেন যে, সে নামাজে ঘাড় নিচু করে রেখেছে তাহলে তিনি তাকে দোররা মারতেন এবং বলতেন, তোমার অমঙ্গল হোক, খুশু বা একাগ্রতা তো অন্তরের বিষয়।[১৭২]

---

[১৬৯] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/১৫৬
[১৭০] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ১৬
[১৭১] *তানবিহুল মুগতাররিন*, ১৬
[১৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

জ্ঞানের চাদর

উমর রা. বলেন, লোকসকল, আপনারা ইলম অন্বেষণ করুন। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজের পছন্দের ব্যক্তিদের ইলমের মাধ্যমে ঢেকে রেখেছেন। কেউ কোনো ইলম অন্বেষণ করা শুরু করলে আল্লাহ তাআলা সে ইলমের চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে নেন।[১৭৩]

আশা না রাখাটাই হলো ধনাঢ্যতা

উমর রা. এক খুতবায় বলেন, জেনে রাখো, কারও কাছে আশা করা হলো দরিদ্রতা আর কারও কাছে আশা না রাখাটা হলো ধনাঢ্যতা। কেউ কোনোকিছু থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই তা থেকে ধনী হয়ে ওঠে।[১৭৪]

দরিদ্রের পরিচয়

উমর রা. বলেন, যার কাছে রাতের খাবার হিসাবে শুকনো রুটিও আছে, সে দরিদ্র নয়; বরং যার কাছে কিছুই নেই সেই হলো দরিদ্র।[১৭৫]

জবানের ভুল

উমর রা. বলেন, কোনো কোনো ব্যক্তির ১০টা স্বভাবের নয়টাই ভালো হয়ে থাকে আর একটা হয় খারাপ। কিন্তু সেই একটাই বাকি নয়টার ওপর প্রবল হয়ে যায়। আমার নিবেদন হচ্ছে, তোমরা জবানের ভুলত্রুটি থেকে বেঁচে থাকবে।[১৭৬]

একাকিত্ব অবলম্বন

উমর রা. বলেন, তোমরা একাকিত্ব অবলম্বন করো।[১৭৭]

নেতৃত্ব ও ফিকহ

উমর রা. বলেন, জামাত ব্যতীত ইসলাম থাকতে পারে না আর নেতৃত্ব ব্যতীত জামাত থাকতে পারে না। আর আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব টিকে থাকতে পারে না।

---

[১৭৩] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৭০
[১৭৪] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৪৬
[১৭৫] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ৮৩
[১৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
[১৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

জেনে রাখো, বিচারবিবেচনার ভিত্তিতে যাকে তার সম্প্রদায় নেতৃত্বের আসনে বসায় সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। আর যাকে কোনো ধরনের বিচারবিবেচনা ছাড়াই নেতা বানিয়ে দেওয়া হয় সেটা তার এবং তার অনুসারী সকলের ধ্বংসের কারণ বনে যায়।

উমর রা. আরও বলেন, তোমরা নেতা হওয়ার আগে ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন করো।[১৭৮]

ধীরস্থিরতা অবলম্বন

উমর রা. বলেন, আখেরাতের বিষয় ছাড়া বাকি সব বিষয়েই ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা কল্যাণকর।[১৭৯]

সঠিক হওয়ার আলামত

উমর রা. বলেন, তোমার তাওবা যথার্থ হওয়ার আলামত হচ্ছে, আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহের স্বীকারোক্তি প্রদান করা। আমল ইখলাসপূর্ণ হওয়ার আলামত হলো, অহংকার ও আত্মগরিমা ত্যাগ করা। সত্যিকার কৃতজ্ঞতার আলামত হলো, নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করা।[১৮০]

প্রশংসা থেকে দায়মুক্তি

লোকেরা যখন উমর রা.-এর ভালো প্রশংসা করত তখন তিনি বলতেন,

اللّٰهُمَّ إِنِّي اعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَقُولُوْنَ و أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ مَا لا يَعْلَمُوْنَ.

হে আল্লাহ, তারা যা বলে সেটার অকল্যাণ থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং কামনা করি তারা আমার যেসব গুনাহের কথা জানে না, আপনি সেসব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।[১৮১]

তরুণদের গড়ে তোলা

ইবনে মাজিশুন বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর সামনে যখন কোনো জটিল বিষয় দেখা দিত তখন তিনি তরুণদেরকে ডেকে নিয়ে পরামর্শ চাইতেন। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য ছিল, তাদের মেধা ও বুদ্ধিকে ধারালো ও শাণিত করা।[১৮২]

---

[১৭৮] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৭৪, ১০৩
[১৭৯] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৪৮
[১৮০] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৬৫
[১৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

ইলমের আবশ্যকীয় বিষয়

উমর রা. বলেন, তোমরা ইলম অর্জন করো এবং ইলমের জন্য স্থির ও সহনশীল হও। শিক্ষকদের সামনে বিনয়ী হও। তোমাদের ছাত্ররাও যেন তোমাদের সামনে বিনয়ী হয়। সাবধান, তোমরা অহংকারী আলেম হবে না, কারণ তোমাদের অজ্ঞতাপূর্ণ অহমিকার সাথে ইলম টিকে থাকবে না।[১৮৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমরা ইলম অর্জন করো এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। এর পাশাপাশি তোমরা ইলমের জন্য গাম্ভীর্য ও স্থিরতা অর্জন করো। যারা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় এবং যাদেরকে তোমরা শিক্ষা দেবে তাদের সামনে বিনয়ী হয়ে যাও। অহংকারী আলেম হবে না, অন্যথায় তোমাদের এই অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণের সাথে তোমাদের ইলম বহাল থাকতে পারবে না।[১৮৪]

তাকওয়া

উমর রা. নিজেকে বলতেন, হে খাত্তাবের বেটা! তুমি অবশ্যই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে অন্যথায় তিনি তোমাকে শাস্তি দেবেন। তোমার ব্যাপারে তিনি কোনো পরোয়া করবেন না। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে আল্লাহর ভয় রাখে সে মন যা চায় তা করতে পারে না।[১৮৫]

তারা সঞ্চয় করে কিন্তু খরচ করে না

উমর রা. বলেন, তোমরা ওই সকল ব্যক্তির নিকট যেয়ো না যারা পার্থিব ধনসম্পদ জমা করে কিন্তু আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না। কারণ এটা আল্লাহ তাআলার অসন্তোষের কারণ। আশঙ্কা রয়েছে, তাদের ভোগবিলাস ও বিত্তবৈভব দেখে তোমাদের অনেকেই নিজেদের নেয়ামতকে তুচ্ছ ও গৌণ ভাবতে শুরু করবে।[১৮৬]

বিনয়

উমর রা. বলেন, কেউ যখন আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তখন আপন হিকমতের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করে তোলেন। তাকে বলা হয়, তুমি

---

[১৮২] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১০২
[১৮৩] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৪৯
[১৮৪] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৬৩
[১৮৫] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৮৭
[১৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

ওঠো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে উঁচু করে দেবেন। সে নিজেকে অনেক তুচ্ছ ভাবে কিন্তু মানুষের চোখে সে হয়ে থাকে অনেক বড়।[১৮৭]

অপচয়ের স্বরূপ

উমর রা. একবার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে গেলে দেখতে পান, তার কাছে কিছু গোশত রয়েছে। হজরত উমর তা দেখে বলেন, কেন গোশত খাচ্ছ? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, গোশত খেতে মন চাচ্ছিল। হজরত উমর রা. তখন বলেন, বাহ, মন চাইলেই কি খেতে হবে? অপচয় হিসাবে এটাই তো যথেষ্ট যে, যা মন চাইল তাই খেয়ে ফেললাম।[১৮৮]

দ্বীন হলো তাকওয়ার নাম

উমর রা. বলেন, শেষ রাতে উঠে গুনগুন করে জিকির করার নাম দ্বীন নয়; বরং দ্বীন হলো তাকওয়ার নাম।[১৮৯]

ব্যক্তির আমানত

উমর রা. বলেন, ব্যক্তির নামাজ-রোজার প্রতি তাকানোর প্রয়োজন নেই; বরং তাকাতে হবে যে, সে সত্য বলে কি না, ঠিকঠাকমতো আমানত আদায় করে কি না এবং দুনিয়ার ব্যাপারে খোদাভীতি অবলম্বন করে কি না।[১৯০]

প্রয়োজন পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা

উমর রা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে থাকে, তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ভিন্ন অন্য কারও কাছে চায় সে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। সামান্য সম্পদে যে তৃপ্ত হয় না, অঢেল সম্পদও তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। তাই যতটুকু হলেই যথেষ্ট হয়ে যায় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। চরিত্রকে সবসময় পবিত্র রাখো। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা ছেড়ে দাও। কারণ পরকালে এর হিসাব হবে অত্যন্ত কঠিন।[১৯১]

---

[১৮৭] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৫৩
[১৮৮] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৫৩
[১৮৯] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৫৩
[১৯০] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৮৬৭
[১৯১] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ১০৩

আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

উমর রা. বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি আমল করবে আমরা তার প্রশংসা করব আর যে আমল করবে না আমরা তাকে দোষারোপ করব।[১৯২]

পরজীবী হবেন না

উমর রা. বলেন, হে সম্মানিত কারিগণ, নিজেদের মাথা উঁচু করে রাখুন। অন্তরে যতটুকু একাগ্রতা রয়েছে তার চেয়ে বেশি একাগ্রতার প্রকাশ ঘটাতে যাবেন না। কল্যাণের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করুন। মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেন না। কারণ সকল রাস্তা তো এখন স্পষ্টই।[১৯৩]

দুনিয়াবিমুখতা

উমর রা. একদিন হজরত আবু মুসা রা.-কে চিঠি লিখে বলেন, আখেরাত অর্জনের জন্য দুনিয়াবিমুখতার চেয়ে উত্তম কিছু নেই। মন্দ ও নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে বেঁচে থাকবেন।[১৯৪]

ইলমের জন্য গাম্ভীর্য

উমর রা. বলেন, তোমরা ইলম অর্জন করো এবং ইলমের জন্য স্থির ও সহনশীল হয়ে ওঠো। শিক্ষকদের সামনে বিনয়ী হও। তোমাদের ছাত্ররাও যেন তোমাদের সামনে বিনয়ী হয়। সাবধান, অহংকারী আলেম হবে না। অন্যথায় এই অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণের সাথে তোমার ইলম বহাল থাকবে না।[১৯৫]

বিনয়ের মূল

উমর রা. বলেন, বিনয়ের মূল হলো, কোনো মুসলমানের সঙ্গে দেখা হলে তাকে সালাম দেওয়া। মজলিসে নিজের অবস্থান নিচু হওয়ার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। লোকেরা তোমার সৎকর্মের কথা বলে তোমাকে স্মরণ করছে এমনটা অপছন্দ করা।[১৯৬]

---

[১৯২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৭/৭১
[১৯৩] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৭/৭১
[১৯৪] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৫২
[১৯৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/৯৯
[১৯৬] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১৪০

ইলমি মজলিস

উমর রা. বলেন, মানুষ কখনো কখনো তিহামা পাহাড় পরিমাণ গুনাহ কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়, এরপর সে ইলমি কোনো মজলিসে বসে দ্বীনের কথাবার্তা শুনে গুনাহের ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং তাওবা-ইসতেগফার করে এমন অবস্থায় ঘরে ফিরে যায় যে, তার কাঁধে একটা গুনাহও অবশিষ্ট থাকে না। তাই সাবধান, তোমরা কখনো আলেমদের মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বুকে আলেমদের মজলিসের চেয়ে উত্তম কোনো মজলিস সৃষ্টি করেননি।[১৯৭]

প্রকাশ্য কাজ

উমর রা. এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি সবসময় ওই সকল কাজ করবে যেগুলো প্রকাশ্যে করা হয়ে থাকে। লোকটি তখন জিজ্ঞেস করে, আমিরুল মুমিনিন! কোন কাজ প্রকাশ্যে করা হয়? তিনি বলেন, এমন সব কাজ, যদি কেউ তা দেখে ফেলে তাহলে সে কারণে তোমাকে লজ্জিত হতে হবে না।[১৯৮]

ইসলামি শরিয়ায় রয়েছে সম্মান

উমর রা. বলেন, আমরা হলাম এমন জাতি যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, সুতরাং আমরা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোথাও সম্মান তালাশ করতে যাব না।[১৯৯]

বিপদে যে নেয়ামত পাওয়া যায়

উমর রা. বলেন, কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য সে বিপদে চার ধরনের নেয়ামত রাখেন :

১. বিপদটা আমার দ্বীন-শরিয়ার মধ্যে আপতিত হয়নি।

২. বিপদটা আমার দ্বীন-শরিয়ার চেয়ে বড় কিছু নয়।

৩. বিপদের কারণে আমি আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হই না।

৪. বিপদের কারণে আমি সাওয়াবের আশা রাখি।[২০০]

---

[১৯৭] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৪৫
[১৯৮] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১১৩
[১৯৯] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/২০৩
[২০০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৩৯৪

আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

উমর রা. বলেন, ওহে দরিদ্রের দল! তোমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। ব্যবসাবাণিজ্য করো। ব্যবসা করার রাস্তা তো স্পষ্টই। মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না।[২০১]

এমন শরিকানা-ব্যবসা যাতে রয়েছে আল্লাহর অংশ

হজরত উমর রা.-এর আজাদকৃত গোলাম আবু সালেহ বলেন, হজরত উমর আমাদেরকে ভাগ ভাগ করে তিনটি কাজ করার নির্দেশ দিতেন। ফলে আমাদের একজন ব্যবসার জন্য মাল আমদানি করত, আরেকজন বিক্রি করত আর তৃতীয়জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।[২০২]

মোটা পোশাক পরিধান করো

উমর রা. বলেন, তোমরা মোটা পোশাক পরিধান করবে। রোমান এবং পারসিকদের বেশভূষা থেকে বেঁচে থাকবে।[২০৩]

সচ্ছলতা ও দরিদ্রতার প্রতি সন্তুষ্টি

উমর রা. বলেন, আমি ধনী হয়ে গেলাম নাকি দরিদ্র হয়ে থাকলাম, তার কোনো পরোয়া করি না। কারণ আমার জানা নেই, সচ্ছলতার মধ্যে কল্যাণ আছে নাকি দারিদ্র্যের মধ্যে।[২০৪]

সর্বোত্তম আমল

উমর রা. বলেন, সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহ তাআলা যা ফরজ করেছেন তা আদায় করা, যা হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর নিকট থাকা বিষয়ের ব্যাপারে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখা।[২০৫]

লেনদেনসংক্রান্ত জ্ঞান

উমর রা. বলেন, যে ব্যক্তির দ্বীনের বুঝ নেই সে যেন আমাদের এই বাজারে ব্যবসাবাণিজ্য না করে।[২০৬]

---

[২০১] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৫৪
[২০২] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৫৪
[২০৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/১০৩
[২০৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/১৪৮
[২০৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/২৬৭
[২০৬] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৫৮

খোদাভীরুতা

উমর রা. বলেন, সন্দেহজনক বিষয় কিংবা হারামে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় আমরা হালালের নয়-দশমাংশই পরিত্যাগ করে থাকি।[২০৭]

বিষয়গুলো যখন সঠিক হয়ে ওঠে

উমর রা. বলেন, গুনাহের স্বীকারোক্তি তোমাকে বিশুদ্ধ করবে। গর্ব বা অহংকার পরিত্যাগ করাটা তোমার মনকে নির্ভেজাল করবে আর নিজেকে ছোট মনে করাটা তোমার কৃতজ্ঞতাকে উত্তম করে তুলবে।[২০৮]

যা কষ্টের কারণ হয় তা-ই মুসিবত

উমর রা. থেকে বর্ণিত, একবার তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করেন। এরপর তিনি বলেন, যা তোমার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার সবগুলোই হলো মুসিবত। (সুতরাং এসব মুসিবতে 'ইন্নালিল্লাহ' পড়তে হবে।)[২০৯]

দুনিয়ার সৌন্দর্যে আনন্দ

উমর রা. বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য যা সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে দিয়েছেন, আমরা তা পেয়ে আনন্দিত না হয়ে পারি না। হে আল্লাহ! আপনার কাছে প্রার্থনা এটাই যে, আমি যেন সেই আকর্ষণীয় জিনিসের সদব্যবহার করতে পারি।[২১০]

সেনাপতির প্রতি নসিহত

উমর রা. হজরত উতবা বিন গাজওয়ান রা.-এর প্রতি এক চিঠিতে বলেন,

আপনাকে যে বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। সাবধান, অহংকার যেন আপনাকে এমন অবস্থার দিকে টেনে নিয়ে না যায় যা দ্বীনি ভাইদের সাথে আপনার সম্পর্ককে নষ্ট করে দেবে। আপনি তো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করে লাঞ্ছনার অবস্থা থেকে সম্মানিত অবস্থায় উঠে এসেছেন। দুর্বলতার পর শক্তিশালী হয়েছেন। এমনকি আপনি প্রতাপশালী আমির হয়ে গেছেন। এমন ব্যক্তিত্বে

---

[২০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

[২০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

[২০৯] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৬৬

[২১০] ইমাম বুখারি ৬৪৪১ নম্বর বর্ণনার পূর্বে তালিকাসূত্রে এটা উল্লেখ করেছেন।

পরিণত হয়েছেন লোকেরা যার আনুগত্য করে। আপনি বলেন আর লোকেরা তা শ্রবণ করে। আপনি নির্দেশ দেন আর তা পালন করা হয়।

এই নেয়ামত পেয়ে যদি আপনি আপনার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করেন এবং আপনার অনুগতদের ওপর জুলুমের খড়গ না চালান তাহলে এই নেয়ামত কতই-না মূল্যবান। পাপাচার থেকে যেমন সতর্ক থাকেন, একইভাবে নেয়ামতের ব্যাপারেও সতর্ক থাকবেন। গুনাহের চেয়ে নেয়ামতের ব্যাপারেই অধিক আশঙ্কা হয়, কারণ তা আপনাকে ধোঁকা দিয়ে এমন অবস্থায় ফেলে দিতে পারে, যার ফলে আপনার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তেমন অবস্থায় নিপতিত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যেন আমাদের উভয়কে তা থেকে রক্ষা করেন।

বহু মানুষ এমন রয়েছে, যারা প্রথমে আল্লাহর প্রতি অগ্রসর ছিল কিন্তু যখন তাদের সামনে দুনিয়া পেশ করা হয়েছে তখন তারা দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে গেছে। তাই আমার নিবেদন হচ্ছে, আপনি আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হোন। দুনিয়া যেন আপনার উদ্দেশ্য না হয়। জালেমদের পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।[২১১]

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের শর্ত

উমর রা. যখন কাউকে গভর্নর নিযুক্ত করতেন তখন তাকে একটি অঙ্গীকারনামা লিখে দিতেন এবং সে ব্যাপারে মুহাজিরদের একাংশকে সাক্ষী হিসাবে রাখতেন। নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নরের জন্য হজরত উমরের শর্তগুলো ছিল—

- গভর্নর তুর্কি ঘোড়ায় চড়তে পারবেন না।
- উন্নতমানের খাবার গ্রহণ করতে পারবেন না।
- মিহি-মসৃণ পোশাক পরতে পারবেন না।
- প্রয়োজনগ্রস্তদের জন্য সবসময় গভর্নরের দরজা খোলা থাকবে।
- নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নর কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।[২১২]

---

[২১১] তাবারি সূত্রে মাহমুদ শাকের কৃত *আল-ফারুক ওয়া উসরাতুহু*, ৫৮৭
[২১২] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/১৪৮

পরবর্তী খলিফার প্রতি উমরের অসিয়ত

উমর রা. বলেন, আমি আমার পরবর্তী খলিফাকে অসিয়ত করছি, আপনি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন। প্রথম সারির মুহাজিরদের হক ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখবেন। আপনার প্রতি অসিয়ত, শহরের বাসিন্দাদের সাথে উত্তম আচরণ করবেন। কারণ তারা ইসলামের সাহায্যকারী এবং শত্রুদের ক্রোধ উদ্রেককারী। আমরা তাদের থেকেই রাষ্ট্রীয় কর গ্রহণ করে থাকি। সাবধান, যেন তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই কেবল তাদের সম্পদের উদ্বৃতাংশ গ্রহণ করা হয়।

খলিফার প্রতি আমার অসিয়ত, তিনি যেন আনসারদের প্রতি খেয়াল রাখেন, যাদের নিবাস মদিনায় এবং তারা মুমিন। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল খলিফা যেন তাদের অবদানগুলো মূল্যায়ন করেন এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তা এড়িয়ে যান।

বেদুইনদের সাথে উত্তম আচরণ করুন। কারণ তারাই হলো আরবের আসল সম্প্রদায় এবং ইসলামের মূল। তাদের ধনীদের থেকে অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ করে তাদের দরিদ্র শ্রেণির ওপরই তা ব্যয় করুন। আমি অসিয়ত করছি, জিম্মিদের প্রতিও খেয়াল রাখুন, যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিম্মায় রয়েছে। তাদেরকে দেওয়া অঙ্গীকারগুলো পূরণ করুন। লক্ষ রাখবেন, সাধ্যের বাইরে যেন তাদের ওপর কিছু চাপিয়ে না দেওয়া হয়। তাদের স্বার্থের জন্য যেন লড়াই করা হয়।[২১৩]

যা আপনার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়

উমর রা. বলেন, আপনার জন্য যা কষ্টদায়ক আপনি তা পরিহার করুন। সৎলোকদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করুন। তবে সৎবন্ধু খুব কমই পাবেন। আপনার বিষয়াদি নিয়ে এমন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করুন যারা আল্লাহকে ভয় করে।[২১৪]

আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রাখবেন না

উমর রা. একবার হজরত আবু মুসা আশআরি রা.-কে চিঠি লিখে বলেন—

পরসমাচার, কাজের মধ্যে শক্তি আনার উপায় হলো আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে না রাখা। অন্যথায় একের পর এক কাজ বোঝা হয়ে জমতে থাকবে। তখন বুঝে উঠতে পারবেন না যে, কী করবেন। এভাবে আপনারা

---

[২১৩] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/১৮১
[২১৪] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/১৫৭, ক্রমিক নম্বর, ৪৪১৯৬

নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন। আপনাদেরকে যদি এমন দুটি বিষয়ের মধ্যে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয় যার একটি পার্থিব আর অপরটি পরকালীন, তাহলে পার্থিব বিষয়ের ওপর পরকালকে গ্রহণ করুন। কেননা এই পার্থিব জগৎ একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে আর পরকাল রইবে চিরকাল।

আল্লাহ তাআলার ভয় রাখুন। তাঁর নাজিলকৃত কুরআন কারিমের শিক্ষালাভ করুন। কারণ এই কিতাব হলো সকল জ্ঞানের ঝরনাধারা এবং অন্তরের সঞ্জীবনী।[২১৫]

সাহসিকতা ও ভীরুতা মানুষের স্বভাবগত বিষয়

উমর রা. বলেন, তাকওয়া তথা খোদাভীতি হলো ব্যক্তির মর্যাদা। দ্বীন হলো তার সম্মান এবং চরিত্র হলো তার ব্যক্তিত্ব।

সাহসিকতা ও ভীরুতা পুরুষদের স্বভাবজাত বিষয়। এ কারণেই সাহসী লোকেরা পরিচিত-অপরিচিত যে-কারও বিরুদ্ধেই লড়াই করতে পারে, পক্ষান্তরে ভীতুরা নিজেদের মাতাপিতাকে ছেড়েই পালিয়ে যায়।[২১৬]

হিকমত

উমর রা. বলেন, বৃদ্ধ হলেই মানুষ প্রজ্ঞার অধিকারী হয় না; বরং প্রজ্ঞা আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এটা প্রদান করে থাকেন।[২১৭]

কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী

সাইদ ইবনে মুসাইয়াব বলেন, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. মানুষের জন্য কিছু বাণী তৈরি করেছিলেন, যার সবগুলোই প্রজ্ঞাপূর্ণ। তা হচ্ছে,

- মুসলমানের মুখ থেকে বের হওয়া কোনো কথার যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে ততক্ষণ তুমি তার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করবে না।
- কোনো ব্যক্তি নিন্দনীয় কর্মে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার প্রতি যদি কেউ মন্দ ধারণা করে তাহলে এর জন্য সে যেন তাকে তিরস্কার না করে, বরং নিজেকেই যেন দোষারোপ করে।

---

[২১৫] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/১৫৯, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২০৫
[২১৬] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬৪, ক্রমিক নম্বর, ৪৪৩৭৭
[২১৭] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬৫, ক্রমিক নম্বর, ৪৪৩৮১

- যে ব্যক্তি নিজের গোপন বিষয় গোপন রাখতে পারে, তার কল্যাণ তার নিজের হাতেই থাকে।
- সত্যবাদী মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করবে। কারণ তোমার অবস্থা যখন ভালো থাকবে তখন তারা হবে তোমার সৌন্দর্য আর যখন তোমার অবস্থা বিপন্ন হবে তখন তারা হবে সাহায্যকারী।
- সবসময় সত্যকে আঁকড়ে থাকবে। যদিও এ কারণে তোমাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়।
- অনর্থক কাজ করবে না।
- যা এখনো ঘটেনি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ যা ঘটেছে, সেটাই মূলত আমাদের আলোচ্য বিষয়, যা এখনো ঘটেনি তা নয়।
- ওই ব্যক্তির নিকট তোমার প্রয়োজন পূরণের আবেদন করবে না, যে চায় না ওই প্রয়োজনটা পূরণ হোক।
- মিথ্যা শপথকে সাধারণ কিছু মনে করবে না। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন।
- পাপাচারীদের সাথে ওঠাবসা করবে না। তা না হলে তাদের পাপাচার তোমার মধ্যে চলে আসবে।
- শত্রু থেকে দূরে থাকবে।
- বিশ্বস্ত ছাড়া সকল বন্ধুর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর বিশ্বস্ত তো হলো ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে।
- কবরস্থানে গেলে আল্লাহর প্রতি একাগ্র হয়ে ওঠো।
- আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাঁর প্রতি বিনয়ী হও।
- তাঁর অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো।
- তোমার বিষয়ে ওই সকল লোকদের সাথে পরামর্শ করো, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই তাকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সুরা ফাতির, ২৮)[২১৮]

---

[২১৮] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬২ ক্রমিক নম্বর, ৪৪৩৭২

আটা ছাঁকার প্রয়োজন নেই

উমর রা. বলেন, তোমরা আটা ছাঁকবে না, কারণ আটা ছেঁকে যা ফেলা হয় তাও খাওয়া যায়, আটার পুরোটাই খাদ্য।[২১৯]

নেয়ামত

হজরত উমর রা. একবার এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যে ছিল কুষ্ঠী, অন্ধ, বধির এবং বোবা। অতিক্রম করার সময় তিনি সাথি-সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তার মধ্যে আল্লাহর কোনো নেয়ামত দেখতে পাচ্ছ? তারা বলল, না। তখন তিনি বলেন, অবশ্যই তার মধ্যে আল্লাহর নেয়ামত রয়েছে। তা হলো, প্রস্রাবের পর তাকে ঢিলা নিতে হয় না। খুব সহজেই তার প্রস্রাব বের হয়ে যায়। এটা তো আল্লাহ তাআলার নেয়ামত।[২২০]

আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে ভালোবাসেন

উমর রা. সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-কে চিঠি লিখে বলেন, হে সাদ! আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তাকে নিজের সৃষ্টিকুলের নিকট পছন্দনীয় করে তোলেন। তাই আল্লাহর নিকট আপনার মর্যাদা আসলে কতটুকু তা নির্ণয় করুন মানুষের নিকট আপনার মর্যাদার মাধ্যমে। জেনে রাখুন, আল্লাহর নিকট আপনার মর্যাদা তেমনই, মানুষের নিকট আপনার মর্যাদা যেমন।[২২১]

বলুন, আমি জানি না

উমর রা. এক ব্যক্তিকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তরে বলে, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এটা শুনে উমর রা. তখন বলেন, যদি আমাদের কোনো বিষয় জানা না থাকে, আর আমরা নিজেদের অজ্ঞতার কথা স্বীকার না করে বলি, 'আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন', তাহলে এটা হবে অত্যন্ত হতভাগ্যের বিষয়। বরং যদি আপনাদের কাউকে এমন কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, যা তার জানা নেই, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি জানি না'।[২২২]

---

[২১৯] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৭১৫, ক্রমিক নম্বর, ৮৫৫১
[২২০] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৭৫১, ক্রমিক নম্বর, ৮৬৫৪
[২২১] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/২৬১
[২২২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/২৬১

অশ্রুসিক্ত কান্না

উমর রা. বলেন, উপদেশ ও নসিহতের মাধ্যমে তোমরা নিজেদের অশ্রু ঝরাও।[২২৩]

সাহস, সহনশীলতা, কৃপণতা ও অক্ষমতা

উমর রা. বলেন, সবচেয়ে সাহসী হলো ওই ব্যক্তি যে এমন ব্যক্তির প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করে, যার থেকে সে কোনো প্রতিদানের আশা করে না।

সবচেয়ে সহনশীল হলো ওই ব্যক্তি, সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে দেয়।

সবচেয়ে কৃপণ হলো ওই ব্যক্তি, যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে।

সবচেয়ে অক্ষম হলো ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিকট দুআ করতে পারে না।[২২৪]

মানুষ চেনার পদ্ধতি

খরশা বিন আবহুর বলেন, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিকট এক ব্যক্তি কোনো এক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করলে তিনি বলেন, আমি তো তোমাকে চিনি না, অবশ্য আমি না চিনলেও সমস্যা নেই। তুমি এমন কাউকে নিয়ে এসো যে তোমাকে চেনে।

তখন এক ব্যক্তি বলে ওঠে, আমি এই ব্যক্তিকে চিনি। হজরত উমর রা. বলেন, তাকে কেমন চেনো? লোকটি উত্তর দেয়, সে ন্যায়পরায়ণ এবং মর্যাদাবান। হজরত উমর তখন জিজ্ঞেস করেন, সে কি তোমার নিকটবর্তী প্রতিবেশী যে, দিনরাত সে কী করে, কোথায় যায়, কোত্থেকে বের হয় এগুলোর সবই তোমার জানা? লোকটি বলে, না। তিনি তখন জিজ্ঞেস করেন, তার সাথে কি তোমার আর্থিক কোনো লেনদেন হয়েছে, যার ফলে তার খোদাভীরুতার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়েছে তোমার কাছে? লোকটি উত্তরে বলে, না। উমর রা. পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তার সাথে সফর করেছ, যার মাধ্যমে তার মহৎ চরিত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছ? লোকটি উত্তর দেয়, না। হজরত উমর রা. তখন বলেন, তাহলে তো তুমি তাকে চেনোই না। এরপর তিনি সাক্ষ্যদাতা লোকটিকে বলেন, যাও, এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে এসো, যে তোমার ব্যাপারে জানে।[২২৫]

---

[২২৩] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/৯৭
[২২৪] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬৬, ক্রমিক নম্বর, ৪৪৩৮৪
[২২৫] আজলুনি কৃত *কাশফুল খফা*, শিরোনাম : আস-সাফারু উসফিরু আন আখলাকির রিজাল

উসমান বিন আফফান রা.

পরিচয়

উসমান বিন আফফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস আবু আবদুল্লাহ আল-কুরাশি আল-উমাবি।

- তিনি প্রথমসারির ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি সৌভাগ্যবান সেই ১০ জনের একজন যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।
- তিনি দুইবার হিজরত করেছেন। নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে হিজরত করার সৌভাগ্য তিনিই সবার আগে লাভ করেছেন।
- তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই মেয়ের স্বামী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে মেয়ে রুকাইয়াকে বিয়ে দিয়েছিলেন। যিনি বদরযুদ্ধের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই কারণে তার সেবা-শুশ্রূষার জন্য তিনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবুও তিনি বদরযুদ্ধের গনিমতের একটি অংশ পেয়েছিলেন এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাওয়াব লাভ করেছেন। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেন। এই কারণে তাকে যুন-নুরাইন উপাধি দেওয়া হয়।
- তাবুকযুদ্ধে মুসলমানদের প্রস্তুতির জন্য বড় ধরনের সহযোগিতা করেন।
- মদিনার 'বিরে রুমা' ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য তা ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববি সম্প্রসারণের প্রতি উৎসাহ দিলে তিনি মসজিদের পাশের একটি জমি কিনে তা মসজিদের সাথে যুক্ত করে দেন।

- মুসলিম উম্মাহর খলিফা হওয়ার পর তিনি মসজিদে নববির সংস্কার করেন।
- গোটা উম্মাহকে তিনি কুরআন কারিমের এক কেরাতের ওপর নিয়ে এসেছেন।
- হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
- ৩৫ হিজরির জিলহজ মাসের ১৮ তারিখ তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তার শাসনামলের সময়কাল ছিল ১২ দিন কম ১২ বছর। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।
- *সহিহ মুসলিমে* এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.

আমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখে লজ্জাবোধ করব না, ফেরেশতারা যাকে দেখে লজ্জাবোধ করে।

সুনানে তিরমিজি এবং *মুসনাদে আহমাদে* এসেছে, তাবুকযুদ্ধে তিনি যে সহযোগিতা করেছেন সে ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন,

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمَ.

উসমান আজকের পর যা করবে এতে তার ক্ষতি হবে না।

তাকওয়া

হজরত উসমান রা. এক খুতবায় বলেন, লোকসকল, আপনারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন। কারণ আল্লাহর ভয় হলো মহাসাফল্যের মাধ্যম। যে নিজের হিসাব গ্রহণ করে, মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে, কবরের অন্ধকার জগতের জন্য আল্লাহর নুর গ্রহণ করে, সে-ই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। মানুষ যেন এ ব্যাপারে ভয় করে যে, দুনিয়ায় চক্ষুষ্মান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে তাকে অন্ধ করে ওঠাতে পারেন।

জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা যার বন্ধু হয়ে যান তার কোনোকিছুর ভয় নেই। আর আল্লাহ হন যার শত্রু, সে আর কার ওপর ভরসা রাখতে পারে?[২২৬]

---

[২২৬] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/২৩৪

মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি

হজরত মুজাহিদ বলেন, উসমান রা. একদিন খুতবায় বলেন, হে বনি আদম! জেনে রাখুন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে আপনার ওপর নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। আপনি যতদিন দুনিয়াতে আছেন ততদিন সে আপনার পেছনে লেগেই থাকবে। আপনাকে ছেড়ে সে অন্য কারও কাছে যাবে না। সবসময় সে আপনাকে চোখে চোখে রাখছে। সুতরাং সতর্ক থাকুন এবং প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। কখনো উদাসীন হবেন না, কারণ নিয়োজিত ফেরেশতা আপনার ব্যাপারে কখনো উদাসীন হয় না।

হে বনি আদম, জেনে রাখুন, যদি আপনি নিজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ না করেন, তাহলে অন্য কেউ আপনার প্রস্তুতি নিয়ে দেবে না। অবশ্যই আপনাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। সুতরাং নিজেই নিজের প্রস্তুতি নিন। নিজের প্রস্তুতি অন্যের ওপর ছেড়ে দেবেন না।[২২৭]

একজন মুসলমান দুনিয়াকে কীভাবে দেখবে

উসমান রা. এক খুতবায় বলেন, আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে আপনাদেরকে পাঠিয়েছেন যেন এর মাধ্যমে আপনারা পরকাল তালাশ করতে পারেন। এজন্য দুনিয়া দেননি যে, তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবেন। জেনে রাখুন, একদিন এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু পরকাল বাকি থাকবে। সুতরাং ধ্বংসশীল দুনিয়া যেন আপনাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে দেয়, চিরস্থায়ী পরকাল থেকে বিমুখ করে না রাখে। ধ্বংসশীল বিষয়ের ওপর চিরস্থায়ী বিষয়কে প্রাধান্য দিন। কারণ এই দুনিয়া একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আমাদের সকলকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন, কারণ আল্লাহর ভয় আজাব থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ তাআলা যেকোনো সময় যুগের অবস্থা পরিবর্তন করে দিতে পারেন, সুতরাং সতর্ক থাকুন। সবসময় একতাবদ্ধ থাকবেন, দলাদলি করে বিভক্ত হবেন না। এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ

---

[২২৭] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/২৩৪

مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিজের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে কল্যাণের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম। (সুরা আলে ইমরান, ১০৩-১০৪)[২২৮]

উসমান রা.-এর ভয়

উসমান রা. বলেন, যদি আমি জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝে থাকি, আর আমার জানা না থাকে যে, আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে নাকি জাহান্নামে, তাহলে কামনা করব যেন আমাকে ছাই বানিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়।[২২৯]

কুরআন কারিম তেলাওয়াত

উসমান রা. বলেন, এটা আমার জন্য খুবই কষ্টের কারণ যে, কুরআন কারিম তেলাওয়াত ছাড়াই একটি দিন কেটে যাবে।[২৩০]

যা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে যায় তা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না

হজরত উসমান রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, জাহেলি যুগে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন মদ পান করতেন না? তিনি উত্তরে বলেন, আমি দেখেছিলাম, মদ পান করলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে যায়। আর আমি দেখেছি, কোনোকিছু সম্পূর্ণরূপে লোপ পেলে তা কখনো আগের অবস্থায় ফিরে আসে না।[২৩১]

---

[২২৮] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/২৩৪
[২২৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৭৮
[২৩০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৫৯
[২৩১] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৬/৩৫৩

উম্মতের বিপদ

উসমান রা. বলেন, প্রত্যেক জাতিরই বিপদ রয়েছে আর প্রতিটি নেয়ামতের রয়েছে ধ্বংস। এই জাতির বিপদ হলো এমন শ্রেণির লোক, যারা অধিক পরিমাণে মানুষের দোষত্রুটি তালাশ করে বেড়ায় এবং মানুষকে দোষারোপ করে। তারা তোমাদের সামনে এমন সকল কাজ করবে যা তোমাদের পছন্দনীয় আর যেসব বিষয় তোমাদের অপছন্দনীয় ঠিকই গোপনে গোপনে তা করতে থাকবে। তারা হচ্ছে উটপাখির মতো দুষ্টশ্রেণির, প্রথম ঘোষিত কর্কশ আওয়াজ শুনেই উটপাখি যেমন সে আওয়াজের পেছনে ছুটতে থাকে, তারাও তেমনই মানুষের দোষের কথা শুনতে ছুটে যায়।[২৩২]

ধোঁকার ঘর

হজরত উসমান রা. এক খুতবায় বলেন, লোকসকল! আপনারা এমন ঠিকানায় বাস করছেন যেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আপনাদের এই জনপদ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই মৃত্যু আসার পূর্বেই যথাসম্ভব ভালো কাজ করুন। সকাল কিংবা সন্ধ্যা যেকোনো সময় আপনাদের ডাক চলে আসতে পারে। জেনে রাখুন, এই পৃথিবীর পুরোটাই হলো ধোঁকা। এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো এবং ভয় করো এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (সুরা লুকমান, ৩৩)

অতীত থেকে আপনারা শিক্ষাগ্রহণ করুন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। সাবধান, উদাসীন হবেন না। কারণ মৃত্যু আপনাদের থেকে উদাসীন হয় না।

[২৩২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/৩৭৭

দুনিয়ার সেইসব লোকেরা কোথায় যারা পৃথিবীকে আবাদ করেছে এবং দীর্ঘ সময় তাতে ভোগবিলাস করেছে? পৃথিবী কি তাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়নি? আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন আপনারাও সেভাবে তা প্রত্যাখ্যান করুন এবং আখেরাত তালাশ করুন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেছেন,

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির মতো, যা আমি আকাশ থেকে নাজিল করি। যা দিয়ে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা শুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণবিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু হিসাবেও উৎকৃষ্ট। (সুরা কাহাফ, ৪৫-৪৬)[২৩৩]

দুনিয়া আস্থার কোনো জায়গা নয়

উসমান রা. বলেন, দুনিয়া হলো সবুজ-শ্যামল এক বস্তু, যাকে মানুষের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। বহু মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে। সাবধান, আপনারা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়বেন না এবং তার ওপর আস্থা রাখবেন না। কারণ দুনিয়া আস্থার কোনো জায়গা নয়।[২৩৪]

অধিক পরিমাণে কল্যাণকাজ করা

উসমান রা. বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন কল্যাণকাজের পরিমাণ বাড়ায় না, সে আসলে বুঝেশুনেই জাহান্নামের প্রস্তুতি নিচ্ছে।[২৩৫]

---

[২৩৩] *তারিখে তাবারি*, ৪/২৪৩
[২৩৪] *তারিখে তাবারি*, ৪/৪২২
[২৩৫] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২২৩ ক্রমিক নম্বর, ৪৪২৫০

অপরাধীদের আকাঙ্ক্ষা

উসমান রা. বলেন, ব্যভিচারী নারীরা আকাঙ্ক্ষা করে থাকে, যদি সব নারীই তাদের মতো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ত।[২৩৬]

কোনোকিছু লুকানো

উসমান রা. বলেন, কেউ কোনোকিছু লুকালে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা ওই ব্যক্তির চেহারার ভাবভঙ্গিতে এবং মুখ ফসকে প্রকাশ করে দেন।[২৩৭]

অন্তরগুলো যদি পবিত্র হতো

উসমান রা. বলেন, মানুষের অন্তরগুলো যদি পবিত্র হতো তাহলে আল্লাহর কালাম পাঠ করে এবং শুনে কখনো তারা পরিতৃপ্ত হতে পারত না। কুরআন কারিম তেলাওয়াত করা ছাড়াই পূর্ণ একটি দিন ও রাত অতিবাহিত হয়ে যাওয়াটা আমার নিকট মোটেই পছন্দনীয় নয়।[২৩৮]

খাবার এবং খাবার

শুরাহবিল ইবনে মুসলিম বলেন, উসমান রা. লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আহার করাতেন, এরপর নিজের ঘরে গিয়ে সিরকা এবং যাইতুন খেতেন।[২৩৯]

পরকালের প্রথম ঘাঁটি কবর

উসমান রা. যখন কবরের কাছে যেতেন তখন কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি ভিজে যেত। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করে আপনি কাঁদেন না, কিন্তু কবর দেখে কাঁদতে থাকেন! তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবর হলো আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি। কেউ যদি এই ঘাঁটি নিরাপদে পার হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী ঘাঁটি এর চেয়ে সহজ হয়ে যায়। আর যদি কেউ এতে রক্ষা না পায় তাহলে পরবর্তীগুলো আরও কঠিন হয়ে যায়।[২৪০]

---

[২৩৬] *আল-ইসতিকামা*, ২/২৫৭
[২৩৭] *আল-ইসতিকামা*, ২/৩৫৫
[২৩৮] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৭/৩০০
[২৩৯] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬০
[২৪০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬০

কাজের চাদর

উসমান রা. বলেন, যদি কেউ বাড়ির কোনো কুঠুরিতে গিয়ে নিয়মিত কোনো কাজ করতে থাকে তাহলেও একসময় মানুষ সেটার কথা টের পেয়ে যাবে। মানুষ যে কাজই করুক না কেন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার শরীরে সেই কাজের উপযোগী একটি চাদর পরিয়ে দেন। যদি কাজটি ভালো হয় তাহলে ভালো চাদর পরান আর খারাপ হলে খারাপ চাদর পরিয়ে দেন।[২৪১]

সৎকাজের আদেশ

উসমান রা. বলেন, আপনাদের ওপর নিকৃষ্ট লোকদের চাপিয়ে দেওয়ার পূর্বেই আপনারা সৎকাজের আদেশ করুন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করুন। অন্যথায় আপনাদের ভালো লোকেরা তখন নিকৃষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে বদদুআ করলেও আল্লাহ তা কবুল করবেন না।[২৪২]

---

[২৪১] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৬৭৪ ক্রমিক নম্বর, ৮৪২৬

[২৪২] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৬৮২ ক্রমিক নম্বর, ৮৪৫১

আলি বিন আবু তালেব রা.

পরিচয়

- আলি বিন আবু তালেব আল-কুরাশি আল-হাশেমি। তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই।
- অল্প বয়সেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন হিজরত করে মক্কা ছেড়ে যান সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানায় ঘুমানোর সৌভাগ্য হয়েছিল তার।
- তাবুকযুদ্ধ ছাড়া বাকি সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তাবুকযুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের পরিবার-পরিজনদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাই তিনি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।
- তিনি সেই সৌভাগ্যবান ১০ জনের একজন যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে আপন মেয়ে ফাতেমা রা.-কে বিয়ে দিয়েছেন।
- খোলাফায়ে রাশেদিনের ধারাবাহিকতায় তিনি চতুর্থতম।
- খাইবার অভিযানের সময় তার হাতেই ছিল যুদ্ধের ঝান্ডা।
- নবম হিজরিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আবু বকর রা.-এর নেতৃত্বে মক্কায় মুসলিমদের একটি দলকে হজ আদায়ের জন্য পাঠান, সে সময় সুরা তাওবার কিছু আয়াত নাজিল হয়, নবিজি তখন আয়াতগুলো দিয়ে আলি রা.-কে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। যেন তিনি সকলের সামনে তা পাঠ করেন।

- ৪০ হিজরির ১৭ রমজানুল মুবারক জুমার দিন ইবনে মুলজিম তার ওপর প্রাণনাশী আক্রমণ চালায়। এতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- তাবুকযুদ্ধের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে মদিনায় আপন স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, মুসার নিকট হারুন যেমন ছিলেন তুমি কি আমার কাছে তেমন হওয়া পছন্দ করো না? তবে আমার পর কোনো নবি নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিগণ

আবু আরাকা বলেন, একবার আলি রা.-এর সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়ছিলাম, সালাম ফিরিয়ে তিনি ডান দিকে ফিরে বসলেন। সূর্য এক বর্শা পরিমাণ ওপরে ওঠা পর্যন্ত তিনি সেখানেই বসে ছিলেন। মনে হচ্ছিল, যেন তিনি কোনো বিপদে পড়েছেন। একটু পর তিনি বললেন, আমি তো আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের দেখেছি। কিন্তু আজ এমন কাউকে পাই না, যারা রাসুলের সাহাবিদের মতো। সাহাবিরা এমনভাবে সকাল করতেন যে, তাদের চুলগুলো থাকত এলোমেলো, কাপড়গুলো হতো ধূলিমলিন, হাতগুলো হতো শূন্য, রিক্তহস্ত, তাদের কপালে থাকত ছাগলের হাঁটুর মতো চিহ্ন, নামাজ ও সেজদার মধ্য দিয়েই তারা রাত কাটিয়ে দিতেন, আল্লাহ তাআলার কিতাব তেলাওয়াত করতেন, কিছু সময় দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করতেন এরপর সিজদায় চলে যেতেন, এভাবে পা এবং কপাল অদলবদল করে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকতেন। যখন তাদের নিকট আল্লাহর আলোচনা করা হতো তখন তারা ভয়ে এমনভাবে কাঁপতে থাকতেন যেভাবে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনে প্রবল বাতাসে গাছ দুলতে থাকে। তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে ঝরতে পোশাক পর্যন্ত ভিজে যেত। কিন্তু আফসোস! এখনকার মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

এরপর হজরত আলি রা. উঠে চলে যান। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে আর কখনো হাসতে দেখা যায়নি।[২৪৩]

---

[২৪৩] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮২; *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৭৩

হেদায়েতের আলোকবর্তিকা

আলি রা. বলেন, সুসংবাদ প্রত্যেক সে মানুষের জন্য, যে লোকজনের কাছে অপরিচিত থাকে। সে লোকজনকে চেনে কিন্তু লোকেরা তাকে চেনে না। সে হয়ে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বান্দা। এ ধরনের লোকেরাই হলো হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সকল ঘোর অমানিশার ফিতনা দূর করে দেন। তারা অন্যের কুৎসা রটনা করে না এবং রূঢ় স্বভাবের অধিকারী কপটও নয় তারা।[২৪৪]

আলেমের হক

আলি রা. বলেন, কোনো আলেমের কাছে গেলে আলেমকে বিশেষভাবে এবং উপস্থিত অন্যদেরকে সাধারণভাবে সালাম দেবে। তার সামনে গিয়ে বসবে। আলেমের সামনে হাত দিয়ে কোনোকিছুর প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত করবে না, চোখ বন্ধ করে রাখবে না। 'অমুক আলেম তো আপনার বিপরীত মত পোষণ করে' এ জাতীয় কথা আলেমকে বলবে না। তার পোশাক ধরতে যাবে না। অনেক বেশি প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবে। আলেমগণ হলেন সতেজ পাকা খেজুর গাছের মতো, যে গাছ থেকে অল্প অল্প করে নিয়মিত খেজুর পড়তে থাকে।[২৪৫]

দুনিয়া

আলি রা.-কে একদিন বলা হয়, আপনি যদি আমাদের সামনে দুনিয়ার বিবরণ উল্লেখ করতেন! তিনি উত্তরে বলেন, দুনিয়া হলো এমন এক ঠিকানা, যার শুরুর অংশ হলো দুঃখকষ্ট আর শেষের অংশ হলো ধ্বংস। এতে যে হালাল বিষয় গ্রহণ করা হবে, সেটার হিসাব হবে আর যা-কিছু হারাম ভক্ষণ করা হবে, সেজন্য শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় ধনাঢ্যতা অবলম্বন করবে সে ফিতনায় নিপতিত হবে। আর যে ব্যক্তি দরিদ্রতা অবলম্বন করবে, তাকে দুঃখকষ্টে থাকতে হবে।[২৪৬]

ভীতসন্ত্রস্তরা

আলি রা. বলেন, জেনে রাখো, আল্লাহর কিছু একনিষ্ঠ বান্দা রয়েছে, তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, যেন তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে জান্নাতবাসীরা কীভাবে জান্নাতের ফলফলাদি ভক্ষণ করে আর জাহান্নামিরা কীভাবে

---

[২৪৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮৩; *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৭০
[২৪৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৭৬
[২৪৬] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৩০

জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে। এই বান্দাদের অনিষ্ট থেকে লোকেরা নিরাপদ থাকে। তাদের অন্তর থাকে বেদনাগ্রস্ত, মন থাকে পবিত্র। তাদের প্রয়োজনগুলো হয় অতি সামান্য। পরকালের দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য তারা দুনিয়ার সামান্য সময়ের দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণ করে।

রাতে তারা নামাজে দাঁড়িয়ে যায়, তাদের কপাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। নিজেদের প্রতিপালককে তারা তখন 'রব্বানা রব্বানা' বলে ডাকতে থাকে। তারা আবেদন করে, যেন তাদের অন্তরগুলো দুনিয়ার শাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে। দিনেরবেলা তারাই সহনশীল, পুণ্যবান ও খোদাভীরু আলেমরূপে মানুষের সামনে হাজির হয়ে থাকেন। তারা এতটাই শীর্ণকায় হয়ে থাকেন যে, দেখে মনে হবে যেন তারা অসুস্থ। আসলে তারা তো অসুস্থ নয়।[২৪৭]

আমি আশাবাদী ও ভীত

আলি রা. এক ব্যক্তিকে বলেন, আপনি কী করেন? লোকটি উত্তরে বলে, আমি আশা করি এবং ভয় পাই। আলি রা. তখন বলেন, মানুষ কোনো বিষয়ের আশা করলে তা অন্বেষণ করে আর কোনোকিছুর ভয় করলে তা থেকে পলায়ন করে।[২৪৮]

ইসতেগফার

আলি রা. বলেন, ওই ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য হতে হয়, যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অথচ তার সামনেই রয়েছে মুক্তির উপায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, মুক্তির উপায় কী? তিনি বলেন, ইসতেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা।[২৪৯]

আশা-আকাঙ্ক্ষার দিনগুলোয় আমল করে নেওয়া

আলি রা. বলেন, দুনিয়া পিঠ দেখিয়ে চলে গেছে এবং বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছে। পক্ষান্তরে আখেরাত এগিয়ে আসছে এবং অচিরেই তার দেখা মিলে যাবে। প্রতিযোগিতার জন্য আজ আমরা ঘোড়াকে প্রস্তুত করে তুলছি। খেলা হবে আগামীকাল। জেনে রাখো, তোমরা এখন স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রয়েছ, যার পরই অপেক্ষা করছে মৃত্যু। মৃত্যু আসার আগেই যে ব্যক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষার এ দিনগুলোয় একনিষ্ঠভাবে আমল করতে পারে আমল তার জন্য উপকারী হয়ে ওঠে। স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তার ক্ষতি করতে পারে না।

---

[২৪৭] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৩৬; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৭
[২৪৮] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৩৭
[২৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩/১৮৩

পক্ষান্তরে মৃত্যু আসার আগের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিনগুলোয় যারা ভুলত্রুটি করে তাদের আমলগুলো বৃথা যায় এবং আশা-আকাঙ্ক্ষারা তার জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তাই যেভাবে আল্লাহর প্রতি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তোমরা আমল করে থাকো সেভাবেই আগ্রহী হয়ে তাঁর জন্য আমল করো।

আমি জান্নাতের মতো এমন কাঙ্ক্ষিত বস্তু দেখিনি যার অন্বেষণকারীরা ঘুমিয়ে আছে। আর জাহান্নামের মতো এমন ভয়ানক কিছু দেখিনি যার থেকে পলায়নকারীরাও ঘুমিয়ে আছে। জেনে রাখো, হক যার উপকারে আসে না বাতিল অবশ্যই তাকে ক্ষতি করে। হেদায়েত যাকে সঠিক পথে আনতে পারে না গোমরাহি তাকে পথভ্রষ্ট করে। জেনে রাখো, তোমাদেরকে একদিন এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আগত জগতের পাথেয় কী হতে হবে, সেটাও তোমাদের বলে দেওয়া হয়েছে। আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি প্রবৃত্তির অনুসরণের এবং বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা লালনের।[২৫০]

আগ্রহ আছে বটে কিন্তু আমলের নাম নেই

আলি রা. বলেন, তোমরা সে ব্যক্তির মতো হবে না, যে প্রাপ্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারে না, কিন্তু হাতে থাকা নেয়ামতের চেয়ে অতিরিক্ত বিষয় তালাশ করে। সে লোকদেরকে বিভিন্ন কাজ থেকে নিষেধ করে কিন্তু নিজেই তা থেকে বিরত থাকে না। লোকজনকে আদেশ করে কিন্তু নিজেই তা পালন করে না। সৎকর্মশীলদের ভালোবাসে কিন্তু তাদের মতো আমল করে না। গুনাহগারদের অপছন্দ করে কিন্তু নিজেও গুনাহ করে। নিজের গুনাহের আধিক্যের কারণে মৃত্যুকে ভয় পায় কিন্তু লম্বা জীবন পেয়েও গুনাহ ছাড়তে পারে না।[২৫১]

সর্বোত্তম ইবাদত

আলি রা. বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হলো নীরবতা অবলম্বন করা এবং বিপদ কেটে যাওয়ার অপেক্ষা করা।[২৫২]

মধ্যমপন্থা

আলি রা. একদিন খুতবায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করার পর বলেন, পরসমাচার, যে ব্যক্তি দোষত্রুটি ধরতে চায় সে যেন কেবল নিজের

---

[২৫০] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৫২; *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৬৫
[২৫১] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১০১
[২৫২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১৬৫

প্রতিই লক্ষ রাখে। কারণ যে অন্যের দোষত্রুটির প্রতি লক্ষ করে সে জান্নাত থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং জাহান্নামের সামনে গিয়ে হাজির হয়।

এরপর তিনি তিনটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন, প্রথম শ্রেণির ব্যক্তি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে এবং মুক্তি পায়। দ্বিতীয় শ্রেণির ব্যক্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় এবং আশাবাদী হয়ে ওঠে। তৃতীয় শ্রেণির ব্যক্তি ত্রুটি করে ফলে সে জাহান্নামে যায়। এই হলো তিন শ্রেণির ব্যক্তি। আরও রয়েছে দুই শ্রেণি। এক শ্রেণি হলো ফেরেশতা, যারা ডানায় চড়ে উড়ে বেড়ায়; আরেক শ্রেণি হলেন নবিগণ, আল্লাহ নিজে যাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন। এর বাইরে ষষ্ঠ কোনো শ্রেণি নেই।

যে ব্যক্তি উদ্ভট দাবি করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বিনষ্ট হয়ে যায়।

ডানে কিংবা বামে যে রাস্তাই চলো তা তোমাকে পথভ্রষ্ট করে দেবে। মধ্যমপন্থা হলো সঠিক পথ। এটাই হলো কুরআন, সুন্নত এবং নববি পথ।

আল্লাহ তাআলা দুটি মাধ্যমে এই উম্মতের চিকিৎসা করেছেন, তা হলো চাবুক ও তরবারি।[২৫৩] তাই ইমামুল মুসলিমের জন্য এসব বিষয়ে শিথিলতা করার কোনো সুযোগ নেই।

তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে পর্দাবৃত করে রাখবে। নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখবে এবং কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা করে নেবে।[২৫৪]

বিনয় ও আত্মমর্যাদা

এক ব্যক্তি বাড়িয়ে বাড়িয়ে হজরত আলি রা.-এর প্রশংসা করলে তিনি বলেন, তুমি যা বলছ আমি তার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র আর তুমি মনে মনে আমার ব্যাপারে যে নীচু ধারণা পোষণ করছ, আমি তার চেয়েও বড়।[২৫৫]

বড়দের মতামত

আলি রা. বলেন, যুবকদের সাহসিকতার চেয়ে বৃদ্ধদের মতামত আমার কাছে অধিক প্রিয়।[২৫৬]

---

[২৫৩] অর্থাৎ শরিয়তের কিছু দণ্ডবিধি (হত্যার বদলে হত্যা, চুরির শাস্তি হিসাবে হাত কেটে ফেলা প্রভৃতির) শাস্তি প্রদান করা হয় তরবারির মাধ্যমে। আর কিছু দণ্ডবিধি রয়েছে এমন যেগুলোর শাস্তি প্রদান করা হয় চাবুকাঘাতের মাধ্যমে। তা হচ্ছে মদ্যপানের শাস্তি প্রভৃতি।

[২৫৪] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৫০; *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৬২

[২৫৫] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৭৭

তুমি দুনিয়াকে মন্দ বলো না

হজরত আলি রা. এক ব্যক্তিকে দেখতে পান যে, সে দুনিয়াকে মন্দ বলছে। তিনি তাকে বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে সত্যায়ন করে থাকে দুনিয়া হয় তার জন্য সত্য ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছে দুনিয়া তার জন্য হয় মুক্তির উপায়। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে পাথেয়টুকু সংগ্রহ করে থাকে দুনিয়া তার জন্য এমন এক ঠিকানা হয়ে যায়, যা থেকে সে অমুখাপেক্ষী থাকে।

এটাই হলো সেই জগৎ, যেখানে আল্লাহর ওহি অবতীর্ণ হয়েছে। যেখানে ফেরেশতারা নামাজ আদায় করেছেন। যেখানে নবিরা সেজদা দিয়েছেন।

এটাই হলো সেই ঠিকানা, যেখানে আল্লাহর বন্ধুরা ব্যবসাবাণিজ্য করেছেন এবং মুনাফা হিসাবে আল্লাহর রহমত অর্জন করে জান্নাত উপার্জন করেছেন।

এমন কে আছে, যে এই দুনিয়ার নিন্দা করতে পারে? অথচ দুনিয়া নিজেই মানুষের থেকে দায়মুক্তির কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। তুমি দুনিয়ার নিন্দা করতে গিয়ে নিজের কথা ভুলে যাও, আমাকে বলো, দুনিয়া কখন তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে? সে কখন তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে, যে কারণে তার নিন্দা করা যায়? তোমার পূর্বপুরুষরা যে মাটিতে এখন মিশে গেছে আর তোমার মায়েরা যেখানে শুয়ে আছে, দুনিয়া কি সেখানে তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে?

তোমার অবস্থাটা দেখো। এ দুটি হাত দিয়ে তুমি কত মানুষকে অসুস্থ বানিয়ে দিলে, এ দুটি তালু দিয়ে কত মানুষকে ব্যথা দিলে, কিন্তু বলো, কার জন্য তুমি সেবা-শুশ্রূষার চেষ্টা করেছ? কার জন্য তুমি ডাক্তার খুঁজে এনেছ? আগামীকাল তুমি যদি ওষুধ নিয়ে আসো, তাহলে তা কোনো কাজে আসবে না। তখন তোমার কান্নাও তার কোনো উপকারে আসবে না। তোমার সেই মমতাবোধ তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। তোমার আবেদন তার ব্যাপারে মঞ্জুর হবে না।[২৫৭]

যা নেই তার জন্য নিজেকে কষ্ট দেবেন না

হজরত আলি রা.-কে এক ব্যক্তি খাবারের দাওয়াত দিলে তিনি বলেন, আমি আপনার দাওয়াতে যাব তবে শর্ত হচ্ছে, আপনার কাছে খাবারের যে ধরন নেই আপনি তা তৈরির জন্য অযথা কষ্ট করবেন না, যে ধরনগুলো আছে তা আমাদের না দিয়ে রেখে দেবেন না।[২৫৮]

---

[২৫৬] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১৪
[২৫৭] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১৯০; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৮
[২৫৮] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১৯৭

প্রজ্ঞা অর্জন করো

আলি রা. বলেন, প্রজ্ঞা যেখানে পাবে সেখান থেকেই তা গ্রহণ করবে। কখনো কখনো প্রজ্ঞা মুনাফিকের অন্তরেও থাকতে পারে, যা তার অন্তর থেকে বের হওয়ার জন্য উশখুশ করতে থাকে, বের হয়ে তা যোগ্য ব্যক্তির নিকট স্থিরতা লাভ করে।[২৫৯]

আল্লাহর রহমত

আলি বিন আবু তালেব রা. বলেন, লোকসকল! আল্লাহর শপথ, যদি তোমরা সন্তানহারা দুঃখী মায়ের মতো কান্না করো, মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়ী ব্যক্তির মতো আকুতি জানাতে থাকো, ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তির মতো উচ্চৈঃস্বরে দুআ করতে থাকো, তারপর আল্লাহর নিকট তোমাদের মর্যাদা উঁচু হওয়ার জন্য কিংবা ঘটে যাওয়া কোনো গুনাহের ক্ষমার জন্য অর্থসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি ছেড়ে বের হয়ে যাও, আমি মনে করি, তবুও তোমরা খুব কমই অধিক সাওয়াব পেতে পারো। আমি তখনও আশঙ্কা করি যে, আল্লাহর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের ওপর আপতিত হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর প্রতি আগ্রহে তোমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে আর যদি তোমাদেরকে দুনিয়াতে এরপর এক দীর্ঘ জীবন প্রদান করা হয় আর তোমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকো, তার ইবাদত করার কোনো পন্থাই যদি বাকি না রাখো, তবুও জেনে রাখো, তোমরা এসবের মাধ্যমে কস্মিনকালেও আল্লাহর নির্ধারিত জান্নাতের অধিকারী হতে পারবে না। তিনি ইসলামের প্রতি হেদায়েত দান করাটাই তোমাদের ওপর অনেক বড় অনুগ্রহ। জেনে রাখো, একমাত্র আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহের মাধ্যমেই তোমরা জান্নাতে যেতে পারো। তিনি আমাদেরকে এবং তোমাদের সকলকে তাওবাকারী আবেদ হিসাবে কবুল করুন।[২৬০]

আল্লাহ যা পছন্দ করেন

আলি রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা এক নবিকে ওহির মাধ্যমে বলেছেন যে, যদি কোনো ঘর বা বাড়ির লোকেরা কিংবা গোটা শহরের অধিবাসীরা এমন অবস্থায় দিনযাপন করতে থাকে, যা আমার নিকট পছন্দনীয়, এরপর তারা আমি

---

[২৫৯] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/২৮৫
[২৬০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮৩

অপছন্দ করি এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে আমি অবশ্যই তাদের পার্থিব অবস্থা এমন করে দেবো, যা হবে তাদের জন্য অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে কোনো ঘর বা কোনো বাড়ি বা কোনো জনপদের অধিবাসীরা যদি এমন কাজ করতে থাকে যা আমার নিকট অপছন্দনীয়, এরপর তারা একসময় এমন সব কাজ করা শুরু করে যা আমার পছন্দনীয়, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের অপছন্দনীয় অবস্থা পরিবর্তন করে এমন অবস্থায় তাদের উন্নীত করব যা হবে তাদের জন্য পছন্দনীয়।[২৬১]

মাঝে থাকবেন

আলি রা. বলেন, মানুষের মধ্যখানে থাকবেন এবং হাঁটার সময় একপাশে হাঁটবেন।[২৬২]

হকের পরিচয় লাভ

আলি রা. বলেন, ব্যক্তি দিয়ে হকের পরিচয় লাভ করা যায় না; বরং তুমি প্রথমে হক কী তা জানো, তাহলে হকপন্থীদেরকে আপনাতেই চিনতে পারবে।[২৬৩]

কবরবাসীদের সালাম

হজরত আলি রা. এক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন,

السَّلامُ عَلَيْكُم اهْلَ الدِّيارِ المُوحشة و المَحَالِّ المقفَرَة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتم لنا سَلَف فارِط ونحن لكم تَبَع وبِكُم عمَّا قليل لاحقون.

اللّٰهُمَّ اغفر لنا ولهم وتَجَاوَز بعَفوك عنا و عنهم. الحمد لله الذي جعل الارض كِفَاتًا أحْياء وامْواتا الحمد لله الذي خلقكم وعليها يَحْشر كم ومنها يبعثكم. فطُوبى لمن ذكر المعاد و اعدَّ للحساب وقنع بِالكَفَاف.

---

[২৬১] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৭১
[২৬২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/২৫৬
[২৬৩] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২১১

এই নির্জন এবং ভয়ংকর ঠিকানার সকল মুমিন, মুসলমান নরনারীর প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। আপনারা আমাদের পূর্বসূরি, আমরা হলাম আপনাদের উত্তরসূরি। অচিরেই আমরা আপনাদের সঙ্গে এসে মিলিত হব। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনার অনুগ্রহে আমাদের এবং তাদের ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহ মার্জনা করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি জীবিত ও মৃত সকলের জন্য এ পৃথিবীকে ধারণকারী এক বস্তু বানিয়েছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আপনাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ মাটিতেই আপনাদের জমায়েত করবেন এবং এখান থেকে আপনাদের পুনরায় জীবিত করবেন। সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে পরকালের কথা স্মরণ করে হিসাবনিকাশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যায় যতটুকু হলে তার জন্য যথেষ্ট হয়।[২৬৪]

যদি মৃত ব্যক্তিদের কথা বলার অনুমতি দেওয়া হতো

হজরত আলি রা. একদিন কবরস্থানে প্রবেশ করে বলেন, ওহে কবরবাসীরা! তোমরা আজ মাটির সাথে মিশে গেছ, এক নির্জন জায়গায় শুয়ে আছ, বলো, তোমাদের কাছে কি কোনো খবর আছে? খবর তো রয়েছে আমাদের কাছে। শোনো, তোমাদের ঘরবাড়িগুলো এখন জনমানবশূন্য হয়ে গেছে। তোমাদের রেখে যাওয়া অর্থসম্পদ বণ্টিত হয়ে গেছে। তোমাদের স্ত্রীরা অন্যত্র বিয়ে বসে গেছে। এই হলো আমাদের খবর। এখন বলো তোমাদের নিকট কী সংবাদ আছে? এরপর তিনি নিজেই বলেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ! যদি কবরের এসব বাসিন্দাদের কথা বলার অনুমতি দেওয়া হতো তাহলে তারা এখন বলত, সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া।[২৬৫]

দুআ এবং আশা

হজরত আলি রা. দুআ করতেন,

اللّٰهُمَّ إن ذُنُوبِي لا تَضُرُّك وإن رَحمَتَك إِيَّاي لا تَنقُصُكَ، فاغْفِرلِي مَا لَا يَضُرُّك واعْطِني ما لا يَنْقُصُك.

---

[২৬৪] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৪৮

[২৬৫] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৫৫; *কানযুল উম্মাল*, ৩/৬৯৭

হে আল্লাহ, আমার গুনাহে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আর আমার প্রতি যদি আপনি রহম করেন, তাহলে এতে আপনার ভান্ডারে কোনো ঘাটতি তৈরি হবে না। তাই আপনি ওইসব বিষয় ক্ষমা করে দিন যাতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না এবং সেসব বিষয় প্রদান করুন যাতে আপনার কোনো ঘাটতি তৈরি হবে না।[২৬৬]

ফকিহ

আলি রা. বলেন, সবচেয়ে বড় ফকিহ হলো, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না আবার তার আজাব থেকে মানুষকে নিশ্চিন্ত করেও রাখে না। তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা করার অনুমতি দেয় না। কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে অন্যকিছুর প্রতি মনোযোগী হয় না।

তিনি আরও বলেন, সেই ইবাদতের কোনো কল্যাণ নেই, যা ইলম অনুযায়ী করা হয় না আর ওই ইলমে কোনো কল্যাণ নেই যাতে বুঝবুদ্ধির গভীরতা নেই। এমন তেলাওয়াতে কোনো কল্যাণ নেই, যা তাদাব্বুর তথা গভীর চিন্তাভাবনা ছাড়াই করা হয়ে থাকে।[২৬৭]

মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে ঘিরে যেন আপনার চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয়

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. আমাকে এক চিঠি লিখেছিলেন। আমি সে চিঠিটার মাধ্যমে যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছি আল্লাহর রাসুলের পর অন্য কোনোকিছুর মাধ্যমে আমি ততটা উপকৃত হইনি। তিনি সে চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন, পরসমাচার, মানুষ এমন সব বিষয় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে কষ্ট পায় যা কস্মিনকালেও সে অর্জন করতে পারত না। আর এমন সব বিষয় পেয়ে আনন্দিত হয়, যা অবশ্যই তার অর্জিত হতো, কখনো তার হাতছাড়া হওয়ার মতো ছিল না। আপনার প্রতি আমার নিবেদন হচ্ছে, পরকালীন কোনো বিষয় অর্জিত হলেই যেন আপনি আনন্দিত হন এবং পরকালীন কোনো বিষয় হাতছাড়া হলেই যেন আপনি আফসোস করেন। দুনিয়ার কোনো বিষয় লাভ হলে সেজন্য খুব বেশি আনন্দিত হবেন না আর কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে সেজন্য দুঃখবোধ করবেন না। আপনার সকল চিন্তাভাবনা যেন মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।[২৬৮]

---

[২৬৬] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২৭৪
[২৬৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮৩; *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৭০; *দারেমি*, ২৯৭
[২৬৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ৩/৩০১

আমি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আপনাদের সংশোধন করতে পারব না

আলি রা. বলেন, আমি তোমাদের বিরত রাখার জন্য হজরত উমরের চাবুক নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তোমরা বিরত হওনি। অবশেষে আমি বেত নিয়েছি তবুও তোমরা বিরত হওনি। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, তোমরা আসলে চাচ্ছ যেন আমি তরবারি ধারণ করি। কিন্তু তখন তো আমাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে হবে। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে তো আমি তোমাদের সংশোধন করতে পারব না।[২৬৯]

তোমরা পরকালের বাসিন্দা হয়ে যাও

হজরত আলি রা. একদিন কুফায় খুতবা প্রদান করে বলেন, লোকসকল! তোমাদের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা হচ্ছে, তোমরা বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে শুরু করবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। জেনে রাখো, বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পরকালের কথা ভুলিয়ে দেয় আর প্রবৃত্তির অনুসরণ সত্য গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শোনো, দুনিয়া তো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেছে আর আখেরাত এগিয়ে আসছে। জেনে রাখো, এই দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েরই রয়েছে কিছু সন্তানসন্ততি। তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হবে না। আজ তোমরা কেবল আমল করছ, আমলের কোনো হিসাবনিকাশ হচ্ছে না। কিন্তু আগামীকাল কোনো আমল করতে পারবে না, তখন শুধু হিসাবনিকাশ চলবে।[২৭০]

মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা

আলি রা. বলেন, তুমি লোকদের সঙ্গে কথাবার্তায় রত থাকবে, শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকবে বটে কিন্তু অন্তর ও কাজের দিক থেকে তাদের থেকে পৃথক থাকবে। প্রত্যেকে যা করবে সে তা-ই পাবে। সে যাকে ভালোবাসবে কেয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে।[২৭১]

আমল কবুল হওয়া

আলি রা. বলেন, তোমরা আমলের প্রতি যতটুকু গুরুত্ব দেবে তার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেবে আমল কবুল হওয়ার প্রতি। কারণ তাকওয়ার সাথে যে আমল করা

---

[২৬৯] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/৩০১
[২৭০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮২; *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৪৬৩
[২৭১] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ১৮৯

হয় কস্মিনকালেও তা কম নয় এবং সেই আমলও কখনো কম হতে পারে না যা কবুল করা হয়ে থাকে।[২৭২]

খুব দ্রুত সুযোগ কাজে লাগানো

আলি রা. বলেন, তোমরা দ্রুত এ সুযোগগুলো কাজে লাগাও। কারণ মেঘমালার মতো দ্রুতগতিতে সুযোগগুলো চলে যাচ্ছে।[২৭৩]

আল্লাহ কোথায়

আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের প্রতিপালক কোথায় ছিলেন? তিনি উত্তরে বলেন, তুমি আল্লাহর জন্য কোনো স্থানের আবশ্যকতা করছ কেন? আল্লাহ তাআলা কোনো স্থান ছাড়াই ছিলেন।[২৭৪]

কল্যাণ

আলি রা. বলেন, তোমার অর্থসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি পাওয়াটা কল্যাণের কিছু নয়; বরং কল্যাণ হলো আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, সহনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া, প্রতিপালকের ইবাদতের প্রতি দ্রুত মনোযোগী হওয়া। যদি এগুলো ভালোভাবে করতে পারো তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করো, অন্যথায় তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো।

জেনে রাখো, দুনিয়াতে কেবল দুই ব্যক্তির জন্যই কল্যাণ রয়েছে :

এক. যে গুনাহ করার সাথে সাথে তাওবা করে ফেলে।

দুই. যে সৎকাজের প্রতিযোগিতায় রত হয়।[২৭৫]

পাঁচটি বিষয় স্মরণ রাখবে

আলি রা. বলেন, তোমরা আমার থেকে পাঁচটি বিষয় গ্রহণ করো এবং এগুলো মুখস্থ করে নাও। যদি তোমরা উটে আরোহণ করে সে বিষয়গুলো তালাশ করতে থাকো, তাহলে তালাশ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে কিন্তু তার সন্ধান পাবে না। তা হচ্ছে :

---

[২৭২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮১; *কানযুল উম্মাল*, ৩/৬৯৭
[২৭৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/৫৩
[২৭৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৮৫
[২৭৫] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৭০৮; *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৭৫,

১. বান্দা যেন কেবল নিজের রবের নিকট আশা রাখে।

২. সে যেন কেবল নিজের গুনাহকে ভয় করে।

৩. কারও কোনো বিষয় জানা না থাকলে সে যেন অন্যের থেকে জেনে নিতে সংকোচবোধ না করে।

৪. কোনো আলেমকে যদি এমন কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় যা তার জানা নেই, তাহলে তিনি যেন 'আমি জানি না' এ কথা বলতে লজ্জাবোধ না করেন।

৫. জেনে রাখো, দেহের জন্য যেমন মাথার প্রয়োজন তেমনই ঈমানের জন্য সবরের প্রয়োজন। মাথা না থাকলে দেহের যেমন কোনো মূল্য থাকে না তেমনই যে মুমিনের সবর নেই তারও ঈমানের কোনো মূল্য নেই।[২৭৬]

কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান

আলি রা. বলেন, যে ব্যক্তি অন্যের সাহায্য নিয়ে জীবন পরিচালনা করে সে ওই ব্যক্তির মতো, যে অন্যের মাটিতে গাছ রোপণ করে।[২৭৭]

বুদ্ধি এবং মূর্খতা

আলি রা. বলেন, বুদ্ধির চেয়ে মূল্যবান কোনো সম্পদ হয় না আর মূর্খতার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো দারিদ্র্য হয় না। অর্থাৎ মূর্খতা হলো সবচেয়ে বড় দারিদ্র্য।[২৭৮]

কুমাইল বিন যিয়াদের প্রতি উপদেশ

কুমাইল বিন যিয়াদ বলেন, হজরত আলি বিন আবু তালেব রা. একদিন আমার হাত ধরে জনমানবহীন প্রান্তের দিকে হাঁটা শুরু করেন। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি এক জায়গায় বসেন। এরপর একটু শ্বাস ফেলে বলতে শুরু করেন :

হে কুমাইল বিন যিয়াদ! মানুষের অন্তরগুলো হচ্ছে এক-একটি পাত্র। এসবের মধ্যে সর্বোত্তম পাত্র হলো যে অন্তর ইলম ধারণ করতে পারে। আমি তোমাকে যা বলব তা তুমি স্মরণ রেখো।

---

[২৭৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮২; *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৭১
[২৭৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৭১
[২৭৮] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১০৬

জেনে রাখো, মানুষ তিন ধরনের। যথা :

এক. আল্লাহওয়ালা আলেম।

দুই. ছাত্র।

এই দুই শ্রেণি মুক্তি পেয়ে যাবে।

তিন. উচ্ছৃঙ্খল ধরনের মানুষ। কোথাও কিছু শুনলেই সেটার পিছু পিছু চলতে থাকে। যেদিকে বাতাস প্রবাহিত হয় তারা সেদিকেই চলে। ইলমের নুরের মাধ্যমে তারা কখনো আলোকিত হতে চায় না। কখনো তারা কোনো দৃঢ় বিষয়ের ওপর স্থির হতে পারে না।

অর্থসম্পদের চেয়ে ইলম কল্যাণকর। ইলম তোমাকে রক্ষা করবে আর অর্থসম্পদকে রক্ষা করতে হবে তোমার। আমলের মাধ্যমে ইলম বৃদ্ধি পায় আর খরচ করলে অর্থসম্পদ কমে যায়। ইলম হলো শাসক আর অর্থসম্পদ হলো শাসিত। সম্পদ শেষ হয়ে গেলে সম্পদের উপকারিতাও শেষ হয়ে যায় কিন্তু আলেমগণ মানুষের ভালোবাসার পাত্র হয়ে থাকেন। তাদের মহব্বত করাটা দ্বীনেরই অংশ। ইলম আলেমকে তার জীবদ্দশায় মানুষের আনুগত্য এনে দিয়ে থাকে আর মৃত্যুর পর তাকে দান করে মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা। সম্পৎশালীরা একসময় মৃত্যুবরণ করে কিন্তু উলামায়ে কেরাম যুগ যুগ ধরে জীবিত থাকেন। তাদের সত্তা তো বিদায় নিয়ে চলে যায় কিন্তু মানুষের অন্তরে তারা বাকি রয়ে যান।

হজরত আলি রা. এরপর নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ইলম রয়েছে এখানে। কিন্তু তা বহনের জন্য তুমি এমন কিছু মেধাবীকে খুঁজে পাবে যারা আসলে আস্থাযোগ্য নয়। যারা এই দ্বীনকে ব্যবহার করে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসাবে। আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে যারা দলিল-প্রমাণ পেশ করার দুঃসাহস দেখায়। আল্লাহর বান্দাদের ওপর তারা নেয়ামত প্রদর্শনের চেষ্টা করে। কিংবা এ ইলম বহনের জন্য তুমি পাবে এমন কিছু আলেমকে যারা হয়ে থাকে আহলে হকের শত্রু। হকের পুনরুজ্জীবনের জন্য তাদের কোনো অন্তর্দৃষ্টিই নেই। সামান্য থেকে সামান্য সন্দেহ-সংশয় তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। কিংবা তা বহনের জন্য এমন ব্যক্তিকে পাবে, যে পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত থাকে। প্রবৃত্তির চাহিদা তাকে পরিচালিত করে কিংবা অর্থসম্পদ জমা করার ধোঁকায় সে পড়ে থাকে। জেনে রাখো, কস্মিনকালেও তারা দ্বীনের দাঈ হতে পারে না। চতুষ্পদ জন্তুর সাথেই তাদের অধিক সাদৃশ্য রয়েছে।

আলেমের মৃত্যুর সাথে সাথে ইলমেরও মৃত্যু ঘটে যায়। তবে জেনে রাখো, প্রতি যুগেই পৃথিবীতে এমন বিষয় বিদ্যমান থাকে যা আল্লাহর দ্বীনের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। আল্লাহর দলিল-প্রমাণ কখনো বাতিল হয় না। তবে সংখ্যার দিক থেকে আলেমরা অল্প হলেও আল্লাহর নিকট তারা হয়ে থাকেন অত্যন্ত মর্যাদাবান। আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমেই আপন দলিল-প্রমাণ সংরক্ষণ করেন। তারা সেগুলো নিজেদের সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের পর্যন্ত পৌঁছে দেন। আর সে ব্যক্তিরা তা নিজেদের অন্তরে গেঁথে নেন।

প্রকৃতপক্ষে তাদের মাধ্যমেই ইলম-কালাম সমৃদ্ধ হয়। অহংকারীদের নিকট যা শক্ত এবং কঠিন মনে হয়, তাদের নিকট তা সহজ মনে হয়ে থাকে। মূর্খদের নিকট যা অচেনা ও অপরিচিত মনে হয় তাদের নিকট তা সুপরিচিত হয়ে থাকে। তারা শারীরিকভাবে দুনিয়াতে অবস্থান করেন কিন্তু তাদের আত্মা থাকে ঊর্ধ্বজগতে। তারা হলেন পৃথিবীতে নিযুক্ত আল্লাহর খলিফা এবং তার দ্বীনের দাঈ।

আহ! আহ! যদি তাদের দেখতে পারতাম। আমি তোমার ও আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। এরপর তিনি কুমাইল বিন যিয়াদকে বলেন, তুমি চাইলে এখন যেতে পারো।[২৭৯]

পবিত্র অন্তর

নাওফ আল-বাক্কালি বলেন, এক রাতে হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. ঘর থেকে বের হয়ে আকাশের তারকারাজির প্রতি তাকিয়ে আমাকে বলেন, হে নাওফ! তুমি কি ঘুমিয়ে গেছ না জেগে আছ? আমি বলি, না, আমিরুল মুমিনিন; বরং আমি জেগে আছি। তিনি তখন বলেন, হে নাওফ, তাদের জন্য সুসংবাদ, যারা দুনিয়াবিরাগী এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহী। তারা হলো ওই সকল লোক যারা জমিনকে বিছানা হিসাবে গ্রহণ করেছে। মাটিকে বানিয়েছে নিজেদের শয্যা। পানিকে বানিয়েছে শরবত। কুরআন কারিম এবং দুআকে বানিয়েছে নিজেদের প্রতীক। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের মতো তারা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

হে নাওফ! আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে ওহির মাধ্যমে বলেন, আপনি বনি ইসরাইলকে নির্দেশ প্রদান করুন, যেন তারা কেবল পবিত্র অন্তর, অবনত দৃষ্টি এবং পরিচ্ছন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়েই আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে।

[২৭৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮৫; *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৭২

তাদের তো বটেই আমার সৃষ্টিজীবেরও কেউ যদি কোনো জুলুম করে তাহলে আমি তার দুআ কবুল করব না।

হজরত আলি রা. এরপর বলেন, হে নাওফ! তুমি কবি, গণক, পুলিশ, কর উসুলকারী ও উশর গ্রহণকারী হয়ো না। কেননা হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম একবার রাতের একাংশে ঘুম থেকে জেগে উঠে বলেন, এটা এমন এক মুহূর্ত, যে-কেউ তাতে আল্লাহ তাআলাকে ডাকবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেবেন। তবে গণক, পুলিশ, কর উসুলকারী, উশর গ্রহণকারী, বাদক এবং তবলাওয়ালার ডাকে সাড়া দেবেন না।[২৮০]

ইলমের ফোয়ারা

আলি রা. বলেন, তোমরা হয়ে যাও ইলমের ফোয়ারা ও রাতের আলো। তোমাদের পরিধেয় কাপড়গুলো যেন হয় পুরাতন কিন্তু অন্তরগুলো যেন হয় নতুন। যার মাধ্যমে তোমরা আকাশের অধিবাসীদের চিনতে পারবে এবং জমিনের অধিবাসীদের উপদেশ দিতে পারবে।[২৮১]

তাকওয়া হলো রক্ষাকবচ

আলি রা. বলেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। কারণ আল্লাহর ভয় সকল গোমরাহি ও ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে, এটাই মুক্তির পথ বাতলে দিয়ে থাকে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তোমরা হলে কিছু শূন্য দেহ, যার ভেতরে কোনো আত্মা নেই। যা কবরে চলে গেছে। জেনে রাখো, তোমরা জীবিতরা এই দুনিয়াতে যতগুলো দিন লাভ করছ, এর মাধ্যমে কেবল নিজেদের জীবনের নির্ধারিত সময়ই শেষ করছ। তোমাদের এই দুনিয়া তো উপত্যকার ছায়ার মতো, একটু পরই যা নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিংবা এটা মুসাফিরের পাথেয়ের মতো, খানিক বাদেই যা শেষ হয়ে যায়।

আমি তোমাদেরকে সেই দিবসের ব্যাপারে সতর্ক করছি যেদিন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ডাক চলে আসবে। সেদিন তোমাদের পদচিহ্নগুলো মুছে যাবে। ঘরবাড়িগুলো তোমাদের অপরিচিত হয়ে যাবে। ছোটরা তোমাদের হারিয়ে অভিভাবকহীন হয়ে পড়বে। তারপর তোমাদেরকে জমিনের এক গর্তে নিয়ে যাওয়া হবে। চেহারাগুলো সেদিন ধূলিমলিন করে দেওয়া হবে। সেই গর্তে তোমরা কোনো বালিশ বা বিছানা কিছুই পাবে না।

---

[২৮০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮৫
[২৮১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮৩

যে মহান সত্তা তার আনুগত্যের বিনিময়ে আমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার নিকট কামনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তার ক্রোধ থেকে রক্ষা করেন। তার অসন্তোষ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন এবং আমাদেরকে দান করেন তার রহমত ও অনুগ্রহ।

জেনে রাখো, সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বিষয় হলো আল্লাহর কিতাব।[২৮২]

এমন এক দূত যে দরজায় করাঘাত না করেই চলে আসবে

আলি রা. বলেন, ওহে খেলাধুলায় মত্ত ব্যক্তি, প্রতিনিয়ত নিজেকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছ, শোনো, তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের দূত এসে গেছেন। যে দূত তোমার দরজায় করাঘাত করবে না। যে তোমার পর্দার কোনো বাধা মানবে না। তোমার থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করবে না। তোমার পক্ষ থেকে কাউকে কাফিল তথা জিম্মাদার হিসাবেও গ্রহণ করবে না। তোমার স্বার্থে ছোট কারও প্রতি রহম করবে না। বড়দের মর্যাদা দেবে না। অবশেষে তোমাকে অন্ধকার কুঠরিতে নিয়ে যাবে। যার চতুর্দিক হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। সে বিগত জাতি এবং লোকদের সাথেও এমন আচরণ করেছে।

সে সকল লোকেরা আজ কোথায় যারা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছে। অর্থসম্পদ জমা করেছে। শহর-নগর নির্মাণ করেছে। মজবুত দালানকোঠা বানিয়েছে। সেগুলোকে সুসজ্জিত করে তুলেছে এবং তাতে আসবাবপত্র বসিয়েছে। অল্পতেই তারা সন্তুষ্ট হয়নি আর অঢেল বস্তু পেয়ে তারা তা ভোগও করতে পারেনি। আমাকে বলো, সে সকল লোকেরা কোথায় গেল যারা বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছে এবং দিকে দিকে নিজেদের পতাকা স্থাপন করেছে।

তারা মরে মাটির নিচে বিলীন হয়ে গেছে। তাদের পানপাত্রে এখন তোমরা পানি পান করো এবং তাদের পথেই তোমরা আজ দিন কাটাচ্ছ।[২৮৩]

সবর

আলি রা. বলেন, সবর হলো এমন এক বাহন যা কখনো হোঁচট খায় না।[২৮৪]

---

[২৮২] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৬৫
[২৮৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৬৪
[২৮৪] *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া*, পৃ. ১৮৫

অন্তরকে প্রশান্তি দাও

আলি রা. বলেন, সময়ে সময়ে অন্তরকে বিশ্রাম দেবে। সেজন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ চমৎকার কথামালা খুঁজে নেবে। কারণ যেভাবে শরীর ক্লান্ত হয়ে যায় সেভাবে অন্তরও ক্লান্ত হয়ে যায়। নফস তো অসংখ্য চাহিদার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকে, তা আরাম ও অবকাশ চায়। খেলাধুলার প্রতি তা উদ্বুদ্ধ করে থাকে। মন্দ কাজের আদেশ করে আর কল্যাণকাজের ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে যায়। আরাম-আয়েশ খুঁজে বেড়ায়। আমলের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে থাকে। নফসকে বাধ্য করেই তার মাধ্যমে কাজ নিতে হবে। নফসকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে সে ধ্বংস করে যাবে।[২৮৫]

মানুষের সরদার

আলি রা. বলেন, দানবীররা হলেন দুনিয়ার সরদার আর খোদাভীরুরা হলেন আখেরাতের সরদার।[২৮৬]

বিপদ-মুসিবত এক পরীক্ষার নাম

আলি রা. বলেন, হে বনি আদম! ধনী হয়েছ বলে আনন্দিত হয়ো না আর দারিদ্র্যে নিপতিত হয়ে নিরাশ হয়ে পড়ো না। বিপদ-আপদের কারণে ব্যথিত হয়ো না, সচ্ছলতায় উল্লসিত হয়ো না। কেননা যেভাবে আগুনের মাধ্যমে স্বর্ণ পরীক্ষা করা হয় তেমনই বিপদ-আপদের মাধ্যমে নেককার বান্দাদের পরীক্ষা করা হয়। তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত মনের চাহিদা পরিত্যাগ করতে না পারবে ততক্ষণ নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না। কষ্টে ধৈর্যধারণের মাধ্যমেই তুমি নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে। তোমার ওপর যা ফরজ করা হয়েছে তা পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাও।[২৮৭]

তুমি নিজেই নিজের অভিভাবক হয়ে যাও

আলি রা. বলেন, হে আদমসন্তান, নিজের অর্থসম্পদের ব্যাপারে তুমি নিজেই দায়িত্বশীল হও। মৃত্যুর পর এই সম্পদ যেভাবে ব্যয় হওয়ার আশা করবে তুমি, জীবিত থাকা অবস্থায় সেভাবেই তা ব্যয় করো।[২৮৮]

---

[২৮৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৬/৩৯৩
[২৮৬] *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া*, পৃ. ১০৮
[২৮৭] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, পৃ. ৫১
[২৮৮] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, টীকা, পৃ. ৭৬

কতই-না দ্রুত তোমাকে পেয়ে বসবে

আলি রা. বলেন, তুমি পিছু হটছ আর মৃত্যু তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। এভাবে চলতে চলতে এগিয়ে আসতে থাকা মৃত্যু কতই-না দ্রুত তোমাকে পেয়ে বসবে।[২৮৯]

দুনিয়াবিমুখতা

আলি রা. বলেন, দুনিয়াবিমুখতার পুরোটাই রয়েছে কুরআন কারিমের নিম্নের দুটি শব্দে। যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾

> এটা এজন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও সেজন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সেজন্য উল্লসিত না হও।
>
> (সুরা হাদিদ, ২৩)

যে ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখবোধ করে না এবং কিছু পেয়ে উল্লসিত হয় না সে আসলে দুনিয়াবিমুখতার উভয় অংশই অর্জন করতে পেরেছে।[২৯০]

একজন আলেম সাধারণ মানুষের সামনে আলোচনা করবেন কীভাবে?

আলি রা. বলেন, তোমরা মানুষকে এমন সব কথা বলবে, যা তাদের বোধগম্য হবে। তোমরা কি চাও যে তোমাদের বক্তব্য না বোঝার কারণে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?[২৯১]

অবশ্যম্ভাবী যাত্রা

আলি রা. বলেন, জেনে রাখো, তোমাদেরকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যুর পর তোমাদেরকে কবর থেকে উঠতে হবে। নিজেদের আমল নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান গ্রহণ করতে হবে। সাবধান, যেন দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে দেয়। কেননা তা বিপদ-মুসিবতে জর্জরিত এক জগৎ। যা ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা অনিবার্য। যার প্রতারণার কথা সকলেরই জানা। এতে যা-কিছু রয়েছে তার সবগুলোই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এর সকল অধিবাসীই পালাক্রমে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে।

---

[২৮৯] *নাহজুল বালাগা* সূত্রে *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, টীকা, পৃ. ১১১
[২৯০] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, টীকা, পৃ. ১৬১
[২৯১] *সহিহ বুখারি*, পরিচ্ছেদ, ৪৯

যারা এতে বসবাস করে তারা কখনো এর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। একসময় তারা আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে দিন কাটায়, আরেক সময় বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে নিপতিত হয়। এই তো বিভিন্ন ধরনের অবস্থা এবং বহুমুখী চিত্র। এতে জীবনযাপন করাটা বেশ কষ্টকর। যে সচ্ছলতা এবং সুখশান্তি এতে এসে থাকে তা চিরস্থায়ী হয় না। এর সকল অধিবাসীকেই টার্গেট করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিই একসময় মৃত্যুর তির নিক্ষেপ করা হয়। এখানকার প্রতিটি মৃত্যুর কথা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত।

হে আল্লাহর বান্দারা! জেনে রাখো, তোমরা দুনিয়ার যে সৌন্দর্য ও জৌলুস ভোগ করছ, তা পূর্ববর্তী লোকদের রীতিতেই। যারা ছিল তোমাদের চেয়ে আরও দীর্ঘ জীবনের অধিকারী, তোমাদের চেয়ে আরও শক্তিশালী। তারা তোমাদের চেয়েও অধিক শহর, বন্দর ও নগর নির্মাণ করেছে। তাদের অবদানসমূহ ছিল আরও বিস্তৃত। কিন্তু মৃত্যুর পর তাদের অর্থসম্পদ বিলীন হয়ে গেছে। তাদের দেহগুলো মাটিতে মিশে গেছে। রেখে যাওয়া ঘরবাড়ি বিরান হয়ে গেছে। তাদের অবদানসমূহ মিটে গেছে।

তারা মজবুত অট্টালিকা ও মোলায়েম বালিশের বিনিময়ে পেয়েছে এমন কবর, যা অচিরেই ধসে পড়বে। মাটি দিয়ে যাকে নির্মাণ করা হয়েছে। এই কবরগুলো জনপদের অতি নিকটে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যস্ততম জনপদের অধিবাসীরা যেন তাদেরকে চেনেই না। অথচ তারাই ছিল তাদের প্রতিবেশী। তাদের ঘরবাড়িগুলো ছিল পাশাপাশি। কিন্তু এখন তারা তাদের প্রতি আগের মতো প্রতিবেশী এবং ভাই-বন্ধুদের মতো আচরণ করে না।

আসলে তাদের মাঝে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা তো সম্ভবই নয়। কারণ তাদের দেহগুলো মাটিতে খেয়ে ফেলেছে। মাটি ও পাথরের নিচে চলে গেছে তারা। হয়ে গেছে তারা পচা লাশ। অথচ একসময় তারাই অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করেছে। কিন্তু এখন তাদের বন্ধুবান্ধবরা হয়ে গেছে তাদের দুঃখের কারণ। মাটি হয়েছে তাদের বাড়িঘর। তারা এমনভাবে বিদায় নিয়ে গেছে যে, আর কখনো ফিরে আসার সুযোগ হবে না। হায় আফসোস!

হজরত আলি রা. এরপর তেলাওয়াত করেন,

﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

কখনোই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে থাকবে বরযখ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সুরা মুমিনুন, ১০০)

তারা যেভাবে মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যেন তোমরাও সে নিশ্চিহ্নের পরিণতির দিকে চলেছ। কবরে তোমাদেরকেও একাকিত্বের জীবন কাটাতে হবে। কবরেই তোমাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছে। সেখানে তোমাদের যেতে হবে। কী অবস্থা হবে তোমাদের, যখন সকল বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে? কবরসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে? প্রত্যেকের অন্তরের বিষয়সমূহ প্রকাশ করে দেওয়া হবে? হিসাবনিকাশের জন্য তোমাদেরকে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে? কৃত গুনাহসমূহের কারণে তখন অন্তরসমূহ ভয়ে কাঁপতে থাকবে। সকল পর্দা ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে তোমাদের সব দোষত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন প্রত্যেককে তার ফলাফল প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾

যারা মন্দকর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সুরা নাজম, ৩১)

অপর এক আয়াতে এসেছে, তিনি বলেন,

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ
لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে তার কারণে আপনি তখন অপরাধীদেরকে দেখবেন ভীতসন্ত্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট-বড় কোনোকিছুই বাদ দেয়নি, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে রেখেছে। তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করেন না। (সুরা কাহাফ, ৪৯)

আল্লাহ তাআলা আমাদের ও তোমাদের—সবাইকে তার কিতাব অনুযায়ী আমলের অনুসরণের তাওফিক দান করুন। তার বন্ধুদের অনুসারী বানিয়ে দিন। তিনি আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাতে প্রবেশ করান। নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।[২৯২]

---

[২৯২] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৬৯-১৭০; *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/৩৭৯

ছেলে মুহাম্মাদের প্রতি চিঠি

আলি রা. আপন ছেলে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াকে চিঠি লিখে বলেন, দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করো। যেসব বিষয় তোমার নিকট অপছন্দনীয় ঠেকে, তাতে তুমি নিজেকে সবর তথা ধৈর্যের ওপর অভ্যস্ত করে তোলো। তোমার সব বিষয় আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দাও। কেননা এটা তোমাকে দুর্ভেদ্য দুর্গ ও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবে। আপন প্রতিপালকের নিকট একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করো। কারণ কাউকে দেওয়া না-দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই। তাঁর নিকট বেশি বেশি ইসতেখারা করো।

জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। পরকালে মানুষকে আবাদ করবেন। তাই যদি পারো তাহলে এই দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যাও। যদি তুমি আমার এই উপদেশ গ্রহণ না করো, তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তুমি কখনো আপন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। মৃত্যুকে কখনো ডিঙাতে পারবে না। কেননা তুমি তোমার পূর্ববর্তীদের পথেই রয়েছ।

সব ধরনের নিকৃষ্ট কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। যদিও তা তোমার কামনীয় বস্তু হয়। তুমি যে কষ্ট করছ, কখনো তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। সাবধান, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহন যেন তোমাকে নিয়ে না দৌড়ায়। কারণ তা তোমার পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কারণ অধিক পরিমাণ নীরবতার মধ্যেই রয়েছে তোমার সংশোধন। যেসব বিষয় বলতে ভুলে যাও তা পরে বলার ক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করবে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তুমি নিজের ভেতরের অবস্থাদি সংরক্ষণ করতে পারবে। জেনে রাখো, মধ্যমপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সকল বিষয় উত্তমভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে।

গুনাহপূর্ণ ধনাঢ্যতার পরিবর্তে হালাল কোনো পেশা গ্রহণ করাটাই উত্তম। ব্যক্তি নিজেই নিজের গোপন বিষয়াদি উত্তমরূপে সংরক্ষণ করতে পারে। কখনো কখনো সে এমন সব বিষয় করে ফেলে যা তার জন্য হয়ে থাকে ক্ষতিকর।

আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর ভরসা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ তা হলো নির্বোধদের পুঁজি। অন্যথায় এটা তোমাকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতেই হতাশ করে ছাড়বে।

দুনিয়ার সর্বোত্তম বিষয় হলো উত্তম বন্ধু। তাই ভালো লোকদের সাথে ওঠাবসা করবে, তাহলে তাদের মতো হতে পারবে। মন্দ লোকদের সংশ্রব এড়িয়ে

চলবে, তাহলে আপনাতেই তাদের থেকে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। মন্দ ধারণা যেন তোমার ওপর প্রবল না হয়ে যায়। কেননা এটা তোমার এবং তোমার বন্ধুদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে দেবে। লাকড়ির মাধ্যমে যেভাবে আগুন জ্বালিয়ে চারপাশকে আলোকিত করে তোলা হয়, তুমি সেভাবে শিষ্টাচারের মাধ্যমে তোমার অন্তরকে আলোকিত করে তোলো।

জেনে রাখো, অনুগ্রহ অস্বীকার করাটা হলো নীচু স্বভাব আর নির্বোধদের সাথে ওঠাবসা হলো হতভাগ্যের নিদর্শন। নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা হলো আভিজাত্যের নিদর্শন। যে সহনশীল হতে পারে সে জনগণের নেতৃত্ব দিতে পারে। যে কোনোকিছু ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তোমার ভাইকে নসিহত করতে থাকো, চাই সেটা ভালো কিছু অর্জনের হোক বা মন্দ কিছু থেকে বিরত থাকার। ভাই-বন্ধুদের কোনো সন্দেহে নিপতিত করো না। যে তোমাকে খুশি করে তাকেও খুশি করো। কষ্ট দিয়ো না তাকে। এ কষ্ট সে আনন্দের প্রতিদান হতে পারে না।

রিজিক দুই প্রকার, এক ধরনের রিজিক হলো তোমাকে যা খুঁজে অর্জন করতে হয়। আরেক ধরনের রিজিক হলো যা নিজেই তোমাকে খুঁজে বেড়ায়। যদি তুমি তার পর্যন্ত না যাও তাহলে সে নিজেই তোমার নিকটে এসে যাবে।

হে আমার বৎস! জেনে রাখো, যে সম্পদের মাধ্যমে তুমি নিজের নিবাসকে উত্তম করতে পারো সেটাই হলো তোমার দুনিয়ার সম্পদ। তাই অর্থসম্পদ খরচ করে যাও। তা কখনো অন্যের জন্য জমা করে রাখবে না। কোনোকিছু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে যদি তুমি দুঃখবোধ করো, তাহলে তো তোমাকে ওইসব বিষয়ের জন্য দুঃখবোধ করা উচিত যা তোমার নিকট পৌঁছেনি!

চক্ষুষ্মানও কখনো কখনো নিজের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে আর অন্ধরাও কখনো-সখনো সঠিক পথ পেয়ে যায়।

যে ব্যক্তি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সে কখনো ধ্বংস হয় না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হয় সে কখনো প্রয়োজনগ্রস্ত হয় না।

যে ব্যক্তি যুগের ওপর নির্ভর করে যুগ তার সাথে খেয়ানত করে। আর যে ব্যক্তি যুগকে সম্মান করে যুগ তাকে অপমান করে।

দ্বীনের মূল বিষয় হলো ইয়াকিন আর সর্বোত্তম কথা হলো কাজের মাধ্যমে যা বাস্তবায়ন করা হয়।

কোথাও যেতে হলে পৌঁছানোর রাস্তাঘাট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে আগে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জেনে নাও, যে তোমার সাথে যাচ্ছে। আর কোথাও আবাস গড়তে চাইলে বাড়িঘরের অবস্থা জানার পূর্বে ওইসব মানুষের সম্পর্কে খোঁজ নাও যারা হবে তোমার প্রতিবেশী।

বন্ধুবান্ধবের পক্ষ থেকে কোনো অশোভনীয় আচরণ হয়ে গেলে তা হজম করে নাও। তারা তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তাদের ওজর-আপত্তি কবুল করে নাও।

যথাসম্ভব মন্দকে পিছিয়ে দাও। কেননা তুমি চাইলেই তাকে অগ্রগামী করে ফেলতে পারো। (অর্থাৎ এমন কাজ করবে না, যার পরিণতি হবে মন্দ।)

কখনো এমন আচরণ করবে না যে কারণে লোকেরা তোমার সাথে সম্পর্ক রাখার পরিবর্তে সম্পর্ক ছিন্ন করতে অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং তোমার প্রতি উত্তম আচরণের পরিবর্তে মন্দ কিছু করতে ভালোবাসে।

নারীদেরকে কখনো এমন বিষয়ের কর্তৃত্ব প্রদান করবে না, যার ফলে তারা নিজেদেরকেই অতিক্রম করে যায়। কারণ নারীরা হলো সুগন্ধি, তারা কারও দায়িত্বশীল নয়। এই নীতি অবলম্বন করলে তার অবস্থা উত্তম থাকবে। তার অন্তরও কোমল থাকবে। পর্দার মাধ্যমে তুমি তার দৃষ্টিকে অবনত করে রাখবে। তার নিকটাত্মীয়দের সম্মান করবে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন কৃতজ্ঞতাবোধ এবং সঠিক বিষয় তোমার অন্তরে ঢেলে দেন। তোমাকে সকল কল্যাণকাজের তাওফিক প্রদান করেন। আপন অনুগ্রহে যেন তিনি তোমার থেকে সকল অকল্যাণ দূর করে দেন। ওয়াস-সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।[২৯৩]

সম্প্রদায় ও ব্যক্তি

আলি রা. বলেন, সম্প্রদায়ের জন্য ব্যক্তি যতটা কল্যাণকর তার চেয়ে অধিক কল্যাণকর হলো ব্যক্তির জন্য কোনো সম্প্রদায়। কারণ সম্প্রদায়ের ওপর কোনো বিপদ-আপদ এলে ব্যক্তি নিজের অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ যা করে, তা হয়ে থাকে একক কোনো প্রচেষ্টা। পক্ষান্তরে ব্যক্তির ওপর বিপদ এলে সম্প্রদায়ের সকলেই একতাবদ্ধ হয়ে প্রচেষ্টা করতে পারে। তাকে তখন রক্ষা করা যায় এবং প্রকৃত সাহায্য করা যায়। আসলে মানুষ তো নিজের বংশের লোকজনকে সাহায্য করার জন্যই এগিয়ে যায়।

---

[২৯৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/১১৫

আলি রা. এরপর বলেন, আমি এ ব্যাপারে কুরআন কারিম থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাব। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে লুত আলাইহিস সালামের একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। হজরত লুত আলাইহিস সালাম এক প্রেক্ষিতে বলেছেন,

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾

(লুত বললেন) হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (সুরা হুদ, ৮০)

এখানে তিনি 'সুদৃঢ় আশ্রয়' বলতে তার সম্প্রদায় থাকার কথা বোঝাচ্ছিলেন। উল্লেখ্য হজরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় সেখানে ছিল না।

হজরত আলি রা. এরপর বলেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, হজরত লুত আলাইহিস সালামের পর আল্লাহ তাআলা যত নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন তাদেরকে তিনি কোনো বিত্তশালী সম্প্রদায় এবং শক্তিশালী কোনো গোত্রের সাহায্যসহই পাঠিয়েছেন।

হজরত আলি রা. এরপর হজরত শুআইব আলাইহিস সালামের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তার সম্প্রদায় একবার তাকে বলে,

﴿وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾

আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনের না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলতাম। (সুরা হুদ, ৯১)

আলি রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! তারা তো কেবল হজরত শুআইব আলাইহিস সালামের গোত্রকেই ভয় করছিল।[২৯৪]

যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও নিকট চায়

হজরত আলি রা. আরাফার দিন এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে চাবুকাঘাত করে বলেন, তোমার দুর্ভোগ, এ মহিমান্বিত দিনে তুমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের নিকট চাচ্ছ?[২৯৫]

---

[২৯৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১৯৫

[২৯৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৩৩৬

প্রজ্ঞাপূর্ণ কয়েকটি বাণী

আলি রা. বলেন,

- সহনশীলরা জনগণের নেতৃত্ব দিতে পারে। আর যে ব্যক্তি নেতৃত্ব দিতে পারে সে কল্যাণ অর্জন করতে পারে।
- যে ব্যক্তি লজ্জা করে সে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি ভয় পায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- যে ব্যক্তি নেতৃত্ব তালাশ করে তাকে রাজনীতির ওপর ধৈর্যধারণ করতে হয়।
- যে ব্যক্তির নজর থাকে নিজের দোষত্রুটির দিকে সে অন্যের দোষত্রুটি প্রতি লক্ষ করে না।
- যে লোক বিদ্রোহের তরবারি ওঠায় তার নিজের তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করা হয়। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের জন্য কূপ খনন করে সে নিজেই তাতে নিপতিত হয়।
- যে নিজের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা ভুলে যায়, অন্যের ত্রুটিবিচ্যুতি তার নিকট বড় মনে হয়।
- যে অন্যের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেয় তার ঘরের গোপন বিষয়সমূহ জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে যায়।
- যে অহমিকায় লিপ্ত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়।
- যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় সে ডুবে যায়।
- যে নিজের মতামত নিয়ে গর্ব করে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। আর যে নিজের বিবেকবুদ্ধিকে যথেষ্ট মনে করে তার পদস্খলন ঘটে।
- যে লোকজনের ওপর জুলুম করে সে একসময় লাঞ্ছিত হয়।
- যে কোনো কাজে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে যায়, একসময় তার বিরক্তির উদ্রেক ঘটে।
- যে ব্যক্তি দুষ্ট ও নিকৃষ্ট লোকদের সাথে ওঠাবসা করে, মানুষজন তাকেও দুষ্ট মনে করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে ওঠাবসা করে, লোকেরা তাকে সম্মান করে।
- যে ব্যক্তি খারাপ ও মন্দ জায়গায় যাওয়া-আসা করে, লোকেরা তার ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করে।
- যার আচারব্যবহার উত্তম হয় তার জীবনের পথচলা সহজ হয়ে যায়।
- আর যার কথাবার্তা উত্তম হয় সে গাম্ভীর্যের অধিকারী হয়।
- যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় রাখে সে সফলকাম হয়ে যায়।

❖ যে ব্যক্তি মূর্খতাকে নিজের পথপ্রদর্শক বানায়, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

❖ যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরিচয় লাভ করতে পেরেছে, সে বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা করা ছেড়ে দিয়েছে।[২৯৬]

দূরত্ব

আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের দূরত্ব কতটুকু? তিনি উত্তরে বলেন, সূর্য যতটুকু দূরত্ব নিয়ে পথ চলে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে আকাশ-জমিনের মাঝে কী পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন, কোনো মাকবুল দুআর জমিন থেকে আকাশে যেতে যে পরিমাণ সময় লাগে।[২৯৭]

কোমল কথা

আলি রা. বলেন, যে ব্যক্তি কোমল কথা বলতে পারে সে অবশ্যই মানুষের ভালোবাসা লাভ করে থাকে।[২৯৮]

সহনশীলতার প্রতিদান

আলি রা. বলেন, সহনশীলতার প্রথম প্রতিদান হলো, মূর্খদের ব্যাপারে লোকজন সহনশীলের সহযোগী হয়ে যায়।[২৯৯]

ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না

আলি রা. বলেন, অযথা সন্দেহ করে ভাই-বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তেমনই শুধরে নেওয়ার সুযোগ না দিয়েই তাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।[৩০০]

মন্দ চরিত্র

আলি রা. বলেন, হিংসুকের কপালে কখনো শান্তি জোটে না। যারা মানুষের ওপর বিরক্ত হয় তাদের কোনো বন্ধুবান্ধব থাকে না। আর যার আচার-আচরণ মন্দ হয় তাকে কেউ পছন্দ করে না।[৩০১]

---

[২৯৬] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/২৪৩
[২৯৭] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১১৮
[২৯৮] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১২৭
[২৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২/১২৯
[৩০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২/১৫২
[৩০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২/১৫৮

কারামত

আলি রা. বলেন, একমাত্র গাধাশ্রেণির লোকেরাই কারামত অস্বীকার করতে পারে।[৩০২]

পুত্র হাসানের উদ্দেশে লিখিত চিঠি

হজরত আলি রা. ছেলে হাসান রা.-এর উদ্দেশে এক চিঠিতে বলেন :

পরসমাচার। হে বৎস! আমি দেখতে পাচ্ছি দুনিয়া আমার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আর ক্রমশই পরকাল অগ্রসর হচ্ছে। আমি দেখেছি, সময় কেমন দ্রুতগতিতে কোনো পরোয়া না করেই কেটে যাচ্ছে, তা আমাকে সমবয়সীদের থেকে বিমুখ করে তুলছে এবং পরকালের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলছে। ফলে এখন আমি কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। মানুষের বিষয়গুলোই ছেড়ে দিয়েছি। আমার সিদ্ধান্ত আমার ব্যাপারে সঠিক বনে যাচ্ছে। প্রবৃত্তি আমার থেকে দূরে চলে গেছে। ফলে কোনো ধরনের ভণিতা ছাড়াই আমি প্রকৃত বিষয়ে মনোযোগী হচ্ছি। এমন সত্য আঁকড়ে ধরছি যাতে মিথ্যার কোনো লেশ নেই।

হে বৎস! তুমি তো হলে আমার অংশ। বরং তুমি হলে আমার সব। তোমার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে মনে হয় যেন সেটা আমার ওপরই আপতিত হয়েছে। এমনকি মৃত্যু তোমার ওপর আক্রমণ চালালে মনে হয়, আক্রমণটা যেন আমার ওপর হয়েছে। তাই যেসব কারণে আমি আমার নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠি সেসব কারণে আমি তোমার ব্যাপারেও শঙ্কাবোধ করি।

হে বৎস! এই কারণেই আমি তোমার কাছে চিঠি লিখছি। আমি মারা যাই কিংবা জীবিত থাকি সর্বাবস্থায় তোমার প্রতি আমার অসিয়ত হলো, তুমি আল্লাহকে ভয় করবে। জিকিরের মাধ্যমে তোমার অন্তরকে সজীব করে তুলবে। তাঁর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

---

[৩০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২/২৪৯

তোমরা সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভেদ করো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে আর তিনি তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। (সুরা আলে ইমরান, ১০৩)

হে বৎস! তুমি যদি আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরতে পারো, তাহলে জেনে রাখো, এর চেয়ে মজবুত কোনো রজ্জু হতে পারে না।

তোমার প্রতি আমার আরও অসিয়ত হলো, তুমি উপদেশের মাধ্যমে তোমার অন্তরকে সজীব করে রাখবে। প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাকে আলোকিত করে তুলবে। দুনিয়াবিমুখতার মাধ্যমে তাকে মৃত বানিয়ে ফেলবে। মৃত্যুর মাধ্যমে তাকে শরিয়তের অনুগত করে নেবে। মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করে তুলবে। যুগের দ্রুততা ও সময়ের মুহুর্মুহু পরিবর্তনের ব্যাপারে তাকে সতর্ক করবে। গত হয়ে যাওয়া জাতির বৃত্তান্ত তাকে শোনাবে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে তাকে নিয়ে ভ্রমণ করবে। তাদের কীর্তিকলাপ দেখবে। লক্ষ করবে তারা এখন কোথায় চলে গেছে। দেখতে পাবে, তারা ধোঁকার এ জগৎ ছেড়ে নিঃসঙ্গতার জগতে চলে গেছে।

হে বৎস! অচিরেই তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি পরকালের জন্য দুনিয়াকে বিক্রি করে দাও। কিন্তু সাবধান, দুনিয়ার জন্য পরকালকে বিক্রি করতে যেয়ো না। যা তোমার জানা নেই সে বিষয়ে কথাবার্তা বলো না। যা তোমার সাধ্যে নেই সে বিষয়ে আদেশ করো না। আপন হাত ও জবানের মাধ্যমে ভালো কাজের আদেশ করবে। হাত দিয়ে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে। অসৎ লোকদের থেকে দূরে থাকবে। অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে হকের পথে নিয়ে আসবে। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেন কারও তিরস্কার তোমাকে বাধা প্রদান না করে। আমার এই অসিয়তগুলো স্মরণ রাখবে। তা থেকে বিমুখ হবে না। যে ইলম উপকারী নয় তাতে কোনো কল্যাণ নেই।

পরকালের জন্য যথেষ্ট পাথেয় থাকলেও তোমার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, উত্তমরূপে প্রচেষ্টা চালানো। যদি তুমি কোনো দরিদ্রকে পেয়ে যাও তাহলে পারলে তাকে তার জীবনধারণের কিছু উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়ো, পরকালে গিয়ে তুমি তা দেখতে পাবে। এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে

করবে। কারণ তোমার সামনে রয়েছে এক অনতিক্রম্য ঘাঁটি। কেবল সে ব্যক্তিরাই তা অতিক্রম করতে পারবে যাদের বোঝা হবে হালকা। তাই উত্তমরূপে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নাও। জেনে রেখো, জান্নাতের চেয়ে উত্তম কোনো ধনাঢ্যতা হতে পারে না আর জাহান্নামের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো দারিদ্র্য হতে পারে না।

আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।[৩০৩]

আহলে ইলম

আলি রা. বলেন, লোকসকল! তোমরা ইলম অর্জন করবে। তাহলে প্রকৃত হকের রাস্তা চিনতে পারবে। ইলম অনুযায়ী আমল করবে, তাহলে আহলে ইলম হতে পারবে। অচিরেই তোমাদের পর এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষের ১০ ভাগের নয় ভাগেরই হকের পরিচয় জানা থাকবে না। সে সময় কেবল সে ব্যক্তিরাই রক্ষা পাবে যারা থাকবে লোকজনের কাছে অপরিচিত। জেনে রাখো, তারাই হলো হেদায়েতের ইমাম এবং ইলমের বাতি।[৩০৪]

মানুষের তিন শ্রেণি

আলি রা. বলেন, মানুষের মধ্যে তিনটি শ্রেণি রয়েছে। **এক.** আল্লাহওয়ালা আলেম। **দুই.** ছাত্র। এ উভয় শ্রেণিই মুক্তি পেয়ে যাবে। আর বাকি যত মানুষ রয়েছে তারা হলো নির্বোধ শ্রেণির মানুষ। যারা যেকোনো স্থান থেকে ভেসে আসা কর্কশ আওয়াজের অনুসরণ করে চলে। যেদিক থেকেই বাতাস প্রবাহিত হয় তারা সেদিকে হেলে যায়।[৩০৫]

যাকে যার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে

আলি রা. বলেন, ভয়ের সাথে রয়েছে ব্যর্থতা আর লজ্জার সাথে রয়েছে বঞ্চনা।[৩০৬]

কবরের পাশে প্রদত্ত নসিহত

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, হজরত আলি রা. এক জানাজার পেছনে পেছনে চলছিলেন। চলতে চলতে যখন সকলেই কবরস্থানে চলে আসে এবং

---

[৩০৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১১৪

[৩০৪] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬২

[৩০৫] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৩৮

[৩০৬] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১০৯

লাশটি কবরে রাখা হয় তখন মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনরা চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। হজরত আলি রা. তখন বলেন, তারা কেন কান্না করছে? আল্লাহর শপথ! যদি তারা সে বিষয়টি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করত যা এই মৃত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করছে, তাহলে তারা এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত যে, এ লোকটাকে দেখারই সাহস করতে পারত না। জেনে রাখো, এ মৃত্যু পুনরায় আসবে। এরপর আবার আসবে। এভাবে সময়ে সময়ে সে আসতেই থাকবে। এমনকি একসময় তাদের কেউই দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে না।

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। যিনি তোমাদের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তোমাদের মৃত্যুর সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রাণ, চোখ ও অন্তর দিয়েছেন। যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা শুনতে পারো, দেখতে পারো এবং অনুধাবন করতে পারো। জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি আর তিনি তোমাদের ব্যাপারে উদাসীনও নন। বরং তিনি তোমাদের অফুরন্ত নেয়ামত প্রদান করেছেন। তোমাদেরকে তিনি প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন বিষয় দান করেছেন। সুখেদুঃখে তোমাদের জন্য তিনি প্রতিদানের ব্যবস্থা রেখেছেন।

অতএব, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। উত্তমরূপে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। সকল ধরনের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাদ নিঃশেষ করে দেয় এমন মৃত্যু চলে আসার পূর্বেই দ্রুত আমলে মনোযোগী হও। কারণ এ দুনিয়ার ভোগবিলাস কখনো স্থায়ী হবে না। যেকোনো সময় এতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এর পুরোটাই হলো প্রতারণা। তাই হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো। পূর্ববর্তীদের নিদর্শনের মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করো। কুরআন-হাদিসের সতর্কবার্তার মাধ্যমে সতর্ক হও। উপদেশাবলির মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করো।

আমার তো মনে হচ্ছে, সকল স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ করে মৃত্যুর থাবার মধ্যে তোমরা চলে গিয়েছ। মাটির ঘর কবর যেন তোমাদেরকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে। সবকিছু ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবে যে শিঙার ফুৎকার তা যেন আকস্মিকভাবে তোমাদের ওপর আপতিত হয়েছে। তোমরা কবর থেকে উঠে এসেছ। হাশরের ময়দানের দিকে তোমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হিসাবনিকাশ শুরু হয়ে গেছে আর তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে একজন করে চালক, যে তোমাদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে

তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর রয়েছে একজন সাক্ষ্যদাতা, যে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

হজরত আলি রা. এরপর তেলাওয়াত করেন,

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

পৃথিবী তার পালনকর্তার নুরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, নবিগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সুরা যুমার, ৬৯)

সেদিন গোটা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে উঠবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষণা প্রদান করবেন। সেটাই হলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মুখোমুখি হওয়ার দিন। সূর্য সেদিন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। সকল প্রাণীকে জমায়েত করা হবে। সব ধরনের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়ে যাবে। মন্দ লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষের অন্তর সেদিন কেঁপে উঠবে।

জাহান্নামিদের ওপর সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি নেমে আসবে। জাহান্নাম সেদিন আপন বজ্রনিনাদ প্রকাশ করবে, হুংকার ছুড়বে। তার আগুন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। গরম পানি বলক দিয়ে উঠবে। জাহান্নামের লু হাওয়া আগুনময় হয়ে উঠবে। সেদিন জাহান্নামিদের আফসোসের কোনো সীমা থাকবে না। এর পাশাপাশি তখন ফেরেশতারা তাদের সুসংবাদ শোনাতে থাকবে গরম পানি ও আগুনের মাধ্যমে আপ্যায়নের। তাদের মাঝে এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে পর্দা পড়ে যাবে। আল্লাহর বন্ধুদের থেকে তাদের পার্থক্য টেনে দেওয়া হবে। জাহান্নামের পথে তারা হাঁটা শুরু করবে।

তাই হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা সেই ব্যক্তির মতো আল্লাহকে ভয় করুন, যে আল্লাহর ভয়ে সতর্ক হয়ে গিয়েছে। সত্য-মিথ্যা বুঝতে পেরেছে এবং গুনাহ থেকে বিরত হয়েছে। আমলের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছে এবং গুনাহ থেকে পলায়ন করেছে। পরকালের প্রস্তুতি নিয়েছে এবং তার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করেছে।

শাস্তিদাতা ও সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। দলিল-প্রমাণ হিসাবে আমলনামাই যথেষ্ট। প্রতিদান হিসাবে জান্নাতই যথেষ্ট। শাস্তি হিসাবে

জাহান্নামই যথেষ্ট। আমি আমার এবং তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।[৩০৭]

সান্ত্বনা

আলি রা. কাউকে সান্ত্বনা দিতে চাইলে বলতেন, যদি তোমরা বিলাপ করতে থাকো তাহলে তোমরা তো দুআর পাত্র হয়ে গেলে আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তাহলে এই কারণে যে সাওয়াব লাভ করবে সেটাই হবে তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বিষয়ের বিনিময়। জেনে রাখো, মুসলমানদের ওপর আপতিত সবচেয়ে বড় মুসিবত ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু। আল্লাহ তোমাদেরকে মহা প্রতিদান দান করুন।[৩০৮]

তিনি বলতেন, তোমরা ধৈর্যধারণ করো, কেননা সাহসী মানুষেরাও একে আঁকড়ে ধরে আর বেদনাগ্রস্ত মানুষেরাও শেষ পর্যন্ত তার নিকট ফিরে আসে।[৩০৯]

ইলম ও অর্থসম্পদ

আলি রা. বলেন, সম্পদের তুলনায় বহুগুণ উত্তম হলো ইলম। কারণ সম্পদকে পাহারা দিতে হয় আর ইলম ব্যক্তিকে পাহারা দেয়। খরচ করলে সম্পদ শেষ হয়ে যায় আর বিতরণের মাধ্যমে ইলম বৃদ্ধি পায়। ইলম হলো শাসক আর সম্পদ হলো শাসিত। সম্পৎশালীরা চলে গেছে কিন্তু উলামায়ে কেরাম যুগ যুগ ধরে জীবিত রয়েছেন এবং থাকবেন। তাদের দেহ বিদায় নিয়ে গেছে কিন্তু তাদের অবদানসমূহ মানুষের অন্তরে জাগরূক রয়েছে।[৩১০]

তাকদির

এক ব্যক্তি হজরত আলি রা.-কে বলে, তাকদিরের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

তিনি বলেন, তোমার অমঙ্গল হোক! আমাকে বলো, মানুষ যখন আল্লাহর আনুগত্য করা ছেড়ে দেয় তখনও কি আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন না? সে বলল, হ্যাঁ।

---

[৩০৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৮৪; *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৭১
[৩০৮] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/২৮৫
[৩০৯] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/২৬৬
[৩১০] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৬৮

হজরত আলি রা. তখন উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বলেন, তোমাদের এই লোকটি ইতিপূর্বে কাফের ছিল, এখন মুসলমান হয়ে গেল।

লোকটি তখন তাকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রথম যে ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন আমি কি সেই শক্তির মাধ্যমে ওঠাবসা করি না? বিভিন্ন জিনিসপত্র ধরি না? হজরত আলি রা. বলেন, তুমি এখনো ইচ্ছা-অনিচ্ছার মাসআলায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে আছ! তাহলে শোনো, আমি তোমাকে তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব, যদি তুমি সেগুলোর কোনো একটার ব্যাপারেও নেতিবাচক উত্তর দাও, তাহলে কাফের হয়ে যাবে আর যদি ইতিবাচক উত্তর দাও, তবেই কেবল রক্ষা পাবে। তখন লোকেরা সকলেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। তারা আগ্রহী হয়ে উঠল যে, হজরত আলি রা. তাকে কী জিজ্ঞেস করেন।

আলি রা. তাকে বলেন, আচ্ছা, আমাকে বলো, আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেভাবে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন নাকি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? সে উত্তরে বলে, বরং তিনি যেমন চেয়েছেন তেমন করে সৃষ্টি করেছেন। আলি রা. এরপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন নাকি তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী? সে উত্তরে বলে, বরং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী। হজরত আলি রা. এরপর জিজ্ঞেস করেন, কেয়ামতের দিন তুমি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী হাজির হবে নাকি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী? সে বলে, বরং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী। হজরত আলি রা. তখন বলেন, তাহলে তো তুমি বেশ করেই বুঝতে পারলে, আসলে তোমার ইচ্ছা বলতে কিছুই নেই।[৩১১]

জিহাদের ব্যাপারে অলসতা

আলি রা. একদিন খুতবায় বলেন, পরসমাচার! জিহাদ হলো জান্নাতের একটি দুয়ার। যারা জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে তা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে দেন। বিপদ-আপদ তাকে ঘিরে ধরে। অপমান-অপদস্থতা সবসময় তার সঙ্গে লেগে থাকে। মানুষের চোখে তাদের মর্যাদা-সম্মান কমে যায়। প্রকৃত প্রাপ্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যায়। আল্লাহর শপথ! যে সম্প্রদায় শত্রুদের অভিমুখে না গিয়ে নিজেদের ঘরের মধ্যে থেকে লড়াই করে তারা অপদস্থ হয়। (অর্থাৎ যারা আত্মরক্ষামূলক লড়াই করে একসময় তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়।)

---

[৩১১] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/২০৫

আশ্চর্য হতে হয়, তারা বাতিল ও ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আর তোমরা সত্য ও হকপন্থী হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছ! ধিক তোমাদের! এমনকি এখন তো তোমরা শত্রুদের টার্গেটে পরিণত হয়েছ, তোমাদের প্রতি তির নিক্ষেপ করা হয়, তোমাদের অর্থসম্পদ লুট করে নেওয়া হয়। অতর্কিতভাবে তোমাদের বাড়িঘরে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু তোমরা তাদের ওপর পালটা আক্রমণ করতে পারো না। তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়, কিন্তু তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারো না। তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে যাচ্ছে আর তোমরা নীরবে তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে যাচ্ছ।

আফসোস! তোমরা তো পুরুষের মুখোশধারী কিছু কাপুরুষ! বালকদের মতো তোমরা এখনো দিবাস্বপ্ন দেখছ। মেয়েদের মতো তোমরা সামান্য বুদ্ধি লালন করছ।[৩১২]

তিনি এ ব্যাপারে আরেক ভাষণে বলেন, লোকসকল, তোমাদের রক্তমাংসের দেহগুলো এখানে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধরূপে উপস্থিত থাকলেও তোমাদের মন ও চিন্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আছে। তোমরা তো এমন সব কাজ করে যাচ্ছ, যার ফলে শত্রুরা তোমাদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠছে। পরামর্শের মজলিসে বসে তোমরা বিভিন্নরকম কথার খই ফোটাতে পারো কিন্তু যখন ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার সময় আসে তখন তোমরা বলে ওঠো, না; বরং নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাটাই আমাদের কর্তব্য। তোমাদেরকে আহ্বান করে কেউ কখনো সফলকাম হতে পারবে না, আর তোমাদের শাস্তি দিয়েও কেউ স্বস্তিবোধ করবে না। তোমাদের ক্ষেত্রে হবে সবই বৃথা ও নিষ্ফল।

তোমরা আমাকে বলেছ, লড়াইকে পিছিয়ে দিতে। কিন্তু জেনে রাখো, তোমাদের দুর্বলতা কখনো প্রতিপক্ষের জুলুমকে প্রতিহত করতে পারবে না। অধিকার পেতে হলে অবশ্যই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে। আমাকে বলো, তোমরা নিজেদের আর কোন জনপদের নিরাপত্তার জন্য লড়াই করবে? আমার পর আর কোন শাসকের ডাকে সাড়া দিয়ে লড়াইয়ে বের হবে? আল্লাহর শপথ! তোমরা যাকে ধোঁকা দিয়েছ সেই হলো প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত। আর কেউ যদি তোমাদের মাধ্যমে সফলতা লাভ করতে পারে, তাহলে বলতে হবে, সে ভাঙা তলোয়ার দিয়ে সফলতা ছিনিয়ে এনেছে।[৩১৩]

---

[৩১২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৫৩; *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/৬৬
[৩১৩] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৫৬

ব্যক্তির যোগ্যতা

আলি রা. বলেন, সদাচরণ ব্যক্তির যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে থাকে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, সে আসলে কতটা যোগ্যতার অধিকারী।

তিনি আরও বলেন, জেনে রাখো, মানুষ হলো অনুগ্রহের গোলাম।

সদাচরণের মাধ্যমে ব্যক্তির মূল্যমান ফুটে ওঠে। অতএব, তোমরা জ্ঞানগর্ভ কথা বলো, এতে তোমাদের মূল্যমান প্রকাশ পাবে।[৩১৪]

সবকিছু নিজের জন্যই

আলি রা. বলেন, লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে কেউই অন্যের ওপর জুলুম করে না। কেউ অন্য কাউকে কষ্ট দেয় না; বরং জালেম প্রকৃতপক্ষে নিজের ওপরই জুলুম করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾

> যে সৎকর্ম করে সে নিজের উপকারের জন্যই করে। আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার ওপরই বর্তাবে। (সুরা হা-মিম, ৪৬)

ব্যক্তির সফলতা

আলি রা. বলেন, পাঁচটি বিষয় ব্যক্তির সাফল্যের লক্ষণ :

১. ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মন-মানসিকতা এক হওয়া।
২. সন্তানসন্ততি নেককার হওয়া।
৩. ভাই-বন্ধুরা খোদাভীরু হওয়া।
৪. প্রতিবেশীরা সৎকর্মশীল হওয়া।
৫. নিজের শহরেই কামাই-রুজির ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া।[৩১৫]

ইলমের বিলুপ্তি

আলি রা. বলেন, তোমরা পরস্পরের দেখাসাক্ষাতে হাদিস নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করো। অন্যথায় একসময় ইলম বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[৩১৬]

---

[৩১৪] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/৫৬
[৩১৫] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ৪৪
[৩১৬] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১২১

প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি

আলি রা. বলেন, তোমরা নিজেদের অন্তরকে আপন আপন বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট করে তোলো এবং তার গতিশীলতার জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি তালাশ করো। কেননা যেভাবে শরীর ক্লান্ত হয়ে যায় সেভাবে অন্তরও ক্লান্ত হয়ে যায়।[৩১৭]

পরিবারপ্রধানই তা বহন করে নিয়ে যাওয়ার অধিক হকদার

আলি রা. একবার এক দিরহাম দিয়ে কিছু খেজুর কিনে তা ব্যাগে করে নিয়ে আসছিলেন। তখন লোকেরা বলতে লাগল, আমিরুল মুমিনিন! ব্যাগটা দিন, আমরাই তা বহন করে নিয়ে যাই। তিনি উত্তরে বলেন, না; বরং পরিবারপ্রধানই এগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিক হকদার।[৩১৮]

সবচেয়ে বড় জ্ঞানী

আলি রা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রবক্তাকে সর্বাধিক সম্মান করে থাকে।[৩১৯]

আমলের মাধ্যমে আটকা পড়ে গেছি

আলি রা. কেঁদে কেঁদে বলতেন, জমিনে চরে বেড়ানো চতুষ্পদ জন্তু, আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখপাখালি এবং পানিতে সাঁতরে চলা মাছেরা কত নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, আর আমি আমার আমলের কারণে আটকা পড়ে গেছি।[৩২০]

রাস্তায়

আলি রা. একদিন হজরত উমর রা.-কে বলেন, যদি আপনি আপনার পূর্বের সঙ্গীদের সাথে মিলিত হতে চান তাহলে তালিযুক্ত জামা পরিধান করুন। জুতো ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই করে পরুন। দুনিয়ার প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা করা ছেড়ে দিন। উদরপূর্তি করে আহার করা বাদ দিন।[৩২১]

প্রজ্ঞা অর্জন করা

আলি রা. বলেন, ইলম হলো মুমিনের হারানো সম্পদ। তাই মুশরিকদের নিকট থেকে হলেও তা অর্জন করবে। তোমাদের কেউ যেন কোনোক্রমেই কারও

---

[৩১৭] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১২৬
[৩১৮] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬৫
[৩১৯] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ৪৭
[৩২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
[৩২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

থেকে শুনতে পাওয়া কোনো প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় সরাসরি তার থেকে অর্জনের ব্যাপারে অহংবোধ না করে।

তিনি আরও বলেন, প্রজ্ঞা হলো মুমিনের হারানো সম্পদ, বিনিময়ের মাধ্যমে হলেও তা অর্জন করতে হবে।[৩২২]

তালি দেওয়া জামা

আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেন তালিযুক্ত জামা পরিধান করেন? তিনি বলেন, কারণ এতে অন্তরে আল্লাহর ভয় তৈরি হয় এবং মুমিনদের অনুসরণ করা যায়।[৩২৩]

সর্বোত্তম মুসলমান

আলি রা. বলেন, সর্বোত্তম মুসলমান হলো ওই ব্যক্তি যে অন্য মুসলমানদের সহযোগিতা করে এবং তাদের উপকার করে।[৩২৪]

সদাচরণ

আলি রা. বলেন, মানুষের সাথে সদাচরণ করবে, যদিও লোকেরা এই সদাচরণের মূল্যায়ন না করে। কেননা তাদের মূল্যায়নের চেয়ে তোমার এই সদাচরণই মিজানের পাল্লায় অধিক ভারী হবে।[৩২৫]

শেষ যুগের মুসলমান

আলি রা. বলেন, শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে যখন কেবল হত্যা ও জবরদখলের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্তে আসবে, কার্পণ্য ও অহংকারের মাধ্যমে মানুষ ধনী হয়ে উঠবে এবং কেবল মনচাহি জিন্দেগি পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বজায় থাকবে। কেউ এমন কোনো যুগ পেলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং নিজেকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ৫০ জন সিদ্দিকের সাওয়াব দান করবেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, শেষ যুগে মুমিনের শান্তি নিহিত থাকবে কেবল অখ্যাত ও অপ্রসিদ্ধ থাকার মাঝেই।[৩২৬]

---

[৩২২] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১২১
[৩২৩] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬৩
[৩২৪] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ১৪০
[৩২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
[৩২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

ইলমের চর্চা

আলি রা. বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে প্রশ্ন করে নিজে উপকৃত হবে এবং মজলিসের অন্যদেরকেও উপকার পৌঁছাবে।[৩২৭]

অহংকারী আলেম

আলি রা. বলেন, তোমরা ইলম অর্জন করো। এর পাশাপাশি গাম্ভীর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে তোলো। শিক্ষকদের সামনে বিনয়ী হয়ে যাও এবং ছাত্রদের সাথে বিনয় প্রদর্শন করো। অহংকারী আলেম হয়ো না। অন্যথায় তোমাদের এই অসৎ কর্মপন্থা তোমাদের হককে বিনষ্ট করে দেবে।[৩২৮]

ইসতেগফার

আলি রা. বলেন, সে ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্য হতে হয়, যে মুক্তির উপায় থাকা সত্ত্বেও নিরাশ হয়ে বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, মুক্তির উপায়টা কী? তিনি বলেন, তা হচ্ছে অধিক পরিমাণে ইসতেগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করা।[৩২৯]

অন্যায় কাজে আপত্তিকারীদের সংখ্যাস্বল্পতা

আলি রা. বলেন, শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষের এক-দশমাংশের চেয়েও কম লোক অন্যায় কাজে আপত্তি জানাবে। একসময় সেই এক-দশমাংশ লোকও থাকবে না। তখন অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করার মতো আর কেউ বাকি রইবে না।[৩৩০]

ছাত্রের জন্য পালনীয় আদব-শিষ্টাচার

আলি রা. বলেন, একজন আলেমের হক হলো, তাকে অধিক পরিমাণে প্রশ্ন করা যাবে না। তার প্রদত্ত উত্তর মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি করা যাবে না। তিনি ক্লান্ত থাকলে বারবার তার সাথে পীড়াপীড়ি করা যাবে না। তিনি উঠতে শুরু করলে তার কাপড় ধরা যাবে না। তার কোনো গোপন বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করা যাবে না। তার নিকট কারও গিবত তথা পরনিন্দা করা যাবে

---

[৩২৭] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৩৭
[৩২৮] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/১৭০
[৩২৯] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ১৫৯
[৩৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

না। তার কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি তালাশের পেছনে পড়া যাবে না। তার পদস্খলন ঘটে গেলে তার দর্শানো কারণ গ্রহণ করে নিতে হবে। তিনি যতদিন আল্লাহর নির্দেশের প্রতি যত্নবান থাকবেন ততদিন আবশ্যক হলো, তাকে সম্মান করা। তার সামনে না বসা। তার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে মানুষের জন্য আবশ্যক হচ্ছে দ্রুত সেটা পূরণ করা।[৩৩১]

আলেমের হাসি

আলি রা. বলেন, তোমরা ইলম অর্জন করো। ইলম অর্জন হয়ে গেলে তা সংরক্ষণ করো। হাসি-ঠাট্টা, খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে তা ভুলে যেয়ো না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরে তা সংরক্ষিত থাকবে না। জেনে রেখো, আলেম হয়েও যখন কেউ হাসি-ঠাট্টা করে তখন হাসি-ঠাট্টার সাথে তার ইলম-কালাম বের হয়ে যায়।[৩৩২]

ইলমের প্রতি অনাগ্রহ

আলি রা. বলেন, ইলমের মাধ্যমে পার্থিব তেমন বেশি উপকার না হওয়ায় লোকেরা ইলমের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে গেছে।[৩৩৩]

ইলম ও আমল

আলি রা. বলেন, হে ইলমের বাহকেরা! আপনারা ইলম অনুযায়ী আমল করুন। কারণ আলেম তো হলেন ওই ব্যক্তি, যিনি ইলম অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করেন। এভাবে তার আমলগুলো ইলম অনুযায়ী সম্পন্ন হয়ে থাকে।

শীঘ্রই এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ইলমের ধারকবাহক হবে কিন্তু ইলম তাদের কণ্ঠনালিও অতিক্রম করবে না। তাদের ভেতরগত অবস্থা হবে বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। তাদের আমল হবে ইলমের বিপরীত। তারা একত্র হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে একে অপরের ওপর গর্ব করতে থাকবে। এমনকি একপর্যায়ে তাদের কেউ কেউ নিজের সঙ্গীদের ওপর রাগান্বিত হয়ে মজলিস থেকেই উঠে যাবে। জেনে রাখো, তাদের আমলগুলো সেই মজলিসেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়, তা আর আল্লাহর নিকট পৌঁছে না।[৩৩৪]

---

[৩৩১] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৫৬

[৩৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১/১৭০

[৩৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১/১৯৭

[৩৩৪] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/৯

আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন

আলি রা. বলেন, মানুষের স্পর্ধা কত বড়! লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে, কেন এমন বলছেন? কী হয়েছে? তিনি বলেন, কাউকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি তার উত্তর দিতে না পারে, তাহলে সোজাসাপটা বলে দেয়, আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।[৩৩৫]

কারও অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকো

আলি রা. বলেন, সাধারণ কোনো মানুষের অনুসরণ করবে না। কারণ মানুষের অবস্থা তো হলো, সে এখন হয়তো জান্নাতের আমল করে যাচ্ছে, কিন্তু একপর্যায়ে সে জাহান্নাম অনিবার্য করে দেয় এমন কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং সেই অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে যেতে পারে। ফলে সে জাহান্নামি হয়ে যেতে পারে। আবার কেউ হয়তো জাহান্নামিদের মতো কাজ করতে থাকে, তারপর একসময় সে জান্নাতের আমল করা শুরু করে দেয় এবং সে অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। ফলে সে জান্নাতি হয়ে যায়।

তাই যদি কারও অনুসরণ করতেই হয় তাহলে মৃতদের অনুসরণ করো, জীবিতদের নয়।[৩৩৬]

ফসল

আলি রা. বলেন, ফসল দুই ধরনের। দুনিয়ার ফসল হলো অর্থসম্পদ ও তাকওয়া। আর আখেরাতের ফসল হলো আমল। আল্লাহ তাআলা অনেককে এই উভয় ফসলই দান করে থাকেন।[৩৩৭]

জান্নাত লাভ করা

আলি রা. বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি গুণ অর্জন করতে পারল সে যেন জান্নাত লাভের সকল পন্থাই অবলম্বন করল এবং জাহান্নামের সকল রাস্তা থেকেই পলায়ন করল। তা হচ্ছে :

১. আল্লাহর মারেফত লাভ করে তার আনুগত্য করা।

২. শয়তানের পরিচয় লাভ করে তার অবাধ্যতা করা।

৩. হকের পরিচয় লাভ করে তার অনুসরণ করা।

---

[৩৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২/১৬

[৩৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২/১৩৯

[৩৩৭] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৯

৪. বাতিলের পরিচয় লাভ করে তা থেকে বেঁচে থাকা।

৫. দুনিয়ার পরিচয় লাভ করে তা প্রত্যাখ্যান করা।

৬. এবং পরকালের পরিচয় লাভ করে তা তালাশ করা।[৩৩৮]

লৌকিকতার নিদর্শন

আলি রা. বলেন, তিনটি কাজের মাধ্যমে বোঝা যাবে যে, ব্যক্তির মধ্যে লৌকিকতা রয়েছে। তা হচ্ছে :

- যখন সে নির্জনে একাকী কোনো কাজ করবে তখন অলসতা করবে।
- যখন জনসম্মুখে থাকবে তখন উদ্যম-উৎসাহ দেখাবে।
- কেউ তার প্রশংসা করলে অধিক পরিমাণে কাজ করবে আর কেউ সমালোচনা করলে ত্রুটিপূর্ণ কাজ করবে।[৩৩৯]

প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি বহন করে নিয়ে যাওয়া

আলি রা. বলেন, পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি নিজেই বহন করে নিয়ে যাওয়াটা ব্যক্তির যোগ্যতা ও পূর্ণতাকে কমায় না।[৩৪০]

বুদ্ধিমানরা যে কারণে দরিদ্র হয়ে থাকেন

আলি রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, বুদ্ধিমানরা কী কারণে দরিদ্র হয়ে থাকেন? তিনি উত্তরে বলেন, তার জ্ঞানবুদ্ধিই তো এক ধরনের রিজিক (ফলে বৈষয়িক দিক থেকে সে যে রিজিক পাচ্ছে না, তা এভাবে পূরণ হয়ে যাচ্ছে)।[৩৪১]

নিরাশা সবচেয়ে বড় গুনাহ

এক লোক অধিক গুনাহ করে আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। আলি রা. তখন তাকে বলেন, আরে! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াটাই হলো তোমার সবচেয়ে বড় গুনাহ।[৩৪২]

---

[৩৩৮] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১৮৩
[৩৩৯] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৮৪
[৩৪০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৫৮
[৩৪১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৮০
[৩৪২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৪১৫

দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী বস্তু

আলি রা. এক খুতবায় বলেন, লোকসকল! জেনে রাখো, দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী বস্তু। সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই তা থেকে ভোগ করে থাকে। পক্ষান্তরে পরকাল হলো পরম সত্য প্রতিশ্রুত এক বিষয়। যাতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তাআলা ফয়সালা করবেন। জেনে রাখো, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ প্রদান করে আর আল্লাহ তোমাদের আপন ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ তো হলেন প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। কুরআন কারিমে বলা হয়েছে,

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (সুরা বাকারা, ২৬৮)

লোকসকল! এই পার্থিব জীবনটাকে ভালো ভালো কাজের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তোলো, তাহলে এ জীবনপরবর্তী অধ্যায়ে বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। কেননা আল্লাহ তাআলা আপন আনুগত্যকারীদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং অবাধ্যদেরকে জাহান্নামের হুমকি প্রদর্শন করেছেন। আর জাহান্নাম তো এমন আগুন, যার স্ফুলিঙ্গ কখনো থেমে যাবে না। যারা তাতে বন্দি হবে তারা কখনো মুক্তি পাবে না। যারা তাতে আক্রান্ত হবে তাদের চিকিৎসা করা হবে না। এর উত্তাপ হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এর গভীরতা হবে অনেক বেশি। পুঁজ হবে এর পানি।

আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করি, তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণে ডুবে যাবে, বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। অথচ প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হক থেকে ফিরিয়ে রাখে আর বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে পরকালের কথা ভুলিয়ে দেয়।[৩৪৩]

---

[৩৪৩] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৮

অন্তরের দৃষ্টান্ত

আলি রা. বলেন, পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার এক আয়না রয়েছে, তা হলো অন্তর। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় অন্তর হচ্ছে যে অন্তর কোমল, পরিষ্কার এবং মসৃণ হয়ে থাকে।

এরপর তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন, সে অন্তরই হবে আল্লাহর প্রিয় যা হবে দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তম, ইয়াকিনের ক্ষেত্রে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন এবং আপন ভাই-বন্ধুদের প্রতি কোমল।[৩৪৪]

প্রবৃত্তি ও জান্নাত

আলি রা. বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে দুনিয়াতে সে প্রবৃত্তির কথা ভুলে যায়।[৩৪৫]

দুনিয়ার মোহে আক্রান্ত হওয়া

আলি রা. এক খুতবায় বলেন, আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং সেই দুনিয়া ত্যাগ করো যা একদিন তোমাদের ত্যাগ করবে, যদিও তোমরা তাকে পরিত্যাগ করতে চাও না। এই দুনিয়া তোমাদের দেহকে জীর্ণশীর্ণ করে দিয়ে থাকে অথচ তোমরা তাকেই নবায়ন করে তুলতে চাও। তোমাদের এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো হলো সফরকারী সেই সম্প্রদায়ের মতো, যারা কিছুটা পথ অতিক্রম করেই মনে করে বসে যে, ব্যস, সফর শেষ হয়ে গেছে। কোনো একটা স্থানে পৌঁছেই যারা মনে করে, হ্যাঁ, গন্তব্যে এসে গেছি। অথচ গন্তব্যে পৌঁছার জন্য তাদেরকে আরও কত পথ অতিক্রম করতে হবে।

এমন কত মানুষ রয়েছে, যাদের জীবনের আয়ু বাকি আছে মাত্র একদিন, কিন্তু তারা সেই একদিনই কত প্রাণান্তকর চেষ্টার মাধ্যমে দুনিয়া লাভের পেছনে ছুটছে।

সাবধান! তোমরা দুনিয়ার দুঃখকষ্টে ভেঙে পড়বে না। কেননা তা একসময় আর থাকবে না এবং দুনিয়ার ভোগবিলাসিতার মাধ্যমেও আনন্দিত হবে না, কারণ তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আমি দুনিয়ার মোহে আক্রান্তদের দেখে আশ্চর্য হই, তারা দুনিয়ার পেছনে ছুটছে অথচ ওদিকে মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে রয়েছে কিন্তু মৃত্যু তার ব্যাপারে উদাসীন নয়।[৩৪৬]

---

[৩৪৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/১২১
[৩৪৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/১৯৪

গভর্নররা জনসাধারণের সামনে না আসার সমস্যা

আলি রা. বলেন, গভর্নররা যদি জনসাধারণের সামনে না আসেন, যদি তারা তাদের থেকে দূরে থাকেন, তাহলে এতে জনগণের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এর ফলে জনগণের অবস্থা তাদের নিকট অজানা রয়ে যায়, ফলে জনগণের যোগ্য বড়রা তাদের কাছে দুর্বল ঠেকতে থাকে আর ছোটরা তাদের চোখে সম্মানিত হয়ে যায়। ভালোকে তারা মন্দ মনে করে আর মন্দকে ভালো মনে করে। এভাবে তারা বাতিলের সাথে হকের মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলে।

গভর্নর তো একজন সাধারণ মানুষ। জনগণের সাথে ওঠাবসা ব্যতীত তিনি কখনো তাদের সম্পর্কে অবগত হতে পারেন না। তা ছাড়া জনগণের চেহারায় তো এমন কোনো চিহ্নও নেই, যার মাধ্যমে তাদের কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী তার পার্থক্য করা যাবে।[৩৪৭]

বক্তা কী বলেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ

আলি রা. বলেন, কে বলল সেটা দেখার প্রয়োজন নেই বরং দেখুন সে কী বলছে।[৩৪৮]

অটুট ভ্রাতৃত্ব

আলি রা. বলেন, সকল ধরনের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে তবে সেই বন্ধন অটুট থাকবে, যা লোভ-লালসার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।[৩৪৯]

গুনাহ এবং আল্লাহর রহমত

আলি রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যদি কারও কোনো গুনাহ গোপন করেন তাহলে তিনি পরকালে সেটা আরও আগেই গোপন রাখবেন। গুনাহের কারণে যদি দুনিয়াতে কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে পরকালে সেই কারণে তিনি দ্বিতীয়বার শাস্তি প্রদান করবেন না।[৩৫০]

ভয় এবং আশার মধ্যকার ভারসাম্য

আলি রা. তার এক সন্তানকে বলেন, তুমি আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে যে, তুমি যদি গোটা দুনিয়াবাসীর সকল পুণ্যকাজ নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হও তবুও

---

[৩৪৬] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/৩৮০
[৩৪৭] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৯
[৩৪৮] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬৯, ক্রমিক নম্বর, ৪৪৩৯৭
[৩৪৯] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬৯, ক্রমিক নম্বর, ৪৪৩৯৮
[৩৫০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৪৩৪

তিনি তা নাও গ্রহণ করতে পারেন, এই অনুভূতি রাখবে। এর পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার নিকট এমন আশা পোষণ করবে যে, যদি তুমি গোটা দুনিয়াবাসী সকলের মন্দ কাজ নিয়েও তাঁর নিকট হাজির হও তবুও চাইলে তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।[৩৫১]

চারটি সময়

আলি রা. বলেন, বুদ্ধিমানের উচিত দিবসের চারটি সময়কে নিজের জন্য বরাদ্দ করে রাখা, একটা সময়ে সে আপন রবের সাথে একান্তে আলাপ করবে। আরেকটা সময়ে সে নিজের হিসাবনিকাশ করবে। আরেক সময়ে সে আলেমদের সান্নিধ্যে যাবে, যারা তার দ্বীন-দুনিয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাকে উপদেশ দেবে। আরেকটা সময়ে সে ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।[৩৫২]

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হক উসুল

আলি রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! সম্ভ্রান্ত কেউ কখনো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিজের হক উসুল করে না।[৩৫৩]

মৃত্যু হলো এক ঢাল

এক ব্যক্তি হজরত আলি রা.-কে বলে, তুমি তোমার পাহারার ব্যবস্থা করো। কারণ মুরাদ গোত্রের লোকেরা তোমাকে হত্যা করতে চায়। আলি রা. উত্তরে বলেন, নিশ্চয়ই মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন, যারা তাকে সেসব আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন, তাকদিরে যার কথা লেখা নেই। আর যখন তাকদিরের লিখন চলে আসে তখন তারা রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন। জেনে রাখো, মৃত্যুই হলো এক শক্তিশালী ঢাল।[৩৫৪]

মোটা জামা

মোটা জামা পরিধান করায় হজরত আলি রা.-কে একবার তিরস্কার করা হয়। তখন তিনি বলেন, এতে তো বেশ বিনয় অবলম্বন করা যায়। মুসলমানদের জন্য উচিত এই ধরনের পোশাক গ্রহণ করা।

---

[৩৫১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/১৫
[৩৫২] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১৬৪
[৩৫৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৩৪
[৩৫৪] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/২০

তিনি আরও বলেন, হেদায়েতের ইমামদের থেকে আল্লাহ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যে, তারা অতি সাধারণ জীবনযাপন করবেন। এমনটি করবেন যাতে ধনীরা তাদের অনুসরণ করতে পারে আর দরিদ্রদেরকে কেউ নীচু দৃষ্টিতে না দেখে।[৩৫৫]

পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে অন্যদের অনুসরণ

আলি রা. বলেন, কেউ কোনো জাতির বেশভূষা গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[৩৫৬]

মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবন

আলি রা. একদিন খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা এবং তার গুণকীর্তন করে মৃত্যুর কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর বান্দারা! মৃত্যু অবশ্যই আসবে, যদি সেজন্য প্রস্তুত থাকো তবুও সে তোমাদের নিয়ে যাবে আর যদি পলায়ন করো তবে সে তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। সুতরাং মুক্তির পথ খোঁজো। অতিদ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করো।

নিশ্চয়ই তোমাদের পেছনে রয়েছে কবর নামক এক অনুসন্ধানকারী, যে সদাসর্বদা তোমাদের তালাশ করে যাচ্ছে। অতএব তোমরা কবরের ভয়াবহতা, তার অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও নির্জন অবস্থার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কেননা এ কবর হতে পারে জাহান্নামের একটি গর্ত কিংবা তা হতে পারে জান্নাতের একটি বাগান।

জেনে রাখো, কবর প্রতিদিন তিনবার বলে থাকে, আমি হলাম অন্ধকার ঘর, আমি হলাম পোকামাকড়ের ঘর, আমি হলাম নির্জন ঘর।

জেনে রাখো, তারপর রয়েছে এমন এক দিবস, যার ভয়াবহতায় ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা পর্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে যাবে। শক্তিশালী মানুষেরা পর্যন্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾

[৩৫৫] ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ৫/১০২
[৩৫৬] ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ২/১০৩

যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল, অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর আজাব সুকঠিন। (সুরা হজ, ২)

জেনে রাখো, এরপর রয়েছে এমন এক বিষয়, যা এর চেয়েও ভয়াবহ হবে। তা হচ্ছে এমন আগুন, যার উত্তাপ হবে অত্যন্ত মারাত্মক। যার গহ্বর হবে অনেক লম্বা। যার পানি হবে পুঁজ। যার দায়িত্বে থাকবে এমন এক ফেরেশতা, যার মধ্যে দয়ামায়া বলতে কিছুই নেই।

হজরত আলি রা. এরপর কান্না করতে থাকেন। উপস্থিত লোকেরাও কান্না করতে শুরু করে। এরপর তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে জেনে রাখো, এরপর রয়েছে এমন জান্নাত যার বিস্তৃতি হবে আকাশ ও জমিনের সমান। যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং তোমাদের সবাইকে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।[৩৫৭]

সৎকাজের আদেশ না করা

আলি রা. বলেন, তোমাদের অবস্থা এমন হয়ে যাবে যে, হাতের মাধ্যমে যে জিহাদ প্রথমে তা ছেড়ে দেবে। এরপর মুখের মাধ্যমেও জিহাদ করা ছেড়ে দেবে, এরপর অন্তরের মাধ্যমেও জিহাদ করা ছেড়ে দেবে। এ অবস্থায় তোমাদের অন্তরগুলো ভালোকে ভালো বলে স্বীকৃতি দেবে না আর মন্দকেও মন্দ বলে জানবে না, তখন আল্লাহ তাআলা সে অন্তরগুলোকে অধোমুখী করে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।[৩৫৮]

মহানুভব আচরণ

আলি রা. বলেন, এমন মুসলমানের প্রতি বড় আশ্চর্যবোধ করি, যার কাছে তার মুসলিম ভাই কোনো প্রয়োজনে আসে কিন্তু সে নিজেকে তার উপকার করার যোগ্যই মনে করে না। অথচ যদি সে এতে সাওয়াবের আশা না রাখে আর জাহান্নামের শাস্তিরও ভয় না করে তবুও তো উচিত ছিল, মহানুভবতার পরিচয় দেওয়া। কারণ এটা তাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে।[৩৫৯]

---

[৩৫৭] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৮
[৩৫৮] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/১১
[৩৫৯] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/৭১

সৎকাজের আদেশ করা

আলি রা. বলেন, সর্বোত্তম আমল হলো সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা এবং পাপাচারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। সৎকাজের আদেশ করলে মূলত মুমিনদেরকেই শক্তিশালী করে তোলা হয় আর অসৎকাজের নিষেধে মুনাফিকরা অপমানিত হয়।[৩৬০]

লেনদেনের বিধিমালা

আলি রা. বলেন, ব্যবসায়ী যদি ফকিহ না হয় তাহলে আশঙ্কা রয়েছে, সে অবশ্যই একসময় সুদি কারবারে জড়িয়ে পড়বে।[৩৬১]

দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিরা

আলি রা. বলেন, দুনিয়াবিমুখ লোকেরা জমিনকে নিজেদের শয্যা বানিয়েছে। মাটিকে বানিয়েছে বিছানা। আর পানিকে বানিয়েছে শরবত।

জেনে রাখো, যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকে সে প্রবৃত্তির লালসা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। আর যে ব্যক্তি জাহান্নামের প্রতি ভয় রাখে সে হারাম ক্ষেত্র থেকে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি জান্নাত তালাশ করে সে দ্রুত আল্লাহর বিধিনিষেধের আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হয়, বিপদ-মুসিবত তার জন্য সহজ হয়ে যায়।[৩৬২]

চার ও চার

হজরত আলি রা. ছেলে হাসান রা.-কে বলেন, হে বৎস! তুমি যদি আটটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে পারো, তাহলে কোনোকিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। হাসান রা. বলেন, হে আব্বাজান! সেগুলো কী?

আলি রা. বলেন,

১. জেনে রাখো, সবচেয়ে বড় ধনাঢ্যতা হলো, মানুষের বিবেকবুদ্ধি।
২. আর সবচেয়ে বড় দারিদ্র্য হলো নির্বুদ্ধিতা।
৩. সবচেয়ে মারাত্মক বন্য স্বভাব হলো অহংকার।
৪. এবং সবচেয়ে বড় মহানুভবতা হলো উত্তম চরিত্র।

হজরত হাসান রা. বলেন, আব্বাজান অপর চারটি বিষয় কী আমাকে বলুন।

---

[৩৬০] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৬৫
[৩৬১] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৫৭
[৩৬২] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৭

হজরত আলি রা. বলেন,

১. সাবধান! কখনো নির্বোধ লোকদের ওপর আস্থা রাখবে না। কারণ তারা তোমার উপকার করতে গিয়ে উলটো ক্ষতি করে ফেলবে।

২. মিথ্যুকদের প্রতি আস্থা রাখবে না। কারণ তারা দূরবর্তী বিষয়কে তোমার হাতের নাগালে বলে চিত্রায়ণ করবে আর নিকটবর্তী বিষয়কে তোমার চোখে দূরবর্তী বানিয়ে দেবে।

৩. কৃপণকে কখনো সত্যায়ন করবে না। কারণ সে ওই বিষয়কে তোমার থেকে দূরবর্তী বানিয়ে দেবে, যার প্রয়োজন ছিল তোমার অনেক বেশি।

৪. গুনাহগারদের প্রতি আস্থা রাখবে না, তুচ্ছ বিষয়ের বিনিময়ে তারা তোমাকে বিক্রি করে দেবে।[৩৬৩]

আমল না করে কেবল আশা করে বসে থাকা

আলি রা. এক খুতবায় বলেন, লোকসকল! তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে না যারা আমল না করেই পরকালীন উত্তম নিবাসের আশা করে বসে আছে এবং বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা করে তাওবা করতে বিলম্ব করছে। তারা দুনিয়াবিমুখদের মতো কথা বলে আর জীবনযাপন করে দুনিয়াদারদের মতো। দুনিয়ার কিছু প্রদান করা হলেও তারা পরিতৃপ্ত হয় না আর তাদেরকে না দেওয়া হলে তারা অল্পেতুষ্টির পন্থাও অবলম্বন করে না। তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে না আর নিজের নিকট মজুত থাকা সত্ত্বেও আরও বেশি বেশি তালাশ করে। তারা অন্যদেরকে সৎকাজের আদেশ করে কিন্তু নিজেরা তা পালন করে না। মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে কিন্তু নিজেরা তা থেকে বিরত থাকে না। সালেহিনদের ভালোবাসে কিন্তু তাদের মতো আমল করে না। জালেমদের ঘৃণা করে কিন্তু তারা নিজেই মানুষের ওপর জুলুম করে। তাদের ধ্যানধারণার ওপর তাদের প্রবৃত্তি বিজয়ী হয়ে যায় কিন্তু তাদের অন্তরের বিশ্বাস প্রবৃত্তির ওপর বিজয়ী হতে পারে না।

যখন তারা সুস্থ-সবল থাকে তখন মানুষের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন দুঃখবোধ করতে থাকে। দুঃখদুর্দশা ও দারিদ্র্যে নিপতিত হলে তারা নিরাশ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে এভাবেই তারা তাঁর অবাধ্যতা করতে থাকে।

---

[৩৬৩] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬৬, ক্রমিক নম্বর, ৪৪৩৮৮

তারা যখন সুস্থ থাকে তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না আর যখন বিপদে নিপতিত হয়ে যায় তখন আর ধৈর্যধারণ করতে পারে না। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন তাদেরকে নয় বরং অন্যদেরকে মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে। যেন পরকালের হুমকি-ধমকির উদ্দেশ্য তারা নয় বরং অন্যরা।

হে ওই সকল লোকেরা, যারা দুনিয়ার টার্গেট হয়ে গেছে, মৃত্যুর হাতে যারা বন্ধক রয়েছে, মৃত্যুর পেয়ালা যাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে, কালের দুর্যোগ যাদের ওপর আপতিত হয়েছে, যুগের বিপদ যাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, যারা হয়ে গেছে জামানার গ্রাস, কালের দুর্বিপাক যাদের ওপর আপতিত হয়েছে, সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের সামনেও যারা বোবা হয়ে বসে আছে, ফিতনা-ফাসাদের সমুদ্রে যাদের জাহাজ ডুবে গেছে এবং এসবের ফলে যারা অতীত থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারছে না, আমি তাদের সকলকে লক্ষ করে বলছি, জেনে রাখো, যারা মুক্তি লাভ করেছে তারা কেবল নফসের পরিচয় লাভ করেই মুক্তি পেয়েছে আর যারা ধ্বংস হয়ে গেছে তারা কেবল নিজের কর্মের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। লক্ষ করে দেখো, আল্লাহ তাআলা কী বলছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

> মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। (সুরা তাহরিম, ৬)

আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং তোমাদের সবাইকে সে সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা উপদেশ শ্রবণ করে তা গ্রহণ করে। আমলের প্রতি যাদের আহ্বান জানানোর পর তারা আমল করে।[৩৬৪]

বিপদ এবং ধৈর্য

আলি রা. বলেন, যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের ভান ধরে সে দরিদ্র হয়ে যায়। যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে সে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। আর যে ব্যক্তি বিপদ-মুসিবতের জন্য প্রস্তুত থাকে না, বিপদ এলে সে ধৈর্যধারণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে সে স্বার্থপর বনে যায়। আর যে ব্যক্তি মানুষের সাথে পরামর্শ করে কাজ করে না, সে লজ্জিত হয়।[৩৬৫]

---

[৩৬৪] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২০৫, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২২৯
[৩৬৫] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/১৯৭

ইসলামের নাম

আলি রা. বলেন, অচিরেই সে সময় চলে আসবে যখন কেবল ইসলামের নাম বাকি থাকবে আর কুরআন কারিমের লিখিত রূপ থাকবে, কিন্তু তার ওপর আমল থাকবে না।[৩৬৬]

মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে সুসংবাদ

হজরত আলি রা.-এর নিকট একবার তার কোনো এক সঙ্গীর মৃত্যুর খবর পৌঁছে। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারেন যে, সে আসলে মৃত্যুবরণ করেনি। তখন তিনি তার উদ্দেশে চিঠি লিখে বলেন :

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। পরসমাচার, আমার কাছে প্রথমে আপনার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছেছিল, আমি জানতে পেরেছিলাম সে কারণে আপনার সঙ্গী-সাথিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। পরে আমি জানতে পারি যে, সেটা ছিল মিথ্যা সংবাদ। তাই তখন আমরা আবার আনন্দিত হয়ে উঠি। তবে জেনে রাখুন, সে আনন্দ অচিরেই শেষ হয়ে যাবে, খুব শীঘ্রই প্রথম সংবাদটি সত্য হয়ে হাজির হবে।
>
> আপনার অবস্থা কি সেই ব্যক্তির মতো, যে মৃত্যুকে স্বচক্ষে দেখেছে, মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছে, এরপর সে দুনিয়াতে ফিরে আসার জন্য অনুনয়-বিনয় শুরু করে দিয়েছে? কবরজগতের সামানা লাভ করার জন্য সে পুনরায় ফিরে আসতে চাচ্ছে? সে চাচ্ছে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থসম্পদ দুনিয়া থেকে পরকালে নিয়ে যেতে? সে মনে করছে এই সম্পদ ছাড়া তার আর কোনো পুঁজি নেই।
>
> জেনে রাখুন, দিবারাত্রির এই পালাবদলে আমাদের জীবন ফুরিয়ে আসছে। আমাদের জন্য নির্ধারিত সম্পদ শেষ হয়ে আসছে। মৃত্যু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আফসোস সে সকল জাতির জন্য, যাদেরকে আদ ও সামুদ জাতির পরিণাম বরণ করতে হয়েছে। তাদের পরও বহু জাতি গত হয়েছে, যারা একসময় নিজেদের রবের নিকট উপনীত হয়েছে। আপন আপন কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান পেয়েছে।
>
> জেনে রাখুন, এই দিবস ও রজনী বারবার ফিরে আসে, অতীতের কোনো বিপদ-আপদ যাকে ক্লিষ্ট করতে পারে না। প্রতিটি দিবস ও

---

[৩৬৬] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/১৯৭

রজনীই সেসব বিপদ-আপদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে যা অতীতে তার ওপর দিয়ে গিয়েছে। আপনি আপনার ভাই-বন্ধুদের মতোই একজন মানুষ। আপনার দৃষ্টান্ত তো হলো সেই দেহের মতো, যার শক্তি ফুরিয়ে গেছে, এখন কেবল নিভুনিভু করে তার জীবনপ্রদীপ জ্বলছে। অপেক্ষা করছে কখন মৃত্যুর ডাক চলে আসে। অতএব আপনি নিজেকে সংশোধন করুন। আল্লাহর নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চান এবং তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।[৩৬৭]

বিপদ-আপদ

আলি রা. বলেন, উত্তম প্রতিবেশী সে-ই যে প্রতিবেশী কষ্ট দিলে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করে।

তিনি আরও বলেন, সর্বোত্তম সম্পদ হলো, যা ব্যক্তির ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি বিষয়ের একটি বিপদ রয়েছে, আর ইলমের বিপদ হলো ভুলে যাওয়া। ইবাদতের বিপদ হলো, লোকপ্রদর্শনী। জ্ঞানীদের বিপদ হলো, আত্মগরিমা। বিচক্ষণতার বিপদ হলো, অহংকার। সুদর্শন ব্যক্তিদের বিপদ হলো, অহংকার। দানশীলতার বিপদ হলো, অপচয়। লজ্জার বিপদ হলো, দুর্বলতা। সহনশীলতার বিপদ হলো, লাঞ্ছনা আর বীরত্বের বিপদ হলো, অশ্লীল কাজ।[৩৬৮]

নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী

আলি রা. বলেন, নিকটবর্তী তো হলো সেই ব্যক্তি, বংশের দিক থেকে দূরের হলেও ভালোবাসা যাকে কাছে টেনে আনে আর দূরবর্তী হলো সেই ব্যক্তি, বংশের দিক থেকে নিকটতম হলেও শত্রুতা যাকে দূরে ঠেলে দেয়। জেনে রাখো, শরীরের জন্য হাতের চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই। কিন্তু এই হাতই যখন খারাপ কাজে ব্যবহার হওয়া শুরু করে তখন যেন তা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।[৩৬৯]

---

[৩৬৭] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/১৯৯, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২২১
[৩৬৮] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২০৪, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২২৬
[৩৬৯] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬৮, ক্রমিক নম্বর, ৪৪৩৯২

মুত্তাকিদের সাহচর্য

আলি রা. ছেলে হাসান রা.-কে বলেন, হে বৎস! জেনে রাখো, দ্বীনের মূল বিষয় রয়েছে মুত্তাকিদের সাহচর্য অবলম্বনে। পূর্ণাঙ্গ ইখলাস রয়েছে হারাম থেকে বিরত থাকার মাঝে। আর সর্বোত্তম কথা হলো তাই যা ব্যক্তি বাস্তবায়ন করে দেখায়। কেউ তোমার নিকট ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দাও। তোমার ভাই তোমার অবাধ্যতা করলেও তার আনুগত্য করে যাও। আর সে তোমার প্রতি রূঢ় আচরণ করলেও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করো।[৩৭০]

সহনশীলতা এবং ব্যক্তিত্ব

আলি রা. বলেন, তোমরা জেনে রাখো, সহনশীলতা হলো এক ধরনের সৌন্দর্য। অঙ্গীকার পূরণ হলো, ব্যক্তিত্বের নিদর্শন। তড়িঘড়ি করা হলো বোকামি। সফর মানুষকে দুর্বল বানিয়ে দেয়। মন্দ লোকদের সাথে ওঠাবসা চরিত্রকে কলুষিত করে ফেলে। আর ফাসেক লোকদের সাথে চলাফেরা নিজেকে সন্দেহের পাত্র বানিয়ে দেয়।[৩৭১]

দুনিয়ার পরিচয়

আলি রা.-কে দুনিয়ার পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সংক্ষেপে তা শুনতে চাও নাকি বিস্তারিতভাবে? বলা হলো, সংক্ষেপে। তিনি বলেন, দুনিয়া হলো এমন এক ঠিকানা, যার হালাল সম্পদ ভোগ করলেও হিসাব দিতে হবে আর হারাম কিছু গ্রহণ করলে তো শাস্তির সম্মুখীন হতে হবেই। অতএব, পরকালের দীর্ঘকালীন হিসাব থেকে বাঁচার জন্য তোমরা হালাল বিষয়গুলো পরিহার করবে আর অনন্তকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হারাম বিষয়গুলো পরিত্যাগ করবে।[৩৭২]

দুনিয়া হলো এক মৃত লাশ

আলি রা. বলেন, জেনে রাখো, দুনিয়া হলো এক মৃত লাশ। কেউ যদি তা অর্জন করতে চায় তাহলে সে যেন কুকুরের সাথে ওঠাবসা করতে রাজি হয়ে যায়।[৩৭৩]

---

[৩৭০] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬৯, ক্রমিক নম্বর, ৪৪৩৯৯
[৩৭১] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২৬৯, ক্রমিক নম্বর, ৪৪৪০০
[৩৭২] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৭১৯, ক্রমিক নম্বর, ৮৫৬৬
[৩৭৩] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৭১৯, ক্রমিক নম্বর, ৮৫৬৪

সম্পদ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ো না

হজরত হাসান রা. বলেন, আমার পিতা (হজরত আলি রা.) একদিন বলেন, হে বৎস! কোনো সম্পদ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ো না। কারণ তুমি যা রেখে যাবে তা দুই ব্যক্তির যেকোনো একজনের হাতে গিয়ে পড়বে। প্রথমত সে হয়তো ওই সম্পদগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যয় করবে। তখন তোমার কষ্টে উপার্জিত বিষয়ের মাধ্যমে সে সৌভাগ্যবান হয়ে যাবে। কিংবা যার হাতে গিয়ে পড়বে সে আল্লাহর অবাধ্যতায় তা ব্যয় করতে থাকবে, তখন সে ক্ষেত্রে তুমি তার সহযোগী বনে যাবে। আর এ দুটি ক্ষেত্রের কোনোটিই এমন নয়, যেজন্য তুমি নিজে তা উপভোগ না করে অন্যের জন্য রেখে যেতে পারো।[৩৭৪]

---

[৩৭৪] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৭২১, ক্রমিক নম্বর, ৮৫৭২

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.[৩৭৫]

আপনার প্রয়োজন আমি বুঝতে পেরেছি

১৮ হিজরিতে শামে মহামারি দেখা দিলে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সেখানে অবস্থানরত হজরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা.-কে চিঠি লিখে বলেন, এক কাজে আমার আপনাকে প্রয়োজন। আপনি দ্রুত আমার কাছে চলে আসুন। হজরত আবু উবাইদা রা. এই চিঠি পাঠ করে উত্তরে বলেন, আমি আমিরুল মুমিনিনের প্রয়োজনের কথা বুঝতে পেরেছি। তিনি তো এমন ব্যক্তিকে দুনিয়াতে রেখে দিতে চাচ্ছেন, যে আসলে থাকার নয়। তারপর তিনি হজরত উমর রা.-এর উদ্দেশে চিঠি লিখে বলেন, আমি আপনার প্রয়োজনের কথা বুঝতে পেরেছি। আপনার দৃঢ়সংকল্প থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি মুজাহিদদের দলে রয়েছি। তাদের থেকে চলে আসতে আমার মন চাচ্ছে না।

হজরত উমর রা. তার এ চিঠি পড়ে কেঁদে ফেলেন। তাকে তখন জিজ্ঞেস করা হলো, আবু উবাইদা রা. কি মৃত্যুবরণ করেছেন? তিনি বলেন, না, এখনো তো মৃত্যুবরণ করেননি, তবে যেন শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবেন।[৩৭৬]

ভালো আমলের প্রভাব

আবু উবাইদা রা. বলেন, জেনে রাখুন, এমন বহু মানুষ রয়েছে যাদের কাপড়চোপড় ধবধবে সাদা কিন্তু তাদের দ্বীন-ধর্ম সম্পূর্ণ ময়লা-দুর্গন্ধযুক্ত!

জেনে রাখুন, এমন বহু মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের নফসকে সম্মান করতে গিয়ে আসলে তাকে অপদস্থ করে যাচ্ছে।

---

[৩৭৫] আবু উবাইদা আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ আল-ফিহরি আল-কুরাইশি। তিনি হলেন এই উম্মতের আমিন। সৌভাগ্যবান সেই ১০ জনের একজন, যাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। শুরুলগ্নেই তিনি আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার রয়েছে অনেক ফজিলত। ১৮ হিজরিতে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

[৩৭৬] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/১৮

আপনারা অতীতের গুনাহসমূহকে নতুন নতুন ভালো আমলের মাধ্যমে মোচন করতে থাকুন। কেউ যদি এত অধিক পরিমাণ মন্দ কাজ করে যে, তাতে তার এবং আকাশের মধ্যবর্তী জায়গাও পূর্ণ হয়ে যায়, এরপর ভালো আমল করে, তাহলে সেই ভালো আমলটি তার মন্দ কাজেরও ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারে এবং মন্দ কাজটিকে ঢেকে ফেলতে পারে।[৩৭৭]

তাদের ছায়াতলে আমি থাকতে চাই

আবু উবাইদা রা. বলেন, সাদা-কালো, গোলাম-স্বাধীন, আরব-অনারব নির্বিশেষে যে-কারও ব্যাপারে যদি আমি জানতে পারি যে, সে আমার চেয়ে অধিক মুত্তাকি, তবে আমি তার ছায়াতলে থাকতেই পছন্দ করি।[৩৭৮]

চড়ুইপাখির দৃষ্টান্ত

আবু উবাইদা রা. বলেন, মুমিনের অন্তর হলো চড়ুইপাখির মতো, যা প্রতিদিন দিগদিগন্তে ঘোরাফেরা করে।[৩৭৯]

যদি আমি এমন হতাম

আবু উবাইদা রা. বলেন, যদি আমি কোনো ভেড়া-বকরি হতাম আর লোকেরা আমাকে জবাই করে গোশতগুলো খেয়ে ফেলত, চুমুক দিয়ে দিয়ে গোশতের ঝোল পান করত, তাহলে কত ভালো হতো![৩৮০]

নফসের হিসাবনিকাশ

আবু উবাইদা রা. একবার লোকদের ইমামতি করেন। নামাজ শেষ করেই তিনি তাদের বলেন, সালাম ফেরানো পর্যন্ত শয়তান আমার পেছনে লেগেই ছিল। তার কুমন্ত্রণার কারণে আমার মনে হচ্ছিল, (ইমাম হয়ে) হয়তো আমি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বনে গেছি। তাই আজ প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো ইমামতি করব না।[৩৮১]

---

[৩৭৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১০০
[৩৭৮] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৩০
[৩৭৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১০০
[৩৮০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৩০
[৩৮১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১৯৮

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.[৩৮২]

পরামর্শ

তালহা রা. বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার বিষয়ে কখনো কোনো কৃপণের সাথে পরামর্শ করবে না। যুদ্ধের বিষয়ে কোনো ভীতুর সাথে এবং কোনো মেয়ের ব্যাপারে কোনো যুবকের সাথে পরামর্শ করবে না।[৩৮৩]

মানুষের সাথে ওঠাবসা

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে, লোকেরা তার দোষক্রটি সম্পর্কে না জানুক, সে যেন ঘরেই বসে থাকে। আর যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ওঠাবসা করে তার অজান্তেই তার দ্বীন-ধর্ম হ্রাস পায়।[৩৮৪]

দানশীলতা এবং কার্পণ্য

তালহা রা. বলেন, কৃপণরা যেভাবে সম্পদের প্রতি টান অনুভব করে থাকে আমরাও সে ধরনের টান অনুভব করি। কিন্তু আমরা নিজেদের নফসের ওপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে থাকি।[৩৮৫]

---

[৩৮২] তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বিন উসমান আল-কুরাইশি আত-তাইমি। উপনাম হলো, আবু মুহাম্মাদ। তিনি সৌভাগ্যবান সেই ১০ জনের একজন, যাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। ইসলামের শুরুলগ্নে আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। বদর যুদ্ধের সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সাইদ ইবনে যায়েদ রা.-এর সাথে পাঠিয়েছিলেন কুরাইশদের খবর অনুসন্ধানের জন্য। এজন্য তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে তারা উভয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাওয়াব এবং তাতে অর্জিত গনিমত থেকে অংশ লাভ করেছিলেন। অহুদযুদ্ধে তিনি নিজ হাত দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেছেন। এই কারণে তার হাত বিকল হয়ে যায়। তিনি আপন দান-দক্ষিণার কারণে 'তালহা আল-ফাইয়াজ' তথা দানবীর তালহা বলে পরিচিত ছিলেন। উমর ফারুক রা. ছয় সদস্যের যে পরামর্শ কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন। ৩৬ হিজরিতে সংঘটিত জঙ্গে জামালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। কেউ কেউ বলেন তখন বয়স ছিল ৬০-এর কিছুটা বেশি। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

[৩৮৩] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৭৯০, ক্রমিক নম্বর, ৮৭৭৩

[৩৮৪] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ১৫৪

[৩৮৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৩৩

যুবায়ের বিন আওয়াম রা.[৩৮৬]

সুন্নতের প্রামাণিকতা

যুবায়ের রা. তার এক ছেলেকে বলেন, কুরআন কারিমের মাধ্যমে লোকদের সাথে তর্ক করতে যেয়ো না। কারণ এ ক্ষেত্রে তুমি তাদের সাথে পেরে উঠবে না; বরং তুমি সুন্নতকে আঁকড়ে ধরো।[৩৮৭]

আমলের গোপন ভান্ডার

যুবায়ের রা. বলেন, কারও যদি আমলের গোপন ভান্ডার গড়ে তোলার সক্ষমতা থাকে তাহলে সে যেন তা করে।[৩৮৮]

ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে অসিয়ত

জঙ্গে জামালের দিন হজরত যুবায়ের রা. ছেলে আবদুল্লাহকে অসিয়ত করে বলেন, হে বৎস! এই ঋণ আদায় করতে যখন তুমি অক্ষম হয়ে যাবে তখন আমার মাওলার নিকট সাহায্য চাইবে। আবদুল্লাহ বলেন, আমি তার কথা বুঝতে পারিনি। তাই জিজ্ঞেস করি, আপনার মাওলা কে? তিনি বলেন, আমার মাওলা তো হলেন আল্লাহ। আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম! ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আমি যখনই কোনো সমস্যায় পড়ে যেতাম তখনই বলতাম, হে

---

[৩৮৬] যুবায়ের বিন আওয়াম বিন খুয়াইলিদ আল-আসাদি আল-কুরাশি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব হলেন তার মা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে শুরুলগ্নে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দুইবার হিজরত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ সঙ্গী। ছিলেন তিনি সেই সৌভাগ্যবানদের একজন যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। উমর রা. পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যের যে কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের একজন।

ইবনে জুরমুয গাদ্দারি করে তাকে হত্যা করে। এটা ছিল ৩৬ হিজরির ঘটনা। তিনি ৬০ বছরের চেয়ে কিছুটা বেশি বয়স পেয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

[৩৮৭] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/২৫৯

[৩৮৮] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭৯

যুবায়েরের মাওলা! আপনি তার ঋণ পরিশোধ করে দিন। তখন আমি দেখতাম যে, ঠিকই তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যেত।[৩৮৯]

আত্মমর্যাদা ও ক্ষমা

মদিনার সামান্য দূরত্বেই হজরত যুবায়ের রা.-এর এক জায়গা ছিল। হজরত আসমা রা. সেখান থেকে খেজুরের আঁটি নিয়ে এসে হজরত যুবায়ের রা.-এর ঘোড়াকে খাওয়াতেন।

তিনি বলেন, একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তখন কয়েকজন আনসার সাহাবিও ছিলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে ডাকলেন। এরপর আমাকে তাঁর উটের পিঠে আরোহণ করানোর জন্য উটকে বসাতে চাইলেন। কিন্তু পরপুরুষের সাথে যেতে আমি লজ্জাবোধ করতে লাগলাম। যুবায়ের রা.-এর আত্মসম্মানবোধের কথাও আমার মনে পড়ে গেল। তিনি ছিলেন খুব আত্মমর্যাদার অধিকারী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, আমি খুব লজ্জাবোধ করছি। তাই তিনি চলে গেলেন। আমি যুবায়ের রা.-এর নিকট গিয়ে তাকে বিষয়টি জানালাম। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করাটা যতটা লজ্জাজনক তার চেয়েও বেশি লজ্জাজনক হলো তার সঙ্গে উটে চড়া।[৩৯০]

---

[৩৮৯] *সহিহ বুখারি*, ৩১২৯
[৩৯০] *সহিহ বুখারি*, ৫২২৪; *সহিহ মুসলিম*, ২১৮২

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.[৩৯১]

সচ্ছলতা এবং বিপদ-মুসিবত

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যখন আমাদেরকে বিপদ-মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন আমরা ধৈর্যধারণ করেছি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর যখন আমাদেরকে সচ্ছলতার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন আমরা আর ধৈর্যধারণ করতে পারিনি।[৩৯২]

বিনয়

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. এতটা বিনয় সহকারে চলতেন যে, তার এবং তার গোলামদের মধ্যে পার্থক্যই করা যেত না।[৩৯৩]

সকল কল্যাণ দুনিয়াতেই পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর কাছে একবার খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি বলেন, আহ! মুসআব ইবনে উমাইর শাহাদাত বরণ করেছেন, তিনি তো ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। তাকে কাফন দেওয়ার মতো তখন একটি চাদরমাত্র ছিল।

---

[৩৯১] আবদুর রহমান ইবনে আওফ আয-যুহরি আল-কুরাইশি। শুরুলগ্নে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি দুইবার হিজরত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সৌভাগ্যবান সেই ১০ জনের একজন যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য উমর রা. ছয় সদস্যের যে কমিটি গঠন করে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন। একাধিকবার তিনি নিজের অর্ধেক সম্পদ সদকা করে দিয়েছেন। এক সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পেছনে ফজরের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেছেন। ৩২ হিজরি সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[৩৯২] *সুনানে তিরমিজি*, ২৪৬৪

[৩৯৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৫৭

হামজা শাহাদাত বরণ করেছেন আর তিনি তো ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম, কিন্তু তাকে কাফন দেওয়ার জন্য কেবল একটি চাদর ছিল। তাদের এমন অবস্থা আর আমার এত উন্নত অবস্থা দেখে আশঙ্কা হয়, না জানি আমাদের উত্তম নেয়ামতসমূহ দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই বলে তিনি কান্না করতে থাকেন।[৩৯৪]

[৩৯৪] *সহিহ বুখারি*, ১২৭৪

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.[৩৯৫]

সন্তানের প্রতি হজরত সাদ রা.-এর অসিয়ত

হজরত সাদ রা. নিজ ছেলেকে অসিয়ত করে বলেন, হে বৎস! জেনে রাখো, তোমার প্রতি আমার চেয়ে উত্তম হিতাকাঙ্ক্ষী আর কাউকে হয়তো তুমি পাবে না। তাই আমার উপদেশগুলো ভালো করে স্মরণ রাখবে। যখন নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করবে তখন উত্তমভাবে অজু করবে। এমনভাবে নামাজ আদায় করবে যে, মনে হবে এটাই হচ্ছে তোমার জীবনের সর্বশেষ নামাজ। সাবধান! লোভ-লালসা রাখবে না, কারণ তা হলো উপস্থিত দারিদ্র্য। মানুষের অর্থসম্পদের প্রতি কোনো ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখবে না, এ নিরাশাই হলো ধনাঢ্যতা। এমন কোনো কথা বলবে না বা এমন কোনো কাজ করবে না, যে কারণে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হয়।[৩৯৬]

ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-কে (জঙ্গে সিফফিনের সময়) একদিন বলা হলো, আপনি তো হজরত উমর রা.-এর গঠন করে যাওয়া পরামর্শ কমিটির একজন, তাই এই খেলাফতের বিষয়ে অন্যদের তুলনায় তো আপনার হকই বেশি। আপনি কি এ হকের জন্য লড়াই করবেন না? তিনি উত্তরে বলেন, আমি

---

[৩৯৫] সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস আল-কুরাশি আয-যুহরি। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর মূল নাম হলো মালেক ইবনে উহাইব ইবনে আবদে মানাফ। শুরুলগ্নে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর। তিনি সৌভাগ্যবান সেই ১০ জনের একজন যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। উমর রা. পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয়জন সদস্যের যে কমিটি গঠন করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন। তিনি সেই মহান ব্যক্তি যিনি প্রথম আল্লাহর রাস্তায় তির নিক্ষেপের গৌরব অর্জন করেছেন। অহুদযুদ্ধের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন, তোমার প্রতি আমার মাতাপিতা উৎসর্গ হোক। তিনি বদর ও হুদাইবিয়াসহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ৫৫ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জনের মধ্যে তিনি সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেছেন।

[৩৯৬] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২২৭

ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করব না যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকট এমন এক তরবারি নিয়ে আসবে যার রয়েছে দুটি চোখ, একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট। যা মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। যদি এমন তরবারি আনতে পারো, তাহলে অবশ্যই আমি লড়াই করব। আর শোনো, কীভাবে লড়াই করতে হয়, তা আমি ভালো করেই জানি।[৩৯৭]

তা আমাদের দ্বীন-ধর্মে প্রভাব ফেলেনি

হজরত খালিদ এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর মধ্যে একবার কিছুটা উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছিল একবার। এরপর এক ব্যক্তি হজরত সাদ রা.-এর কাছে হজরত খালিদ রা.-এর দোষচর্চা করতে থাকে। তখন হজরত সাদ রা. বলেন, আমাদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটেছে তা আমাদের দ্বীন-ধর্মে প্রভাব ফেলার মতো নয়।[৩৯৮]

অহংকার

হজরত সাদ রা. নিজ ছেলেকে বলেন, হে বৎস! অহংকার থেকে বেঁচে থাকবে। আর মানুষ কীভাবেই-বা অহংকার করতে পারে, অথচ তার সৃষ্টি হয়েছে এক ফোঁটা বীর্য থেকে।[৩৯৯]

অল্পেতুষ্টি

হজরত সাদ রা. তার ছেলেকে বলেন, হে বৎস! যদি তুমি ধনাঢ্যতা চাও তাহলে তা অল্পেতুষ্টির মধ্যে তালাশ করো। কারণ অল্পেতুষ্টি এমন এক সম্পদ, যা কখনো শেষ হওয়ার নয়। সাবধান! লোভ-লালসা করবে না। কারণ তা উপস্থিত দারিদ্র্য। কারও থেকে কখনো কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা রাখবে না। কারণ তুমি যে বিষয়ে মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে আল্লাহ অবশ্যই তার প্রতি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। সে বিষয়ের প্রয়োজন তোমার হবে না।[৪০০]

হাদিসে বর্ণিত দুআ

হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. তার এক ভাতিজাকে এই বলে তালবিয়া পাঠ করতে শোনেন যে,

---

[৩৯৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৯৫
[৩৯৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/১৮৯
[৩৯৯] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১৮৫
[৪০০] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৬৪

لبيك يا ذا المعارج.

হে ঊর্ধ্বজগতের সত্তা, আমি উপস্থিত।

হজরত সাদ রা. তখন বলেন, এটা ঠিক যে, তিনি ঊর্ধ্বজগতের সত্তা, তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা এভাবে তালবিয়া পাঠ করিনি। আমরা তখন কেবল বলতাম,

لبيك اللّٰهُمَّ لبيك.

হে আল্লাহ! আমরা হাজির, আমরা উপস্থিত।[৪০১]

ফিতনার সময় পথ সুস্পষ্ট থাকা

হজরত মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-কে বিদ্রোহের জন্য বলা হলে তিনি বলেন, না, এমনটা হতে পারে না। তবে যদি তোমরা আমাকে এমন কোনো তরবারি এনে দিতে পারো, যার থাকবে দুটি চোখ এবং একটি জিহ্বা, যার সাহায্যে সে বলবে যে, অমুক কাফের আর অমুক মুমিন, তাহলে আমি রাজি আছি। তখন আমি তার বর্ণনা অনুযায়ী কাফেরকে হত্যা করব আর মুমিনকে ছেড়ে দেবো।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই সম্প্রদায়ের মতো, যারা সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের আলোকে পথ চলছিল। এরই মধ্যে একসময় ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হওয়া শুরু করে। আকাশ ঘোর আঁধারে ছেয়ে যায়। তখন তারা রাস্তা ভুলে যায়। একদল বলে, আমাদের রাস্তা ছিল ডানদিকে। এ বলে তারা সেদিকে চলতে শুরু করে। চলতে চলতে একপর্যায়ে তারা সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। কেউ বলে আমাদের রাস্তা ছিল বামদিকে। এ বলে তারা সেদিকে চলতে থাকে এবং সঠিক রাস্তা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। পক্ষান্তরে আরেকদল লোক সেই ঝড়ো হাওয়ার সময় পূর্বের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাস থেমে যাওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে থাকে। বাতাস থেমে গেলে রাস্তাঘাট পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তারা পথ চলতে থাকে।[৪০২]

---

[৪০১] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৪/১৯৯

[৪০২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/৩৩৪-৩৩৫

আল্লাহ তাআলার ফয়সালাই হলো সর্বোত্তম

হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একবার মক্কায় গমন করেন। ততদিনে তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে এসেছিল। মক্কায় লোকেরা তখন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সকলেই তার কাছে দুআ কামনা করতে থাকে। তিনি প্রত্যেকের জন্য দুআ করতে থাকেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়াত অর্থাৎ তার দুআ কবুল হতো।

আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব বলেন, আমি তখন ছোট বালক ছিলাম। তাকে আমি আমার পরিচয় বলি। তিনি চিনতে পেরে বলেন, তুমি কি মক্কার কারি? আমি তখন তাকে বললাম, হে চাচাজান! আপনি তো মানুষের জন্য দুআ করেন, কিন্তু কেন নিজের জন্য দুআ করেন না, তাহলে তো আল্লাহ আপনার চোখদুটি ফিরিয়ে দিতেন? এ কথা শুনে তিনি মুচকি হেসে বলেন, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার চেয়ে তা না থাকার ওপরই আমি বেশি খুশি। কেননা এটা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা।[৪০৩]

---

[৪০৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/২৪৮

সাইদ ইবনে যায়েদ রা.[৪০৪]

সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব

সাইদ ইবনে যায়েদ রা. এক ব্যক্তিকে সাহাবায়ে কেরামকে গালি দিতে শুনে বলেন, তুমি এই কথা বলছ, অথচ তাদের কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে সামান্য সময় উপস্থিত হয়ে যে পরিমাণ সাওয়াবের অধিকারী হয়েছেন তা তোমাদের কেউ হজরত নুহ আলাইহিস সালামের মতো দীর্ঘ জীবন পেয়ে সারা জীবন ইবাদত করলেও লাভ করতে পারবে না।[৪০৫]

---

[৪০৪] সাইদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল আল-কুরাইশি আল-আদাবি। তিনি সৌভাগ্যবান সে ১০ জনের একজন, যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। উমর রা.-এর আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সম্পর্কে তিনি উমর রা.-এর চাচাতো ভাই। উমর রা.-এর বোন ফাতেমা রা.-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। অপরদিকে তার বোন আতিকার সাথে উমর রা.-এর বিয়ে হয়েছে। বদর ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। বদরযুদ্ধের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এবং তালহা রা.-কে কুরাইশদের খবরাখবর জানার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। অবশ্য তারা ঠিকই বদরযুদ্ধের সাওয়াব এবং তাতে অর্জিত গনিমতের অংশ লাভ করেছিলেন। দামেশক অবরোধ এবং তার বিজয়াভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু উবাইদ তাকে এখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। সে সুবাদে তিনি ছিলেন দামেশকের প্রথম কোনো গভর্নর। নিজের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে উমর রা. তাকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটিতে রাখেননি। ৫১ হিজরিতে তিনি কুফা নগরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। কারও মতে তার মৃত্যু হয়েছে মদিনায়। সে সময় তার বয়স ছিল ৭০-এর চেয়ে কিছু বেশি। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

[৪০৫] *সুনানে আবু দাউদ*, ৪৬৫০

আবু জর গিফারি রা.[৪০৬]

দীর্ঘ সফরের পাথেয়

সুফিয়ান সাওরি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জর গিফারি রা. একদিন কাবা শরিফের নিকট দাঁড়িয়ে বলেন, লোকসকল! আমি হলাম জুনদুব আল-গিফারি। তোমরা এই হিতাকাঙ্ক্ষী দয়ালু ভাইয়ের নিকট চলে এসো। তখন সকলেই তার আশপাশে জড়ো হয়ে যায়। তিনি তাদের উদ্দেশ করে বলেন, আচ্ছা, বলো তো, যদি তোমাদের কেউ কোথাও সফরের ইচ্ছা করে তাহলে কি সে নিজের জন্য উপযোগী এবং পরিমাণমতো পাথেয় সংগ্রহ করবে না? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, তবে শোনো, কেয়ামতের সফর সবচেয়ে দীর্ঘ হবে। অতএব তোমরা সেজন্য এমন পাথেয় গ্রহণ করে নাও, যা তোমাদের উপকারী হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কোন পাথেয় আমাদের জন্য উপকারী হতে পারে? তিনি বলেন, বড় বড় আমল করবে। পরকালের দীর্ঘযাত্রার জন্য কঠিন দিবসে রোজা রাখবে। কবরের বিভীষিকা থেকে বাঁচার জন্য রাতের গভীরে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে থাকবে। অর্থসম্পদ সদকা করবে, তাহলে তুমি কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারবে।

দুনিয়াতে দুটি মজলিস করবে, একটি করবে পরকাল তালাশের জন্য, আরেকটি করবে হালাল রিজিক অনুসন্ধানের জন্য। তৃতীয় কোনো মজলিস করলে তা তোমার ক্ষতির কারণ হবে, উপকার করবে না, ফলে তৃতীয় কোনো মজলিস করতে যাবে না।

---

[৪০৬] আবু জর গিফারি। তার নাম হলো, জুনদুব ইবনে জুনাদা। ইসলামের শুরুর যুগে মক্কাতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে তিনি ছিলেন চতুর্থ কিংবা পঞ্চম কোনো ব্যক্তি। এরপর তিনি চলে গেছেন নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। খন্দকযুদ্ধের পর তিনি হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন। এরপর থেকে সবসময় তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গেই থাকতেন। সফরেও তিনি ছিলেন তার সাথে। একসময় তিনি শামে অবস্থান শুরু করলে তার এবং মুআবিয়া রা.-এর মাঝে কিছুটা মনোমালিন্য তৈরি হয়। উসমান রা. তখন তাকে মদিনায় ডেকে পাঠান। এরপর থেকে তিনি রাবজায় জীবন কাটাতে থাকেন এবং ৩২ হিজরিতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

দুনিয়ায় কেবল দুই দিরহামের ওপর সন্তুষ্ট থেকো। যার একটি দিরহাম তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের পেছনে খরচ করবে, আরেক দিরহাম পরকালের জন্য ব্যয় করবে। তৃতীয় কোনো দিরহাম অন্বেষণ করতে যেয়ো না। তা তোমার কেবল ক্ষতি করবে, উপকার করবে না।

তারপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, হে মানবসকল! দুনিয়ার লোভ-লালসা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিলো। যা নিয়ে লোভ করছ তা তো তোমরা কখনো অর্জনই করতে পারবে না।[৪০৭]

একাকিত্ব

আবু জর রা. বলেন, অসৎসঙ্গের চেয়ে একাকিত্ব অবলম্বনই ভালো। আর একাকিত্বের চেয়ে সৎসঙ্গ ভালো।[৪০৮]

ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা

আবু জর রা. বলেন, হৃদয়ের গভীর থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের ভালোবাসবে, অসহায় ও দরিদ্রদেরকে ভালোবাসবে।

দুশ্চিন্তা নিয়ে দুনিয়ার ঝামেলায় জড়াবে আর ধৈর্যের মাধ্যমে তা থেকে বের হয়ে আসবে।

যে ব্যক্তি এখন ভালো আমল করে যাচ্ছে তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না, সে যেকোনো সময় খারাপ রাস্তায় চলে যেতে পারে এবং খারাপ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তেমনইভাবে যে ব্যক্তি এখন খারাপ রাস্তায় রয়েছে তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যেয়ো না, যেকোনো সময় সে ভালো পথে এসে যেতে পারে এবং ভালো অবস্থায় তার মৃত্যু হতে পারে।

তুমি নিজের নফসের ব্যাপারে যা জানো সেটাই যেন তোমাকে অন্যান্য মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।[৪০৯]

সম্পদের অংশীদার

আবু জর রা. বলেন, তোমার সম্পদে তিন ধরনের অংশীদার রয়েছে। তাকদির, যা তোমার সাথে পরামর্শ করা ছাড়াই হয়তো সম্পদের কল্যাণ বয়ে আনবে

---

[৪০৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৪০

[৪০৮] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/২৬১

[৪০৯] বাইহাকি কৃত *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৩৬৫

কিংবা তার অকল্যাণ করে ফেলবে এবং তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে। আরেক অংশীদার হলো, তোমার ওয়ারিশ, যে অপেক্ষা করছে তুমি কখন মারা যাবে আর সে তোমার রেখে যাওয়া সম্পদ ভোগ করবে। আর তৃতীয় নম্বর অংশীদার হলো, তুমি নিজে, যদি তুমি অন্য দু-অংশীদারের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থানে থাকতে চাও তাহলে সম্পদকে সেভাবে ব্যয় করো, আল্লাহ তাআলা যেভাবে তা ব্যয় করতে বলেছেন।

﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

> কস্মিনকালেও তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করো। (সুরা আলে ইমরান, ৯২)

শোনো, এই উটই হলো আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। তাই আমি একে পরকালের পাথেয় হিসাবে খরচ করতে চাই।[৪১০]

বিষয় দুটি কতই-না অপছন্দনীয়

আবু জর রা. বলেন, মানুষ তো জন্মগ্রহণ করেই মৃত্যুর জন্য। নির্মাণ করেই ধ্বংসের জন্য। তারা এমন বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে, যা একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এমন সব বিষয় ফেলে রাখে, যা হবে চিরস্থায়ী। আফসোস! মৃত্যু ও দারিদ্র্য বিষয় দুটি তাদের নিকট কতই-না অপছন্দনীয়।[৪১১]

রাজদরবারে যাওয়া

আবু জর রা. বলেন, কখনো রাজাবাদশাদের দরবারে যাবে না। কারণ তাদের কাছ থেকে যতটুকু দুনিয়া তুমি অর্জন করতে পারবে তারা তোমার থেকে তার চেয়েও আরও বেশি পরিমাণে তোমার দ্বীন-ধর্ম হরণ করে নেবে।[৪১২]

সামান্য দুআ

আবু জর রা. বলেন, খাবারের মধ্যে যতটুকু লবণ হলে যথেষ্ট হয়ে যায়, পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীর জন্য ততটুকু দুআ করাই যথেষ্ট।[৪১৩]

---

[৪১০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৩৮; *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩০১

[৪১১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৩৮

[৪১২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/২২৪

[৪১৩] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩০২; *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/১৬৪

সামান্য সম্পদের প্রতি ঈর্ষা

আবু জর রা. বলেন, শীঘ্রই সময় চলে আসবে যখন মানুষ ছোট্ট পরিবার এবং সামান্য সম্পদ নিয়ে তেমন ঈর্ষা করতে থাকবে যেমন এখন বিশাল পরিবারের প্রধানের প্রতি ঈর্ষা করা হয়ে থাকে।[৪১৪]

সৎসঙ্গী

আবু জর রা. বলেন, একাকী থাকার চেয়ে সৎসঙ্গী উত্তম। আর একাকিত্ব অসৎসঙ্গীর চেয়ে উত্তম। উত্তম বিষয় লিপিবদ্ধকারী ব্যক্তি চুপ করে বসে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। আর চুপ করে বসে থাকা ব্যক্তি খারাপ বিষয় লিপিবদ্ধকারীর চেয়ে উত্তম। অর্থসম্পদ কোথাও সিলগালা করে রাখার চেয়ে উত্তম হলো তা বিশ্বস্ত কারও নিকট আমানত রাখা। আর অবিশ্বস্ত কারও নিকট সম্পদ রাখার চেয়ে উত্তম হলো তা সিলগালা করে রাখা।[৪১৫]

যদি তোমরা জানতে

আবু জর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ-ফুর্তি করতে না। নিশ্চিন্তে বিছানার ওপর ঘুমাতে না। আল্লাহর কসম! আমি তো কামনা করি আল্লাহ যদি আমাকে কোনো গাছ বানাতেন, যা একসময় কেটে ফেলা হতো এবং তার ফল সাবাড় করে ফেলা হতো।[৪১৬]

কঠিন হিসাব

আবু জর রা. বলেন, দুই দিরহামের মালিকের হিসাব ওই ব্যক্তির চেয়ে আরও কঠিন হবে, যে মাত্র এক দিরহামের মালিক।[৪১৭]

আমার নফস হলো আমার বাহন

এক ব্যক্তি হজরত আবু জর রা.-কে বাড়ি বানাতে দেখে জিজ্ঞেস করে, আপনি কী করতে চাচ্ছেন? আবু জর রা. বলেন, আমি ঘুমানোর একটা জায়গা করছি।

---

[৪১৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৩৯
[৪১৫] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩০৩
[৪১৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৩৯
[৪১৭] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৮৪

কারণ আমার এই নফস হলো আমার বাহন, যদি আমি তার প্রতি কোমলতা না করি, তাহলে সে আমাকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবে না।[৪১৮]

অধিকাংশ মানুষের অবস্থা

আবু জর রা. বলেন, লক্ষ করে দেখুন, মানুষের অবস্থা এখন আর ভালো নেই। তাদের মধ্যে কল্যাণ নেই। তবে সেসব লোকের কথা ভিন্ন, যারা খোদাভীরু কিংবা তাওবাকারী।[৪১৯]

চিঠি

নাফে আত-তাহি বলেন, আমি একবার আবু জর রা.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম তখন তিনি আমাকে বলেন, আপনি কোত্থেকে এসেছেন? আমি বললাম, আমার বাড়ি ইরাকে। তিনি এরপর জিজ্ঞেস করেন, তাহলে কি আপনি আবদুল্লাহ ইবনে আমেরকে চেনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, চিনি। তিনি তখন বলেন, সে একসময় আমার সাথে থাকত, আমার সাথে ওঠাবসা করত, কিন্তু এরপর সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমাকে ছেড়ে চলে যায়। তাই আপনি বসরা গিয়ে তার নিকট হাজির হবেন। সে নিশ্চয়ই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে, কী প্রয়োজনে এসেছেন? আপনি তখন তাকে বলবেন, আমি আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। এরপর তাকে বলবেন, আবু জর গিফারি আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, আমাদের অবস্থা তো এমন হওয়া উচিত যে, আমরা কেবল খেজুর আর পানি খাব। এভাবে অতি সাধারণ জীবনযাপন করব। ব্যস, এটুকুই তাকে বলবেন।

নাফে বলেন, আমি বসরা গিয়ে তার সামনে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কী প্রয়োজনে এসেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমাকে একান্ত কিছু সময় দিন। এরপর আমি তাকে বলি, আবু জর আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। এই কথা শোনা মাত্রই তার অন্তর বিনম্র হয়ে যায়। এরপর তাকে বলি, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আমরা তো কেবল খেজুর ও পানি খাব আর অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করব।

---

[৪১৮] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৪০
[৪১৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৩৯

নাকে বলেন, এ কথা শুনে তিনি গলাবন্ধের মধ্যে মাথা প্রবেশ করিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন।[৪২০]

প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়

শামের গভর্নর হাবিব ইবনে মাসলামা হজরত আবু জর রা.-এর নিকট ৩০০ দিনার পাঠিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন। আবু জর রা. তার উত্তরে দিনারগুলো নিয়ে আগমনকারী লোককে বলেন, এগুলো নিয়ে হাবিবের কাছেই ফিরে যাও। আমাদের জন্য তো যথেষ্ট কেবল সামান্য ছায়া, যার নিচে আমরা আশ্রয় নেব এবং একপাল মেষ, যার দুধ আমরা গ্রহণ করব আর সেই দাসী, যে নিজ অনুগ্রহে আমাদের সেবাযত্ন করবে। এই দিনার গ্রহণ করার ক্ষেত্রেই তো আমার আশঙ্কা হয়, এগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে গেল কি না।[৪২১]

জাহান্নামের পুল

আবু আসমা আর-রাহাবি বলেন, আবু জর রা. যখন রবজায় থাকতেন তখন আমি একবার তার নিকট গিয়েছিলাম। সে সময় তার কাছে ছিল কালো এক মহিলা। যে ছিল তার স্ত্রী। মহিলাটির অবস্থা ছিল ধূলিমলিন। তার শরীরে উত্তম রঙিন কাপড় বা সুগন্ধির কোনো চিহ্ন ছিল না। আবু জর রা. তখন তার স্ত্রীকে দেখিয়ে বলেন, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না এই কালো মহিলাটি আমাকে কী করতে বলছে? সে আমাকে ইরাক যেতে বলছে। অথচ ইরাকে গেলে লোকেরা আমার নিকট তাদের দুনিয়া এবং অর্থসম্পদ ঢেলে দেবে। কিন্তু আমি তা করব না। কারণ আমার বন্ধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, জাহান্নামের আগে রয়েছে এমন এক রাস্তা, যাতে বহু মানুষের পদস্খলন ঘটবে। যদি আমরা বহনযোগ্য হালকা বোঝা নিয়ে এ রাস্তা পার হতে পারি, তাহলে তো নিশ্চয়ই সেটা ওই অবস্থা থেকে উত্তম হবে, যখন তা পাড়ি দিতে গিয়ে আমাদের কাঁধে থাকবে বিশাল ভারী বোঝা।[৪২২]

ইলম গোপন করব না

এক ব্যক্তি হজরত আবু জর রা.-এর নিকট এসে বলে, হজরত উসমান রা.-এর জাকাত উসুলকারীরা জাকাত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করে

---

[৪২০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩০২

[৪২১] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩০৩

[৪২২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৩৬

থাকে। তারা আমাদের যে পরিমাণ সম্পদ বাড়তি নিয়ে যায়, আমরা কি তা লুকিয়ে রাখতে পারব? হজরত আবু জর রা. উত্তরে বলেন, না; বরং তা যথাস্থানেই রাখবে আর তাদেরকে বলে দেবে, যতটুকু আপনাদের অধিকার ততটুকু গ্রহণ করুন, এর চেয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করবেন না। যদি আপনারা সীমালঙ্ঘন করেন, তাহলে কেয়ামতের দিন এর হিসাব দিতে হবে।

হজরত আবু জর রা. যখন এ উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন তার নিকট কুরাইশের এক যুবক উপস্থিত ছিল। সে তখন বলে ওঠে, আমিরুল মুমিনিন না আপনাকে ফতোয়া প্রদান করতে নিষেধ করেছেন? আবু জর রা. বলেন, তুমি বুঝি আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছ? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! যদি তোমরা আমার গর্দানের ওপর তলোয়ার রাখো আর তা দিয়ে আমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করো, তাহলে তলোয়ারের আঘাত গর্দান পড়ার মধ্যে যতটুকু সময় পাওয়া যাবে তার মধ্যেই যদি আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রবণ করা কোনো বিষয় বলতে সক্ষম হই, তাহলে অবশ্যই তা বলে যাব।[৪২৩]

দুটি প্রজন্মের অবস্থা

আবু জর রা. বলেন, এক সময়কার মানুষ ছিল এমন, গাছের মতো যাতে কেবল পাতা ছিল, কিন্তু কোনো কাঁটা ছিল না আর এখনকার মানুষ হয়ে গেছে পুরো উলটো। তাদের অবস্থা এমন, গাছের মতো হয়ে গেছে যাতে কোনো পাতাই নেই; বরং কাঁটা দিয়ে তা ভরা।[৪২৪]

এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর আনুগত্য করে থাকি

এক ব্যক্তি হজরত আবু জর রা.-কে গালিগালাজ করলে তিনি বলেন, ওহে! তুমি আমাদের গালিগালাজ করো না। মীমাংসার রাস্তা রেখো। কেননা যারা আমাদের ক্ষতি করতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করে আমরা তাদের থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করি না।[৪২৫]

আপনাদের সামানাপত্র কোথায়

এক ব্যক্তি হজরত আবু জর রা.-এর ঘরে প্রবেশ করে চারদিকে নজর বুলাতে থাকে। তারপর সে বলে, হায় আবু জর! আপনাদের ঘরের আসবাবপত্র

---

[৪২৩] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া,* ১/১৩৬
[৪২৪] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন,* ২/১৯৭
[৪২৫] *আল-ইকদুল ফারিদ,* ২/১২৪

কোথায়? আবু জর রা. বলেন, আমাদের জন্য তো রয়েছে এমন এক ঘর, যেখানে আমরা আমাদের উত্তম মালসামানা জমা করে থাকি (অর্থাৎ আমাদের জন্য পরকালীন নিবাস রয়েছে। যেখানে আমরা নিজেদের আমল পাঠিয়ে থাকি)। ওই লোকটি তখন বলে, সেটা তো বুঝলাম। তবে যতদিন দুনিয়াতে আছেন ততদিন তো অবশ্যই আপনার কিছু সামানাপত্রের প্রয়োজন রয়েছে! হজরত আবু জর রা. বলেন, যিনি ঘরের প্রকৃত মালিক তিনিই তো আমাদেরকে এখানে চিরকাল রাখবেন না।[৪২৬]

আমি তখন গোলাম হয়ে যাব

হজরত উসমান ইবনে আফফান রা. একবার নিজের এক গোলামকে দিয়ে হজরত আবু জর রা.-এর নিকট কিছু অর্থসম্পদ পাঠান। পাঠানোর সময় গোলামকে বলে দেন, আবু জর রা. যদি এ সম্পদ গ্রহণ করেন তবে তুমি স্বাধীন হয়ে যাবে। গোলাম সে সম্পদ নিয়ে হজরত আবু জর রা.-এর নিকট পেশ করে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। গোলাম তখন বলে, হজরত! আপনি যদি তা গ্রহণ করেন তাহলে আমি আজাদ হয়ে যেতে পারব। আবু জর রা. তখন বলেন, বুঝলাম তুমি আজাদ হয়ে যাবে, কিন্তু আমি তখন (উসমান রা.-এর) গোলাম হয়ে যাব।[৪২৭]

যেদিন আমি দরিদ্র হয়ে যাব

আবু জর রা. বলেন, তোমাদেরকে কি আমি সেদিনের কথা জানিয়ে দেবো না, যেদিন আমি দরিদ্র হয়ে যাব? যেদিন আমাকে কবরে রেখে আসা হবে, সেদিন আমি দরিদ্র হয়ে যাব।[৪২৮]

কারা ভালো আর কারা মন্দ

আবু জর রা. বলেন, যারা ঘোড়ার খুর লাগায় আমি তাদের চেয়ে আরও ভালো করে লোকজনকে চিনি। তাদের সর্বোত্তম শ্রেণি হলো, দুনিয়াবিমুখরা আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো, ওই সকল লোকেরা যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়া গ্রহণ করে থাকে।[৪২৯]

---

[৪২৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩০৩
[৪২৭] শারানি কৃত *তানবিল মুগতাররিন*, ১৪৭
[৪২৮] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/৩০৮
[৪২৯] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১৬৯

আকাঙ্ক্ষা

আবু জর রা. বলেন, হায়, যদি আমি কোনো গাছ হতাম, লোকেরা যা কেটে ফেলত!

হায়, যদি আমাকে সৃষ্টিই না করা হতো।[৪৩০]

জ্ঞানের চাদরে আবৃত করা

এক ব্যক্তি এসে হজরত আবু জর রা.-কে বলে, আমি তো ইলম অর্জন করতে চাই, তবে আশঙ্কা হয়, একসময় তা ভুলে যাব এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারব না। তখন তিনি বলেন, মূর্খতার চাদর জড়ানোর চেয়ে উত্তম হলো জ্ঞানের চাদরে নিজেকে আবৃত করে নেওয়া।[৪৩১]

কাঁটাদার ঘাঁটি

আবু জর রা.-এর অতি সাধারণ জীবনযাপনের কারণে তার স্ত্রী উম্মে জর একদিন তাকে তিরস্কার করেন। আবু জর রা. তখন বলেন, উম্মে জর! শোনো, আমাদের সামনে রয়েছে কাঁটাদার এক ঘাঁটি। যে ব্যক্তির বোঝা হালকা হবে সে এ ঘাঁটি ওই ব্যক্তির চেয়ে অতি সহজে পার হতে পারবে যার বোঝা হবে অনেক ভারী।[৪৩২]

---

[৪৩০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৮২
[৪৩১] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৩৮
[৪৩২] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৮৫

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.[৪৩৩]

মাকবুল আমল

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পৃথিবীভরতি স্বর্ণ লাভের তুলনায় আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় হলো এটা জানতে পারা যে, আল্লাহ আমার একটি আমল কবুল করেছেন।[৪৩৪]

আল্লাহর খাজাঞ্চি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, এই কুরআন হলো আল্লাহর খাজাঞ্চি। কেউ যদি এর কিছু শেখার সক্ষমতা রাখে তাহলে যেন তা শিখে নেয়। কারণ যে ঘরে আল্লাহর কিতাবের কিছুই নেই তাতে কল্যাণের কিছু নেই। যে ঘর আল্লাহর কিতাবশূন্য তা এক বিরান ঘরের মতো, আবাদ করার মতো কেউ বিদ্যমান নেই। শয়তান যে ঘরে সুরা বাকারা তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পায় ওই ঘর থেকে সে বের হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, অন্তরগুলো তো পাত্র। এ পাত্রকে তোমরা কুরআন কারিম দিয়ে পূর্ণ করে নাও। অন্যকিছু দিয়ে তা ভরে ফেলো না।[৪৩৫]

---

[৪৩৩] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফেল আল-হুজালি। উপনাম, আবু আবদুর রহমান। তিনি শুরুলগ্নে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। প্রথম সারির সাহাবিদের একজন। হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর মক্কায় চলে আসেন এবং পরে মদিনায় হিজরত করেন। বদর এবং তার পরবর্তী যুদ্ধগুলোয় অংশগ্রহণ করেছেন। সবসময় তিনি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গেই থাকতেন। তার জুতা মোবারক বহন করতেন। তিনি হলেন মুসলিম উম্মাহর বিদগ্ধ ইমাম এবং ফকিহ। বিচক্ষণ, ধীমান আলেমদের একজন। তার থেকে ইলমের এক ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছে। ৩২ হিজরিতে তিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

[৪৩৪] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৬৯৮, ক্রমিক নম্বর, ৮৫০০

[৪৩৫] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১১৯

ইলম ও আমল

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তোমরা প্রথমে ইলম শেখো। তা শেখা হয়ে গেলে সেই অনুযায়ী আমল করো।

তিনি আরও বলেন, দুর্ভোগ হোক ওই ব্যক্তির, যে ইলম অর্জন করে না। আসলে আল্লাহর তাওফিক থাকলে সে ইলম অর্জন করতে পারত।

তেমনই দুর্ভোগ ওই ব্যক্তির জন্য, যে ইলম অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করে না। এই কথাটি তিনি সাতবার বলেছেন।[৪৩৬]

চাটুকারিতা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, লোকেরা দ্বীনসহ ঘর থেকে বের হয় আর দ্বীনহারা হয়ে ঘরে ফিরে আসে। তা এভাবে যে, সে কারও নিকট গিয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, বাহ, আপনি তো এমন হয়ে গেছেন! এত এত মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন!

এতসব চাটুকারিতা করেও যখন সে ওই ব্যক্তি থেকে নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না তখন সে আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।[৪৩৭]

অপছন্দনীয় বিষয় দুটি কতই-না চমৎকার

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মৃত্যু ও দারিদ্র্যকে লোকেরা অপছন্দ করে, কিন্তু তা কতই-না চমৎকার!

আল্লাহর কসম, আমি ধনী হয়ে গেলাম নাকি গরিব রইলাম, তার কোনো পরোয়া আমি করি না। যদি ধনাঢ্যতা অর্জন করি তাহলে এতে দরিদ্র ও প্রয়োজনগ্রস্তদের প্রতি অনুগ্রহের সুযোগ হবে আর যদি দরিদ্র থাকি তাহলে সবরের সুযোগ লাভ করতে পারব।[৪৩৮]

ঈমানের হাকিকত

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের হাকিকত লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে। আর সে ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করতে পারে না, যতক্ষণ ধনাঢ্যতার

---

[৪৩৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১১৯
[৪৩৭] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৯
[৪৩৮] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২০

পরিবর্তে দারিদ্র্য তার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে ওঠে। মর্যাদা লাভের পরিবর্তে বিনয় তার অধিক পছন্দনীয় হয়। এমনকি কেউ তার প্রশংসা করল কি করল না সে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। উভয়টাই তার নিকট সমান মনে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্ররা তার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হারাম উপায়ের ধনাঢ্যতার পরিবর্তে হালাল উপায়ের দারিদ্র্য তার নিকট প্রিয় হবে। আল্লাহর অবাধ্যতা করে মর্যাদা লাভের পরিবর্তে আল্লাহর আনুগত্যের পথের বিনয় তার নিকট পছন্দনীয় হবে। হকের প্রশ্নে তার প্রশংসাকারী ও নিন্দুক সকলেই তার চোখে সমান হবে।[৪৩৯]

ধনাঢ্যতা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহ তোমার জন্য যা বণ্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকবে, তাহলে সবচেয়ে ধনী হতে পারবে। তিনি তোমার ওপর যা হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকবে, তাহলে সবচেয়ে খোদাভীরু হতে পারবে। আল্লাহ তোমার ওপর যা ফরজ করেছেন তা আদায় করবে, তাহলে সবচেয়ে বড় আবেদ হতে পারবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করবে, তাহলে তুমি তার বিশেষ বান্দা হতে পারবে।[৪৪০]

যে যেমন চাষ করে তেমন ফল পায়

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, দিবারাত্রির পালাবদলের মাধ্যমে তোমাদের জীবন সংকুচিত হয়ে আসছে। আর এতে তোমরা যা-কিছু করছ তা সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। জেনে রাখো, এর মধ্যেই হঠাৎ করে মৃত্যু চলে আসবে। কেউ উত্তম বিষয় চাষ করলে সে ভালো ফল লাভ করবে আর কেউ মন্দ কিছু চাষ করলে সে লজ্জা এবং অপমানের ফল লাভ করবে। যেমন চাষ করবে তেমন ফল পাবে।

ধীরগামী কখনো অগ্রগতি করতে পারবে না আর লোভী কখনো সে বিষয় লাভ করতে পারবে না, যেটা তার ভাগ্যে লেখা নেই।

যদি কেউ কোনো কল্যাণ লাভ করে তাহলে সে যেন বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করেছেন আর কেউ কোনো অকল্যাণ থেকে বেঁচে গেলে যেন বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাআলাই তাকে রক্ষা করেছেন।

---

[৪৩৯] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৯
[৪৪০] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, ৫৩-৫৫

মুত্তাকিরা হলো সরদার, ফুকাহায়ে কেরাম হলেন সেনাপতি। তাদের সাথে ওঠাবসার মাধ্যমেই অন্তরের অবস্থার উন্নয়ন ঘটে থাকে।[৪৪১]

বিনয়

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে, আল্লাহ তাকে নিচে নামিয়ে দেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে বিনীত হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে উঁচু করে দেন।

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কপটতা করে বেড়ায়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে সবার সামনে কপট হিসাবেই হাজির করবেন।[৪৪২]

অনর্থক কথাবার্তা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কথা বলার ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বেও সতর্ক করে দিয়েছি। যতটুকু কথা বললে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় ততটুকু কথা বলাই তো যথেষ্ট।[৪৪৩]

অন্তর ও ইহসান

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সৃষ্টিগতভাবে মানুষের অন্তরে সেই ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে তার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকে।[৪৪৪]

সন্তুষ্টি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ঘরে ফিরে পরিবারের লোকদেরকে ভালো অবস্থায় দেখি নাকি কোনো বিপদে আক্রান্ত দেখি, তার কোনো পরোয়া আমি করি না। যে অবস্থায় থাকি না কেন কখনো তার বিপরীত অবস্থায় উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমি করি না। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে অবস্থায়ই রাখেন আমি তাতে সন্তুষ্ট থাকি।)[৪৪৫]

---

[৪৪১] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২০১
[৪৪২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/১৩৮
[৪৪৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন* সূত্রে *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, টীকা, পৃ. ১১৭
[৪৪৪] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, ১৮০
[৪৪৫] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৪

দুনিয়ার যা-কিছু ভালো ছিল তার সব চলে গেছে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, দুনিয়ার যা-কিছু ভালো ছিল তার সব চলে গেছে। এখন কেবল ময়লা-আবর্জনা বাকি আছে। তাই এ অবস্থায় মৃত্যুই প্রতিটি মুসলমানের জন্য তোহফা।[৪৪৬]

মজবুতভাবে দ্বীন আঁকড়ে থাকা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই! কেউ যদি সকাল-সন্ধ্যা ইসলামের ওপর অতিবাহিত করে, তাহলে দুনিয়ার কোনো বিপদই তার জন্য ক্ষতিকর নয়।[৪৪৭]

ঈমানের শেষ সীমানা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তাকওয়া হলো ঈমানের শেষ সীমানা।

সর্বোত্তম দ্বীন হলো, আল্লাহর জিকির থেকে অন্তর খালি না হওয়া।

আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে পৃথিবীর প্রতি যে নির্দেশনা অবতীর্ণ করেছেন, যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকে সে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি জান্নাত কামনা করে সে যেন আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারও তিরস্কারের ভয় না করে।[৪৪৮]

তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যার মধ্যে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে :

১. আল্লাহর হকের কথা জেনে নিজের ওপর তা বাস্তবায়নে বিলম্ব না করা।
২. প্রকাশ্যে যেভাবে উত্তম আমল করে থাকে গোপনেও সেভাবেই তা করা।
৩. আল্লাহর রাস্তায় দান-সদাকা করা।[৪৪৯]

নিকটবর্তীদের দলভুক্ত হওয়া

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বলে, কেয়ামতের দিন আমি ডানপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না; বরং আমি চাই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত

---

[৪৪৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২০
[৪৪৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২০
[৪৪৮] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৮২৬
[৪৪৯] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৮২

বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে। তখন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তির কথা জানি, যে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিতই হতে চায় না। এর মাধ্যমে তিনি নিজেকেই বোঝাচ্ছিলেন।[৪৫০]

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যদি আমাকে জান্নাত-জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করিয়ে বলা হয়, এ দুটির কোনো একটিতে যাওয়া তুমি পছন্দ করো নাকি এখানেই মাটির সাথে মিশে যেতে পছন্দ করো? তাহলে আমি মাটির সাথে মিশে যাওয়াটাই পছন্দ করব।[৪৫১]

ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তোমরা তা শিখে নাও।[৪৫২]

মৃতদের প্রতি সদাচরণ

মৃতদের প্রতি সদাচরণের একটি পন্থা হলো, মৃত পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা।[৪৫৩]

কুফরির চাবিকাঠি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবুয়তের পর কুফরির একমাত্র চাবি হলো, তাকদিরকে অস্বীকার করা।[৪৫৪]

সুন্নতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবনের জন্য গভীর চিন্তাভাবনা করার পরিবর্তে উত্তম হলো, সুন্নতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।[৪৫৫]

---

[৪৫০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৯৮
[৪৫১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২১
[৪৫২] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৮৩
[৪৫৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১৫৭
[৪৫৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/২০৭
[৪৫৫] *আল-ইসতিকামা*, ১/২৫৫

নফসের চাহিদা অনুশোচনা তৈরি করে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সত্য অনেক ভারী ও তিক্ত। আর বাতিল বেশ হালকা, মহামারির মতো তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। নফসের এমন বহু চাহিদা রয়েছে যা ব্যক্তিকে দীর্ঘ অনুশোচনায় ফেলে দিয়ে থাকে।[৪৫৬]

অন্তরের কুমন্ত্রণা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, অন্তরের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকবে। তোমার অন্তরে কোনো বিষয়ের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে সেটাও দূরে ছুড়ে ফেলবে।[৪৫৭]

ভালোকে ভালো বলে জানা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, যে সৎকাজের আদেশ করে না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না।

তিনি আরও বলেন, বরং সেই ব্যক্তিও ধ্বংস হয়ে গেছে, অন্তর থেকে যে ভালোকে ভালো বলে মনে করে না এবং মন্দকে আপত্তিকর ভাবে না।[৪৫৮]

প্রশস্ততার জন্য দুআ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়াকে আমার জন্য প্রশস্ত করে দিন। তবে এ ব্যাপারে আমাকে বিমুখ করে তুলুন।[৪৫৯]

ধনাঢ্যতা ও কপটতা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পানি যেভাবে উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, ধনাঢ্যতা সেভাবেই অন্তরের মধ্যে কপটতা তৈরি করে।[৪৬০]

মানুষের বিবেকবুদ্ধিতে যা ধরে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কেউ লোকদের সামনে যদি এমন বিষয় আলোচনা করে যা তাদের বিবেকবুদ্ধি ধারণা করতে পারে না, তাহলে সেটা তাদের কতকের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[৪৬১]

---

[৪৫৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২২০
[৪৫৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/১৩৫
[৪৫৮] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২২
[৪৫৯] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৮২
[৪৬০] *আল-ইসতিকামা*, ১/৩০৮

অন্তরের রোগ-ব্যাধি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তোমরা লক্ষ করলে দেখবে, কাফেররা দেহের দিক থেকে অনেক সুস্থ কিন্তু অন্তরের দিক থেকে মৃত, পক্ষান্তরে মুমিনদেরকে দেখতে পাবে অন্তরের দিক থেকে তারা সবচেয়ে সুস্থ আর দেহের দিক থেকে সবচেয়ে অসুস্থ! আল্লাহর কসম, যদি তোমাদের অন্তরগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ে আর দেহগুলো সুস্থ থাকে, তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট কুৎসিত ও নিকৃষ্ট মানুষের চেয়েও হালকা হয়ে যাবে।[৪৬২]

নেককার ব্যক্তিদের বিদায়

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পূর্ববর্তী নেককার ব্যক্তিগণ চলে যাবেন আর রয়ে যাবে কেবল দ্বীনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তিরা। যারা কোনো ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ বলে তাতে আপত্তি জানাবে না।[৪৬৩]

ক্ষমাপ্রার্থনা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কুরআনে এমন দুটি আয়াত রয়েছে যে, যদি কেউ কোনো গুনাহ করে ফেলার পর তা তেলাওয়াত করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আয়াত দুটি হলো,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেশুনে তা করতে থাকে না। (সুরা আলে ইমরান, ১৩৫)

অপর আয়াত হলো,

---

[৪৬১] *আল-ইসতিকামা*, ২/১৬০; *সহিহ মুসলিমের* ভূমিকা।
[৪৬২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২২
[৪৬৩] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২২

﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। (সুরা নিসা, ১১০)[৪৬৪]

অন্বেষণের মাধ্যমে ইলম অর্জিত হয়ে থাকে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কেউই তো আলেম হয়ে জন্ম নেয় না; বরং অন্বেষণের মাধ্যমে ইলম অর্জন করে আলেম হয়।[৪৬৫]

ঘরেই যেন আপনার বিচরণ সীমাবদ্ধ থাকে

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বলে, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি উত্তরে বলেন, ঘরেই আপনার বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখুন, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং গুনাহের কথা স্মরণ করে কান্না করুন।[৪৬৬]

ইয়াকিন ও সন্তুষ্টি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহর প্রতি ইয়াকিনের অংশ হলো, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে না যাওয়া। আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত রিজিকের ব্যাপারে কোনো মানুষের প্রশংসা না করা। আর আল্লাহ তোমাকে যা দেননি সে কারণে কাউকে তিরস্কার করবে না। কেউ যতই লোভ করুক না কেন সে কখনো আল্লাহর নির্ধারিত রিজিকের অতিরিক্ত লাভ করতে পারবে না এবং কেউ আল্লাহর ফয়সালার প্রতি যতই অসন্তুষ্ট হোক, কখনো তার জন্য নির্ধারিত রিজিক সে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা আপন ইনসাফ, হিকমত, ন্যায়পরায়ণতা এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্টির মধ্যেই সুখশান্তি এবং জীবনের সজীবতা নিহিত রেখেছেন। আর তাঁর প্রতি সন্দেহ এবং তাঁর ফয়সালায় অসন্তোষের মধ্যেই তিনি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা রেখেছেন।[৪৬৭]

---

[৪৬৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৮৫
[৪৬৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৭৩
[৪৬৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২২
[৪৬৭] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৭

শয়তান এবং জিকিরের মজলিস

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, জিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণকারীদেরকে ফিতনায় ফেলার জন্য শয়তান তাদের আশপাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। কিন্তু তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো রাস্তা না পেয়ে সে ওইসব লোকদের নিকট চলে যায় যারা দুনিয়াবি আলোচনায় মত্ত ছিল। তাদের মধ্যে সে বিবাদ লাগিয়ে দেয়। এমনকি একপর্যায়ে তারা পরস্পরে লড়াই শুরু করে দেয়। তখন তাদের সংঘাত রোধ করার জন্য জিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণকারীরা উঠে আসে। তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে চলে যায়। এভাবে জিকিরের মজলিস শূন্য হয়ে যায়।[৪৬৮]

হে মুমিনগণ!

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যখন তুমি আল্লাহ তাআলার এই বাণী শুনতে পাবে যে, তিনি বলছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

হে মুমিনগণ!

তখন তুমি উৎকর্ণ হয়ে উঠো। কারণ তিনি তখন হয়তো কোনো কল্যাণের আদেশ করবেন কিংবা কোনো অকল্যাণ থেকে নিষেধ করবেন।[৪৬৯]

নিজেকেই তিরস্কারের উপযুক্ত করে ফেলে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মানুষ অন্যদেরকে ভালো ভালো কথা বলে, তবে তাদের মধ্যে যার কথা এবং কাজে মিল রয়েছে সেই হলো সবচেয়ে ভাগ্যবান। আর যার কথা ও কাজে মিল নেই, সে মূলত নিজেকেই তিরস্কারের উপযুক্ত করে ফেলে।[৪৭০]

দুনিয়ার ক্ষতিসাধন

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে সে আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে তার

---

[৪৬৮] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৯৬
[৪৬৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১১৯
[৪৭০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৭

দুনিয়া ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যায়। তাই আপনারা এ চিরস্থায়ী জগতের জন্য এই ক্ষণস্থায়ী জগতের ক্ষতিসাধন করুন।[৪৭১]

উপদেশদানের সময়

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সামনে আলোচনা করো যতক্ষণ তারা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে তোমার আলোচনা শ্রবণ করে থাকে। এরপর যখন তাদের মধ্যে ক্লান্তি চলে আসতে দেখবে তখন আলোচনা বন্ধ করে দেবে।[৪৭২]

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি এবং নিজেকে তার ওপর সমর্পণ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, জ্বলন্ত অঙ্গার নেভা পর্যন্ত তা নিয়ে থাকাটা আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে এই কথা বলার চেয়েও উত্তম যে, আফসোস! যদি এমনটি না হতো।[৪৭৩]

ইনসাফ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কেউ যদি নিজের প্রতি ইনসাফ করতে চায় তাহলে সে যেন ওই সকল মানুষের নিকট যায়, যারা চায়, লোকেরা তাদের নিকট আসুক।[৪৭৪]

প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সবচেয়ে সত্য বিষয় হলো, আল্লাহর কিতাব। সবচেয়ে মজবুত বন্ধন হলো তাকওয়াপূর্ণ কথা। সর্বোত্তম ধর্ম হলো মিল্লাতে ইবরাহিম। সবচেয়ে উত্তম সুন্নত হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। সবচেয়ে উত্তম হেদায়েত হলো নবিদের হেদায়েত। সবচেয়ে দামি কথা হলো, আল্লাহর জিকির। সবচেয়ে উত্তম ঘটনা হলো, কুরআন কারিমের ঘটনা। সর্বোত্তম বিষয় হলো, যার পরিণতি ভালো হয়ে থাকে আর সবচেয়ে মন্দ বিষয় হলো ধর্মের মধ্যে যা উদ্ভাবন করা হয়ে থাকে।

প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট এমন কম সম্পদ সেই বেশি থেকে উত্তম, যা মানুষকে বিপথগামী করে ফেলে। কাউকে রক্ষাকারী একটিমাত্র প্রাণ সেই রাষ্ট্র থেকে

---

[৪৭১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২৪
[৪৭২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/১০৪
[৪৭৩] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/১২৭
[৪৭৪] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২২০

উত্তম, যা জনগণের জানমাল রক্ষা করে না। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ক্ষমাপ্রার্থনা হলো, মৃত্যুর সময় যা করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট অনুশোচনা হলো, কেয়ামতের দিন লোকেরা যে অনুশোচনায় লিপ্ত হবে।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট পথভ্রষ্টতা হলো, হেদায়েত লাভের পর যা হয়ে থাকে। সর্বোত্তম সচ্ছলতা হলো, মনের সচ্ছলতা।

সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। মানুষের অন্তরে সর্বোত্তম যে বিষয় ঢেলে দেওয়া হয়েছে, তা হলো ইয়াকিন এবং কুফরের প্রতি সন্দেহ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট অন্ধত্ব হলো অন্তর অন্ধ হয়ে যাওয়া। মদ হলো সকল পাপের মূল। নারীরা হলো শয়তানের টোপ। যৌবন একপ্রকার উন্মাদনা। বিলাপ করা হলো জাহেলি কাজ।

এমন বহু মানুষ রয়েছে যারা সময়ের শেষ দিকে জুমার নামাজে আসে আর ঠিকমতো আল্লাহর ইবাদত করে না।

সবচেয়ে মারাত্মক পাপ হলো মিথ্যা বলা। মুমিনকে গালি দেওয়া ফাসেকি আর তাকে হত্যা করা কুফরি। তার জীবনের মতোই তার অর্থসম্পদ মূল্যবান।

যে ব্যক্তি মানুষকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আর যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ তাআলা তাকে তার প্রতিদান দান করেন।

যে ব্যক্তি বিপদ-মুসিবতের ওপর ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে এর বদলা দান করেন।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপার্জন হলো, সুদের মাধ্যমে যা উপার্জন করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হলো, আত্মসাৎকৃত এতিমের অর্থসম্পদ।

সৌভাগ্যবান তো সেই ব্যক্তি যে অন্যের মাধ্যমেই সংশোধিত হয়ে যায়। আর হতভাগা হলো, মায়ের পেটে থাকতেই হতভাগা হিসাবে যার নাম উঠে যায়।

পরিণাম হলো, সকল কাজের মূল।

সর্বোত্তম মৃত্যু হলো, শহিদি মৃত্যু।

যে ব্যক্তি বিপদ-আপদের পরিচয় লাভ করতে পারে সে তার ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারে। আর যে বিপদকে চেনে না, সে তাকে মেনে নিতে পারে না।

যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাকে নিচে নামিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে সে ব্যর্থ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি শয়তানের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর অবাধ্যতায় জড়িয়ে পড়ে আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন।[৪৭৫]

জ্ঞানের ঝরনাধারা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আপনারা হয়ে যান জ্ঞানের ঝরনাধারা ও হেদায়েতের বাতি। ঘরের পাটি (অর্থাৎ সবসময় ঘরে অবস্থান করুন) ও রাতের বাতি। অন্তরের আলোকবর্তিকা। জীর্ণশীর্ণ কাপড় পরিহিত মানুষ। তাহলে আপনারা আকাশের অধিবাসীদের নিকট পরিচিত হয়ে যাবেন। যদিও থাকবেন দুনিয়ার অধিবাসীদের নিকট অপরিচিত।[৪৭৬]

মুমিনের শান্তি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের আগে মুমিন কখনো প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারে না।[৪৭৭]

ইলম ভুলে যাওয়া

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, গুনাহ হলো ইলম ভুলে যাওয়ার এক কারণ।[৪৭৮]

মনের আগ্রহ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মানুষের মন বিভিন্ন সময়ে উদ্যম এবং আগ্রহী অবস্থায় থাকে আবার কোনো কোনো সময় তাতে ক্লান্তি ও অবসাদ তৈরি হয়। মনের সেই উদ্যম ও আগ্রহের অবস্থাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে কাজে লাগাও আর ক্লান্তির সময়ে তাকে ছেড়ে দাও।[৪৭৯]

মানুষের সব সম্পদই ঋণ করা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় সকাল করে যে, সে হয়ে থাকে মেহমান আর তার হাতের সম্পদগুলো হয় ঋণ।

---

[৪৭৫] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/১৩৮; *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২৪
[৪৭৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৮
[৪৭৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২৩
[৪৭৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৮
[৪৭৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২২

এ মেহমানের একসময় বিদায় ঘটে যাবে আর ঋণের সম্পদগুলো প্রকৃত মালিকের নিকট সোপর্দ করে দেওয়া হবে।[৪৮০]

সমৃদ্ধ বাণী

এক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বলে, হে আবু আবদুর রহমান, আমাকে আপনি উপকারী ও সমৃদ্ধ কিছু বিষয় শিখিয়ে দিন। তিনি তখন বলেন, আল্লাহর ইবাদত করবে। তার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। সবসময় কুরআনের সাথেই থাকবে। কেউ তোমার সামনে হক পেশ করলে তা গ্রহণ করবে। যদিও সম্পর্কের দিক থেকে সে হয় তোমার থেকে অনেক দূরের কেউও এবং তোমার ঘৃণার পাত্র। আর কেউ বাতিল বিষয় নিয়ে এলে তা প্রত্যাখ্যান করবে, যদিও সে হয় তোমার প্রিয় ও নিকটবর্তী কেউ।[৪৮১]

জবানের কারাগার

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কথার ভিত্তিতেই মানুষের ওপর বিপদ-আপদ আপতিত হয়ে থাকে।[৪৮২]

ব্যক্তির অন্তর তার ধনভান্ডারের সাথেই থাকে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কেউ যদি তার ধনভান্ডারকে আকাশে রাখতে চায়, যেখানে কোনো পোকামাকড় তা খেতে পারবে না আর কেউ তা চুরিও করতে পারবে না, তাহলে সে যেন তা করে। ব্যক্তির অন্তর তার ধনভান্ডারের সাথেই থাকে।[৪৮৩]

রোজা-নামাজ তো তোমরা বেশিই পড়ো

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের চেয়ে তোমরা অনেক বেশি রোজা রাখো, অনেক দীর্ঘ নামাজ আদায় করো, তাদের চেয়েও তোমরা আরও বেশি চেষ্টা-মুজাহাদা করে থাকো, তবে তা সত্ত্বেও তারাই হলো তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু আবদুর রহমান, কেন এমন পার্থক্য হলো? তিনি বলেন, কারণ

---

[৪৮০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৯
[৪৮১] *হিলয়াতুল আওলিয়া*, ১/১৩৪
[৪৮২] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২০২
[৪৮৩] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২২০

তারা তোমাদের চেয়ে আরও অধিক দুনিয়াবিমুখ এবং পরকালের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী।[৪৮৪]

মৃতদের অনুসরণ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তোমাদের কেউ যেন ধর্মীয় বিষয়ে এমনভাবে কারও অনুসরণ না করে যে, ওই ব্যক্তি ঈমান আনলে সেও ঈমান আনবে আর ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে গেলে সেও কাফের হয়ে যাবে। যদি তোমরা কারও অনুসরণ করতে চাও তাহলে মৃতদের অনুসরণ করবে। কারণ জীবিতরা কখন কোন ধরনের ফিতনায় জড়িয়ে যায় তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।[৪৮৫]

মানুষের সাথে যেভাবে ওঠাবসা করবে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, লোকজনের সাথে আপনারা শারীরিকভাবে ওঠাবসা করবেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন এমন কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাদের থেকে অন্তরের দিক থেকে দূরে থাকবেন। তারা যা চায় সে বিষয়ে তাদের সাথে এমনভাবে সহমত পোষণ করবেন যাতে আপনাদের দ্বীন-ধর্ম ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।[৪৮৬]

সবর ও ইয়াকিন

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সবর হলো ঈমানের অর্ধেক আর ইয়াকিন হলো পূর্ণাঙ্গ ঈমান।[৪৮৭]

কুরআন বহনকারী

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কুরআন কারিম বহনকারীর বৈশিষ্ট্য এমন হওয়া উচিত যে, রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে তখন সে হবে জাগ্রত আর দিনে মানুষ যখন পানাহারে লিপ্ত থাকবে তখন সে হবে উপোস। মানুষ যখন আনন্দ-উল্লাস করবে তখন সে হবে চিন্তামগ্ন আর তারা যখন হাসাহাসি করবে তখন সে থাকবে ক্রন্দনরত। তারা যখন একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনা করবে তখন সে থাকবে নিশ্চুপ-নীরব আর যখন তারা দম্ভ ও অহংকার করবে তখন সে হবে বিনয়ী।

---

[৪৮৪] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/১৩৬
[৪৮৫] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১২৩
[৪৮৬] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ১৮৮
[৪৮৭] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৯৮৫

কুরআন কারিমের অধিকারীকে হতে হবে ক্রন্দনকারী, বিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও সহনশীল। সে হতে পারবে না রূঢ়ভাষী, গাফেল, উচ্চ আওয়াজি, কর্কশভাষী এবং কঠোর স্বভাবের অধিকারী।[৪৮৮]

কর্মশূন্য মানুষ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমার বড় কষ্ট হয় ওই ব্যক্তিকে দেখে, যে না দুনিয়ার কোনো কাজে ব্যস্ত আছে আর না পরকালের কোনো আমল করছে।[৪৮৯]

দরজায় করাঘাত করা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যতক্ষণ তুমি নামাজে আছ ততক্ষণ তুমি তোমার মালিকের দরজায় করাঘাত করছ। আর যে দরজায় করাঘাত করে তার জন্যই দরজা খুলে দেওয়া হয়।[৪৯০]

রাতের মৃত লাশ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সাবধান! আমি যেন আপনাদেরকে রাতে লাশের মতো পড়ে থাকতে না দেখি আর দিনে এখানে-সেখানে আড্ডা দিতে না দেখি।[৪৯১]

ইলম হলো আল্লাহর ভয়ভীতির নাম

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হাদিস বর্ণনার আধিক্য ইলম নয়; বরং ইলম হলো আল্লাহর ভয়ভীতির নাম।[৪৯২]

তিনি আরও বলেন, ইলম হিসাবে আল্লাহর ভয়ভীতিই যথেষ্ট এবং মূর্খতার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহর প্রতি দাম্ভিকতা প্রদর্শন যথেষ্ট।[৪৯৩]

বিষয় তো মাত্র দুটি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, বিষয় হলো দুটি। একটি হলো, হেদায়েত আর অপরটি হলো বাণী। সর্বোত্তম বাণী হলো, আল্লাহর কালাম আর সর্বোত্তম

---

[৪৮৮] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২০২
[৪৮৯] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৭৭৫
[৪৯০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৮
[৪৯১] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/১৩০
[৪৯২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/১৩১
[৪৯৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/২০২

হেদায়েত হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেদায়েত। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো, দ্বীনের মধ্যে যা নতুনভাবে উদ্ভাবন করা হয়। নিশ্চয়ই প্রতিটি নবোদ্ভাবিত বিষয় হলো বিদআত।

মৃত্যু যেন আপনাদের নিকট দূরবর্তী মনে না হয়। আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন আপনাদেরকে পরকালের কথা ভুলিয়ে না দেয়। কারণ ভবিষ্যতে যা-কিছু ঘটবে তার সবগুলোই নিকটবর্তী। আর যা কখনো সংঘটিত হবে না সেটাই হলো দূরবর্তী।

জেনে রাখুন, হতভাগা হলো ওই ব্যক্তি, মায়ের পেটে থাকতেই যার হতভাগা হওয়ার ফয়সালা করা হয়ে যায়। আর সৌভাগ্যবান হলো ওই ব্যক্তি, যে অন্যের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করে।

মুসলমানকে হত্যা করা কুফরি আর তাকে গালি দেওয়া ফাসেকি। কোনো মুসলমানের জন্য নিজের কোনো ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়। এরই মধ্যে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে উচিত হলো, তাকে সালাম দেওয়া আর সে আহ্বান করলে তার ডাকে সাড়া দেওয়া। সে অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে দেখতে যাওয়া।

জেনে রাখুন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট রাস্তা হলো মিথ্যার রাস্তা। মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় আর পাপাচার তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। পক্ষান্তরে সত্য বিষয় ব্যক্তিকে কল্যাণের পথ দেখায় আর কল্যাণ দেখায় জান্নাতের পথ। সত্যবাদীর ব্যাপারে লোকেরা বলে থাকে, সে তো সত্য বলে এবং ভালো কাজ করে আর পাপাচারীর ব্যাপারে লোকেরা বলে থাকে, সে তো মিথ্যা বলে এবং পাপাচার করে বেড়ায়।

জেনে রাখুন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, সবসময় সত্য বলতে বলতে আল্লাহ তাআলার নিকট সত্যবাদী হিসাবে ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায় আর যে মিথ্যা বলে, মিথ্যা বলতে বলতে আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

আমি কি আপনাদেরকে বলব, মিথ্যা ও অপবাদ কাকে বলে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, বলুন। তিনি বলেন, তা হলো চোগলখোরি করা, যার ফলে মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়।[৪৯৪]

[৪৯৪] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৫

জালেমকে সাহায্য করা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি জুলুমের ক্ষেত্রে জালেমকে সাহায্য করে কিংবা জালেমকে এমন কোনো দলিল সংগ্রহ করে দেয় যার ফলে সে কোনো মুসলমানের হক আত্মসাৎ করার সুযোগ পায়, তাহলে সে আল্লাহর গজবের উপযুক্ত হয়ে যায়।[৪৯৫]

সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের কাপড়চোপড় ছিল তোমাদের চেয়েও অমসৃণ, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল তোমাদের চেয়েও কোমল। আর শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে, যার অধিবাসীদের কাপড়চোপড় হবে অত্যন্ত মসৃণ ও মোলায়েম আর তাদের অন্তরগুলো হবে পাষাণ।[৪৯৬]

ধনভান্ডার কোথায় রাখা হবে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, বুদ্ধিমান কে? তার পরিচয় কী? তিনি বলেন, যে তার ধনসম্পদ এমন জায়গায় রেখেছে যেখানে কোনো পোকামাকড় তা নষ্ট করতে পারবে না। আর চোর-ডাকাতদের হাত সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। অর্থাৎ যে আল্লাহর জন্য আমল করে জান্নাতে ধনভান্ডার গড়ে তোলে সেই হলো বুদ্ধিমান।[৪৯৭]

ইলমের মর্যাদা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ইলম উঠিয়ে নেওয়া এবং আলেমদের মৃত্যুর পূর্বেই তোমরা ইলম শিখে নাও। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! যারা আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকে তারা আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আলেম হিসাবে কেয়ামতের দিন ওঠাতেন!

আলেমদের মহান মর্যাদার কারণেই তারা এমনটি কামনা করবেন। আর এটা তো স্পষ্ট যে, কেউ মায়ের পেট থেকে আলেম হয়ে জন্মায় না; বরং অন্বেষণের মাধ্যমেই ইলম অর্জন করতে হয়।[৪৯৮]

---

[৪৯৫] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ৩৩
[৪৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
[৪৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
[৪৯৮] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১৫

আমল করার জন্য কুরআন কারিম অবতীর্ণ করা হয়েছে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমল করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাই কুরআনের পঠনপাঠনকে তোমরা নিজেদের ব্যস্ততা হিসাবে গ্রহণ করো। শীঘ্রই এমন এক সম্প্রদায় আসবে, যারা তিরের মতো সোজা করে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা লাভ করবে, কিন্তু জেনে রাখো, তারা তোমাদের উত্তম মানুষ নয়। যে ব্যক্তি আলেম হয়েছে বটে কিন্তু আমল করে না, সে হলো ওই অসুস্থ ব্যক্তির মতো, যে ওষুধপত্রের বিবরণ ভালো করেই জানে কিন্তু তা গ্রহণ করে না। তেমনইভাবে সে হলো ওই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো, যে খাবারের স্বাদ-গুণ বলতে পারে কিন্তু তা জোগাড় করার সামর্থ্য রাখে না। তার ব্যাপারে কুরআন কারিমে বলা হয়েছে,

﴿وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾

তোমরা যা বলছ, তার জন্য তোমাদের দুর্ভোগ। (সুরা আম্বিয়া, ১৮)

সঙ্গী তোমাকে কতটুকু ভালোবাসে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যখন কারও সাথে তোমার পরিচয় ঘটবে তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে না যে, তোমার প্রতি সে কতটুকু ভালোবাসা রাখে; বরং লক্ষ করবে তার প্রতি তুমি কতটুকু টান অনুভব করো। কারণ সে তোমার প্রতি যতটুকু টান অনুভব করবে তোমার মধ্যে তার প্রতি ততটুকু টানই থাকবে।[৪৯৯]

মৃত্যু তার পেছনে দাঁড়িয়ে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য হই যে, হাসিতামাশা করছে আর তার পেছনেই অপেক্ষা করছে জাহান্নাম। আর আমি আনন্দে উৎফুল্ল সেই ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য হই, যার পেছনে অপেক্ষা করছে মৃত্যু।[৫০০]

মৃত্যুর তোহফা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, দুনিয়ার নির্মল বিষয়গুলো বিদায় নিয়ে নিয়েছে, এখন কেবল ময়লা-আবর্জনা বাকি আছে। তাই প্রতিটি মুসলমানের জন্য মৃত্যু এখন হয়ে গেছে এক তোহফা।[৫০১]

---

[৪৯৯] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ২৫
[৫০০] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ২৬
[৫০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

দুনিয়ার জন্য ইলম শেখা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, শীঘ্রই সেই যুগ চলে আসবে যখন অন্তরের মিষ্টতা মানুষের কাছে লবণাক্ত মনে হবে। সে সময় না আলেম আর না ছাত্র, কেউই ইলমের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে না। আলেমদের অন্তরসমূহ তখন লবণাক্ত জমিনের মতো হয়ে যাবে। আকাশের বৃষ্টির ফোঁটাও তাতে মিষ্টতা তৈরি করতে পারবে না। এই অবস্থা তখন হবে যখন আলেমরা দুনিয়ার লোভ-লালসার প্রতি ঝুঁকে পড়বে। পরকালের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে প্রজ্ঞার ঝরনাধারা ছিনিয়ে নেবেন। তাদের অন্তর থেকে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা নিভিয়ে দেবেন। তখনকার আলেমের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হলে দেখতে পাবে, সে মুখে মুখে তোমাকে বলছে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার কথা, কিন্তু তার কাজকর্মে পাপাচার থাকবে দৃশ্যমান। সেই সময় মানুষের জিহ্বাগুলো হবে অত্যন্ত উর্বর কিন্তু অন্তরগুলো থাকবে বেশ অনুর্বর।

আল্লাহ তাআলার শপথ! যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, এই অবস্থা কেবল এই কারণেই তৈরি হবে যে, তখন শিক্ষকরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পাঠদান করবে না আর ছাত্ররাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শিক্ষাগ্রহণ করবে না।[৫০২]

ফতোয়া এবং আমি জানি না বলা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, লোকদের জিজ্ঞাসিত প্রতিটি বিষয়ে যে ফতোয়া দিয়ে দেয়, নিশ্চয়ই সে একটা পাগল।

তিনি আরও বলেন, আলেমের ঢাল হলো, এই কথা বলা যে, আমি জানি না।[৫০৩]

যুগের পার্থক্য

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, শেষ জামানায় উত্তম পথনির্দেশনা করাটা বহু আমল থেকেও উত্তম।

তিনি আরও বলেন, আপনারা এমন এক যুগে রয়েছেন যে যুগে আপনাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ওই ব্যক্তি, যে বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু

---

[৫০২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/৮৪
[৫০৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/৯১

আপনাদের পরে অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যাতে সর্বোত্তম বলে গণ্য হবে ওই ব্যক্তি, একের পরে এক সন্দেহ-সংশয়ের কারণে যে কোনো বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, আপনারা এখন এমন এক যুগে রয়েছেন, যাতে মানুষের প্রবৃত্তি তাদের ইলমের অনুগত হয়ে চলে আর শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে, যাতে মানুষের ইলম প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে চলবে।[৫০৪]

আলেম, ছাত্র ও মূর্খ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তুমি আলেম হও, নয়তো ছাত্র হও, এর মধ্যবর্তী কিছু হয়ো না। কারণ এর মাঝের শ্রেণির নাম হলো মূর্খ। নিশ্চয়ই ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন, যে আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থেকে ইলম অন্বেষণ করে থাকে।[৫০৫]

প্রজ্ঞা ও রহমত

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সেই মজলিস কতই-না উত্তম যাতে হিকমাহ চর্চা হয়। এমন মজলিসের ওপর তো আল্লাহর রহমত নাজিল হয়ে থাকে।[৫০৬]

রাজদরবারে যাওয়া

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, লোকেরা নিজেদের দ্বীন-ধর্ম নিয়ে রাজাবাদশাদের দরবারে যায় আর বেদ্বীন হয়ে বের হয়ে আসে। তার নিকট এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কারণ ওই ব্যক্তি তখন আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হয়ে বাদশাহর প্রতি তোষামোদ করে থাকে।[৫০৭]

মৃত্যু উত্তম

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ব্যক্তি সদাচারী হোক কিংবা পাপাচারী সর্বাবস্থায় মৃত্যুই হলো তার জন্য কল্যাণকর। যদি সে সদাচারী হয় তাহলে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর এ বাণী,

---

[৫০৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১০৫
[৫০৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৩৫
[৫০৬] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৬০
[৫০৭] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/২২৪

﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ﴾

আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম। (সুরা আলে ইমরান, ১৯৮)

আর যদি সে অসদাচারী হয় তাহলে তার ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী অপেক্ষা করছে,

﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

আমি তো তাদেরকে অবকাশ দিই, যাতে করে তারা আরও বেশি পাপ করতে পারে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (সুরা আলে ইমরান, ১৭৮)[৫০৮]

জবানের কারাগার

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, জবানের জন্য যে পরিমাণ লম্বা কারাগারের প্রয়োজন অন্যকিছুর জন্য তেমন কারাগারের প্রয়োজন নেই।

তিনি আরও বলেন, হে জবান! তুমি ভালো কথা বলো, তাহলে কল্যাণ অর্জন করতে পারবে আর মন্দ বলা থেকে চুপ থাকো, তাহলে নিরাপদ থাকবে এবং লজ্জিত হবে না।[৫০৯]

যে অল্প সম্পদ যথেষ্ট হয়ে যায়

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, প্রতিদিন একজন ফেরেশতা উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে বলেন, হে বনি আদম! যে সামান্য সম্পদ তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় তা সেই অঢেল সম্পদ থেকে উত্তম যা তোমাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়।[৫১০]

বিনয় ও অহংকার

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে বিনীত হয়ে যায় আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি বড়াই করে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে অপমান করবেন।[৫১১]

---

[৫০৮] *তানবিহুল গাফিলিন*, ২৫
[৫০৯] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/২৫১-২৫২
[৫১০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৪

সে নিজের আমল বরবাদ করে দিলো

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এক লোককে বলতে শোনেন যে, আমি গতরাতে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করেছি। তখন তিনি বলেন, লোকদেরকে দেখিয়ে সে নিজের আমলটাকে বরবাদ করে দিলো।[৫১২]

নিরাশা ও অহংকার

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহর ব্যাপারে নৈরাশ্য এবং লোকদের থেকে অহংবোধ, ধ্বংসের জন্য এ দুটিই যথেষ্ট।[৫১৩]

ছাত্ররা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যখন যুবকদেরকে ইলম অর্জন করতে দেখতেন তখন বলতেন, স্বাগত তাদের যারা প্রজ্ঞার ঝরনাধারা, অন্ধকারের আলোকবর্তিকা, যাদের পোশাক-আশাক জীর্ণ এবং পুরাতন কিন্তু তাদের অন্তরগুলো নতুন এবং যারা সমাজের পাপাচারে না জড়িয়ে নিজেদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখে। তারা তো হলো প্রতিটি গোত্রের একেকটি সুগন্ধি ফুল।[৫১৪]

ইলম হলো নামাজ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যিনি ফকিহ হয়ে থাকেন তিনি সবসময় নামাজ আদায় করে থাকেন।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এটা কীভাবে হতে পারে? তিনি উত্তরে বলেন, তার অন্তর ও জিহ্বা সবসময় তো আল্লাহর জিকিরে নিরত থাকে। এভাবেই তিনি সদা নামাজ আদায় করে থাকেন।[৫১৫]

ঈমানের দুটি অংশ রয়েছে

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ঈমানের অর্ধেক অংশ হলো সবর আর বাকি অর্ধেক হলো শোকর।[৫১৬]

---

[৫১১] *তানবিহুল গাফিলিন*, ১৪৩
[৫১২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৯৮
[৫১৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৭৬
[৫১৪] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৬২
[৫১৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৬৩
[৫১৬] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৩১৬

শেষযুগের হাজিদের অবস্থা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, শেষ জামানায় অকারণে হাজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তখন তাদের জন্য হজযাত্রা সহজ হয়ে যাবে। রিজিকে প্রশস্ততা থাকবে। কিন্তু তারা হজ থেকে ফিরবে সম্পূর্ণ বঞ্চিত অবস্থায়। তারা হজের উদ্দেশ্যে সফর করবে বটে কিন্তু পাশেই তাদের প্রতিবেশী বিপদে কাতরাতে থাকবে কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্যও তাকে সমবেদনা জানানোর ফুরসত পাবে না।[৫১৭]

তাওবার দরজা বন্ধ হবে না

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, যার সবগুলোই একসময় খোলা হয় আবার আরেক সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাওবার দরজা কখনো বন্ধ হয় না। তাতে সবসময় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন।[৫১৮]

তিন ও চার

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সত্য। তা হলো,

১. আল্লাহ দুনিয়াতে যাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবেন।

২. যার মধ্যে ইসলাম নেই তার মধ্যে কিছুই নেই।

৩. ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে তার সঙ্গেই সে থাকবে।

আর চতুর্থ বিষয়টা এমন যে, যদি আমি সে ব্যাপারে শপথ করি তাহলে তা ভঙ্গ হবে না। তা হলো, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে কারও পাপ গোপন করলে অবশ্যই পরকালেও তা গোপন করবেন।[৫১৯]

রাজদরবার

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাজদরবারে উটের আস্তাবলের মতো ফিতনা-ফাসাদ রয়েছে। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, তোমরা

---

[৫১৭] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/২২৫
[৫১৮] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/২৪৯
[৫১৯] *তানবিহুল গাফিলিন*, ৩৬৪

তাদের থেকে দুনিয়ার কিছু অর্জন করতে গেলে অবশ্যই তোমাদেরকে অর্জিত দুনিয়ার সমপরিমাণ কিংবা তার দ্বিগুণ দ্বীন বিসর্জন দিতে হবে।[৫২০]

বড়দের থেকে ইলম শিক্ষা করা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মানুষ যতদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং নিজেদের বড়দের থেকে ইলম অর্জন করবে ততদিন তারা কল্যাণের ওপর থাকবে। আর যখন তারা ছোটদের থেকে ইলম-কালাম গ্রহণ শুরু করবে তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, তোমরা ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে যতদিন তোমাদের বড়দের মধ্যে ইলম-কালাম থাকবে। আর যখন এই ইলম তোমাদের ছোটদের নিকট চলে আসবে তখন ছোটরা বড়দেরকে তুচ্ছ মনে করতে থাকবে।[৫২১]

আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তোমাদের কেউ কারও সম্পর্কে জানতে চাইলে উচিত হলো, তার কুরআন কারিমের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা। যদি সে কুরআন কারিমকে ভালোবাসে তাহলে বুঝতে হবে, সে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে। আর যদি সে কুরআনকে ভালো না বাসে তাহলে সে আল্লাহ তাআলাকেও ভালোবাসে না।[৫২২]

ইলম রক্ষা করা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আলেমগণ যদি নিজেদের ইলম রক্ষা করতেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদের তা শিক্ষা দিতেন, তাহলে তারা যুগের নেতৃত্বের আসনে চলে আসতেন। কিন্তু তারা ইলম শিক্ষা দিয়েছেন দুনিয়াদারদের। উদ্দেশ্য ছিল, তাদের থেকে দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিল করা। পরিণামে তারা দুনিয়াদারদের নিকটই লাঞ্ছিত হয়েছেন।[৫২৩]

---

[৫২০] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/২০২
[৫২১] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৯২
[৫২২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/২২৭
[৫২৩] *তানবিহুল গাফিলিন*, ৩৬৫

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং ঈমান আনা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে এই কথা বলা যে, যদি এমন না হতো কিংবা যদি এমন হতো, এ ধরনের কথা বলার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় হলো, জ্বলন্ত অঙ্গার জিহ্বায় নেওয়া। এতে আমার জিহ্বা ঠিক থাকবে নাকি পুড়ে যাবে আমি এর কোনো পরোয়া করব না।[৫২৪]

দারিদ্র্য এবং ধনাঢ্যতা হলো দুটি বাহন

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতা হলো দুটি বাহন, এর কোন বাহনে আমি আরোহণ করলাম আমি তার কোনো পরোয়া করি না। যদি দারিদ্র্য হয় আমার বাহন, তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করব। আর যদি ধনাঢ্যতা হয় বাহন তাহলে আমি আল্লাহর রাস্তায় তা থেকে ব্যয় করব।[৫২৫]

সর্বোত্তম কথা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম আদর্শ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো, দ্বীনের মধ্যে যা উদ্ভাবন করা হয়। জেনে রাখো, তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই চলে আসবে। তোমরা কখনো তার হাত থেকে পলায়ন করতে পারবে না।[৫২৬]

অন্যায় কাজের প্রতি সন্তোষ মনোভাব

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, অন্যায় কাজ না করেও অনেকে অন্যায়কারীর সমপরিমাণ গুনাহগার হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হলো, এটা আবার কীভাবে হতে পারে? তিনি বলেন, অন্যের অন্যায় কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশের মাধ্যমে।[৫২৭]

তিনি আরও বলেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ দেখে কিন্তু তা পরিবর্তনের সাধ্য না রাখে, তাহলে তার জন্য এতটুকুই কর্তব্য যে, অন্তরে

---

[৫২৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/২৪৩

[৫২৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/২৪৭

[৫২৬] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/২২১

[৫২৭] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/২৫০

সেটার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। আল্লাহর দরবারে ছাড়া পাওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।[৫২৮]

ফুকাহায়ে কেরাম বিদায় নিয়ে নেবেন

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সামনে এমন এক যুগ আসবে যা পূর্বের চেয়ে মন্দ হবে। আমি এটা বলছি না যে, এই সময়ের গভর্নররা পরবর্তী সময়ের গভর্নরদের চেয়ে উত্তম হবে, এই বছরগুলো পরবর্তী বছরগুলোর তুলনায় অধিক উর্বর হবে। বরং আমি বলছি যে, ফুকাহায়ে কেরাম বিদায় নিয়ে নেবেন। এরপর তোমরা তাদের কোনো উত্তরসূরি এবং স্থলাভিষিক্ত পাবে না। তখন এমন লোকেরা তাদের স্থানে চলে আসবে যারা নিজেদের মতো করে এক বিষয়কে আরেক বিষয়ের ওপর তুলনা করবে।[৫২৯]

মানুষের দৃষ্টান্ত

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, বনি আদমের দৃষ্টান্ত হলো ওই বস্তুর মতো যাকে আল্লাহ তাআলা এবং শয়তানের সামনে ফেলে রাখা হয়েছে। ওই বস্তুর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যদি কল্যাণকর কিছু করতে চান তাহলে শয়তান তাতে অপচেষ্টা চালায়। আর যদি সে বস্তুর প্রতি আল্লাহ কিছু করতে না চান, তাহলে শয়তান নিজের মতো করে তাকে ব্যবহার করে।[৫৩০]

যার কোনো ঘরবাড়ি নেই তার ঘর হলো দুনিয়া

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, দুনিয়া সেই ব্যক্তির বাড়ি হতে পারে, যার প্রকৃত কোনো বাড়ি নেই এবং দুনিয়া ওই ব্যক্তির সম্পদ হতে পারে যার (আখেরাতের) কোনো সম্পদ নেই। আর যার কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নেই সেই কেবল এই উভয়টি একত্র করতে পারে।[৫৩১]

অন্তর হলো পাত্র

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নিশ্চয়ই মানুষের অন্তর হচ্ছে একটি পাত্র। একে অন্যকিছু দিয়ে না ভরে বরং কুরআন দিয়ে পূর্ণ করে ফেলো।[৫৩২]

---

[৫২৮] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৭১

[৫২৯] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/১৬৫

[৫৩০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৯৫

[৫৩১] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২০০

[৫৩২] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২০১

পূর্ববর্তীদের বেশভূষা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আপনারা সালাফদের বেশভূষা গ্রহণ করুন।[৫৩৩]

শিষ্টাচার

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী সকলেই কামনা করেন, মানুষ যেন তাদের শিষ্টাচার গ্রহণ করে। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত শিষ্টাচার হলো, কুরআন কারিম।[৫৩৪]

---

[৫৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২
[৫৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.[৫৩৫]

পূর্ণাঙ্গ ঈমান

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. বলেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমান রয়েছে। তা হলো, কেউ দাবি করার আগেই নিজের পক্ষ থেকে ইনসাফ করা, আলেমকে সালাম দেওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা।[৫৩৬]

উপদেশদাতা হিসাবে মৃত্যু যথেষ্ট

আম্মার রা. বলেন, উপদেশ প্রদানকারী হিসাবে মৃত্যুই যথেষ্ট। ধনাঢ্যতা হিসাবে আল্লাহর ফয়সালার ওপর বিশ্বাস রাখাটা যথেষ্ট এবং ব্যস্ততা হিসাবে ইবাদত-বন্দেগি যথেষ্ট।[৫৩৭]

অসুস্থতা

রবি ইবনে আমিলা বলেন, আমরা একবার হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর নিকট ছিলাম। এক বেদুইনও আমাদের সাথে ছিল। এ সময় আমার সাথিরা অসুস্থতার কথা আলোচনা করলে বেদুইন লোকটি বলে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি কখনো অসুস্থ হইনি। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. তখন বলেন, তুমি আমাদের লোক না। আল্লাহ তাআলা তো বিভিন্ন বিপদ-আপদ দিয়ে মুসলমানদের পরীক্ষা করে তার গুনাহ মোচন করে থাকেন। এভাবে তার

---

[৫৩৫] আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.। তিনি শুরুলগ্নে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তেমনইভাবে তার পিতামাতাও শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে নিপীড়ন করে তাদেরকে মক্কাতেই শহিদ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি মদিনায় হিজরত করেছেন এবং সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। উসমান রা.-এর মৃত্যুর পর সংঘটিত ঘটনার সময় তিনি আলি রা.-এর দলে ছিলেন। ৩৭ হিজরিতে জঙ্গে সিফফিনে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিদ্রোহী গোষ্ঠী তোমাকে হত্যা করবে। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

[৫৩৬] ইমাম বুখারি তালিক সূত্রে একে কিতাবুল ঈমানে উল্লেখ করেছেন, পরিচ্ছেদ ২০

[৫৩৭] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২১৯

গুনাহসমূহ একের পর এক ঝরে পড়ে গাছের পাতার মতো। পক্ষান্তরে যেসব কাফের বিপদ-আপদে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই উটের মতো, যাকে বেঁধে রাখা হলেও সে বুঝতে পারে না কেন তাকে বাঁধা হলো আর ছেড়ে দেওয়া হলেও কারণ জানতে পারে না যে, কেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।[৫৩৮]

[৫৩৮] কানযুল উম্মাল, ৩/৭৪৫, ক্রমিক নম্বর, ৮৬৩৫

উতবা বিন গাজওয়ান রা.[৫৩৯]

উতবা বিন গাজওয়ান রা. একদিন খুতবার জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও তার গুণকীর্তন করে বলেন, পরসমাচার! নিশ্চয়ই দুনিয়া বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন কেবল শরবতের পাত্রের তলায় পড়ে থাকা সামান্যকিছু অংশ বাকি আছে। নিশ্চয়ই আপনারা এই দুনিয়া ছেড়ে এমন এক জগতে চলে যাবেন যার কখনো সমাপ্তি ঘটবে না। তাই আপনাদের নিকট যা-কিছু ভালো ও কল্যাণ রয়েছে, তা নিয়ে নিন। কারণ আমাদেরকে বলা হয়েছে, জাহান্নামের মুখে যদি একটি পাথরও ফেলা হয় তাহলে ৭০ বছর পর্যন্ত তা নিচের দিকে যেতে থাকলেও সেটা জাহান্নামের তলদেশ স্পর্শ করতে পারবে না। আল্লাহর কসম! এমন ভয়ানক জাহান্নামকে আপনাদের মাধ্যমে ভরপুর করে দেওয়া হবে। আপনারা কি এতে আশ্চর্যবোধ করছেন?

তেমনইভাবে আমাদেরকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, জান্নাতের দরজার দুটি পাল্লার মধ্যকার দূরত্ব হবে ৪০ বছরের দূরত্বের সমান। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন জান্নাতিরা তা দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে তাতে ভিড় লেগে যাবে।

আমাদের অবস্থা তো এমন ছিল যে, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাত্র সাতজন ব্যক্তি ছিলাম। আমাদের খাবার মতো গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এমনকি এতে আমাদের চোয়ালে পুঁজ ধরে গিয়েছিল। আমাদের নিকট পরার মতো কাপড় ছিল না। একবার রাস্তায় একটি চাদর পাই।

---

[৫৩৯] উতবা বিন গাজওয়ান। তিনি বনু আবদে শামসের মিত্র। তিনি হলেন সপ্তম ইসলাম গ্রহণকারী। হাবশায় হিজরত করেছেন। হাবশা থেকে মদিনায় চলে এসেছেন এবং তার পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। উমর ইবনে খাত্তাব রা. তাকে বিভিন্ন বিজয় অভিযানের আমির নিযুক্ত করেছিলেন। বসরা নগরী নির্মাণের নকশা তৈরি করেন তিনি। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আবেদন নিয়ে তিনি মদিনায় উমর রা.-এর নিকট এসেছিলেন। কিন্তু উমর রা. তার আবেদন গ্রহণ করেননি। ১৭ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কারও মতে ১৭ হিজরিতে নয় বরং অন্য আরেক সময় তার মৃত্যু হয়েছে।

সেটা কুড়িয়ে এনে দুই ভাগ করি। এক ভাগ আমি নিই আরেক ভাগ দিই সাদ ইবনে মালেককে (সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস)। আমরা সেটা দিয়ে লুঙ্গির কাজ সারি। কিন্তু এখন অবস্থা কতটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমাদের একেকজন একেক শহরের গভর্নর বনে গেছে।

আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, যেন আমার নিজের চোখে নিজেকে বড় মনে না হয় এবং আল্লাহর নিকট ছোট হয়ে না যাই। সকল নবির নবুয়তই একপর্যায়ে শেষ হয়ে গেছে। পরিশেষে সেটা রাজতন্ত্রে রূপ নিয়েছে। আমার পর আগমনকারী আমির-উমারার খবর তোমরা শীঘ্রই পাবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করে নেবে।[৫৪০]

[৫৪০] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস, ২৯৬৮

আবু মুসা আশআরি রা.[৫৪১]

ইলম ব্যতীত কথা বলা

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা যাকে ইলম দান করেছেন সে যেন তা মানুষকে শিক্ষা দেয়। আর যে বিষয়ে তার ইলম নেই সে বিষয়ে যেন কথা না বলে। অন্যথায় সে ওই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যারা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে এবং পরিণামে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।[৫৪২]

ইমারত এবং রাজত্ব

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, ইমারত হলো পরামর্শের ভিত্তিতে যা পরিচালিত হয়ে থাকে আর রাজত্ব হলো তরবারির জোরে যার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫৪৩]

দুনিয়ার অবস্থা

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, দুনিয়ায় যা-কিছু দেখা যায়, তা হয়তো বেদনাদায়ক বিষয় কিংবা ফিতনা।[৫৪৪]

---

[৫৪১] আবু মুসা আশআরি। তার নাম হলো, আবদুল্লাহ ইবনে কাইস। মক্কায় থাকতেই শুরুলগ্নেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করে আপন গোত্রে চলে আসেন। সেখানে থেকেই তিনি দাওয়াতের কাজ করতে থাকেন। তারপর যখন তিনি আপন গোত্রের কিছু মানুষ নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হন তখন ওইদিক থেকে জাফর রা. এবং তার সাথি-সঙ্গীরা হাবশা থেকে রাসুলের নিকট চলে আসেন। উল্লেখ্য, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খাইবার অভিযানে ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়েমেনের একটি অংশের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত মায়াবী সুরে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। উমর রা. তাকে বসরা শহরের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। এরপর উসমান ইবনে আফফান রা. তাকে কুফার দায়িত্ব প্রদান করেন। জঙ্গে সিফফিনের একজন সালিশ ছিলেন তিনি। ফয়সালা শেষে উভয় পক্ষ থেকেই তিনি পৃথক হয়ে যান। ৪২ হিজরি সনে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

[৫৪২] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৪/৩৭৩

[৫৪৩] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৪/৩৭৫

[৫৪৪] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৬০

দুনিয়াকে সামনে রাখা হয়েছে

আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আবু মুসা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কোন জিনিস মানুষকে পরকালের কথা ভুলিয়ে দিলো? তিনি বলেন, আমি বললাম, নফসের চাহিদা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা। আবু মুসা তখন বলেন, না, আল্লাহর কসম এটা নয়; বরং দুনিয়াকে তাদের সামনে রাখা হয়েছে আর আখেরাতকে পেছনে রাখা হয়েছে। যদি তারা আখেরাত দেখতে পেত তাহলে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতো না এবং ভুল পথে ঝুঁকে যেত না।[৫৪৫]

অর্থসম্পদ

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, এই সম্পদই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে আর আমি দেখছি, এটা তোমাদেরকেও ধ্বংস করে ছাড়বে।[৫৪৬]

তোমরা কান্না করো

আবু মুসা আশআরি রা. বসরাবাসীদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, লোকসকল! তোমরা কান্না করো, যদি কাঁদতে না পারো তাহলে কান্নার ভান ধরো। কারণ জাহান্নামিরা কাঁদতে থাকবে, কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের অশ্রু শেষ হয়ে যাবে। তারপর তাদের চোখ থেকে রক্তের অশ্রু বের হবে। এমনকি তার পরিমাণ এত বেশি হবে যে, যদি তাতে কোনো জাহাজও চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই তা চলতে পারবে।[৫৪৭]

অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, সময়ে সময়ে অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন ঘটার কারণেই অন্তরকে আরবিতে বলা হয় 'কলব'। এই অন্তরের উদাহরণ হলো, মরুভূমিতে পড়ে থাকা পালকের মতো। বাতাসের ফলে যা উলটপালট হতে থাকে।[৫৪৮]

বিশৃঙ্খলাকারী লোকেরা

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, অবৈধভাবে জন্মগ্রহণ করা লোকই জনগণের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সে যেমন নিজেকে ধ্বংস করে,

---

[৫৪৫] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৪৭
[৫৪৬] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৪৭
[৫৪৭] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৪৭
[৫৪৮] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৪৮

তেমনই সে নিজের ভাইকে এবং যারা তার কথা শোনে তাদেরকেও ধ্বংস করে থাকে।[৫৪৯]

ইসলামের সীমা

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, প্রতিটি বিষয়ের একটি সীমা রয়েছে আর ইসলামের সীমা হলো, খোদাভীরুতা, বিনয়, কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য।

খোদাভীরুতা হলো, সকল বিষয়ের মূল। বিনয় হলো অহংকার ও অহমিকা থেকে মুক্তির ঘোষণাপত্র। ধৈর্য হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। আর কৃতজ্ঞতা হলো, জান্নাতের মাধ্যমে সফলকাম হওয়ার মাধ্যম।[৫৫০]

রুটিওয়ালা

হজরত আবু মুসা আশআরি রা.-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি বলেন, হে বৎস! তোমরা রুটিওয়ালার কথা স্মরণ করো। এরপর তিনি সেই রুটিওয়ালার ঘটনা বলেন, এক ব্যক্তি গির্জায় ৭০ বছর ইবাদত-বন্দেগি করেছিল। এ দীর্ঘ সময়ে সে কেবল একদিন গির্জা থেকে নেমে আসত। একবার শয়তান তার কাছে এক যুবতি মহিলার বেশ ধরে আসে। মহিলাটি তার সাথে সাতদিন অবস্থান করে। এরপর সে ওই আবেদের সামনে নিজের মুখোশ খোলে। আবেদের হুঁশ ফিরে আসে। সে তখন তাওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়। এরপর থেকে সে প্রতিটি পদক্ষেপেই নামাজ পড়তে শুরু করে এবং আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে থাকে।

এক রাতে সে এক উঁচু বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে ১২ জন অসহায়-দরিদ্র অবস্থান করছিল। এরই মধ্যে তাকে ক্লান্তি পেয়ে বসে। তাই সে সেখানেই বিশ্রাম নেওয়া শুরু করে। সেখানে ছিল একজন সন্ন্যাসী। যে প্রতি রাতে এই মিসকিনদের উদ্দেশ্যে রুটি পাঠাত। প্রত্যেককেই একটি করে রুটি দেওয়া হতো। সেদিনও রুটিওয়ালা প্রত্যেককে একটি করে রুটি দিতে থাকে। এভাবে রুটি দিতে দিতে আশ্রয় গ্রহণকারী সেই তাওবাকারীকেও রুটি দিয়ে চলে যায়। সে মনে করেছিল, এ বুঝি এখানকার মিসকিন। তাই সে কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা ছাড়াই তাকে রুটি দিয়ে চলে যায়। রুটি নির্ধারিত থাকায় ওইদিকে একজন মিসকিন বাদ পড়ে যায়। যে মিসকিনের ভাগে কোনো রুটি পড়েনি সে তখন বলে, কী হলো, আমাকে রুটি দিলে না কেন? রুটি বণ্টনকারী বলে,

---

[৫৪৯] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন*, ১৩৩

[৫৫০] *তানবিহুল গাফিলিন*, ৩৭১

আমি তোমার রুটি রেখে দিয়েছি নাকি? তুমি অন্যদের জিজ্ঞেস করো, কারও ভাগে দুটি রুটি চলে গিয়েছে কি না। তারা বলে, না, আমাদের কারও নিকট দুটি রুটি আসেনি। রুটি বণ্টনকারী তখন বলে, তা সত্ত্বেও তুমি মনে করছ, আমি রুটি বেশি দিয়েছি! আল্লাহর কসম, আমি আর তোমাকে কিছুই দেবো না, যাও।

আশ্রয় নেওয়া তাওবাকারী আবেদ তখন যে মিসকিন রুটি পায়নি তার কাছে যায়। তাকে রুটি প্রদান করেই সে মারা যায়।

হজরত আবু মুসা আশআরি রা. এরপর বলেন, শোনো, আল্লাহ তাআলা তার ৭০ বছরের ইবাদত-বন্দেগিকে ব্যভিচারের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া সেই সাত রাতের সাথে ওজন করেন। এতে ৭০ বছর ইবাদত-বন্দেগির পাল্লা হালকা হয়ে সেই সাত রাতের পাল্লা ভারী হয়ে যায়। এরপর এই সাত রাতকে মিসকিনকে ফিরিয়ে দেওয়া সে রুটির সাথে পরিমাপ করা হয়। তখন রুটির ওজন ভারী হয়ে যায়।

আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, ছেলেরা আমার! তোমরা এই রুটিওয়ালার কথা স্মরণ রাখবে।[৫৫১]

---

[৫৫১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২০১। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, ছোট্ট আমলও দীর্ঘ মেয়াদের বড় বড় বিষয় থেকেও ভারী হতে পারে। যেমন এখানে একটি ফিরিয়ে দেওয়া রুটি ৭০ বছরের আমলের চেয়েও ভারী হয়ে গেছে।

হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রা.[৫৫২]

দ্বীনের এক অংশ দিয়ে আরেক অংশকে

হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রা. বলেন, পুরো দ্বীন হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি দ্বীনের এক অংশ দিয়ে আরেক অংশকে ক্রয় করে থাকি। এরপর তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তাদের সকলেই এমন করে থাকেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কেন আপনি এমন করেন? তিনি উত্তরে বলেন, মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের মিশ্রণ ঘটে গেছে। তাই আমি কেবল তাদের ভালো দিকটা দেখি আর খারাপ দিকটা এড়িয়ে যাই।[৫৫৩]

মুখে থাকবে কিন্তু আমলে আসবে না

হুজাইফা রা.-কে নিফাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নিফাক হলো মুখে মুখে ইসলামের বাণী প্রচার করা কিন্তু কাজেকর্মে তার প্রয়োগ না ঘটানো।[৫৫৪]

---

[৫৫২] হুজাইফা ইবনে ইয়ামান আবাসি। একজন বড় মাপের সাহাবি। তার পিতা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মদিনায় পালিয়ে এসেছিলেন। এরপর তিনি বনু আবদুল আশহালের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। যারা ছিল ইয়ামানি। এই কারণে লোকেরা তাকে ইয়ামান উপাধি দান করে। তারা পিতা-পুত্র উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলে মুশরিকরা তাদের বাধা প্রদান করে। এরপর তারা অহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এতে হুজাইফা রা.-এর পিতা ইয়ামান রা. শাহাদাত বরণ করেন। হুজাইফা রা. খন্দক এবং তার পরবর্তী যুদ্ধগুলোয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন সংবাদের বাহক। মুনাফিকদের পরিচয় জানতেন তিনি। ফিতনা-ফাসাদসংক্রান্ত হাদিসসমূহ বিশেষভাবে তার অবগতির মধ্যে ছিল। বার্ধক্যে উপনীত হয়ে ৩৬ হিজরিতে তিনি মাদায়েনে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

[৫৫৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/৩৬৮

[৫৫৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/৩৬২

হালাল তালাশ করা

হুজাইফা রা. বলেন, যে মদ বিক্রি করে সে মদ্যপায়ীর মতোই অপরাধী। যে শূকর পালে সে তা ভক্ষণকারীর মতোই গুনাহগার। আপনারা নিজেদের গোলামদের প্রতি লক্ষ রাখবেন। খোঁজ নেবেন যে, তারা কোত্থেকে নিজেদের ওপর ধার্যকৃত কর সংগ্রহ করে। সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যা হারাম সম্পদের মাধ্যমে বেড়ে উঠেছে।[৫৫৫]

হিসাব ও হিসাব

হুজাইফা রা. বলেন, কবরে হিসাব হবে, কেয়ামতেও হিসাব হবে। তবে কেয়ামতের দিন যার (কড়া) হিসাব নেওয়া হবে তার রক্ষা নেই। তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।[৫৫৬]

আলেমগণের সঠিক পথে থাকা

হুজাইফা রা. বলেন, ওহে কারিরা! আপনারা সোজা রাস্তায় চলুন। তাহলে অনেক দূর যেতে পারবেন। আর যদি এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করেন তাহলে সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন।[৫৫৭]

এমন শাসকদের কোনো মূল্য থাকবে না

হুজাইফা রা. বলেন, শীঘ্রই আপনাদের দায়িত্বে এমন কিছু শাসক আসবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট যারা জবের খোসা পরিমাণ মূল্যও রাখবে না।[৫৫৮]

দ্বীন-ধর্ম কোনো ক্ষতির সম্মুখীন করবে না

হুজাইফা রা. বলেন, মুমিনদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক রাখবে আর কাফেরদের সাথে এমনভাবে চলাফেরা করবে যে, তোমার দ্বীন-ধর্ম কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।[৫৫৯]

---

[৫৫৫] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২০৭
[৫৫৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২০৮
[৫৫৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২০৭
[৫৫৮] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২০৭
[৫৫৯] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৮০

জীবিত হওয়া সত্ত্বেও মৃত

হুজাইফা রা.-কে ওই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যারা জীবিত থাকা সত্ত্বেও মরে গেছে। তিনি উত্তরে বলেন, তারা হলো সে সকল লোক যারা অন্যায় দেখলে না হাত দিয়ে, না মুখে এবং না অন্তর দিয়ে তার প্রতিবাদ জানায়।[৫৬০]

নিফাক

হুজাইফা রা. বলেন, বর্তমান সময়ের মুনাফিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মুনাফিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ সে সময়ের মুনাফিকরা নিজেদের কথা গোপন রাখত আর আজকের মুনাফিকরা নিজেদের কপটতা প্রকাশ করে দেয়।

তিনি আরও বলেন, এখন তো কপটতা নেই। বাকি রয়েছে কেবল ঈমান কিংবা কুফর।

তিনি আরও বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে লোকেরা যে কথা বলে মুনাফিক বনে যেত আমি বর্তমান সময়ে বহু মানুষকে এক মজলিসেই এ ধরনের কথা চার-চারবার বলতে শুনে থাকি।[৫৬১]

খুশুখুজু বা একাগ্রতা হারিয়ে যাওয়া

হুজাইফা রা. বলেন, দ্বীন-ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে খুশুখুজু তথা একাগ্রতাকে প্রথম আপনারা হারিয়ে ফেলবেন আর সবশেষে আপনারা হারিয়ে বসবেন স্বয়ং নামাজকে।[৫৬২]

সবরের ওপর নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলা

হুজাইফা রা. বলেন, আপনারা নিজেদেরকে ধৈর্যধারণে অভ্যস্ত করে তুলুন। আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেসব বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছি, আপনাদের ওপর তার চেয়েও আরও কঠিন বিপদ নেমে আসবে।[৫৬৩]

---

[৫৬০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/১২
[৫৬১] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৭৯-২৮০
[৫৬২] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২২৪
[৫৬৩] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৮৩

মুনাফিক হওয়ার আশঙ্কা

এক ব্যক্তি হুজাইফা রা.-কে বলে, আশঙ্কা হয়, আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কি না। হুজাইফা রা. তখন বলেন, যদি আপনি মুনাফিকই হবেন তাহলে আবার এ নিয়ে ভয় করবেন কেন।[৫৬৪]

আগামীকাল প্রতিযোগিতা হবে

হুজাইফা রা. বলেন, কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। জেনে রাখুন, দুনিয়া ইতিমধ্যে তার ধ্বংসের ঘোষণা প্রদান করেছে। আজ হলো প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির দিন আর আগামীকাল হবে মূল প্রতিযোগিতা।[৫৬৫]

ফিতনার সময় অন্তরের পরীক্ষা হবে

অন্তরের সামনে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা-ফাসাদ পেশ করা হবে। যে অন্তর তা গ্রহণ করে নেবে তাতে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। আপনাদের কেউ যদি নিজের ব্যাপারে জানতে চায় যে, সে এর মাধ্যমে আক্রান্ত হয়ে গেছে কি না, তাহলে সে যেন লক্ষ করে যে, হালাল বিষয়কে সে এখন হারাম মনে করে কি না বা হারামকে তার নিকট হালাল মনে হয় কি না। যদি এমন হয় তাহলে বুঝতে হবে, সে ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে গেছে।[৫৬৬]

ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করা

হুজাইফা রা. বলেন, সাবধান! আপনারা ফিতনা থেকে বেঁচে থাকুন। কেউ যেন সেদিকে উঁকিও না দেয়। আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি তার দিকে উঁকি দিয়ে তাকাবে সে তাতে এমনভাবে ভেসে যাবে যেভাবে বৃষ্টির প্রবল স্রোতে মাটিতে থাকা মানুষের পদচিহ্নগুলো ভেসে যায়। যখন দেখবেন ফিতনা শুরু হয়ে গেছে, তখন ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকুন। তরবারি ভেঙে ফেলুন এবং ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে ফেলুন।[৫৬৭]

---

[৫৬৪] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১৪০
[৫৬৫] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৮১
[৫৬৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩১০
[৫৬৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৭৩

যখন সৎকাজের আদেশ করা হবে না

হুজাইফা রা. বলেন, শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে যখন আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বলে বিবেচিত হবে ওই ব্যক্তি, যে সৎকাজের আদেশ করে না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না।[৫৬৮]

প্রিয় বস্তু হাজির হয়ে গেছে

ইবনে আব্বাস রা.-এর আজাদকৃত গোলাম জিয়াদ বলেন, হুজাইফা রা. যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তখন এক ব্যক্তি তার নিকট হাজির হয়েছিল। তার বর্ণনা, হজরত হুজাইফা রা. তখন বলেছেন, যদি আমার মনে না হতো যে এটা দুনিয়ার সর্বশেষ দিন এবং পরকালের প্রথম দিন তাহলে আমি বিষয়টা বলতাম না। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি জানেন আমি ধনাঢ্যতার পরিবর্তে দারিদ্র্য পছন্দ করতাম। সম্মানের পরিবর্তে দীনতাকে পছন্দ করতাম। জীবনের পরিবর্তে মরণকে ভালোবাসতাম। এখন এই ভালোবাসার বিষয় আমার নিকট হাজির হয়ে গেছে। এই প্রিয় বস্তুর আগমনে যারা লজ্জিত হয়ে থাকে তারা সফলকাম হতে পারে না।

এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৫৬৯]

মধ্যমপন্থা

হুজাইফা রা. বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা পরকালের জন্য দুনিয়া বিসর্জন দেয় তারা উত্তম নয় এবং তারাও উত্তম নয় যারা দুনিয়ার জন্য পরকালকে হাতছাড়া করে ফেলে। বরং উত্তম হলো, যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের প্রতি লক্ষ রেখে থাকে।[৫৭০]

যদি নির্জন কোথাও থাকতে পারতাম

হুজাইফা রা. বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তো চাই যদি আমার অর্থসম্পদ দেখাশোনার জন্য কেউ হতো তাহলে আমি তার হাতেই সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে কোনো ঘরে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলতাম! মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ইবাদত-বন্দেগি করতাম![৫৭১]

---

[৫৬৮] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৮০
[৫৬৯] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩১২
[৫৭০] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২০৬
[৫৭১] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩১২

অনুমান এবং জানা বিষয়

হুজাইফা রা. বলেন, আমি এই উম্মতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি যে, তারা সুনিশ্চিতভাবে জানা বিষয়ের ওপর অনুমানকে প্রাধান্য দেবে। আর এভাবে নিজেদের অজান্তেই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[৫৭২]

সৎকাজের আদেশ প্রদানে অনীহা

হুজাইফা রা. বলেন, শীঘ্রই মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষের সাথে ওঠাবসা করা আর মৃত গাধার সাথে ওঠাবসা এক সমান হবে। তখন লোকেরা সৎকাজের আদেশকারী এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী মুমিনের সাথে ওঠাবসা করার পরিবর্তে মৃত গাধার সাথে ওঠাবসা করতেই অধিক পছন্দ করবে।[৫৭৩]

অন্তর

হুজাইফা রা. বলেন, মানুষের অন্তর চার ধরনের,

১. এমন অন্তর যাতে সিলমোহর মেরে দেওয়া হয়েছে, কাফেরদের অন্তর এমন।

২. এমন অন্তর, যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলো হলো মুনাফিকদের অন্তর।

৩. এমন অন্তর, যাতে আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ রয়েছে। এগুলো হলো মুমিনদের অন্তর।

৪. এমন অন্তর, যাতে নিফাক ও ঈমান উভয়টাই রয়েছে।

ঈমানের দৃষ্টান্ত হলো সেই গাছের মতো, যা থেকে সুমিষ্ট পানির ঝরনাধারা প্রবাহিত হয় আর কপটতার দৃষ্টান্ত হলো সেই ফোঁড়ার মতো, যা থেকে পুঁজ ও রক্ত বের হয়ে থাকে। মুনাফিকের অন্তরে এ দুটির মধ্যে যার প্রাবল্য হয়ে থাকে, সে ওই ধরনের হয়ে থাকে।[৫৭৪]

রাজদরবার

হুজাইফা রা. বলেন, আপনারা ফিতনা-ফাসাদের জায়গা থেকে বেঁচে থাকুন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু আবদুল্লাহ! ফিতনা-ফাসাদ কোথায় থাকে যে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকব? তিনি উত্তরে বলেন, রাজাবাদশাদের দরবারে

---

[৫৭২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া,* ১/২০৬
[৫৭৩] শারানি কৃত *তানবিহুল মুগতাররিন,* ১৬৫
[৫৭৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া,* ১/২০৬

গিয়ে লোকেরা তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করে থাকে আর তাদেরকে এমন সকল অভিধায় ভূষিত করে যা তাদের মধ্যে নেই।[৫৭৫]

কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া

কেয়ামত যখন নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখনকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারীরা হবে পাপাচারী, আলেমরা হবে ফাসেক আর আমানতদারগণ হবে আত্মসাৎকারী।[৫৭৬]

সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষের মতো দুআ করা

হুজাইফা রা. বলেন, সামনে অবশ্যই এমন এক যুগ আসবে যাতে কেবল সে ব্যক্তিরা রক্ষা পাবে যারা সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষের মতো অনুনয়বিনয় করে আল্লাহর নিকট দুআ করবে।[৫৭৭]

গর্হিত বিষয়ে আপত্তি জানানোর ক্রমধারা

হুজাইফা রা. বলেন, লোকসকল! আপনারা কি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না? অন্য সাহাবিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন আর আমি জিজ্ঞেস করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে! আপনারা কি আমাকে সেসব লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না যারা জীবিত হয়েও থাকবে মৃত?

এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তিনি লোকদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়েতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কুফরি থেকে ঈমানের প্রতি তাদের ডেকেছেন। যারা সাড়া দেওয়ার ছিল তারা সাড়া দিয়েছে। এভাবে মৃত মানুষেরা সত্যের আলোতে জীবিত হয়ে উঠেছে আর কিছু জীবিত মানুষ বাতিলের অন্ধকারে মরে গেছে। এরপর তো একসময় নববি যুগের সমাপ্তি ঘটেছে আর শুরু হয়েছে নববি আলোকে পরিচালিত খেলাফতব্যবস্থার। এ ব্যবস্থার পর আসবে কর্তৃত্বশালী রাজতন্ত্রের যুগ।

এরপর তিনি বলেন, যারা নিজেদের অন্তর, হাত ও জবান দিয়ে গর্হিত কাজের প্রতিবাদ জানাবে তারা পূর্ণাঙ্গ হকের ওপর থাকবে। আর যারা কেবল অন্তর

---

[৫৭৫] *হিলয়াতুল আওলিয়া*, ১/২৭৭
[৫৭৬] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ৩২
[৫৭৭] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩১০

এবং জবানের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ জানাবে, হাতের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবে না, তারা হকের একটি অংশ পরিত্যাগ করবে। আর যারা হাত ও জবানের পরিবর্তে কেবল অন্তরের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ জানাবে তারা হকের দুটি অংশ পরিত্যাগ করবে। আর যারা হাত, জবান ও অন্তর কোনোকিছু দিয়েই প্রতিবাদ জানাবে না তারাই হলো সে সকল মানুষ যারা জীবিত হয়েও মৃত।[৫৭৮]

যুগের পরিবর্তন

হুজাইফা রা. বলেন, আজকে আপনাদের মধ্যে যারা ভালো বলে পরিচিত, অতীতের দৃষ্টিকোণ থেকে তারাই হয়ে যাবে খারাপ। আর যারা আজকে খারাপ বলে পরিচিত, ভবিষ্যতের মানুষদের নিকট তারা হয়ে যাবে ভালো। আপনারা যতদিন হকের ওপর থাকবেন ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবেন। আপনাদের আলেমরা যেন হককে তুচ্ছ না ভাবে।[৫৭৯]

বিধিবিধানের পরিবর্তন

হুজাইফা রা. বলেন, আপনারা এমন এক যুগে রয়েছেন যে, তাতে কেউ শরিয়তের ১০ ভাগের এক ভাগ ছেড়ে দিলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যাতে কেউ শরিয়তের ১০ ভাগের এক ভাগের ওপর আমল করলেই মুক্তি পেয়ে যাবে।[৫৮০]

বদান্যতা

হুজাইফা রা. বলেন, এমন বহু মানুষ রয়েছে যারা দ্বীন-ধর্মের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে পাপাচারী আর জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে হয় বোকা। তারা নিজেদের বদান্যতার কারণেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫৮১]

অন্তরের বিভিন্নমুখী অবস্থান

হুজাইফা রা. বলেন, কোনো কোনো সময় অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনকি তাতে সুঁই পরিমাণ কপটতাও থাকে না। আবার আরেক সময় তা

---

[৫৭৮] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৭৪-২৭৫
[৫৭৯] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১০৫
[৫৮০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/৮৫
[৫৮১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/২৩

কপটতা দিয়ে সম্পূর্ণ ভরপুর হয়ে যায়। তাতে সুঁই পরিমাণও ঈমান থাকে না।[৫৮২]

বিদায়ের সময় চলে এসেছে

হুজাইফা রা. বলেন, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় একজন ঘোষণাকারী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে থাকেন, লোকসকল! বিদায়ের সময় চলে এসেছে। বিদায়ের সময় চলে এসেছে।[৫৮৩]

---

[৫৮২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/২৬
[৫৮৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৬/৮৯

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.[৫৮৪]

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

ইবনে উমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আমি লাগাতার নিয়মিত রোজা রাখতে চাই, কোনোদিন যদি রোজা বাদ না দিই, না ঘুমিয়ে সারারাত ইবাদত-বন্দেগি করতে থাকি, সমুদয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিই, কিন্তু যদি এমন অবস্থায় আমার মৃত্যু হয় যে, আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাদের প্রতি আমার অন্তরে কোনো ভালোবাসা এবং আল্লাহর অবাধ্যদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ না থাকে তাহলে এগুলো আমার মোটেও কোনো কাজে আসবে না।[৫৮৫]

কর্মবণ্টন

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আপন সঙ্গী-সাথিদের বলেন, আমরা কিছু সময় ব্যয় করব দুনিয়ার জন্য আর কিছু সময় ব্যয় করব পরকালের জন্য। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা বলে উঠব, আল্লাহুম্মাগফিরলানা।[৫৮৬]

গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে মনে যে বিষয়ে খটকা তৈরি হয়

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত খোদাভীরুতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ সে এমন বিষয় পরিত্যাগ করে, যা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে তার মনে খটকা লাগে।[৫৮৭]

---

[৫৮৪] আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব। উপনাম, আবু আবদুর রহমান। পিতার সাথেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরত করেছেন। বদর ও অহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলে ছোট হওয়ায় তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তারপর খন্দকের যুদ্ধে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। তখন তার বয়স ছিল ১৫ বছর। বাইআতে রিদওয়ানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবিদের একজন।

[৫৮৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/২৪৬

[৫৮৬] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৬৬

[৫৮৭] *বুখারি*, কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ, ১

আশা-আকাঙ্ক্ষা না রাখা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা রেখো না আর সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা রেখো না। সুস্থ থাকতে অসুস্থতার পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। জীবন থাকতে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো।[৫৮৮]

তারা ছিলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানব

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, কেউ যদি কাউকে অনুসরণ করতে চায় তাহলে যেন এমন ব্যক্তিদের অনুসরণ করে যারা মারা গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথি-সঙ্গীরা তো ছিলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যাদের অন্তরগুলো ছিল পবিত্র। যারা ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। যাদের মধ্যে কোনো ধরনের কৃত্রিমতা ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আপন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তাই আপনারা তাদের রীতিপদ্ধতি ও আখলাক-চরিত্রের অনুসরণ করুন। তারা তো হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথি-সঙ্গী। কাবার রবের কসম! সঠিক পথের ওপর ছিলেন তারা।[৫৮৯]

শরীর ও দেহের মাধ্যমে দুনিয়াতে থাকবে

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ওহে বনি আদমেরা! তোমরা শরীর ও দেহের মাধ্যমে এ দুনিয়াতে থাকবে কিন্তু অন্তর এবং চিন্তা-চেতনার দিক থেকে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করবে। কেননা আমলের ভিত্তিতেই তোমার হিসাবনিকাশ হবে। হাতে যা-কিছু রয়েছে তার মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো, তাহলেই কল্যাণ অর্জন করতে পারবে।[৫৯০]

এ বিষয়ে আমার জানা নেই

উরওয়া বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে একটা ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টা আমার জানা নেই। জিজ্ঞেসকারী লোকটি চলে গেলে তিনি নিজেকেই লক্ষ করে বলেন, ইবনে উমরকে এমন এক বিষয়ে জিজ্ঞেস

---

[৫৮৮] *সহিহ বুখারি*, ৬৪১২
[৫৮৯] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩০৫
[৫৯০] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩০৬

করা হয়েছে যে বিষয়ে তার জানা নেই, আর সে বলে দিয়েছে, আমি এ ব্যাপারে জানি না।[৫৯১]

আল্লাহর নামে কেউ আমাদের সাথে প্রতারণা করলে আমরা তার জন্য প্রতারিত হতে রাজি আছি

নাফে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর কাছে মালিকানাধীন কোনোকিছু অত্যন্ত পছন্দনীয় হলে তা তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন।

নাফে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর গোলামেরা তার এ বিষয়টি জেনে গিয়েছিল। তাই তাদের কেউ কেউ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে যেত এবং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে পড়ে থাকত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সেই অবস্থায় তাকে দেখতে পেলে আজাদ করে দিতেন তাকে। তখন তার সাথি-সঙ্গীরা তাকে বলল, হে আবু আবদুর রহমান, আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, তারা তো আপনার সাথে প্রতারণা করছে। তিনি উত্তরে বলেন, কেউ আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে আমাদের সাথে প্রতারণা করলে আমরা তার জন্য প্রতারিত হতে রাজি আছি।[৫৯২]

অত্যন্ত কঠিন হিসাব হবে

নাফে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সুরা বাকারার সর্বশেষ এই আয়াত দুটি যখনই তেলাওয়াত করতেন তখনই কেঁদে ফেলতেন। তা হলো,

﴿وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ﴾

> যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ করো কিংবা গোপন করো, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। (সুরা বাকারা, ২৮৪)

তারপর তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই এই হিসাব হবে অত্যন্ত কঠিন।[৫৯৩]

তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যাবে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ﴾

---

[৫৯১] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৮৯
[৫৯২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২১২
[৫৯৩] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৯৪

যারা মুমিন তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? (সুরা হাদিদ, ১৬)

নাফে বলেন, ইবনে উমর রা. যখন সুরা হাদিদের এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন তিনি কেঁদে ফেলতেন। এমনকি তিনি এর ফলে সামনে অগ্রসর হতে পারতেন না।[৫৯৪]

পার্থিব উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন না করা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলম-কালামের ক্ষেত্রে কেউ কোনো অবস্থানে পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ নিজের ঊর্ধ্বে অবস্থান করা ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষাবোধ করে, নিজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদেরকে ছোট মনে করে এবং ইলমের মাধ্যমে কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল করা তার উদ্দেশ্য না হয়।[৫৯৫]

সেটা তাকে ছাড়েনি

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে সংবাদ দেওয়া হলো, যায়েদ ইবনে হারেসা আনসারি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি তখন বলেন, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। তাকে এরপর বলা হলো, হে আবু আবদুর রহমান! তিনি তো ১ লক্ষ দিরহাম রেখে গেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন বলেন, তিনি তো এই সম্পদ ছেড়ে গেছেন কিন্তু সম্পদ তাকে ছেড়ে দেয়নি।[৫৯৬]

জবানের পবিত্রতা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো জবানকে হেফাজত করা।[৫৯৭]

যার মধ্যে কুরআন কারিমের জ্ঞান আছে সে কথা বলতে অপারগ নয়

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ চিঠি লিখে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বলে, আপনি তো খেলাফতের দাবি করেছেন, কিন্তু জেনে রাখুন, যে কথা বলতে অপারগ সে খেলাফতের যোগ্য নয়। তেমনইভাবে কোনো কৃপণ ও আত্মমর্যাদাশীলও এই পদের যোগ্য নয়।

---

[৫৯৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২১৮
[৫৯৫] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২১৮
[৫৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১/২১৮
[৫৯৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২১৯

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার উত্তরে চিঠি লিখে বলেন, আপনি উল্লেখ করেছেন, আমি খেলাফতের দাবি করেছি, অথচ আমি না এর দাবি করেছি আর না এর কোনো ইচ্ছা রাখি। আর আপনি কথা বলতে অপারগতা, কৃপণতা এবং আত্মমর্যাদা সম্পর্কে যেসব বিষয় বলেছেন সে ব্যাপারে আমার কথা হলো, যে ব্যক্তি কুরআন কারিমের জ্ঞান রাখে, সে আদৌ কথা বলতে অপারগ নয়। যে ব্যক্তি সম্পদের জাকাত আদায় করে থাকে সে কৃপণ নয়। আর আত্মমর্যাদার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, আমার ছেলেসন্তানদের ব্যাপারে এই বিষয়ে আমি সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদা রাখি যে, তারা আমার সাথে কাউকে অংশীদার করবে।[৫৯৮]

তারা একবেলা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করতেন আর একবেলা ক্ষুধার্ত থাকতেন

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বলে, আমি কি আপনার জন্য জাওয়ারিশ নিয়ে আসব? তিনি বলেন, জাওয়ারিশ কী? সে বলে, যখন অনেক বেশি আহার করে আপনার পেট ভরে উঠবে তখন এটা গ্রহণ করলে আপনি স্বস্তিবোধ করবেন! আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন বলেন, আমি তো চার মাস যাবৎ পেট ভরে খাবারই খাই না। আর এ কারণে আমি কোনো ধরনের দুঃখবোধও করি না। কারণ আমি এমন লোকদের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা একবেলা আহার করতেন আর একবেলা ক্ষুধার্ত থাকতেন।[৫৯৯]

পেট-পিঠ নিয়েই যারা ব্যস্ত

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর এক ছেলে একবার তার নিকট একটা লুঙ্গি চেয়ে বলে, আমার লুঙ্গিটা ছিঁড়ে গেছে, আরেকটা লুঙ্গির প্রয়োজন! আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন বলেন, তাহলে এটা সেলাই করে পরিধান করে নাও।

পিতার এই পরামর্শ তার পছন্দ হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তখন তাকে বলেন, তোমার অমঙ্গল হোক! আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেয়ো না যারা আল্লাহ প্রদত্ত সকল রিজিক তাদের পেট এবং পিঠের ওপর রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ যাদের ২৪ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয় নিজেদের খাবারদাবার এবং পোশাক-আশাকের প্রয়োজন মেটাতে।[৬০০]

---

[৫৯৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৯০
[৫৯৯] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩০০; ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৩৭
[৬০০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৯৩

দুনিয়াবিমুখ লোকেরা কোথায়?

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. শুনতে পান, এক ব্যক্তি বলছে, ওই সকল লোকেরা কোথায়, যারা দুনিয়ার ব্যাপারে বিমুখ আর পরকালের ব্যাপারে আগ্রহী? তখন তিনি ওই ব্যক্তিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হজরত আবু বকর ও উমর রা.-এর কবর দেখিয়ে বলেন, তারাই হলো সেসব লোক, আপনি তাদের সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করছেন।[৬০১]

যে প্রশংসা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়

নাফে বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বলেছিল, হে সর্বোত্তম ব্যক্তি কিংবা বলেছিল, হে সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে! আবদুল্লাহ ইবনে উমর তখন বলেন, আমি সর্বোত্তম কেউ নই আর সর্বোত্তম কারও সন্তানও নই। বরং আমি হলাম আল্লাহর একজন সাধারণ বান্দা। আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা রাখি এবং তার শাস্তিকে ভয় করি। আল্লাহর কসম, আপনাদের অবস্থা তো এমন যে, মানুষের প্রশংসা করতে করতে আপনারা তাকে ধ্বংসের গহ্বরে নিয়ে নিক্ষেপ করে থাকেন।[৬০২]

দুনিয়া পরকালের মর্যাদা হ্রাস করে দেয়

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ব্যক্তি আল্লাহর নিকট যতই মর্যাদাবান হোক না কেন, সে যদি দুনিয়ার কোনোকিছু লাভ করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা হ্রাস পাবে।[৬০৩]

লোকেরা ফিতনায় নিপতিত রয়েছে

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, এ ফিতনার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই সম্প্রদায়ের মতো, যারা নিজেদের চেনাজানা সঠিক পথে চলছিল, এরই মধ্যে ঘন কালো মেঘ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন অন্ধকারে তারা কেউ ডানে আর কেউ বামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। এভাবে তারা রাস্তা ভুলে যায়। আর আমরা কিছু লোক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার পর থেকে আপন জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকি। একসময় আল্লাহর রহমতে মেঘ কেটে যায়। আমরা নিজেদের রাস্তা দেখতে পাই এবং সে রাস্তাতেই পথে চলতে থাকি।

---

[৬০১] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩০৬
[৬০২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২১৯
[৬০৩] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৯৫

তারা তো কুরাইশের কিছু যুবক, যারা ক্ষমতার জন্য লড়াই করছে এবং এজন্য তারা একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তারা যেজন্য লড়াই করছে তা আমার এ দুটি জুতারও মূল্য রাখে না।[৬০৪]

চিঠির উত্তর

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি মনে করি, সালামের উত্তর দেওয়ার মতো চিঠির উত্তর দেওয়াও আবশ্যক।[৬০৫]

যা অন্তরকে ব্যস্ত করে ফেলে তা ত্যাগ করা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একবার একটি সুন্দর উটনী বিক্রি করে দিলে তাকে বলা হলো, এটা বিক্রি করলেন কেন? এটা তো রেখে দিতে পারতেন? তিনি উত্তরে বলেন, উটনীটি তো ভালোই ছিল কিন্তু এটা আমার অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। আমি চাইনি পার্থিব কিছু আমার অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখুক।[৬০৬]

আগামীকাল তোমার নাম কী হবে সেটা তুমি জানো না

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, সকাল পর্যন্ত হায়াত পেলে এই ধারণা করো না যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। আর সন্ধ্যা পর্যন্ত হায়াত পেলে এই ধারণা করো না যে, আগামীকাল সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। সুস্থ থাকতেই অসুস্থতার পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। জীবিত থাকতেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো। ওহে আল্লাহর বান্দা! তোমার তো জানা নেই, আগামীকাল তোমাকে কী বলে ডাকা হবে। (মারা গেলে লোকেরা তোমাকে লাশ বলবে।)[৬০৭]

সাহাবায়ে কেরাম হাসতেন

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথি-সঙ্গীরা কি কখনো হাসতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তারা হাসতেন, তবে তাদের ঈমান পাহাড়ের চেয়েও বেশি দৃঢ় ছিল।[৬০৮]

---

[৬০৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২২০

[৬০৫] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১০২

[৬০৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ২/১০২

[৬০৭] *সুনানে তিরমিজি*, ২৩৩৩; *সহিহ বুখারি*, ৬৪১৬। তবে *সহিহ বুখারিতে* এর সর্বশেষ বাক্যটি উল্লেখ নেই।

[৬০৮] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩১১

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ

নাফে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. যখন হুবহু করে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করতে যেতেন, তখন যদি তুমি স্বচক্ষে তা দেখতে তাহলে বলতে, এ তো দেখছি পাগল হয়ে গেছে।[৬০৯]

তোমার অধিবাসীরা কোথায় গেছে?

মুজাহিদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সাথে আমি একবার কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একটি বিরান ভূমি অতিক্রম করার সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আমাকে বলেন, বলুন, হে জনপদ! তোমার অধিবাসীরা কোথায় গেল? আমি তখন বললাম, হে বিরান জনপদ, তোমার অধিবাসীরা কোথায় চলে গেল? আবদুল্লাহ ইবনে উমর তখন বলেন, তারা বিদায় নিয়ে চলে গেছে, এখন কেবল তাদের কর্মগুলো বাকি আছে।[৬১০]

অতিরঞ্জন থেকে আমরা আশ্রয় চাই

লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বলে, আপনি আমাদের জন্য কিছু দুআ করুন। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি রহম করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং রিজিক দান করুন। তারা তখন বলে, হে আবু আবদুর রহমান! আরও বাড়িয়ে দুআ করুন। তিনি তখন বলেন, অতিরঞ্জন থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।[৬১১]

যে কথাটি বলতে চাই না

যুহরি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একবার খাদেমকে লানত করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে 'লান' করুন। আর বলেননি যে, তাকে লানত করুন। এরপর তিনি বলেন, আমি শব্দটি উচ্চারণ করতে চাই না।[৬১২]

ইমাম

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান ন্যায়বিচারক হন তাহলে তো তিনি সাওয়াব পাবেন, আর সে ক্ষেত্রে আপনার জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহর

---

[৬০৯] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩১০
[৬১০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৩৯
[৬১১] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/১৯৫
[৬১২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩০৭

কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আর যদি তিনি জালেম হন তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন, সে ক্ষেত্রে আপনাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে।[৬১৩]

নিফাকির এক-তৃতীয়াংশ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হলো নিফাকের এক-তৃতীয়াংশ।[৬১৪]

লজ্জা ও ঈমান

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, লজ্জা ও ঈমান একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। একটি চলে গেলে সাথে সাথে অপরটিও বিদায় নেয়।[৬১৫]

পরনিন্দা ও কূটনামি

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, গিবত করা, তা শ্রবণ করা এবং কূটনামি করা ও তা শ্রবণ করা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।[৬১৬]

সালাম

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি কেউ নির্জন মসজিদে বা ঘরে প্রবেশ করে তাহলে কী বলে প্রবেশ করবে? তিনি বলেন, সে বলবে,

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেককার বান্দাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক।[৬১৭]

খাঁটি ঈমান

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি ঈমানের অধিকারী হতে পারবে না যতক্ষণ সে বিশ্বাস না রাখবে যে, আল্লাহ তাআলার সর্বদা তাকে দেখেছেন। তাই কেউ যেন গোপনেও এমন কোনো কাজ না করে, যে কারণে কেয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছিত হতে হবে।[৬১৮]

---

[৬১৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/২৪
[৬১৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/১৯৭
[৬১৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/২৩৭
[৬১৬] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, ১২১
[৬১৭] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/২৫৩
[৬১৮] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ২২

উত্তম প্রতিবেশী

প্রতিবেশী যখন হাস্যোজ্জ্বল চেহারা এবং সুমিষ্টভাষী হয় তখন ঘরের মূল্য বেড়ে যায়।[৬১৯]

এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের হক

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, একজন মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের হক কী? তিনি বলেন, হক হলো তার ভাই ক্ষুধার্ত হওয়ায় সে পেট ভরে আহার করবে না। তার ভাই বিবস্ত্র হওয়ায় সে কাপড় পরিধান করবে না এবং প্রয়োজন হলে তাকে অর্থসম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে কার্পণ্য করবে না।[৬২০]

আমরাও আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি কিন্তু আমরা তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই না

আবু হাজেম বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একবার ইরাকি এক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। সে লোকটি তখন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তার কী হয়েছে? লোকেরা বলে, সে কুরআন কারিম তেলাওয়াত করলে তার অবস্থা এমন হয়ে যায়। তিনি তখন বলেন, আমরাও তো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি, কিন্তু আমরা তো এভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই না।[৬২১]

আমরা একে কপটতা বলে গণ্য করতাম

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বলা হলো, আমরা তো আমির-উমারার দরবারে গিয়ে তাদের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে থাকি। দরবার থেকে বের হয়ে আবার তাদের বিরুদ্ধে বলা শুরু করি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা একে নিফাক তথা কপটতা বলে গণ্য করতাম।[৬২২]

ঈমান এবং কুরআন

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুগের দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত করেছি। আমাদেরকে

---

[৬১৯] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ৭২
[৬২০] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৩৯
[৬২১] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৪২
[৬২২] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ৪১০

কুরআন কারিমের আগে ঈমান শিক্ষা দেওয়া হতো। কুরআন কারিমের সুরা অবতীর্ণ হতো এবং সেই ভিত্তিতে হালাল-হারাম, করণীয়-বর্জনীয় প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়াদি আমাদের শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু এখন বহু লোকের অবস্থাই এর উলটো, তারা ঈমানের পূর্বেই কুরআন কারিম শিখে ফেলে। একেবারে সুরা ফাতিহা থেকে শুরু করে সুরা নাস পর্যন্ত তারা পড়ে ফেলে। কিন্তু তারা জানেই না যে, কুরআন কোথায় তাকে কী আদেশ করছে, আর কোথায় কোন বিষয়ে তাকে নিষেধ করছে, কোথায় কোন আয়াত নিয়ে তার চিন্তাভাবনা করা উচিত। এসবের পরিবর্তে বরং সে গৎবাঁধাভাবে তা পাঠ করে যেতে থাকে।[৬২৩]

কপটতা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সমালোচনা করে থাকে। তিনি একদিন তাকে বলেন, আচ্ছা, হাজ্জাজের উপস্থিতিতে কি তুমি এই সমালোচনা করতে পারতে? সে বলে, না। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা একে মুনাফিকি মনে করতাম।[৬২৪]

গুরাবা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হলো গুরাবারা। জিজ্ঞেস করা হলো, গুরাবা কারা? তিনি উত্তরে বলেন, যারা নিজেদের দ্বীন-ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমাজ ছেড়ে পলায়ন করেছিল। কেয়ামতের দিন তারা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে থাকবে।[৬২৫]

এক ফোঁটা অশ্রু এবং ১ হাজার দিনার

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ১ হাজার দিনার সদকা করার চেয়ে আমার নিকট প্রিয় হলো, আল্লাহর ভয়ে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরানো।[৬২৬]

---

[৬২৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১০০
[৬২৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১৬৪
[৬২৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৬১
[৬২৬] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/১৪

আলেম

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আলেম হতে পারে না যতক্ষণ সে তার উঁচু স্তরের লোকদের প্রতি ঈর্ষা না করে, তার নিচের স্তরের লোকেরা মানগত দিক থেকে ছোট মনে না হয় এবং ইলমের মাধ্যমে কোনো বিনিময় আশা না করে।[৬২৭]

---

[৬২৭] *দারেমি*, ২৯০

উবাই ইবনে কাব রা.[৬২৮]

হক কবুল করে নেওয়া

এক ব্যক্তি হজরত উবাই ইবনে কাব রা.-কে বলে, আপনি আমাকে সামান্যকিছু নসিহত করুন। তিনি তখন বলেন, যার পক্ষ থেকেই তোমার কাছে হক আসবে, তা কবুল করে নেবে, যদিও সে তোমার শত্রু এবং দূরের কেউ হয়। আর যার পক্ষ থেকেই বাতিল কিছু তোমার কাছে প্রকাশ পাবে, তা প্রত্যাখ্যান করবে, যদিও সে হয় তোমার নিকটভাজন এবং নিকটবর্তী কোনো ব্যক্তি।[৬২৯]

সনদ অর্জনের জন্য ইলম শিক্ষা করবেন না

হজরত উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, আপনারা ইলম শিক্ষা করুন এবং সে অনুযায়ী আমল করুন। সনদ অর্জনের জন্য ইলম শিখবেন না। আপনারা দীর্ঘ জীবন লাভ করলে দেখতে পাবেন, যেভাবে এখনকার মানুষ কাপড়চোপড় দিয়ে নিজেকে সুসজ্জিত করে তোলে, সামনে এমন মানুষদের আবির্ভাব ঘটবে যারা বিভিন্ন সনদ দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করতে চাইবে।[৬৩০]

---

[৬২৮] উবাই ইবনে কাব ইবনে কায়েস আল-আনসারি আন-নাজ্জারি। উপনাম, আবুল মুনজির। তিনি ছিলেন কুরআন কারিমের কারিদের সরদার। আকাবায়ে সানিয়ার একজন। বদরসহ অন্য অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন, হে আবুল মুনজির, এই ইলমের মাধ্যমে তুমি কল্যাণমণ্ডিত হও। তিনি তাকে এটাও বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ দিয়েছেন, তোমাকে কুরআন কারিম পড়ে শোনাতে। উমর রা. তাকে সাইয়িদুল মুসলিমিন তথা মুসলমানদের সরদার বলতেন। তার মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. উল্লেখ করেছেন, তিনি ৩০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। *আল-ইসাবা* কিতাবে তিনি একে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

[৬২৯] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৯/১২১

[৬৩০] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/৮

মুমিন নুরের মধ্যেই থাকে

হজরত উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, মুমিন চার অবস্থার যেকোনো একটি অবস্থার মধ্যেই থাকে,

১. বিপদে আক্রান্ত হলে সে সবর করে।
২. নেয়ামতপ্রাপ্ত হলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।
৩. যখন কথা বলে তখন সত্য বলে।
৪. বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফের পথে হাঁটে।

এর ফলে সে পাঁচটি বিষয়ে নুর লাভ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে এ ব্যাপারে বলেছেন, «نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ»। তাই মুমিনের কথা হয়ে থাকে নুরে পরিপূর্ণ। তার ইলম হয়ে থাকে নুরময়। সে কোথাও গেলে তা হয় নুরময়। কোথাও থেকে বের হলে তা হয় নুরময় এবং কেয়ামতের দিন সে নুরের দিকেই হেঁটে যাবে।

পক্ষান্তরে কাফেররা পাঁচ ধরনের অন্ধকারের মধ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে,

১. তার কথাবার্তা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন।
২. তার আমল হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন।
৩. সে যেখানে প্রবেশ করে তা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন।
৪. যেখান থেকে বের হয় তা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন।
৫. আর কেয়ামতের দিন সে অন্ধকারের দিকেই হেঁটে যাবে।[৬৩১]

সুন্নত আঁকড়ে থাকা

হজরত উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, আপনারা ইসলামের রাস্তায় এবং সুন্নতের ওপর থাকুন। কারণ কেউ যদি ইসলামের পথে এবং সুন্নতের ওপর থেকে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, তাঁর ভয়ে চোখের অশ্রু ঝরায় তাহলে তাকে কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। আর কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় এবং নবিজির সুন্নতের ওপর থেকে রহমানের কথা স্মরণ করে, তাঁর ভয়ে তার শরীর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, তাহলে এতে অবশ্যই তার গুনাহসমূহ সেই গাছের পাতাসমূহের মতো ঝরে পড়বে যার পাতাসমূহ শুকিয়ে গেছে, একটা কোনো প্রবল বাতাস এলেই যে গাছের সব পাতা ঝরে যায়।

---

[৬৩১] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৫৫

আল্লাহর রাস্তায় সুন্নাহ নির্দেশিত মধ্যমপন্থায় থেকে ইবাদত করাটা অন্য কোনো রাস্তায় প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার সাথে ইবাদত-বন্দেগি করার চেয়ে অনেক উত্তম। তাই আপনারা নিজেদের আমলের প্রতি লক্ষ করুন যে, নবিদের সুন্নাহর আলোকে মধ্যমপন্থায় তা সম্পাদন করা হচ্ছে কি না।[৬৩২]

আল্লাহর কিতাব

এক ব্যক্তি উবাই ইবনে কাব রা.-কে বলে, আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবকে পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করো। ফয়সালাকারী হিসাবে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাদের কাছে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনিই হলেন তোমাদের সুপারিশকারী। তাই তোমাদেরকে তার আনুগত্য করতে হবে। তিনি এমন এক সাক্ষী যার ব্যাপারে কেউ কোনো ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে না।

কুরআন কারিমে রয়েছে তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের আলোচনা। এতে তোমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও এতে রয়েছে তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের বৃত্তান্ত।[৬৩৩]

যা আল্লাহর জন্য বিসর্জন দেওয়া হয়

হজরত উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, কেউ যদি আল্লাহর জন্য কোনোকিছু বিসর্জন দেয় তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য এর পরিবর্তে এমন উত্তম বিনিময় দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যদি কেউ অন্যায়ভাবে কোনোকিছুকে তুচ্ছ মনে করে তা আত্মসাৎ করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তার ওপর এর চেয়েও আরও কঠিন এমন বিষয় চাপিয়ে দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারেনি।[৬৩৪]

বন্ধুর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে

এক ব্যক্তি হজরত উবাই ইবনে কাব রা.-কে বলে, হে আবুল মুনজির! আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বলেন, যে বিষয়ে তোমার নিজেকে জড়ানোর প্রয়োজন নেই তাতে নিজেকে জড়াবে না। শত্রুদের থেকে দূরে থাকবে আর বন্ধুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। জীবিত কারও সাথে কেবল সে বিষয়ে ঈর্ষা

---

[৬৩২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৫৩
[৬৩৩] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৯৭
[৬৩৪] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৪৭

করবে, যে ব্যাপারে মৃতদের সাথে ঈর্ষা করা যায় (আমলের প্রতি ঈর্ষা করবে)। এমন ব্যক্তির নিকট কখনো নিজের প্রয়োজনের কথা বলবে না, যে তা পূরণের কোনো পরোয়া করে না।[৬৩৫]

দুনিয়া হলো পরকালের প্রস্তুতির জায়গা

আবু নাদরা বলেন, হজরত উমর রা.-এর শাসনামলে একবার এক প্রয়োজনে আমি তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। রাতেই আমি মদিনায় পৌঁছে যাই। সকাল হলে তার সাথে সাক্ষাৎ করি। আল্লাহ তাআলা আমাকে বিচক্ষণতা ও বাগ্মিতা দান করেছিলেন। তাই আমি হজরত উমরের সামনে দুনিয়ার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করি যে, আমি একসময় দুনিয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। পরে দেখলাম, এর কোনো মূল্যই নেই। তাই দুনিয়াকে পরিত্যাগ করেছি।

উমর রা.-এর পাশে সাদা পোশাকে একজন লোক বসে ছিল। আমার কথা শেষ হলে তিনি বলেন, আপনার সব কথাই তো ঠিক আছে, তবে আপনি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন কেন? আপনার কি জানা রয়েছে, দুনিয়া কী জিনিস? দুনিয়া তো হলো, আমাদের পরকালে পৌঁছার পাথেয়। এতে আমরা পরকালের জন্য আমল করে যেতে পারব এবং পরকালে গিয়ে তার প্রতিদান পাব।

আমি তখন মনে মনে বললাম, তিনি তো দেখছি, দুনিয়ার ব্যাপারে আমার চেয়েও আরও ভালো জানেন! তখন আমি হজরত উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করি, আমিরুল মুমিনিন! এই লোকটি কে? তিনি উত্তরে বলেন, তিনি হলেন সাইয়িদুল মুসলিমিন উবাই ইবনে কাব।[৬৩৬]

তাকওয়া অনুযায়ী বন্ধুত্ব করো

হজরত উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, ব্যক্তির খোদাভীরুতা এবং তাকওয়া অনুযায়ী তার সাথে বন্ধুত্ব করো। যে ব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য নয় তার জন্য প্রশংসা করতে যেয়ো না। মৃতদের প্রতি যে কারণে ঈর্ষা করা যায় জীবিতদের প্রতি সে কারণেই ঈর্ষা করবে। অর্থাৎ উত্তম আমলের প্রতি ঈর্ষা করবে।[৬৩৭]

---

[৬৩৫] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২২২, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২৪৯
[৬৩৬] *আল-আদাবুল মুফরাদ*, ৪৮৩
[৬৩৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৯/১২১

মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.[৬৩৮]

চারটি বিষয়ে সতর্কীকরণ

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, চারটি বিষয় থেকে যদি কেউ বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়, তাহলে যেন তা থেকে বেঁচে থাকে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সেগুলো কী? তিনি বলেন,

১. এমন এক যুগ আসবে যখন চারদিকে বাতিল ছড়িয়ে পড়বে।

২. সকালবেলা তারা এক ধর্ম পালন করবে আর বিকালে আরেক ধর্ম গ্রহণ করবে।

৩. মানুষ বলবে, আল্লাহর কসম, আমি কোন অবস্থায় রয়েছি, সেটা আমার জানা নেই। মানুষ তখন না কোনো সুস্পষ্ট আদর্শের ওপর জীবনযাপন করতে পারবে আর না সুস্পষ্ট কিছুর ওপর মৃত্যুবরণ করতে পারবে।

৪. মিথ্যা কথা বলার জন্য গভর্নররা রাষ্ট্রীয় কোষাগার[৬৩৯] থেকে লোকদের পেছনে সম্পদ ঢালতে থাকবে।[৬৪০]

---

[৬৩৮] মুয়াজ ইবনে জাবাল ইবনে আমর আনসারি। তিনি ছিলেন খাজরাজ গোত্রের। উপনাম হলো, আবু আবদুর রহমান। বাইআতে আকাবায়ে সানিয়ায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরসহ অন্য সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সৌভাগ্যবান সেই চারজনের একজন, যারা খাজরাজ গোত্র থেকে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন কারিম সংকলন করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন, এ উম্মতের মধ্যে হালাল-হারাম সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, হে মুয়াজ! আমি তোমাকে ভালোবাসি।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়েমেনের শাসক হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। নবিজির মৃত্যুর সময় তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। তিনি ছিলেন উঁচু মাপের একজন সাহাবি। সাহাবায়ে কেরাম তার মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ১৮ হিজরিতে তাউনে আমাওয়াসের সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় তার বয়স কত ছিল, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তখন তার বয়স ছিল ৩৩ বছর।

[৬৩৯] মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-এর সে সময়ের কথা বলেছেন যখন মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারগুলো পথভ্রষ্ট আমির-উমারার হাতে ছিল। তারা যেভাবে খুশি সেভাবে তা খরচ করত।

ইলমের মর্যাদা

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, আপনারা ইলম অর্জন করুন। কারণ আল্লাহর জন্য তা অর্জন করা হলো খোদাভীরুতা আর তা অন্বেষণ করা হচ্ছে ইবাদত। এ বিষয়ে গবেষণা চালানো হলো জিহাদ।

কাউকে ইলম শিক্ষা দেওয়াটা সদকা। যোগ্য ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে অবগত করাটা সাওয়াবের মাধ্যম। কারণ এর মাধ্যমে হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এটাই হলো জান্নাতিদের পথপ্রদর্শক। নির্জনতার ক্ষেত্রে এটাই হয় বন্ধু। অপরিচয়ের ক্ষেত্রে এটাই হলো সঙ্গী। একাকিত্বের ক্ষেত্রে এটা হয় আলাপকারী। বিপদ-আপদে এটাই হলো পথপ্রদর্শনকারী। শত্রুদের বিরুদ্ধে এটা হলো অস্ত্র আর বন্ধুবান্ধবদের নিকট তা অলংকার।

এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জাতিকে সম্মানিত করে থাকেন। তাদেরকে কল্যাণের পথপ্রদর্শক ও ইমাম বানিয়ে দেন। লোকেরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য ফেরেশতারা মানুষকে উৎসাহিত করে থাকেন। নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন তাদের জন্য। সকলপ্রকার জীবজন্তু এবং প্রাণী তাদের ক্ষমার দুআ করে থাকেন। এমনকি সমুদ্রের মাছ ও কীটপতঙ্গ এবং উড়ে চলা হিংস্র পাখি এবং জমিনের জীবজন্তু পর্যন্ত তাদের জন্য দুআ করে।

কারণ ইলম হলো অন্তরের সজীবতা, যা মানুষকে মূর্খতার হাত থেকে রক্ষা করে এবং অন্ধকারে আলো বিলিয়ে থাকে। ইলমের মাধ্যমে মানুষ মহৎ ব্যক্তিদের মর্যাদা লাভ করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মহান মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে। এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করাটা রোজা রাখার সমতুল্য আর তার পঠনপাঠন হলো রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগির মতো। এর মাধ্যমেই আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা হয় এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। সৌভাগ্যবানরাই তা অর্জন করতে পারে আর হতভাগারা তা থেকে বঞ্চিত হয়।[৬৪১]

---

[৬৪০] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৩/২৯৮
[৬৪১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮৮

বালকদের রাষ্ট্রপরিচালনা

একবার শামে মহামারি দেখা দেয়। একপর্যায়ে তা অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে। তখন লোকেরা বলাবলি করতে থাকে, এটা তো এক মহাপ্রলয়! এটা এমন তুফান, যাতে পানি নেই।

এই সংবাদ হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-এর নিকট পৌঁছলে তিনি লোকজনকে উদ্দেশ করে এক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আপনাদের মন্তব্য আমি শুনতে পেয়েছি। শুনুন, এটা হলো আল্লাহর রহমত, আপনাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর ফসল,[৬৪২] এবং আপনাদের পূর্ববর্তী নেককারদের সাথে মিলিত হওয়ার পদ্ধতি। তবে তাদের সাথে পার্থক্য হলো, তারা আশঙ্কা করতেন এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার। ভয় করতেন যে, অচিরেই সে সময় চলে আসবে যখন মানুষ জানবেই না যে, সে মুমিন নাকি মুনাফিক! এ ছাড়াও তারা আশঙ্কা করতেন, বালকরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।[৬৪৩]

বিদআত হলো পথভ্রষ্টতা

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, নিশ্চয়ই আপনাদের পর এমন ফিতনা-ফাসাদ আসবে যাতে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে। কুরআন কারিমের পঠনপাঠন বৃদ্ধি পাবে। এমনকি মুমিন-মুনাফিক, ছোট-বড়, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলেই তা পাঠ করবে।[৬৪৪]

অচিরেই সেই সময় চলে আসবে যখন মানুষ বলবে, আশ্চর্য! আমি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারা সত্ত্বেও কেন লোকেরা আমার অনুসরণ করছে না?

---

[৬৪২] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহামারি সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা একে মুমিনদের জন্য রহমত বানিয়েছেন। কোথাও মহামারি দেখা দিলে যদি কেউ সেখানে সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে অবস্থান করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে যে ফয়সালা করেছেন তা ব্যতীত অন্যকিছু তার ওপর আপতিত হবে না, তাহলে সে শহিদের সাওয়াব লাভ করবে। *সহিহ বুখারি*, ৩৪৭৪

[৬৪৩] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮৮

[৬৪৪] প্রথম ফিতনা হলো, অর্থসম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেওয়া। দ্বিতীয় ফিতনা হলো, কুরআন কারিম না বুঝে, তার আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা না করে এবং তার ওপর আমল না করে কেবল তা মুখস্থ করে যাওয়া। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। (সুরা সদ, ২৯)

মনে হচ্ছে, নতুন কোনো বিষয় আবিষ্কার না করা পর্যন্ত তারা আমার অনুসরণ করবে না। সাবধান! ধর্মের মধ্যে কোনো বিষয় উদ্ভাবন থেকে বিরত থাকুন। কারণ এতে যা উদ্ভাবন করা হয় তা হলো, পথভ্রষ্টতা।

বিজ্ঞ লোকদের পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে আমি আপনাদের সতর্ক করছি। কারণ শয়তান বিজ্ঞ লোকদের মুখ থেকেই ভ্রষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বের করে থাকে। মুনাফিকও কখনো কখনো হক কথা বলে থাকে। অতএব আপনারা হক গ্রহণ করুন। কারণ হকের মধ্যেই নুর রয়েছে।

লোকেরা তখন বলল, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, আপনি এটা কী বললেন যে, বিজ্ঞ লোকেরাও কখনো কখনো পথভ্রষ্টতাপূর্ণ কথা বলে থাকে! তিনি বলেন, তারা এ ধরনের কথা বললে আপনাদের নিকট তা আপত্তিকর মনে হবে। তখন আপনারা যদি তাদের বলেন, এটা আবার কেমন কথা বললেন? তিনি তখন খুশিমনে আপনাদের এ আপত্তি গ্রহণ করবেন না।

জেনে রাখুন, নিশ্চয় যারাই ইলম ও ঈমান তালাশ করবে তারা অবশ্যই মর্যাদা পেয়ে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে।[৬৪৫]

মধ্যমপন্থা

এক ব্যক্তি হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-কে বলে, আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন। তিনি তখন বলেন, তুমি কি আমার কথা শুনবে? সে বলে, আমি তো আপনার কথা শুনতে সদা প্রস্তুত! তিনি বলেন, তাহলে যাও, কিছুদিন রোজা রাখবে, কিছুদিন রোজা রাখবে না। কিছু সময় নামাজ পড়বে, কিছু সময় ঘুমাবে আর কিছু সময় আয়-উপার্জন করবে। কোনোপ্রকার গুনাহে জড়িয়ে পড়বে না। মুসলমান অবস্থাতেই যেন তোমার মৃত্যু হয়। সাবধান, মজলুমের বদদুআ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।[৬৪৬]

তাহাজ্জুদের সময় দুআ করা

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের সময় বলতেন, হে আল্লাহ! সকলে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশের তারকারাজিরা অস্তমিত হয়ে গেছে। আপনি হলেন চিরঞ্জীব এবং সকলের অবস্থার প্রতি সদা লক্ষকারী। হে আল্লাহ! জান্নাত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টা তো অত্যন্ত ধীরগতির

---

[৬৪৫] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮৩
[৬৪৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৫৬

এবং জাহান্নাম থেকে আমার পলায়নের প্রচেষ্টাও অত্যন্ত সাধারণ। তাই হে আল্লাহ! আপনি কেয়ামত পর্যন্ত আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির অন্যথা করেন না।[৬৪৭]

জীবনের শেষ নামাজ

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, বৎস! যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন মনে করবে, এটাই তোমার জীবনের সর্বশেষ নামাজ, আর কখনো নামাজ পড়ার সুযোগ হবে না তোমার।

জেনে রাখো, নিশ্চয়ই মুমিনের মৃত্যু ঘটে দুটি উত্তম কাজের মধ্য দিয়ে। একটি হলো, যা সে পরকালে পাঠিয়ে দিয়েছে, আরেকটি হলো, যা সে দুনিয়াতে রেখে যাচ্ছে।[৬৪৮]

পরকালকে প্রাধান্য দাও

এক ব্যক্তি তার সাথি-সঙ্গী নিয়ে এসে হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-কে সালাম দেয় এবং তাকে বিজয়ী শুভেচ্ছা জানায়। হজরত মুয়াজ রা. তখন বলেন, আমি আপনাকে দুটি বিষয়ের অসিয়ত করে যাচ্ছি। যদি আপনি তা সংরক্ষণ করেন তাহলে নিরাপদ থাকতে পারবেন। তা হলো, অবশ্যই আপনার দুনিয়ার প্রয়োজন রয়েছে তবে তার তুলনায় পরকালের প্রয়োজন আরও অনেক বেশি। তাই দুনিয়ার ওপর পরকালকে প্রাধান্য দিন। যেন তা আপনার জন্য এমনভাবে সুগঠিত হয়ে যায় যে, আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন পরকাল আপনার সঙ্গেই থাকবে।[৬৪৯]

আল্লাহর জিকির

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার ওপর সাওয়ার হয়ে কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় হলো, এই সময়টা আল্লাহর জিকিরে কাটিয়ে দেওয়া।[৬৫০]

---

[৬৪৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮৩
[৬৪৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৫৭
[৬৪৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮৪
[৬৫০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮৪

ইলম ও আমল

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, আপনারা যা খুশি তা শিখতে পারেন, তবে জেনে রাখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল করবেন না ততক্ষণ আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে কোনো ইলমেরই প্রতিদান দেবেন না।[৬৫১]

নারীদের ফিতনা

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, আপনাদেরকে যখন দারিদ্র্যের ফিতনার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে তখন আপনারা ধৈর্যধারণ করেছেন। জেনে রাখুন, অচিরেই আপনাদেরকে সুখশান্তি এবং সচ্ছলতার ফিতনার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। তবে আমি আপনাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি নারীদের ফিতনার। যখন তারা স্বর্ণ-গয়নার মাধ্যমে সাজগোজ করবে, শামের মোলায়েম কাপড় পরবে, ইয়েমেনি চাদর গায়ে জড়াবে তখন ধনাঢ্যতা নিজেই তাদের নিকট ক্লান্ত হয়ে পড়বে।[৬৫২]

তিনটি বিষয় মানুষকে ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দেয়

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, যে ব্যক্তি তিন কাজে জড়িয়ে পড়বে সে নিজেকে মানুষের নিকট ঘৃণার পাত্র বানিয়ে ফেলবে,

১. আশ্চর্য হওয়ার মতো কোনো কারণ ছাড়াই হাসা।
২ রাতভর ঘুমানো (রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগি না করা)।
৩. ক্ষুধা লাগেনি তবুও আহার করা।[৬৫৩]

একের পর এক ফিতনা প্রকাশ পেতেই থাকবে

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, দুনিয়ার মধ্যে কেবল বিপদ আর বিপদ। সামনে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হবে। শাসকরা জনগণের ওপর আরও কঠোর হবে। আজ আপনাদের নিকট যে বিষয়গুলো ভয়ংকর মনে হয় সামনে তার চেয়েও আরও ভয়ংকর ভয়ংকর বিষয় প্রকাশ পাবে। যেগুলোর তুলনায় আপনাদের এই ফিতনাগুলো তুচ্ছ বনে যাবে।[৬৫৪]

---

[৬৫১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮৫
[৬৫২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮৫
[৬৫৩] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৪৩৭
[৬৫৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৭৩

লোকেরা যখন উদাসীন হয়ে যাবে তখন আপনি মনোযোগী হয়ে উঠুন

মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, আপনি যাদের সাথে ওঠাবসা করেন নিশ্চয়ই তারা বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে উঠবে। যখন দেখবেন, আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে গেছে, তখন আপনার প্রতিপালকের প্রতি অধিক পরিমাণে মনোযোগী হয়ে উঠুন।[৬৫৫]

জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করা

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, যে ব্যক্তি নিরাপদে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে চায় সে যেন যেখানে আজান হয় সেখানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে নেয়। কারণ এগুলো হলো আবশ্যকীয় সুন্নত। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে আদায় করেছেন। আজান হয়ে গেলে যেন কেউ না বলে যে, ঘরে আমার নামাজের জায়গা আছে, আমি সেখানে নামাজ পড়ে নেব। যদি কেউ এমন করে তাহলে তো সে প্রকৃতপক্ষে আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত পরিত্যাগ করল। আর কেউ নবির সুন্নত পরিত্যাগ করলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[৬৫৬]

মানুষের সাথে কম কম কথা বলবে

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, মানুষের সাথে কথা বলুন কম আর আল্লাহর সাথে কথা বলুন বেশি। আপনি চাইলে অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারবেন।[৬৫৭]

কেবল তখনই অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, পুলসিরাত পার হওয়া পর্যন্ত মুমিনের অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে না এবং তার ভয়ভীতি দূর হয় না।[৬৫৮]

তিনি আরও বলেন, পুলসিরাত পার হওয়ার আগে কারও জন্য আনন্দ-খুশি করা উচিত নয়।[৬৫৯]

---

[৬৫৫] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৫৭
[৬৫৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮৪
[৬৫৭] *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া*, ১২২
[৬৫৮] *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া*, ১২৭
[৬৫৯] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ৫০

যারা মসজিদে ভিক্ষা করে

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, যারা মসজিদে ভিক্ষা করে তারা আল্লাহ তাআলাকেই ক্রোধান্বিত করে দেয় (কারণ আল্লাহর ঘরে গিয়ে আল্লাহর নিকট না চেয়ে তারা মানুষের নিকট হাত পেতে থাকে)।[৬৬০]

আলেমের পদস্খলন

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, আলেমের পদস্খলনের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কারণ মানুষের নিকট তার মর্যাদা অনেক বেশি, তাই তার পদস্খলন ঘটে গেলে মানুষও তার পদস্খলনের অনুসরণ করা শুরু করবে।[৬৬১]

জান্নাতিদের অনুশোচনা

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, জান্নাতিরা কোনো বিষয়েই আফসোস-অনুশোচনা করবে না। তবে কেবল সেই মুহূর্তগুলোর ওপরই তাদের অনুশোচনা হবে যে মুহূর্তগুলোয় তারা আল্লাহর জিকির করেনি।[৬৬২]

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা

হজরত মুয়াজ রা.-এর দুজন স্ত্রী ছিল। তিনি যেদিন যার ঘরে থাকতেন সেদিন তার থেকেই সবকিছু গ্রহণ করতেন, অন্য কারও থেকে সামান্য পানিটুকু পর্যন্ত পান করতেন না।[৬৬৩]

আলেমের ফিতনা

মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, হে আরবের লোকেরা! তিন অবস্থায় তোমরা কী করবে?

১. দুনিয়া যখন তোমাদের গর্দান কেটে ফেলবে।

২. যখন কোনো আলেমের পদস্খলন ঘটবে।

৩. মুনাফিকরা যখন কুরআন কারিম নিয়ে বিতর্ক তৈরি করবে।

তার এ জিজ্ঞাসার কেউই কোনো উত্তর প্রদান করেনি। তখন তিনি বলেন, কোনো আলেম যদি সঠিক পথেও থাকেন তবুও তোমরা নিজেদের সকল

---

[৬৬০] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৪৯
[৬৬১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/৮৪
[৬৬২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/৩৯২
[৬৬৩] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২২৮

দায়িত্ব তার কাঁধে অর্পণ করে চোখ বন্ধ করে বসে থেকো না। আর যদি তিনি ফিতনায় নিপতিত হয়ে যান তাহলে তোমরা তাড়াহুড়া করবে না, তার ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে যাবে না। কারণ মুমিন কোনো সময় ফিতনা-ফাসাদে নিপতিত হলেও পরে তাওবা করে নেয়।

জেনে রাখুন, কুরআন হলো আপনাদের আলোকবর্তিকা, যা আপনাদের কারও নিকট অস্পষ্ট নয়। তাই কুরআনের যে বিষয়গুলো আপনারা নিশ্চিতভাবে জানেন সে বিষয়ে অন্যদের জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। আর যে বিষয়ে সামান্য সন্দেহ হবে তা আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করে নেবেন।

দুনিয়ার ব্যাপারে কথা হলো, আল্লাহ তাআলা যার অন্তরে ধনাঢ্যতা দান করে থাকেন সে সফলকাম হয়ে যায় আর যার অন্তরে ধনাঢ্যতা থাকে না, দুনিয়ার অঢেল সম্পদও তার কোনো উপকার করতে পারে না।[৬৬৪]

নামাজের একাগ্রতা

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, নামাজে দাঁড়িয়ে কেউ যদি লক্ষ করলেই বুঝতে পারে যে, তার ডানে কে রয়েছে আর বামে কে আছে, তাহলে তার নামাজের খুশুখুজু বলতে কিছুই বাকি রইল না।[৬৬৫]

আল্লাহর জিকির

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, কবরের আজাব থেকে রক্ষাকারী আমল হিসাবে আল্লাহর জিকিরের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই। লোকেরা বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি এই ক্ষেত্রে জিকিরের চেয়ে উত্তম নয়? তিনি বলেন, না। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলেছেন,

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ। (সুরা আনকাবুত, ৪৫)

মৃত্যুর সময়ের আশা

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি এতদিন আপনার ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত ছিলাম, আজ আমি

---

[৬৬৪] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/১৩৬
[৬৬৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/২১৩

আপনার প্রতি আশাবাদী হয়ে উঠেছি। হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি জানেন, আমি দুনিয়াকে ভালোবাসিনি এবং নদীনালা খনন করে তাতে পানি প্রবাহিত করা এবং গাছপালা রোপণ করার জন্য আমি এতে দীর্ঘ দিন থাকতে চাইনি। বরং যতদিন ছিলাম ততদিন ইচ্ছা ছিল, দ্বিপ্রহরের কঠিন সময় তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারা, দ্বীনের জন্য বিভিন্ন বিপদ-আপদ সহ্য করা এবং জিকিরের মজলিসে আলেমদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা।[৬৬৬]

শেষ জামানায়

হজরত মুয়াজ রা. বলেন, শেষ জামানায় আবির্ভাব ঘটবে একশ্রেণির ফাসেক কারি, পাপাচারী শাসক, আত্মসাৎকারী আমানতদার, জালেম জনপ্রতিনিধি এবং মিথ্যুক আমির-উমারার।[৬৬৭]

---

[৬৬৬] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৬/১১৫
[৬৬৭] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৬১

আবু দারদা রা.[৬৬৮]

যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ

আবু দারদা রা. বলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর নিজেকে মৃতদের বলে গণ্য করবে এবং মজলুমের বদদুআ থেকে বেঁচে থাকবে।

জেনে রাখো, প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট সামান্য সম্পদ সেই অধিক সম্পদ থেকে উত্তম যা তোমাকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেবে। তুমি যে কল্যাণকাজ করবে তা আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত হয়ে থাকবে আর যে মন্দ কাজ করবে আল্লাহ কখনো তার কথা বিস্মৃত হয়ে যাবেন না।[৬৬৯]

তোমার ভাইয়ের প্রতি যত্নবান হও

আবু দারদা রা. বলেন, কোনো ভাই না থাকার চেয়ে একজন খোঁড়া ভাই থাকাটা অনেক ভালো। কে আছে যে তোমাকে একজন ভাইয়ের কাজ দেবে? ভাইকে তুমি বিভিন্ন জিনিস দেবে। তার প্রতি নম্র আচরণ করবে। তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না। অন্যথায় তুমিও তার মতো হয়ে যাবে। আগামীকালই তো তোমার মৃত্যু চলে আসতে পারে। তাই এখনই তার প্রতি যত্নবান হও। জীবিত থাকতে যখন তার সাথে সম্পর্ক রাখোনি তখন মরে গেলে তার জন্য আবার কখন কাঁদবে।[৬৭০]

---

[৬৬৮] আবু দারদা। মূল নাম, ওয়াইমির ইবনে যায়েদ ইবনে কায়েস। তিনি একজন আনসারি সাহাবি। খাজরাজ গোত্রের একজন। বদরযুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি বড় ধরনের ধৈর্যের পরীক্ষা প্রদান করেন। তিনি সৌভাগ্যবান সেই চারজনের একজন যারা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন কারিম সংকলনের কাজ করেছেন। কুরআন কারিম শিক্ষা দেওয়ার জন্য উমর রা. তাকে হিমসে, এরপর দামেশকে পাঠিয়েছিলেন। উসমান রা.-এর শাসনামলে তিনি দামেশকের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন একজন অনুসৃত ব্যক্তিত্ব। তিনি এই উম্মতের হাকিম এবং দামেশকের কারিদের সরদার। এই মহান সাহাবি ৩২ হিজরিতে দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

[৬৬৯] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/৩৫০

[৬৭০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২১; *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭২

তোমাদের সৎকর্মশীলদের ভালোবাসবে

আবু দারদা রা. বলেন, তোমরা যতদিন তোমাদের সৎকর্মশীলদের ভালোবাসবে ততদিন তোমরা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। তোমাদেরকে যে হক কথা বলা হবে তা ভালোভাবে বুঝবে। কারণ যে ব্যক্তি হককে বুঝাতে পারল এবং চিনতে পারল সে যেন তার ওপর আমলই করল।[৬৭১]

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা

আবু দারদা রা. বলেন, যে ব্যক্তি কেবল পানাহারকেই আল্লাহর নেয়ামত মনে করে সে নিজের আমলের পরিধিকে সংকুচিত করে ফেলে এবং সে যেন দুনিয়াতেই শাস্তির সম্মুখীন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিমুখ হতে পারে না সে আসলে দুনিয়ার কিছুই পায় না।

তিনি আরও বলেন, মানুষের প্রতিটি ঘামের ফোঁটায় আল্লাহর কত কত নেয়ামত লুকিয়ে আছে![৬৭২]

মৃত্যুর পর

আবু দারদা রা. বলেন, মৃত্যুর পর তোমরা যে ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যদি তা জানতে, তাহলে কখনো আনন্দের সাথে খাওয়াদাওয়া করতে না এবং কোথাও বিশ্রাম নিতে যেতে না। বরং মাথার চুল টানতে টানতে তোমরা রাস্তাঘাটে বের হয়ে যেতে। নিজেদের অবস্থার ওপর কান্না করতে থাকতে। তোমরা কামনা করতে, হায়, যদি আমি কোনো বৃক্ষ হতাম, যাকে লোকেরা কেটে খেয়ে ফেলত।[৬৭৩]

ঈমানের সর্বোচ্চ চূড়া

আবু দারদা রা. বলেন, ঈমানের সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর ফয়সালার ওপর ধৈর্যধারণ করা। তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা। তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ থাকা এবং নিজেকে আল্লাহ তাআলার নিকট সঁপে দেওয়া।[৬৭৪]

---

[৬৭১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৮
[৬৭২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৭
[৬৭৩] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭১
[৬৭৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭২

আগে নিজের কথা চিন্তা করো

আবু দারদা রা. বলেন, নিজের থেকে আগে বেড়ে কারও দায়িত্ব নিতে যাবে না। কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাবে না। হে বনি আদম! তুমি নিজের কথা ভাবো। কারণ যে ব্যক্তি মানুষের কথা ভাবতে যায় তার দুঃখ-বেদনা বেড়ে যায়, তার ক্রোধ ও রাগ কমে না।[৬৭৫]

আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন

আবু দারদা রা. একবার মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ আনসারিকে চিঠি লিখে বলেন, আপনার ওপর আল্লাহর সালাম হোক। পরকথা হলো, কেউ যখন আল্লাহর আনুগত্য করে আল্লাহ তাআলা তখন তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে তিনি মানুষের ভালোবাসার পাত্র বানিয়ে দেন। পক্ষান্তরে কেউ যখন আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকে সে আল্লাহর ঘৃণার পাত্র হয়ে যায়। আর আল্লাহ যাকে ঘৃণা করেন তাকে তিনি মানুষের নিকটও ঘৃণিত বানিয়ে দেন।[৬৭৬]

যতক্ষণ তুমি নিজের নফসের প্রতি শত্রুতা না করবে

আবু দারদা রা. বলেন, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ফকিহ হতে পারবে না যতক্ষণ কুরআন কারিমের আয়াতের ব্যাখ্যা না জানবে এবং আল্লাহর জন্য মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। এমনকি তুমি নিজের নফসের সাথেও শত্রুতা করতে থাকবে। যে শত্রুতা হবে মানুষের প্রতি শত্রুতার চেয়েও মারাত্মক।[৬৭৭]

কাউকে উপদেশ দেওয়াও এক ধরনের সদকা

আবু দারদা রা. বলেন, মুমিন যেসব সদকা করে থাকে তার মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সদকা হলো নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশে করা ওয়াজ-নসিহত। যে ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা উপকৃত হয়ে থাকে।[৬৭৮]

---

[৬৭৫] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৮
[৬৭৬] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৭৯৭
[৬৭৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৮
[৬৭৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২১

দুই ধরনের বদদুআ

আবু দারদা রা. বলেন, তোমরা ইয়াতিম ও মজলুমের বদদুআ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ রাতে মানুষ যখন ঘুমে বিভোর থাকে তখনও তাদের দুআ সন্তর্পণে আল্লাহর নিকট উঠে যায়।[৬৭৯]

হে দামেশকের অধিবাসীরা

আবু দারদা রা. বলেন, হে দামেশকবাসীরা! আপনারা হলেন আমার ধর্মীয় ভাই এবং প্রতিবেশী। আপনাদের মাধ্যমেই শত্রুদের বিরুদ্ধে আমি সহযোগিতা লাভ করে থাকি। বলুন, আমার সাথে কেন আপনাদের ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না? অথচ আপনাদেরকে আমার ভরণপোষণ বহন করতে হয় না! কী ব্যাপার, আমি দেখছি আপনাদের আলেমরা একের পর এক বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন অথচ আপনাদের জাহেল মূর্খরা ইলম-কালাম শিখছে না। আমি তো দেখছি, আল্লাহ তাআলা আপনাদের যেসব বিষয় পূরণের দায়িত্ব নিয়েছেন আপনারা সেগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে আছেন, কিন্তু তিনি আপনাদেরকে যা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তা পরিত্যাগ করে বসে আছেন?

জেনে রাখুন, আপনাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, বহু ধনসম্পদ জমা করেছে, বড় বড় স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু এখন তাদের সেই বাড়িঘরগুলো কবর হয়ে গেছে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ধোঁকায় পরিণত হয়েছে। তাদের জমাকৃত সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব, আপনারা নিজেরাই ইলম অর্জন করুন। অন্যদেরকে তা শিক্ষা দিন। কারণ যে ব্যক্তি শেখায় এবং যে শেখে, প্রতিদান লাভের দিক থেকে তারা উভয়ই সমান। যদি দুনিয়া থেকে আলেম ও ছাত্রদের বিদায় ঘটে যায় তাহলে মনে রাখবেন, দুনিয়ায় আর কোনো কল্যাণই বাকি থাকবে না।[৬৮০]

আমি আপনাদেরকে আদেশ করে নিজে যখন তা করি না

আবু দারদা রা. বলেন, আমি আপনাদেরকে যেসব কাজের নির্দেশ প্রদান করি, যদি আমি নিজে তা নাও করি, তবুও আমি আশাবাদী, এই কারণে আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদান পেয়ে যাব। জেনে রাখুন, আমি ওই ব্যক্তির ব্যাপারে

---

[৬৭৯] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২১
[৬৮০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭০

সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকি যার ওপর আমার পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হয়ে গেলে সে কেবল আল্লাহর নিকটই আপন ফরিয়াদ জানায়।[৬৮১]

দ্বীনি বিষয়ে চিন্তাভাবনার সাওয়াব

আবু দারদা রা. বলেন, দ্বীনি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করাটা রাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।[৬৮২]

সচ্ছলতার সময়ও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন

এক ব্যক্তি হজরত আবু দারদা রা.-কে বলে, আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বলেন, সচ্ছলতা ও উত্তম অবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে, তাহলে তোমার বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ তোমার পাশে থাকবেন। কখনো দুনিয়ার কোনোকিছু অর্জন করতে গেলে লক্ষ করবে, এর পরিণাম কী হবে।[৬৮৩]

যখন তারা আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন ছেড়ে দেবে

জুবায়ের ইবনে নুফাইর বলেন, কুবরুস বিজয়ের পর আমি দেখি আবু দারদা রা. একাকী বসে কান্না করছেন। তখন আমি তাকে বলি, হে আবু দারদা! আপনি আজ কেন কান্না করছেন, অথচ আজ আল্লাহ তাআলা ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মানিত করেছেন? তিনি তখন বলেন, জুবায়ের, তোমার অমঙ্গল হোক! মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ পালন করা ছেড়ে দেয় তখন তাদের অবস্থা কত নিচে নেমে যায়। একসময় যারা থাকে শক্তিশালী কোনো জাতি, যাদের থাকে আলাদা কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র, যখন তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করা ছেড়ে দেয় তখন তাদের এমনই পরিণতি ঘটে থাকে। (অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নীতি হলো, যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে তাদের ওপর শাস্তি নেমে আসে।)[৬৮৪]

মৃত্যুর মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ

আবু দারদা রা. যখন কোনো জানাজা দেখতে পেতেন তখন লাশকে লক্ষ করে বলতেন, এ সকালে তোমরা চলে যাচ্ছ, বিকালেই আমরা আসছি কিংবা তিনি বলতেন, এ বিকালে তোমরা চলে যাচ্ছ, কাল সকালেই আমরা আসছি।

---

[৬৮১] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২১৯
[৬৮২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৭
[৬৮৩] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৭
[৬৮৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭৩

তোমরা বড়ই মর্মস্পর্শী উপদেশ। উপদেশ প্রদানকারী হিসাবে মৃত্যুই যথেষ্ট। মানুষ একের পর এক বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে।[৬৮৫]

অর্থসম্পদ বাড়ছে আর জীবনের আয়ু কমছে

আবু দারদা রা. বলেন, সব মানুষের বিবেকবুদ্ধিই অপূর্ণ। কারণ দুনিয়ার সামান্যকিছু অর্থসম্পদ লাভ করতে পারলেই তারা আনন্দিত হয়ে ওঠে, অথচ দিবারাত্রির পালাবদলে কীভাবে যে তাদের জীবন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, সে কারণে কোনো দুঃখবোধ করে না। তারা আসলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত যখন জীবনের আয়ু কমছে তখন অর্থসম্পদ বাড়লেও কী লাভ আছে?[৬৮৬]

কবরই মুমিনকে রক্ষা করতে পারে

আবু দারদা রা. বলেন, মানুষের অনিষ্ট থেকে একজন মুমিনকে রক্ষা করতে পারে কেবল তার কবর।[৬৮৭]

আমাকে হাসায় এবং কাঁদায়

আবু দারদা রা. বলেন, তিনটি বিষয় আমাকে হাসায় আর তিনটি বিষয় আমাকে কাঁদায়। আমাকে হাসায়,

১. ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে দুনিয়া নিয়ে স্বপ্ন দেখে অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজছে।
২. ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে আছে অথচ মৃত্যু তার ব্যাপারে উদাসীন নয়।
৩. ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে মুখ খুলে হেসে থাকে অথচ সে জানেই না যে, তার প্রতিপালক তার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট।

আর আমাকে কাঁদায়,

১. মৃত্যুপরবর্তী পরকালের বিভীষিকাময় অবস্থা।
২. মৃত্যুর কারণে আমল করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়া।
৩. আর আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় দণ্ডায়মান হওয়া যে, জানা নেই আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে নাকি জাহান্নামে নিক্ষেপের।[৬৮৮]

---

[৬৮৫] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭৪
[৬৮৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২৩
[৬৮৭] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৫৭

আমি তো কেবল তার কাজকে ঘৃণা করি

আবু দারদা রা. এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। লোকটি কোনো এক অপরাধ করায় অন্যান্য মানুষ তাকে গালিগালাজ করেছিল। তখন তিনি লোকদের লক্ষ করে বলেন, আচ্ছা, বলো তো, যদি দেখতে এ লোকটা কোনো কূয়ায় পড়ে গেছে তাহলে কি তোমরা তাকে উদ্ধার করতে না? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, করতাম। তিনি তখন বলেন, যদি তাই হয় তাহলে তোমরা তোমাদের এই ভাইকে গালিগালাজ করো না। বরং আল্লাহর প্রশংসা করো, যিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। লোকেরা বলল, তাহলে কি আপনি তার প্রতি কোনো ঘৃণা পোষণ করেন না? তিনি বলেন, আমি তো কেবল তার কাজকে ঘৃণা করি। সে যখন ওই কাজটা ছেড়ে দেবে তখন তো সে আমার ভাই।[৬৮৯]

আমি তিন কারণে তিনটি বিষয়কে পছন্দ করি

আবু দারদা রা. বলেন, প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহে আমি মৃত্যুকে ভালোবাসি এবং আমার প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী হয়ে থাকার জন্য আমি দারিদ্র্যকে ভালোবাসি আর গুনাহ মোচন হবে বলে আমি অসুস্থতাকে ভালোবাসি।[৬৯০]

সন্তানদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে নির্দেশনামূলক চিঠি

আবু দারদা রা. তার এক ভাইকে চিঠি লিখে বলেন, পরসমাচার, তুমি দুনিয়ার যা-কিছুই লাভ করো না কেন, লক্ষ করলে দেখবে, তার সবগুলোরই কোনো পূর্বসূরি রয়েছে আর পরে তার উত্তরসূরি। একজন থেকে গ্রহণ এবং অন্যজনকে প্রদানের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তোমার জন্য কেবল সেটাই থাকবে, যা তুমি পরকালের জন্য দান করবে। তাই তুমি তোমার সন্তানদের পরিবর্তে নিজের পরকাল নিয়ে ভাবো। সম্পদকে পরকালের জন্য খরচ করলে সেটা হবে এক উত্তম সিদ্ধান্ত। কারণ পরকালে তোমাকে এমন এক সত্তার কাছে উপস্থিত হতে হবে যিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন না। পক্ষান্তরে যদি তুমি তা দুনিয়াতে রেখে যাও তাহলে এমন ব্যক্তিদের জন্য রেখে যাবে, এ অনুগ্রহের কারণে যারা তোমার প্রশংসাটুকু করবে না।

---

[৬৮৮] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৫১
[৬৮৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭৯
[৬৯০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২২

জেনে রাখো, তুমি যে সম্পদ রেখে যাচ্ছ তা দুই ব্যক্তির যেকোনো একজনের হাতেই পড়বে।

১. এমন এক ব্যক্তির হাতে যাবে যে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য থেকে তা ব্যয় করবে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে যে, যে সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে তুমি বহু ত্যাগ স্বীকার করলে তা দিয়ে অন্যজন সৌভাগ্যবান হয়ে গেল।

২. কিংবা তা এমন ব্যক্তির হাতে যাবে, যে আল্লাহর অবাধ্যতায় তা খরচ করবে। তখন এ উপার্জিত সম্পদই তোমার হতভাগ্যের কারণ বনে যাবে।

অথচ আল্লাহর কসম! এই দুই ব্যক্তির একজনও এমন নয়, যার জন্য তুমি কষ্ট স্বীকার করতে পারো এবং নিজের ওপর তাদের প্রাধান্য দিতে পারো।

তোমার পূর্বপুরুষদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করো আর তোমার ছেলেসন্তানদের জন্য আল্লাহর রিজিকপ্রাপ্তির ব্যাপারে তুমি সুনিশ্চিত থাকো। ওয়াস-সালাম।[৬৯১]

কঠোর হিসাব

আবু দারদা রা. বলেন, দুর্ভোগ এমন লোভীর জন্য যে ভূরিভূরি সম্পদ সঞ্চয় করে। যারা মানুষের অর্থসম্পদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দেখলে মনে হয় যেন সে কোনো পাগল। তার দৃষ্টি কেবল মানুষের অর্থসম্পদের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ তাআলার নিকট যা বরাদ্দ রয়েছে তার দিকে কখনো তার নজর যায় না। সে পারলে রাতদিন এক করে দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়ায়। দুর্ভোগ তার জন্য! তার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন হিসাব এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৬৯২]

কেউ যখন আল্লাহর ক্রোধের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়ে যায়

আবু দারদা রা. বলেন, কেউ যখন আল্লাহর ক্রোধের অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায় তখনই সে অন্যদের ওপর রাগারাগি শুরু করে (নিজের ওপর আল্লাহর গজব ডেকে আনে)। সাবধান! এমন ব্যক্তির ওপর জুলুম করতে যাবে না, আল্লাহ তাআলা ছাড়া যার কোনো সাহায্যকারী নেই।[৬৯৩]

---

[৬৯১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭৩
[৬৯২] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২২
[৬৯৩] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১৪১

আদ জাতির পরিত্যক্ত সম্পদ

আবু দারদা রা. বলেন, হে দামেশকের জনগণ, আপনাদের কি লজ্জা হয় না, আপনারা এমন সব সম্পদ জমা করে যাচ্ছেন যা আপনারা ভোগ করতে পারবেন না! এমন সব বাড়িঘর ও দালানকোঠা নির্মাণ করে যাচ্ছেন যাতে আপনারা বসবাস করতে পারবেন না! এমন বড় বড় স্বপ্ন দেখছেন যা আপনারা অর্জন করতে পারবেন না! জেনে রাখুন, আপনাদের পূর্ববর্তী জাতিরা বিপুল সম্পদ উপার্জন করেছিল, তারা অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখত, বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করত, কিন্তু তাদের সঞ্চয়কৃত সম্পদ এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের স্বপ্নগুলো ধোঁকায় পরিণত হয়েছে। তাদের বাড়িঘর কবর হয়ে গেছে।

আদ জাতির অবস্থা দেখুন, তারা আদন থেকে শুরু করে আম্মান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা নিজেদের ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততিতে পূর্ণ করে ফেলেছিল, কিন্তু এখন বলুন, আপনাদের এমন কে আছে, যে আমার থেকে আদ সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পদ মাত্র দুই দিরহামে ক্রয় করবে?[৬৯৪]

তুমি কি ইলম অর্জন করেছ?

আবু দারদা রা. বলেন, আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি যে, কেয়ামত দিবসে আমাকে বলা হবে, তুমি কি ইলম অর্জন করেছ না করোনি? যদি বলি, ইলম অর্জন করেছিলাম, তাহলে তখন কুরআন কারিমের আদেশসূচক এবং নিষেধসূচক আয়াতগুলো আমাকে পাকড়াও করে বসবে। আদেশসূচক আয়াতগুলো বলবে, তুমি কি আমার নির্দেশ পালন করেছ? নিষেধসূচক আয়াতগুলো বলবে, তুমি কি আমার নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থেকেছ?

তাই আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন ইলম থেকে যা আমার কোনো উপকারে আসবে না এবং এমন প্রবৃত্তি থেকে যা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না আর এমন দুআ থেকে যা কবুল করা হয় না।[৬৯৫]

বাজারে বসা

আবু দারদা রা. বলেন, মুসলমানের জন্য কতই-না উত্তম কুঠুরি তার ঘর। এতেই সে নিজেকে আবদ্ধ রেখে নফস, দৃষ্টি এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারে।

আপনারা বাজারে বসবেন না। কারণ তাতে অনর্থক কথাবার্তা হয়।[৬৯৬]

---

[৬৯৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭৪
[৬৯৫] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২০

মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

আবু দারদা রা. বলেন, যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তার হাসিতামাশার পরিমাণ কমে যায় এবং মানুষের সাথে সে হিংসা-বিদ্বেষ কমিয়ে দেয়।

তিনি আরও বলেন, মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে নিজেকে মৃত বলেই মনে করো।[৬৯৭]

হজরত সালমান ফারসি রা.-এর প্রতি চিঠি

হজরত আবু দারদা রা. হজরত সালমান ফারসি রা.-এর উদ্দেশে চিঠি লিখে বলেন, হে আমার প্রিয় ভাই! আপনি আপনার সুস্থতা ও অবসরকে সেই অবস্থার পূর্বে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে কাজে লাগান, যখন আপনার ওপর এমন বিপদ-আপদ নেমে আসবে যা প্রতিহত করার ক্ষমতা কোনো মানুষের থাকবে না। আর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তার থেকে দুআ নিন।

হে আমার ভাই! যেন মসজিদ হয় আপনার ঘর। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মসজিদ হলো খোদাভীরুদের ঘর। যাদের ঘর হয় মসজিদ, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করেন, তাদের পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ।

হে আমার ভাই! এতিমদের প্রতি রহম করুন। তাদেরকে আদর করুন। নিজের খাবার তাদের মুখে তুলে দিন। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি তার অন্তরের পাষণ্ডতার অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। তিনি তখন বলেছেন, তুমি কি চাও যে, তোমার অন্তর কোমল হয়ে যাক? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তাহলে এতিমকে তোমার কাছে ডেকে আনবে। তার মাথায় হাত বুলাবে। তাকে তোমার নিজের খাবার খাওয়াবে। এটা তোমার অন্তরকে কোমল করবে এবং প্রয়োজন পূরণ করবে।

হে আমার ভাই! তুমি যে সম্পদের শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না তা উপার্জন করো না। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে

---

[৬৯৬] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ১২৮

[৬৯৭] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৬/৭৯

শুনেছি, কেয়ামতের দিন এমন এক দুনিয়াদারকে আনা হবে, যে আল্লাহর হুকুম মেনে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং ব্যয় করেছে। সে থাকবে সম্পদের সামনে আর সম্পদ থাকবে তার পেছনে। পুলসিরাত যখন তাকে ফেলে দিতে চাইবে তখন তার সঙ্গী তাকে বলবে, যাও, তুমি চলে যাও, নিজের ওপর অবধারিত হক তুমি আদায় করেছ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে সম্পদের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেনি। সম্পদগুলো থাকবে তার কাঁধের ওপর। সম্পদ তাকে আছাড় মেরে ফেলে দেবে এবং বলবে, তোমার দুর্ভোগ! তুমি কেন এতে আল্লাহর আনুগত্য করোনি? তার অবস্থা এভাবেই চলতে থাকবে। একপর্যায়ে এই সম্পদ তার ধ্বংসের জন্য বদদুআ করবে।

হে আমার ভাই, শুনতে পেলাম আপনি নাকি একজন খাদেম ক্রয় করেছেন! শুনুন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কারও সেবা গ্রহণ না করে ততক্ষণ সে আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকে। আর যখন সে কারও সেবা গ্রহণ শুরু করে তখন তার ওপর হিসাবনিকাশ অবধারিত হয়ে যায়।

উম্মে দারদা আমার কাছে একবার একজন খাদেম চেয়েছিল, তখন আমি ছিলাম সচ্ছল। কিন্তু পরকালের হিসাবনিকাশের হাদিস শুনতে পেয়ে আমি তাকে আর খাদেম দিইনি।

ভাই আমার! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি হয়েছেন সত্য, তবে এর মাধ্যমে প্রতারিত হবেন না। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর আমরা দীর্ঘ একটা সময় দুনিয়াতে অতিবাহিত করে ফেলেছি। এ সময় আমরা কত সকল সমস্যায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছি, তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।[৬৯৮]

কঠোর হিসাব

আবু দারদা রা. বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুয়ত লাভ করেন তখন আমি ছিলাম ব্যবসায়ী। আমার ইচ্ছা ছিল ব্যবসাবাণিজ্যও করব আবার ইবাদত-বন্দেগিও করব। কিন্তু এ দুটি বিষয় একত্র হতে পারেনি। তাই একসময় আমি ব্যবসাবাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে ইবাদত-বন্দেগিতে লেগে যাই।

---

[৬৯৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২০

এরপর তিনি বলেন, যে সত্তার হাতে আবু দারদার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি এটাও পছন্দ করি না যে, মসজিদের গেইটে আমার কোনো দোকান থাকবে, আমি সেখানে দোকানদারি করব আর সময়মতো নামাজ আদায় করব, এ দোকানদারি করে প্রতিদিন যদি ৪০ দিনারও লাভ হয় তাহলে আমি তার পুরোটাই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেবো! তাকে বলা হলো, কেন আপনি এটা পছন্দ করেন না? তিনি বলেন, পরকালের কঠিন হিসাবের কারণে তা অপছন্দ করি।[৬৯৯]

প্রতিদিন তোমার কিছু অংশ চলে যাচ্ছে

আবু দারদা রা. বলেন, হে বনি আদম! পা দিয়ে আঘাত করে জমিনকে নরম করতে থাকো। অচিরেই এটা হবে তোমার কবর। হে বনি আদম! তুমি তো কেবল কিছুদিনের সমষ্টি। যখন একটি দিন চলে যায় তখন তোমার কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। হে বনি আদম! তোমার মা তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে প্রতিনিয়ত তুমি তোমার হায়াত শেষ করে চলেছ![৭০০]

চতুর্থ শ্রেণির লোক হয়ো না

আবু দারদা রা. বলেন, তুমি আলেম হও কিংবা ছাত্র হও। আলেমদের মজলিসে বসে তাদের মাধ্যমে উপকৃত হও। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণির লোক হয়ো না। অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে। হাসান বলেন, তিনি চতুর্থ শ্রেণি বলতে উদ্দেশ্য নিয়েছেন বিদআতিদেরকে।[৭০১]

আবু দারদা রা. বলেন, মানুষের মধ্যে তিন শ্রেণি রয়েছে। এক শ্রেণি হলো আলেম। আরেক শ্রেণি হলো ছাত্র। আর তৃতীয় শ্রেণি হলো, উচ্ছৃঙ্খল মানুষ, যাদের মধ্যে কোনো ধরনের কল্যাণ নেই।[৭০২]

তিনি বলেন, মানবজাতির কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে আলেম ও ছাত্র উভয়ের অবদান রয়েছে। আর বাকি সকল মানুষ হলো উচ্ছৃঙ্খল ধরনের। তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।[৭০৩]

---

[৬৯৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৭
[৭০০] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৫১১
[৭০১] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩১৯
[৭০২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২১২
[৭০৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১৭

আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা

আবু দারদা রা. বলেন, অর্থসম্পদ এবং সন্তানসন্ততির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যে কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ হলো, তোমার সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। ইলমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। ভালো কাজ করলে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে আর খারাপ কাজ হয়ে গেলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে।[৭০৪]

দরজা তো খোলাই আছে

আবু দারদা রা. বলেন, কেউ রাজাবাদশাদের কাছে যেতে হলে তাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাদের জন্য বসে অপেক্ষা করতে হয় অথচ পাশেই রয়েছে এমন এক খোলা দরজা, যাতে গিয়ে ডাক দিলেই রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলা সাড়া দেন, কিছু চাইলেই দান করেন।[৭০৫]

আহলে ইলমদের ভালোবাসুন

আবু দারদা রা. বলেন, ইলম অর্জন করুন। যদি তা অর্জন করতে না পারেন, তাহলে আলেমদের ভালোবাসুন। যদি সেটাও না পারেন তাহলে কমপক্ষে তাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ রাখবেন না।[৭০৬]

নফসের চাহিদা ও আমল

আবু দারদা রা. বলেন, প্রতিদিন সকালে মানুষের প্রবৃত্তি এবং আমল একসঙ্গে উপস্থিত হয়। যদি তার আমলগুলো প্রবৃত্তির অনুগামী হয় তাহলে সেদিনটা মন্দভাবে কেটে যায়। আর যদি প্রবৃত্তি তার আমলের অনুগামী হয় তাহলে সেদিনটা হয় শুভ।[৭০৭]

অন্তরের বিক্ষিপ্ততা

আবু দারদা রা. বলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অন্তরের বিক্ষিপ্ততা থেকে। তাকে বলা হলো, অন্তরের বিক্ষিপ্ততা কাকে বলে? তিনি বলেন, তা হলো সম্পদের প্রাচুর্য ঘটা। যে কারণে তা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় আর সে প্রেক্ষিতে অন্তরও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।[৭০৮]

---

[৭০৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৯
[৭০৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/৭৪
[৭০৬] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭০
[৭০৭] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২২
[৭০৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২৩

আল্লাহর অবাধ্যতা

আবু দারদা রা. বলেন, সাবধান! যেন কারও অজান্তেই তার প্রতি মুমিনদের অন্তরগুলো বিদ্বেষী না হয়ে যায়। বলা হলো, এমনটা কীভাবে হতে পারে? তিনি বলেন, কেউ যখন আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকে আল্লাহ তাআলা তখন তার অজান্তেই মুমিনদের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ঢেলে দেন।[৭০৯]

পড়ে থাকা শস্য কুড়িয়ে এনে খাবে

উম্মে দারদা একদিন হজরত আবু দারদা রা.-কে বলেন, আপনার মৃত্যুর পর যদি আমি প্রয়োজনগ্রস্ত হয়ে যাই তাহলে কি জাকাত খেতে পারব? তিনি বলেন, না; বরং কাজ করে খাবে। উম্মে দারদা তখন বলেন, যদি কাজ করতেও অক্ষম হয়ে যাই তাহলে? আবু দারদা রা. বলেন, তাহলে পড়ে থাকা শস্য কুড়িয়ে এনে তা খাবে, তবুও জাকাত খাবে না।[৭১০]

যাদের বোঝা হবে হালকা

উম্মে দারদা একবার হজরত আবু দারদা রা.-এর কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বললে আবু দারদা বলেন, ধৈর্যধারণ করো। কারণ আমাদের সামনে রয়েছে অত্যন্ত কঠিন এক ঘাঁটি, যা কেবল ওই ব্যক্তিরাই অতিক্রম করতে পারবে যাদের বোঝা হবে হালকা।[৭১১]

ইলম ও আমল

আবু দারদা রা. বলেন, ওই ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ যে সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করেনি। আসলে আল্লাহ তাআলা চাইলে সে জ্ঞান অর্জন করতে পারত।

দুর্ভোগ ওই ব্যক্তির জন্য যে জ্ঞান অর্জন করেছে কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করে না। এই কথাটি তিনি সাতবার বলেন।[৭১২]

---

[৭০৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭২

[৭১০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩২৫। ইমাম আহমাদ রচিত *আয-যুহদে* এসেছে, তিনি তখন উম্মে দারদাকে বলেছেন, প্রয়োজনগ্রস্ত হয়ে পড়লে তুমি ফসল কর্তনকারীদের জায়গায় যাবে। তাদের যেসব ফসল পড়ে থাকবে তা কুড়িয়ে এনে পিষে রুটি বানিয়ে খাবে। তবুও মানুষের নিকট কখনো হাত পাতবে না। ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭৫

[৭১১] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১২৫

[৭১২] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩১৮

তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি যে, হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পর আমাকে বলা হবে, তুমি তো ইলম অর্জন করেছিলে কিন্তু সে অনুযায়ী কি আমল করেছ?![৭১৩]

তখন তার দ্বীন-ধর্মের কী আর বাকি থাকবে

ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া হজরত আবু দারদা রা.-এর মেয়ে দারদার ব্যাপারে তার কাছে প্রস্তাব পাঠালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর হজরত আবু দারদা রা.-এর এক সাথি প্রস্তাব পাঠায়। তিনি এতে সম্মত হয়ে যান। প্রস্তাবদাতা তার সঙ্গী তখন এ বলে চলে যান যে, তাহলে আমাকে ওঠার অনুমতি দিন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আবু দারদা এরপর তার কাছেই নিজের মেয়েকে বিয়ে দেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, ইয়াজিদের মতো লোক প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল কিন্তু আবু দারদা তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন আর এক গরিব লোক প্রস্তাব দিয়েছে, তিনি তাতে রাজি হয়ে গেছেন! আবু দারদা রা. তখন বলেন, আমি তো আমার মেয়ে দারদার প্রতি লক্ষ করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমাদের কী ধারণা হয়, দারদার সেবার জন্য যখন খোজারা উপস্থিত হবে আর সে থাকবে আলোকোজ্জ্বল ঝলমলে বাড়িতে, তখন কি আর তার দ্বীন-ধর্ম বাকি থাকবে?![৭১৪]

চুপ থাকা

আবু দারদা রা. বলেন, মুখের চেয়ে বেশি হেফাজত করবে কানকে। কারণ কানের প্রয়োজন বেশি থাকায় আল্লাহ তাআলা দুটি কান দিয়েছেন, পক্ষান্তরে মুখ দিয়েছেন একটি।[৭১৫]

আলেমের পদস্খলন

আবু দারদা রা. বলেন, আমি আপনাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি কোনো আলেমের পদস্খলন ঘটার এবং কুরআন কারিমের ব্যাপারে মুনাফিকদের তর্কবিতর্কের। অথচ কুরআন কারিম সম্পূর্ণ সত্য আর এর ওপর রয়েছে রাস্তায় লাগানো দিকনির্দেশক চিহ্নের মতো বিভিন্ন চিহ্ন।[৭১৬]

---

[৭১৩] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭০
[৭১৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭১
[৭১৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/২৮৪
[৭১৬] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২১৯

১০০ গোলাম আজাদ করে দিয়েছেন

হজরত আবু দারদা রা.-কে বলা হলো, আবু সায়িদ ইবনে মুনাব্বিহ তো ১০০ গোলাম আজাদ করে দিয়েছেন! তখন তিনি বলেন, ১০০ গোলাম তো অনেক বড় ব্যাপার, তবে তুমি চাইলে আমি তোমাকে এর চেয়েও বড় ও শ্রেষ্ঠ সংবাদ দিতে পারি। দিবারাত্রি ঈমানের ওপর থাকবে আর তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে সিঞ্চিত করে রাখবে।[৭১৭]

আল্লাহর জিকির

আবু দারদা রা. বলেন, ১০০ বার আল্লাহর তাকবির পাঠ করার চেয়ে আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় হলো, ১০০ দিনার সদকা করে দেওয়া।

তিনি আরও বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে যাদের জিহ্বা সিঞ্চিত থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তিনি আরও বলেন, আমি কি আপনাদেরকে সর্বোত্তম এবং আপনাদের মালিকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় কোনো আমলের কথা বলে দেবো না, যে আমল আপনাদের মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিক ভূমিকা রাখবে, যা শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া এবং তারা আপনাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া, এমনকি অর্থসম্পদ দান-সদকা করার চেয়ে উত্তম? লোকেরা বলল, হে আবু দারদা, বলুন সেটা কী? তিনি বলেন, তা হচ্ছে আল্লাহর জিকির। নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকির হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।[৭১৮]

আমি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা করি

হজরত আবু দারদা রা.-কে বলা হলো, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন। তিনি বলেন, আমিই তো এ জগতে ভালোভাবে সাঁতার কাটতে জানি না, আশঙ্কা হয়, ডুবে যাব, এ অবস্থায় তোমাদের জন্য দুআ করব আর কখন?[৭১৯]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সমঝোতা

আবু দারদা রা. স্ত্রীকে বলেন, যখন দেখবে আমি রাগান্বিত হয়ে গেছি তখন তুমি রাগ করবে না; বরং ঠান্ডা মাথায় থেকে আমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে।

---

[৭১৭] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭০
[৭১৮] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭৫, ১৭৬
[৭১৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭৫

আমি যদি দেখি তুমি রাগান্বিত হয়ে গেছ তাহলে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব।[৭২০]

ইলমের ক্ষুধা

আবু দারদা রা. বলেন, আমি আপনাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি অঢেল নেয়ামত পেয়ে প্রবৃত্তির তাড়নায় ডুবে যাওয়ার। এটা তখনই হবে যখন আপনারা পেট ভরে আহার করবেন কিন্তু ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ক্ষুধার্ত রয়ে যাবেন।[৭২১]

মৃত্যু চলে আসার আগেই

আবু দারদা রা. বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো ওই ব্যক্তি যে তার সঙ্গীকে বলে থাকে, চলো, মৃত্যু আসার আগেই আমরা আল্লাহর জন্য রোজা রাখতে থাকি। আর তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে তার সঙ্গীকে বলে থাকে, মরণ আসার আগেই খেয়েদেয়ে ভোগবিলাস করে নিই।[৭২২]

ঘরবাড়ি নির্মাণ

হজরত আবু দারদা এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে একবার পথ অতিক্রম করেন যারা ঘরবাড়ি নির্মাণ করছিল। তিনি তখন তাদের উদ্দেশ করে বলেন, আশ্চর্য! তোমরা এমন দুনিয়া নির্মাণ করছ আল্লাহ তাআলা যাকে বিরান করে দিতে চান! আর আল্লাহ তো আপন ইচ্ছার ব্যাপারে প্রবল।

মাকহুল বলেন, হজরত আবু দারদা রা. বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপে যেতেন এবং বলতেন, ওহে ধ্বংসস্তূপ! তোমার পূর্ববর্তী অধিবাসীরা কোথায় হারিয়ে গেল?[৭২৩]

সম্পৎশালীরা

আবু দারদা রা. বলেন, হে সম্পৎশালীরা! মৃত্যু আসার আগেই আপনারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের অর্থসম্পদ খরচ করুন।[৭২৪]

---

[৭২০] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৬/১২৮
[৭২১] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২১৮
[৭২২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২১৮
[৭২৩] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২১৮
[৭২৪] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২১৮

এটা আল্লাহর নেয়ামত

আবু দারদা রা. বলেন, যখন আমি অপবাদমুক্ত অবস্থায় সকাল করি তখন আমি একে আল্লাহর নেয়ামত বলেই মনে করি।[৭২৫]

অসিয়ত

এক ব্যক্তি হজরত আবু দারদা রা.-কে বলে, আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি তখন বলেন,

- একমাত্র হালাল খাবার গ্রহণ করবে।
- কেবল হালাল সম্পদ উপার্জন করবে।
- ঘরে কেবল হালাল বস্তু নিয়ে আসবে।
- আল্লাহর নিকট আবেদন করবে যেন তিনি তোমাকে প্রতিদিনের রিজিক প্রতিদিন প্রদান করেন।
- প্রতিদিন সকালে উঠে নিজেকে একজন মৃত বলে মনে করবে, মনে করবে যেন তুমি তাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছ।
- তোমার মানসম্মানের পুরোটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দাও। তাই যদি কেউ তোমাকে গালিগালাজ করে কিংবা তোমার সঙ্গে লড়াই করতে আসে তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।
- আর কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে।[৭২৬]

আমাদের আরেক বাড়ি রয়েছে

হজরত আবু দারদার কাছে কিছু মেহমান এসেছিল একবার। তারা তার নিকট রাত্রিযাপন করে। তখন তাদের কেউ রাতেরবেলা নিম্নমানের বিছানায় ঘুমায় আবার কেউ শোয়ার বিছানাটুকু পায়নি; বরং নিজের পরিধেয় কাপড় পরেই শুয়ে থাকতে হয়। সকাল হলে হজরত আবু দারদা রা. তাদের নিকট আসেন। তাদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারেন, এই অবস্থায় ঘুমিয়ে তারা সন্তুষ্ট নয়। তাই

---

[৭২৫] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২২০

[৭২৬] *তাহযিবু তারিখি দিমাশক*, ১/১৭৭

তিনি তাদের বলেন, এটা তো আমাদের বাড়িঘর নয়, আমাদের মূল বাড়ি আরেক জায়গায়। ওই বাড়ির জন্যই আমরা সম্পদ সঞ্চয় করি এবং সেখানে একদিন ফিরে যাব।[৭২৭]

এই মুহূর্তের মতো

উম্মে দারদা রা. বলেন, আবু দারদা যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত ছিলেন তখন তিনি বলতে থাকেন, এমন কে আছে, আমি আজ এ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়ে যেমন আমল করব সে তেমন আমল করবে? আমি এই মুহূর্তে যেভাবে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করব সে ওইভাবে ইবাদত করবে? আজ আমি এ অবস্থায় উপনীত হয়ে যেভাবে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট থাকব, সে ওইভাবে নিবিষ্টতার সাথে ইবাদত করবে? এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

> আমি ঘুরিয়ে দেবো তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে। যেমন তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দেবো। (সুরা আনআম, ১১০)

বিচক্ষণতার প্রমাণ

আবু দারদা রা. বলেন, জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে অনাড়ম্বরতা অবলম্বন করাটা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ বহন করে।

তিনি আরও বলেন, ব্যক্তির ওঠাবসা ও চলাফেরা আলেমদের সঙ্গে হওয়াটা তার বিচক্ষণতার প্রমাণ বহন করে।[৭২৮]

নির্বোধ লোকদের রোজা

আবু দারদা রা. বলেন, হায়রে, যে-সকল বুদ্ধিমান লোকেরা ঘুমিয়ে আর খেয়েদেয়ে দিন কাটায় তারা কীভাবে তাদের দৃষ্টিতে আহাম্মক লোকদের নির্ঘুম রাত্রিযাপন এবং রোজা রেখে অনাহারে দিন কাটিয়ে দেওয়াকে নীচু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, অথচ অণু পরিমাণ খোদাভীরুতা এবং ইয়াকিনও আল্লাহ

---

[৭২৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৭৮
[৭২৮] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৮

তাআলার নিকট অহংকারী লোকদের পাহাড় পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগির চেয়েও মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ।[৭২৯]

যদি তিনটি বিষয় না হতো

আব্বাস ইবনে খুলাইদ বলেন, হজরত আবু দারদা রা. বলেছেন, যদি তিনটি বিষয় না থাকত তাহলে আমি দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে চাইতাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে বিষয়গুলো কী? তিনি বলেন, দিবস ও রজনীর পালাবদলে আমার সৃষ্টিকর্তার দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়া, দ্বিপ্রহরের কঠিন সময়ে তৃষ্ণা নিবারণ করা এবং সে সকল লোকদের মজলিসে বসা যারা ফল বাছাই করার মতোই উত্তম উত্তম কথামালা বাছাই করে বলে থাকেন।

পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া হলো, বান্দা সর্ববিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে, এমনকি অণু পরিমাণ বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাকে ভয় করবে। তাই হারাম হওয়ার আশঙ্কায় হালাল বিষয় পরিত্যাগ করবে। এভাবে সতর্কভাবে চলাটাই তাকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা মানুষের পরিণাম বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

> অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (সুরা যিলযাল, ৭-৮)

তাই তুচ্ছ মনে করে কোনো অসৎকাজেও জড়ানো যাবে না আর তুচ্ছ মনে করে কোনো কল্যাণকাজও বাদ দেওয়া যাবে না।[৭৩০]

জিহ্বা

আবু দারদা রা. বলেন, আল্লাহ তাআলার নিকট মুমিনের জিহ্বার চেয়ে প্রিয় কোনো অঙ্গ নেই। জিহ্বার কারণে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তেমনই কাফেরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তার জিহ্বার চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক নিকৃষ্ট কোনো অঙ্গ নেই। এই জিহ্বার কারণেই তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।[৭৩১]

---

[৭২৯] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২১১
[৭৩০] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৮৭০
[৭৩১] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭৩

প্রবৃত্তির অনুসরণ

আবু দারদা রা. দামেশকের অধিবাসীদের বলেন, আপনারা কি এতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন যে, বছরের পর বছর পেটভরে আহার করে যাবেন আর নিজেদের মজলিসগুলোয় আল্লাহর জিকিরটুকু করবেন না? কী হলো আপনাদের যে, আপনাদের আলেমগণ বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন অথচ জাহেল-মূর্খরা ইলম শিখছে না? জাহেল লোকেরা তো চাইলেই আলেমদের কাছে গিয়ে ইলম অর্জন করতে পারে। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! যত জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যাওয়া এবং নিজেদেরকে নির্দোষ মনে করা।[৭৩২]

প্রবৃত্তির তাড়না বিপদ ডেকে আনে

এমন বহু মানুষ রয়েছে যারা নফসকে সম্মান করতে গিয়ে তাকে অপমান করে ছাড়ছে। নফসের এমন বহু চাহিদা রয়েছে যা ক্ষণিকের জন্য ব্যক্তিকে আনন্দ দেয় কিন্তু তা ডেকে নিয়ে আসে দীর্ঘকালীন দুঃখ।[৭৩৩]

সালামের হাদিয়া

এক ব্যক্তি হজরত আবু দারদা রা.-কে বলে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। তিনি উত্তরে বলেন, এটা তো ভালো হাদিয়া। একে বহন করে আনাও সহজ।[৭৩৪]

মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা

আবু দারদা রা. বলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারটি মানুষের ওপর ছেড়ে দেন।[৭৩৫]

সম্পদের হক আদায় না করা

আবু দারদা রা. বলেন, কেউ যখন তার সম্পদে অবধারিত হওয়া হক আদায় করে না তখন আল্লাহ তাআলা তার সম্পদকে পানিতে এবং মাটিতে ধ্বংস করে দেন।[৭৩৬]

---

[৭৩২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২২২
[৭৩৩] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৩৪৪
[৭৩৪] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১০২
[৭৩৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/৬৪
[৭৩৬] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/৬৪

অদ্ভুত ভালোবাসা

আবু দারদা রা. বলেন, আমাদের বিত্তশালী ভাইয়েরা আমাদের প্রতি ইনসাফ করেনি। তাদের অনেকেই এসে আমাকে বলে থাকে, আবু দারদা, আমি তো আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসি! তারপর আমি যখন তাদেরকে কিছু অর্থসম্পদ দিতে বলি, তখন তারা আমাকে ছেড়ে পলায়ন করে। সম্পৎশালীদের তুলনায় আমাদের মর্যাদার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তারা বিপদ-আপদে পড়লে আমাদের কাছে দৌড়ে ছুটে আসে কিন্তু আমরা কোনো বিপদে পড়লে তাদের কাছে দৌড়ে ছুটে যাই না।[৭৩৭]

আমাদের এবং সম্পৎশালীদের মধ্যকার পার্থক্য

আবু দারদা রা. বলেন, অর্থশালীরা যা খায় আমরাও তা খাই, তারা যা পান করে আমরাও তা পান করি, তারা যে পোশাক পরে আমরাও সে পোশাকই পরি। কিন্তু পার্থক্য হলো তাদের রয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ, যা কেবল তারা দেখেই যায়, তাদের পাশাপাশি আমরাও যা দেখে থাকি। (অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও আমরা সমান) কিন্তু পরকালে সেই সম্পদের হিসাব দিতে হবে তাদের আর আমরা হব সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।[৭৩৮]

সম্পর্ক ছিন্ন করো না

আবু দারদা রা. বলেন, যখন তোমার পরিচিত কারও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যাবে, সে যখন পূর্বের অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে, তাহলে এই কারণে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ো না। কারণ সামনে সে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে।[৭৩৯]

জাহেলের আলামত

আবু দারদা রা. বলেন, জাহেল বা মূর্খের আলামত তিনটি। অহমিকা, অনর্থক বিষয়ে অধিক পরিমাণে কথা বলা আর অন্যদেরকে কোনোকিছু থেকে নিষেধ করে নিজেই তাতে জড়িয়ে পড়া।[৭৪০]

---

[৭৩৭] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৯৪
[৭৩৮] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/২২৮
[৭৩৯] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/২৭৪
[৭৪০] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/২১১

মানুষেরা কাঁটা হয়ে গেছে

আবু দারদা রা. বলেন, এক সময়কার মানুষ ছিল এমন বৃক্ষ যাতে কেবল পাতা ছিল, কোনো কাঁটা ছিল না, কিন্তু এখন পরিস্থিতি উলটো হয়ে গেছে। সবাই কাঁটা হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে পাতার কোনো চিহ্ন নেই।[৭৪১]

সৎকাজের আদেশ না করার শাস্তি

আবু দারদা রা. বলেন, আপনারা অবশ্যই মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবেন। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা আপনাদের ওপর এমন জালেম শাসক চাপিয়ে দেবেন, যে আপনাদের বড়দের সম্মান করবে না এবং ছোটদের প্রতি রহম করবে না। তখন আপনাদের মহান ব্যক্তিরা তার বিরুদ্ধে বদদুআ করলেও তা কবুল হবে না। আপনারা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবেন কিন্তু আপনাদের সাহায্য করা হবে না। তার নিকট ক্ষমা চাইবেন কিন্তু তিনি আপনাদের ক্ষমা করবেন না।[৭৪২]

একটিমাত্র মাসআলা শিক্ষা লাভ করা

আবু দারদা রা. বলেন, রাতভরে নামাজ পড়ার চেয়ে কোনো একটি মাসআলা শিক্ষা করাও আমার কাছে অধিক প্রিয়।[৭৪৩]

ভিন্ন এক জগতের মানুষের সাথে

আবু দারদা রা. বিভিন্ন সময় কবরের পাশে গিয়ে বসে থাকতেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি তো এমন লোকদের নিকট গিয়ে বসি যারা আমাকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর যখন তাদের ছেড়ে চলে আসি তখন অন্য লোকদের মতো তারা আমার গিবত করে না।[৭৪৪]

একান্তে উপদেশ দেওয়া

আবু দারদা রা. বলেন, প্রকাশ্যে কাউকে উপদেশ দেওয়ার অর্থ হলো তাকে অপমান করা আর একান্তে উপদেশ দেওয়ার অর্থ হলো তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা (তার হিতাকাঙ্ক্ষা কামনা করা)।[৭৪৫]

---

[৭৪১] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৫৬

[৭৪২] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৬৩

[৭৪৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১৭

[৭৪৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/৩০৮

[৭৪৫] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৬৭

মানুষের সবকিছুর প্রতি লক্ষ করতে নেই

আবু দারদা রা. বলেন, হে বৎস! মানুষের সব বিষয় দেখার চেষ্টা করবে না। কারণ যে ব্যক্তি মানুষের সবকিছুর প্রতি তাকায়, তাদের বেহাল দশা দেখে তার দুঃখকষ্ট বেড়ে যায় এবং তার ক্রোধ সংবরণ করা সম্ভব হয় না।

আর যে ব্যক্তি কেবল পানাহারের মধ্যে আল্লাহর নেয়ামত দেখতে পায়, অন্যকিছুতে আল্লাহর নেয়ামত খুঁজে পায় না, বুঝতে হবে তার জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে এবং দুনিয়াতে সে আজাবের সম্মুখীন হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না সে আসলে দুনিয়ার কিছুই অর্জন করতে পারে না।[৭৪৬]

দুনিয়া যে কারণে আল্লাহর নিকট তুচ্ছ

আবু দারদা রা. বলেন, আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া তুচ্ছ হওয়ার কারণ হলো, কেবল এতেই তার অবাধ্যতা করা হয় এবং দুনিয়াকে বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমেই তার পুরস্কার অর্জন করা যায়।[৭৪৭]

ইলম ও জিহাদ

আবু দারদা রা. বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে সকাল-সন্ধ্যা ইলম অর্জনের পথে যাত্রা করাটা জিহাদ নয়, তার বুদ্ধিতে অপূর্ণতা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণমূলক বিষয় শেখার জন্য বা শেখানোর জন্য মসজিদে যাওয়া-আসা করে তার আমলনামায় অবশ্যই একজন মুজাহিদের সাওয়াব লেখা হয়। সে মসজিদ থেকে গনিমত অর্জন করেই ফিরে এসে থাকে।[৭৪৮]

মৃত লোকটির পরিচয় কী

আবু দারদা রা. দেখতে পান, এক ব্যক্তি এক লাশকে লক্ষ করে বলছে, কে মারা গেল? তার পরিচয় কী? আবু দারদা রা. তখন বলেন, এটা তো তুমি, এটা তো তুমি। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন,

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾

নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। (সুরা যুমার, ৩০)

---

[৭৪৬] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬৬
[৭৪৭] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/৩৭৩
[৭৪৮] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৩৮

গুনাহের ব্যাপারে আমি অনুযোগ করছি

আবু দারদা রা. একবার অনুযোগ করেন। তখন তার সঙ্গীসাথিরা এসে তাকে বলল, হে আবু দারদা, আপনি কীসের অনুযোগ করছেন? তিনি বলেন, আমি আমার গুনাহের ব্যাপারে অনুযোগ করছি। তারা বলল, তাহলে আপনি কী চান? তিনি বলেন, আমি জান্নাত চাই। তারা বলে, আপনার শারীরিক অবস্থা দেখার জন্য একজন ডাক্তার ডেকে আনি? তিনি বলেন, আরে, আসল ডাক্তারই (আল্লাহ তাআলা) তো আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন।[৭৪৯]

মানুষ যখন কারও পিছু পিছু চলে

আবু দারদা রা. বলেন, ব্যক্তি যতদিন দম্ভভরে সামনে হাঁটে আর লোকেরা তার পিছু পিছু চলে ততদিন আল্লাহর সাথে তার দূরত্ব বৃদ্ধিই পেতে থাকে।[৭৫০]

মনকে সতেজ করে তুলি

আবু দারদা রা. বলেন, কখনো কখনো আমি বৈধ আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমে আমার মনকে সতেজ করে তুলি। এটা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে আমার সহায়ক হয়ে থাকে।[৭৫১]

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইলমের রিজিক প্রদান করেন

আবু দারদা রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা সৌভাগ্যবান লোকদেরকেই ইলম দান করেন আর হতভাগাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত রাখেন।[৭৫২]

মূর্খরা কেন ইলম শিখছে না?

আবু দারদা রা. বলেন, কী হলো আপনাদের, আপনাদের আলেম-উলামা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আর আপনাদের জাহেল-মূর্খরা ইলম অর্জন করছে না? ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই আপনারা তা শিখে ফেলুন।

আমি আপনাদের মধ্যকার দাম্ভিক ও নিকৃষ্টদেরকে ভালোভাবেই জানি, তারা নিজেদের ওপর অবধারিত জাকাতকে ঋণ মনে করে, ওয়াক্তের শেষদিকে

---

[৭৪৯] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬৮

[৭৫০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৫৭

[৭৫১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/২৮১

[৭৫২] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৬৮

নামাজ আদায় করে আর কোনো ধরনের ভাবনাচিন্তা ছাড়াই ভিন্নরকম মানসিকতা নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শোনে।[৭৫৩]

সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে ডাকা

আবু দারদা রা. বলেন, যখন উত্তম অবস্থায় থাকবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে তাহলে বিপদ-আপদে আল্লাহকে তোমার পাশে পাবে।[৭৫৪]

ইলম ও দায়িত্ব

আবু দারদা রা. বলেন, যার ইলমের ব্যাপ্তি যত বেশি হয় তার দায়িত্ব তত বেড়ে যায়।[৭৫৫]

বিষয় তিনটি জাহেলি

আবু দারদা রা. বলেন, অন্বেষণ এবং শেখার মাধ্যমে ইলম অর্জিত হয়ে থাকে আর বুদ্ধি ও বিবেচনার মাধ্যমে সহনশীলতা অর্জিত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কল্যাণ তালাশ করে তাকে তা প্রদান করা হয় আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকতে চায় তাকে রক্ষা করা হয়।

যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়ে বিশ্বাস করবে সে উঁচু মর্যাদায় আসীন হতে পারবে না, গণকের কাছে যাওয়া, লটারির মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা এবং কোনোকিছুকে অশুভ মনে করে সফর থেকে ফিরে আসা।[৭৫৬]

যে কারণে মানুষের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ দেখা দেয়

আবু দারদা রা. বলেন, যদি তিনটি বিষয় না হতো তাহলে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় থাকত। তা হলো,

১. কার্পণ্য, লোকেরা যার পেছনে পড়ে থাকে।
২. প্রবৃত্তি, মানুষ যার অনুসরণ করে থাকে এবং
৩. প্রত্যেকেই আপন আপন মতামতকে বড় মনে করা।[৭৫৭]

---

[৭৫৩] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১৬৭
[৭৫৪] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬৮
[৭৫৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৬৪
[৭৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১/১৬৪
[৭৫৭] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬৯

আপনাদের কি লজ্জা হয় না

হজরত আবু দারদা রা. হিমসের অধিবাসীদের বলেন, আপনাদের কি লজ্জা হয় না, আপনারা এমন সকল বাড়িঘর নির্মাণ করছেন যাতে বসবাস করতে পারবেন না! এমন এমন স্বপ্ন দেখছেন যা অর্জন করতে পারবেন না! এমন সকল অর্থসম্পদ জমা করে যাচ্ছেন যা ভোগ করতে পারবেন না! আপনাদের পূর্ববর্তী জাতিরা মজবুত অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। অঢেল অর্থসম্পদ জমা করেছিল। অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাদের বাড়িঘরগুলো এখন কবর হয়ে গেছে। তাদের স্বপ্নগুলো ধোঁকায় পরিণত হয়ে গেছে আর তাদের সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে।[৭৫৮]

সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ

আবু দারদা রা. বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হবে ওই আলেম, যে ইলমের মাধ্যমে উপকৃত হয়নি।[৭৫৯]

হালাল উপার্জনের খাত কম

আবু দারদা রা. বলেন, নিশ্চয়ই হালাল উপায়ে খুব কম সম্পদই অর্জন করা যায়। অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে বৈধ পথে তার খরচ করা কিংবা অবৈধ পথে খরচ করা উভয়টাই হলো বিরাট সমস্যা। কিন্তু বৈধ উপায়ে উপার্জন করে বৈধ পথে তা খরচ করলে গুনাহ মোচন হয়ে যায়। তা গুনাহকে এমনভাবে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয় যেভাবে বৃষ্টি মসৃণ পাথরের মাটি ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়।[৭৬০]

এটাই যথেষ্ট

আবু দারদা রা. বলেন, সবসময় মানুষের সঙ্গে লড়াই করাটাই তুমি গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট আর সবসময় মানুষের সাথে বিবাদবিসংবাদে জড়ানোটা তোমার জালেম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাআলার সত্তা ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে কথা বলতে পারাটা তোমার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৭৬১]

---

[৭৫৮] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১৬৯
[৭৫৯] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৯৬
[৭৬০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭১
[৭৬১] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭২

তাকওয়া ও ইলম

আবু দারদা রা. বলেন, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না যতক্ষণ না আলেম হও। আর ইলমের মাধ্যমে তুমি ততক্ষণ মহৎ হতে পারবে না যতক্ষণ না সে অনুযায়ী আমল করো।[৭৬২]

উত্তম জীবিকা

আবু দারদা রা. বলেন, জীবনজীবিকার অবস্থাকে ভালো এবং উত্তম করে গড়ে তোলাটা একজন মুসলমানের বিচক্ষণতার প্রমাণ বহন করে।

তিনি আরও বলেন, জীবনজীবিকার অবস্থা উত্তম করে গড়ে তুললে নিজের ধর্মীয় অবস্থাও উত্তম হয়ে ওঠে আর ধর্মীয় অবস্থা উত্তম হলে এতে নিজের বিবেকবুদ্ধির অবস্থা উত্তম ও উন্নত হয়।[৭৬৩]

কখনো অসুস্থ না হওয়ার ক্ষতি

হজরত আবু দারদা রা. এক ব্যক্তির ধৈর্যক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি তখন তাকে বলেন, তুমি কি কখনো জ্বরাক্রান্ত হওনি? সে বলে, না। আবু দারদা রা. তখন বলেন, তোমার বড়ই দুর্ভাগ্য! গুনাহ নিয়েই মৃত্যুবরণ করবে। (অর্থাৎ অসুস্থ না হওয়ায় তোমার গুনাহ মোচন হচ্ছে না। কারণ অসুস্থতা গুনাহ মোচন করে থাকে।)[৭৬৪]

এটাই অর্ধেক ইলম

আবু দারদা রা. বলেন, কোনো বিষয়ে জানা না থাকলে এটা বলে দেওয়া যে, আমি জানি না। এটাই অর্ধেক ইলম।[৭৬৫]

বিপদ কেটে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করো

আবু দারদা রা. বলেন, যদি তুমি কখনো জীবনজীবিকার ব্যাপারে এমন অবস্থায় নিপতিত হও যে, তা তোমার অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, তাহলে ধৈর্যধারণ করতে থাকো। আল্লাহ তাআলা এই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো পথ খুলে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে যাও।[৭৬৬]

---

[৭৬২] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/৯
[৭৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২/১৯
[৭৬৪] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭২
[৭৬৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/৬৮
[৭৬৬] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭২

কিছু বিষয়

আবু দারদা রা. বলেন,

- ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ করাটা কুফরিরই এক প্রকার।
- কারও মৃত্যুতে বিলাপ করা জাহেলি বিষয়।
- কবিতা হলো ইবলিসের বাঁশি।
- গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করা হলো জাহান্নামের অঙ্গার মুখে দেওয়া।
- মদ হলো সকল গুনাহ ও পাপাচারের মূল।
- যৌবন হলো উন্মাদনার একটি প্রকার।
- নারীরা হলো শয়তানের ফাঁদ।
- অহংকার হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয়।
- সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হলো, এতিমের আত্মসাৎকৃত সম্পদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপার্জন হলো, সুদি কারবার থেকে অর্জিত সম্পদ।
- সৌভাগ্যবান তো ওই ব্যক্তি যে অন্যের মাধ্যমে সংশোধিত হয়ে যায়। আর হতভাগা হলো ওই ব্যক্তি, মায়ের পেটে থাকতেই যার হতভাগা হওয়ার ফয়সালা করে দেওয়া হয়।[৭৬৭]

কপট একাগ্রতা

আবু দারদা রা. বলেন, তোমরা কপট একাগ্রতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। লোকেরা বলল, কপট একাগ্রতা আবার কী জিনিস? তিনি বলেন, তা হলো, দেখে মনে হবে ব্যক্তিটি আল্লাহর প্রতি অনেক বেশি একাগ্র কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি সামান্য ভয় এবং একাগ্রতাও থাকবে না।[৭৬৮]

মূর্খরা ইলম অর্জন করছে না

আবু দারদা রা. বলেন, কী হলো আপনাদের, আপনাদের উলামায়ে কেরাম একে একে মৃত্যুবরণ করে চলে যাচ্ছেন অথচ জাহেল-মূর্খরা ইলম অর্জন করছে না? আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এভাবেই আলেমরা চলে যাবে আর মূর্খরা ইলম শিখবে না। আলেমগণও যদি ইলম অন্বেষণ করতে থাকেন তবুও তিনি আরও

---

[৭৬৭] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭৫
[৭৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

অধিক ইলম অর্জন করতে পারেন। আর জাহেল যদি ইলম অন্বেষণ করে তাহলে সে নিজের চলার মতো ইলম অর্জন করতে পারবে। কী হলো আপনাদের, আপনারা খেয়েদেয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন কিন্তু ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ক্ষুধার্ত রয়ে যাচ্ছেন।[৭৬৯]

সফলতার মূল

আবু দারদা রা. বলেন, তিনটি বিষয় হলো বনি আদমের সফলতার মূল। তা হলো, নিজের মুসিবতের ব্যাপারে অভিযোগ না করা, নিজের দুঃখদুর্দশার কথা কারও কাছে প্রকাশ না করা এবং নিজেই নিজের প্রশংসা না করা।[৭৭০]

কল্যাণের চাবিকাঠি

আবু দারদা রা. বলেন, বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা কল্যাণকাজের চাবি এবং অকল্যাণকাজের তালায় পরিণত হয়ে যায়। এ কারণে তারা সাওয়াব লাভ করবেন। আর বহু মানুষ রয়েছে এমন যারা অকল্যাণের চাবি এবং কল্যাণের তালা হয়ে যায়। এ কারণেও তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।[৭৭১]

দুনিয়া ওই ব্যক্তির ঘর যার আসল ঘরবাড়ি নেই

আবু দারদা রা. বলেন, দুনিয়া হলো ওই ব্যক্তির ঘর যার কোনো আসল বাড়িঘর নেই। কেবল ওই ব্যক্তিই দুনিয়ার অর্থসম্পদ জমা করে থাকে যার মধ্যে বিবেকবুদ্ধি নেই।[৭৭২]

নীরব থাকতে শিখুন

আবু দারদা রা. বলেন, যেভাবে আপনারা কথা বলা শিখে থাকেন সেভাবে চুপ থাকতেও শিখুন। কারণ কারও কারও কথার উত্তর না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করাটা বিরাট সহনশীলতার পরিচায়ক। বলার চেয়ে কিছু শোনার প্রতি অধিক আগ্রহী হোন। অনর্থক কোনো বিষয়ে কিছু বলবেন না। বিস্ময়কর কিছু না দেখে শুধু শুধু হাসবেন না এবং কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া অনর্থক হাঁটবেন না।[৭৭৩]

---

[৭৬৯] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/২৪৬
[৭৭০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৭৮
[৭৭১] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৬৯৬, ক্রমিক নম্বর, ৮৪৯২
[৭৭২] *কানযুল উম্মাল*, ২/৭২৭, ক্রমিক নম্বর, ৮৫৮৯
[৭৭৩] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৭৭০, ক্রমিক নম্বর, ৮৭০৩

দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়

আবু দারদা রা. বলেন, বার্ধক্যের কারণে আপনাদের গলার হাড় ভেসে উঠলেও দুনিয়ার ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনারা যুবকই রয়ে যান। কেবল ওই ব্যক্তিরাই দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, আল্লাহর পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম।[৭৭৪]

---

[৭৭৪] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২২২, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২৮৫

সালমান ফারসি রা.[৭৭৫]

প্রয়োজন পরিমাণ ইলম অর্জন

সালমান রা. বলেন, ইলম তো অনেক বিস্তৃত বিষয়, কিন্তু আমাদের জীবনের আয়ু খুবই সামান্য। তাই নিজের দ্বীন-ধর্মের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ইলম অর্জন করুন। আর বাকিগুলোর প্রতি নজর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেগুলো নিয়ে কষ্ট করারও কোনো দরকার নেই।[৭৭৬]

নিজে উপার্জন করে খেতেন

সালমান রা. বলেন, আমি নিজ হাতে কষ্ট করে উপার্জন করে খেতে পছন্দ করি।[৭৭৭] হজরত সালমান রা. এক দিরহাম দিয়ে খেজুরগাছের পাতা কিনে তাতে কারুকাজ করতেন। এরপর তিন দিরহামে তা বিক্রি করতেন। এ তিন দিরহামের এক দিরহাম দিয়ে নতুন করে খেজুরগাছের পাতা ক্রয় করতেন, এক দিরহাম পরিবার-পরিজনের পেছনে ব্যয় করতেন, আরেক দিরহাম তিনি সদকা করতেন।[৭৭৮]

বিনয়

জারির থেকে বর্ণিত, হজরত সালমান রা. বলেছেন, আল্লাহর জন্য আপনি বিনয়ী হয়ে যান। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য দুনিয়ায় বিনয়ী হয়ে যায় আল্লাহ

---

[৭৭৫] সালমান ফারসি। উপনাম, আবু আবদুল্লাহ। তাকে সালমান ইবনুল ইসলাম ও সালমান আল-খাইরও বলা হয়। তার মূল হলো রামহুরমুজে। অচিরেই একজন নবির আবির্ভাব ঘটার কথা শুনতে পেয়ে তিনি সে নবির সন্ধানে বের হয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বন্দি হয়ে ক্রীতদাস হয়ে যান। মদিনার এক ব্যক্তির কাছে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তখন থেকেই তিনি দাসত্বের জীবন কাটাতে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে প্রথম তিনি খন্দকের যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া তিনি ইরাকের বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাদায়েনে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছেন। উসমান রা.-এর শাসনামলে সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[৭৭৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৮০

[৭৭৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬১

[৭৭৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৭৮

তাআলা কেয়ামতের দিন তাকে মর্যাদাবান করে তুলবেন। হে জারির! তুমি কি জানো, কেয়ামতের দিন কোন বিষয়গুলো মানুষের সামনে অন্ধকার হিসাবে হাজির হবে? আমি বললাম, না, আমি জানি না। তিনি বলেন, দুনিয়াতে মানুষ পরস্পরের মধ্যে যে জুলুম-অত্যাচার করেছিল, সেগুলোই অন্ধকার হিসাবে হাজির হবে।

জারির বলেন, এরপর হজরত সালমান রা. হাতে একটি ছোট্ট কাঠি নেন। যা ছোট হওয়ার কারণে আমার চোখেই পড়ছিল না। এরপর তিনি বলেন, হে জারির! তুমি জান্নাতে এমন ছোট্ট কাঠিও খুঁজে পাবে না। আমি তখন বললাম, তাহলে জান্নাতের খেজুর গাছগাছালি কোথায় যাবে, সেগুলো থাকলে তো অবশ্যই এ ধরনের কাঠি পাওয়া যাবে? তিনি বলেন, সেখানকার গাছগাছালির ডাল হবে মতি ও স্বর্ণের আর সেগুলোর ওপরের অংশে থাকবে ফলফলাদি।[৭৭৯]

যে ব্যক্তি বেশি বেশি কথা বলে

সালমান রা. বলেন, কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তির গুনাহের পরিমাণ বেশি হবে যে দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্যতায় বেশি বেশি কথা বলেছে।[৭৮০]

তখন আমার বংশ হবে কতই-না সম্মানিত

সালমান রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার বংশ কী? তিনি বলেন, আমার দ্বীন হলো আমার সম্মান। মাটি আমার বংশ। মাটি থেকেই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মাটিতেই আমি ফিরে যাব। এ মাটি থেকেই আমাকে একদিন ওঠানো হবে এবং হিসাবনিকাশের পাল্লায় নিয়ে যাওয়া হবে। যদি আমার পাল্লা ভারী হয়ে যায় তাহলে আমার বংশ কতই-না সম্মানিত আর আমার রব আমাকে জান্নাত দান করে কতই-না অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আমার পাল্লা হালকা হয়ে যায় তাহলে আমার বংশ কতই-না নিকৃষ্ট আর আমার রবের নিকট তখন আমাকে কতই-না তুচ্ছ বনে যেতে হবে। তিনি আমাকে তখন শাস্তি দেবেন, তবে চাইলে গুনাহসমূহ ক্ষমা করে তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে পারেন।[৭৮১]

---

[৭৭৯] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৮০
[৭৮০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৩
[৭৮১] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৭৬৩

ইলম কখনো কমে না

বনু আবসের এক ব্যক্তি সফরে হজরত সালমান রা.-এর সাথে বের হয়। লোকটি একপর্যায়ে দজলা নদী থেকে এক ঢোক পানি পান করে। হজরত সালমান রা. তখন তাকে বলেন, কতটুকু পানি পান করছ, হিসাব করে পান করো! লোকটি কিছুক্ষণ পর বলে, এই তো আমি পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম। হজরত সালমান রা. তখন বলেন, আচ্ছা, বলো তো, তোমার পান করায় কি নদীর পানি কমে গেছে? লোকটি বলে, আমি তো সামান্য পানি পান করেছি, এতে নদীর পানি আর কতটুকুই-বা কমবে? সালমান রা. তখন বলেন, তেমনইভাবে ইলমও কখনো কমে না। তাই উপকারী ইলম শিখে নাও।[৭৮২]

মানুষ তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়

তারেক ইবনে শিহাব বলেন, হজরত সালমান রা. রাতে কীভাবে ইবাদত করেন তা দেখার জন্য আমি একবার তার নিকট রাত কাটাই। আমি দেখলাম, সারারাত তিনি ঘুমালেন আর শেষ রাতে উঠে কিছু নামাজ আদায় করলেন! তার এ নামাজ আমার নিকট সামান্য মনে হচ্ছিল। আমার ধারণা ছিল তিনি আরও অধিক নামাজ পড়ে থাকেন। তাই বিষয়টি তাকে বললে তিনি বলেন, তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি যত্নবান হও। কারণ আমাদের দ্বারা যে-সকল সগিরা গুনাহ হয়ে যায়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই সেগুলো মোচন করে দেয়।

শোনো, এশার নামাজের পর মানুষজন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক শ্রেণির মানুষ এমন কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, যার পরিণাম হয় তার জন্য ক্ষতিকর আর এতে সে কোনো উপকার লাভ করে না। আরেক শ্রেণির মানুষ এমন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যার পরিণাম হয় তার জন্য ভালো আর এতে তার কোনো ক্ষতি হয় না। আরেক শ্রেণির মানুষ এমন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যাতে না তার কোনো উপকার আছে আর না কোনো ক্ষতি।

এরপর তিনি এ তিন শ্রেণির ব্যাখ্যা করে বলেন, এক শ্রেণির মানুষ রাতের অন্ধকার এবং মানুষের উদাসীনতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বিভিন্ন পাপাচারে ডুবে যায়। এরাই হলো সেই শ্রেণি, যারা কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উপকার কিছু অর্জন করতে পারে না। আরেক শ্রেণির মানুষ রাতের অন্ধকার এবং মানুষের ঘুমিয়ে থাকাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে নামাজ আদায় করতে থাকে। তারাই হলো সেই শ্রেণি যারা কেবল উপকার অর্জন করে, তাদের ক্ষতি কিছু

[৭৮২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া,* ১/১৮৮

হয় না। আর যে শ্রেণির মানুষ না কোনো উপকার অর্জন করতে পারে আর না কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তারা হলো সে সকল লোক যারা এশার নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।

এরপর তিনি বলেন, তুমি এত দ্রুত সফর করবে না যে, বাহন ক্লান্ত হয়ে যায় এবং তোমাকে বিশ্রামে চলে যেতে হয়; বরং মধ্যমপন্থায় পথ চলবে, তাহলে বিরামহীনভাবে পথ চলতে পারবে।[৭৮৩]

বানোয়াট কথাবার্তা

মাদায়েনের লোকেরা একবার শুনতে পায় যে, হজরত সালমান রা. তাদের মসজিদে অবস্থান করছেন। এ খবর পেয়ে তারা তার নিকট উপস্থিত হতে লাগল। দেখতে দেখতে প্রায় হাজারখানেক মানুষ সেখানে সমবেত হয়ে যায়। তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাদেরকে বলতে থাকেন, আপনারা সকলেই বসুন, সকলেই বসুন।

সবাই বসে গেলে তিনি সুরা ইউসুফ তেলাওয়াত করতে থাকেন। তাকে এভাবে কুরআন কারিম তেলাওয়াত করতে দেখে লোকেরা একে একে চলে যেতে লাগল। অবশেষে মাত্র শখানেক লোক বাকি রইল। এই অবস্থা দেখে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, আপনারা কি চান আমি কিছু বানোয়াট কথাবার্তা বলি! আমি তো আপনাদের আল্লাহর কালাম পড়ে শুনাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনারা তা শুনলেন না, চলে গেলেন![৭৮৪]

কোনো ভূখণ্ড তো কাউকে পবিত্র করে তুলতে পারে না

আবু দারদা রা. একবার হজরত সালমান ফারসি রা.-কে চিঠি লিখে বলেন, আপনি এ পবিত্র ভূখণ্ডে চলে আসুন। হজরত সালমান রা. তার উত্তরে লেখেন, কোনো ভূখণ্ড তো কাউকে পবিত্র বানাতে পারে না। কেবল আমলই পারে কাউকে পবিত্র করে তুলতে। আরেকটা কথা, আমি জানতে পারলাম, আপনাকে চিকিৎসক বানানো হয়েছে।[৭৮৫] যদি আপনি সঠিকভাবে চিকিৎসা করে মানুষকে সুস্থ করে তুলতে পারেন তাহলে এটা হবে আপনার বিরাট

---

[৭৮৩] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৫৭

[৭৮৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৩

[৭৮৫] অর্থাৎ আপনাকে বিচারক বানানো হয়েছে। আপনি সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা-সংকটের সমাধান করেন, মানুষের বিরোধ মীমাংসা করেন!

সৌভাগ্যের কারণ। আর যদি চিকিৎসার পদ্ধতি আপনার জানা না থাকে, তাহলে সাবধান, মানুষকে হত্যা করে জাহান্নামের রসদ বনে যাবেন না।[৭৮৬]

যখন কারও লজ্জা-শরম উঠিয়ে নেওয়া হয়

সালমান রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন কারও অকল্যাণ চান কিংবা কাউকে ধ্বংস করতে চান তখন তিনি তার লজ্জা-শরম উঠিয়ে নেন। তখন সে হয়ে যায় মানুষের ঘৃণার পাত্র। আর মানুষ যখন তাকে ঘৃণা করতে থাকে তখন তার অন্তর থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নেওয়া হয়। তখন সে হয়ে যায় কট্টর এবং রূঢ় স্বভাবের অধিকারী। যখন তার অবস্থা এমন হয় তখন তার থেকে আমানতের অনুভূতি উঠিয়ে নেওয়া হয়। সে হয়ে যায় তখন খেয়ানতকারী। আর যখন সে খেয়ানতকারী হয়ে যায় তখন তার গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলা হয়। তাই সে হয়ে যায় অভিসম্পাতপ্রাপ্ত।[৭৮৭]

সালাম পৌঁছানো আমানত

এক ব্যক্তি এসে হজরত সালমান রা.-কে বলে, হে আবু আবদুল্লাহ! অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছে। তিনি তখন বলেন, যদি তুমি তার সালামটি আমার নিকট না পৌঁছাতে তাহলে এটা তোমার কাঁধে আমানত হিসাবে রয়ে যেত।[৭৮৮]

অন্তর ও দেহ

সালমান রা. বলেন, অন্তর ও দেহের দৃষ্টান্ত হলো অন্ধ ও পঙ্গু দুই লোকের মতো। পঙ্গু বলে, আমি তো এখানে খেজুর দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু উঠে তা নিতে পারছি না, আমাকে সেটা এনে দাও। অন্ধ তখন পঙ্গুর নির্দেশিত স্থানে গিয়ে খেজুর নিয়ে আসে। এরপর পঙ্গু সেটা খায়। (তেমনই আমাদের অন্তরও পঙ্গু। দেহ তার চাহিদা পূরণ করলেই তবে সে কিছু ভোগ করতে পারে।)[৭৮৯]

কাফের থেকে শিক্ষা পাচ্ছি

হজরত হুজাইফা ও সালমান রা. একবার কাফেরের ঘরে মেহমান হন। নামাজের সময় হয়ে গেলে তারা কাফের লোকটিকে বলেন, এখানে কি এমন কোনো পবিত্র স্থান আছে যেখানে নামাজ আদায় করা যাবে? কাফের লোকটি

---

[৭৮৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৮১
[৭৮৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৪
[৭৮৮] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/১০২
[৭৮৯] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৮০

তখন বলে, আগে আপনাদের অন্তর পবিত্র করুন। তখন হজরত হুজাইফা ও সালমান রা. একে অপরকে বলেন, দেখুন, একজন কাফের থেকেও আমরা প্রজ্ঞার শিক্ষা পাচ্ছি।[৭৯০]

অসুস্থতার মাধ্যমে বান্দাকে সতর্ক করা হয়

হজরত সালমান রা. কিন্দায় অবস্থিত তার এক বন্ধুর শুশ্রূষা করতে যান। গিয়ে তাকে বলেন, আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাকে বিভিন্ন বিপদ-আপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। একসময় তিনি তাকে সুস্থও করে তোলেন। এ অসুস্থতা তার থেকে ঘটে যাওয়া গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। এরপর যতদিন সে সুস্থ থাকে ততদিন সেই বিপদ-আপদই তার জন্য উপদেশ বয়ে আনে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা পাপাচারীদেরকেও বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। এরপর একসময় তাকে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু তার অবস্থা হয় ওই উটের মতো, মালিক যাকে বন্দি করে রেখে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে জানে না যে, কেন তাকে বাধা হয়েছিল আর কেনই-বা তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।[৭৯১]

আমাকে হাসায় এবং কাঁদায়

সালমান রা. বলেন, তিনটি বিষয় আমাকে হাসায় আর তিনটি বিষয় আমাকে কাঁদায়। আমাকে হাসায়,

১. ওই ব্যক্তির অবস্থা যে দুনিয়া নিয়ে স্বপ্ন দেখে অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজছে।
২. ওই ব্যক্তির অবস্থা যে মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে আছে কিন্তু মৃত্যু তার ব্যাপারে উদাসীন নয়।
৩. ওই ব্যক্তির অবস্থা যে দাঁত বের করে মুখ খুলে হেসে থাকে অথচ তার জানা নেই আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট।

আর আমাকে কাঁদায়,

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের বিদায় ঘটা।
২. মৃত্যুর বিভীষিকা এবং
৩. এমন অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নিকট দণ্ডায়মান হওয়া যে, জানা নেই আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে নাকি জান্নাতে।[৭৯২]

---

[৭৯০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৫
[৭৯১] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৮২
[৭৯২] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৫

যখন খাবার মজুত করা হয়

সালমান রা. একবার বাজারে গিয়ে এক ওয়াসাক (এক বোঝা) খাবার কিনে আনেন। তখন যায়েদ ইবনে সুহান বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আল্লাহর রাসুলের সাহাবি হওয়া সত্ত্বেও আপনি খাবার মজুত করলেন? তিনি তখন বলেন, কেউ যখন খাবার মজুত করে রাখে তখন সে দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। নিশ্চিন্ত মনে সে ইবাদত করতে পারে। তার মধ্যে তখন কোনো কুমন্ত্রণা আসে না।[৭৯৩]

মুমিন এবং প্রবৃত্তির চাহিদা

সালমান রা. বলেন, দুনিয়াতে একজন মুমিনের দৃষ্টান্ত হলো সেই অসুস্থ মানুষের মতো যার পাশেই রয়েছে এমন চিকিৎসক, যে তার রোগ এবং রোগের ওষুধপত্র সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। যখন সে এমন কোনো বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে যা তার জন্য ক্ষতিকর, তখন ওই ডাক্তার তাকে নিষেধ করে দেয় এবং বলে, আপনি এটার নিকটে যাবেন না। এটা আপনাকে ধ্বংস করে দেবে। ডাক্তার এভাবে তাকে একের পর এক বিষয় থেকে বারণ করতে থাকে। সে ডাক্তারের নির্দেশনা মেনে একসময় সুস্থ হয়ে ওঠে। তেমনইভাবে একজন মুমিনেরও অনেককিছু করার ইচ্ছা হয়। অন্যদের মতো স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করতে চায় সে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে সেগুলো করতে নিষেধ করেন। এভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চলতে চলতে তার মৃত্যু হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।[৭৯৪]

মাছি উৎসর্গ করে জাহান্নামে চলে গেল

সালমান রা. বলেন, আমি এমন দুজন ব্যক্তির কথা জানি যাদের একজন এক মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আরেকজন সেই মাছির কারণেই জাহান্নামে যাবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এটা আবার কীভাবে হবে? তিনি বলেন, পূর্ববর্তী যুগের দুইজন লোক একবার এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাদের সাথে ছিল এক মূর্তি। কেউ এই মূর্তিটির পাশ দিয়ে গেলে সে মূর্তির জন্য কিছু জিনিস উৎসর্গ করে যেত। তারা যখন মূর্তিটির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন ওই লোকেরা বলে, আমাদের মূর্তিটির জন্য কিছু উৎসর্গ করে যাও। তারা বলে, আমার নিকট তো তাকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই।

---

[৭৯৩] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৮২

[৭৯৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৫

তারা বলল, একটা মাছি হলেও তাকে উৎসর্গ করে যাও। তাদের একজন তখন মূর্তিটির উদ্দেশে একটি মাছি উৎসর্গ করে দেয়। আর এই কারণে মৃত্যুর পর তাকে জাহান্নামে যেতে হয়।

লোকেরা এরপর তার সাথিকে বলে, তুমিও মূর্তিটির জন্য কিছু উৎসর্গ করো। সে তখন বলে, আমি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারও জন্য কোনোকিছু উৎসর্গ করতে পারি না। মূর্তির জন্য কিছু উৎসর্গ করতে অস্বীকার করায় লোকেরা তখন তাকে হত্যাই করে ফেলে। শাহাদাত বরণ করে সে জান্নাতে চলে যায়।[৭৯৫]

মন্দ কাজের পর ভালো কাজ করো

সালমান রা. বলেন, যদি তোমার থেকে গোপনে কোনো গুনাহ হয়ে যায় তাহলে গোপনেই তুমি কোনো ভালো কাজ করে ফেলো। আর প্রকাশ্যে কোনো গুনাহ করে ফেললে প্রকাশ্যে ভালো কাজ করো। যাতে একটা অপরটার বিনিময় হয়ে যায়।[৭৯৬]

বাহ্যিক দিক এবং অভ্যন্তরীণ দিক

সালমান রা. বলেন, প্রত্যেক বিষয়ের একটা বাহ্যিক দিক এবং আরেকটা অভ্যন্তরীণ দিক আছে। যে ব্যক্তি নিজের বাহ্যিক দিক সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার অভ্যন্তরীণ দিক সংশোধন করে দেন। আর যে নিজের বাহ্যিক দিক নষ্ট করে ফেলে, আল্লাহ তাআলা তার অভ্যন্তরীণ দিক সংশোধন করেন না।[৭৯৭]

হয়তো সত্য বলবে নয়তো চুপ থাকবে

এক ব্যক্তি সালমান রা.-কে বলে, আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি বলেন, কখনো কথা বলবে না, চুপ করে থাকবে। লোকটি বলে, কথা না বলে কেউ তো বেঁচে থাকতেই পারবে না! সালমান রা. বলেন, যদি কথা বলতেই হয় তাহলে হক কথা বলবে, তা না পারলে চুপ করে থাকবে। লোকটি বলল, আরও কিছু নসিহত করুন। তিনি বলেন, রাগান্বিত হবে না। লোকটি বলল, মাঝেমধ্যে আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। তখন অনিচ্ছাক্রমেই রাগান্বিত হয়ে যাই। তিনি বলেন, যদি রাগান্বিত হয়ে যাও তাহলে তোমার জিহ্বা

---

[৭৯৫] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৩
[৭৯৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৮০
[৭৯৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/১৬৩

ও হাতকে সংযত রেখো। লোকটি এরপর বলল, আরও কিছু নসিহত করুন। তিনি বলেন, একাকী থাকবে, কারও সাথে ওঠাবসা করবে না। লোকটি বলল, সমাজে বসবাস করতে হলে তো মানুষের সাথে ওঠাবসা করতেই হবে! তিনি বলেন, ওঠাবসা করলে সত্য কথা বলবে এবং কেউ তোমার নিকট আমানত রাখলে তা আদায় করে দেবে।[৭৯৮]

যে দুআ করে তার জন্য ফেরেশতারা যখন শাফাআত করেন

সালমান রা. বলেন, কেউ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলাকে ডাকলে নিজের বিপদ-আপদে সে আল্লাহকে পাশে পায়। তখন সে আল্লাহকে ডাকলে ফেরেশতারা বলতে থাকে, এ তো দেখছি পরিচিত কণ্ঠস্বর, সে এখন ফরিয়াদ জানাচ্ছে। তখন তারা আল্লাহর নিকট ওই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে।

আর কেউ যখন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলাকে ডাকে না, বিপদে পড়লেই আল্লাহকে ডাকা শুরু করে, ফেরেশতারা তখন বলে, এই আওয়াজ তো আমাদের পরিচিত নয়, তাই তারা তার জন্য সুপারিশ করে না।[৭৯৯]

হজরত আবু দারদা রা.-এর প্রতি চিঠি

হজরত সালমান রা. হজরত আবু দারদা রা.-এর নিকট চিঠি লিখে বলেন, পরসমাচার, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবেন না যতক্ষণ না নফসের চাহিদা ত্যাগ করেন। আর আপনি ততক্ষণ আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তু অর্জন করতে পারবেন না যতক্ষণ বিপদ-মুসিবতের ওপর ধৈর্যধারণ করেন। তাই যখন কথা বলবেন তখন আপনার কথাগুলো যেন হয় আল্লাহর জিকির দ্বারা সমৃদ্ধ আর যখন চুপ থাকবেন তখন সেটা যেন হয় ফিকির দ্বারা সমৃদ্ধ। আর যখন কোনোকিছুর প্রতি তাকাবেন যেন সেটা হয় শিক্ষাগ্রহণের জন্য। কেননা দুনিয়ার অবস্থা তো পরিবর্তনশীল। এর রূপ-সৌন্দর্যও পরিবর্তনশীল। তাই কখনো দুনিয়ার মাধ্যমে প্রতারিত হবেন না। আর মসজিদ যেন হয় আপনার ঘর। ওয়াস-সালাম।[৮০০]

---

[৭৯৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৮১
[৭৯৯] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/২৮১
[৮০০] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১১০

মধ্যম গতিতে বিরামহীনভাবে চলতে থাকুন

সালমান রা. বলেন, যদি তুমি মধ্যম গতিতে বিরামহীনভাবে চলতে পারো, তাহলে তুমি হবে সর্বোত্তম অশ্বারোহী। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে, তাহলে ক্লান্তি ছাড়া সবসময় ইবাদত করতে পারবে।[৮০১]

কারও কাছে কিছু না চাওয়া

সালমান রা. বলেন, বিত্তশালী কারও সাথে আপনার বন্ধুত্ব থাকলে কখনো তার নিকট কিছু চাইতে যাবেন না। কারণ এ চাওয়াটাই আপনার চেহারায় আঁচড়ের দাগ বসিয়ে দেবে।[৮০২]

ফরজ ও নফল

সালমান রা. বলেন, ভালোভাবে ফরজ আদায় না করে বেশি বেশি করে মুসতাহাব আমল নিয়ে যে ব্যক্তি পড়ে থাকে তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যবসায়ীর মতো, যার মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে আর সে লাভের আশা করে বসে আছে।[৮০৩]

যার গুনাহ হবে সবচেয়ে বেশি

সালমান রা. বলেন, কেয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির পাপের বোঝা সবচেয়ে ভারী হবে, যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আল্লাহর অবাধ্যতার কথা বলেছে।[৮০৪]

ইলমের ব্যাপক প্রকাশ

সালমান রা. বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন ইলমের ব্যাপক প্রকাশ ঘটবে কিন্তু আমলগুলো সিন্দুকবন্দি হয়ে যাবে। মানুষজন একে অপরের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে কেবল মুখে মুখে, কিন্তু হৃদয় ও অন্তরের দিক থেকে তারা থাকবে বিচ্ছিন্ন। যখন তাদের অবস্থা এমন হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর, কান ও চোখে মোহর এঁটে দেবেন।[৮০৫]

---

[৮০১] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১৯৯
[৮০২] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৫১
[৮০৩] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৫৯
[৮০৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/২৫৮
[৮০৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/১১

আলেমের পদস্খলন

সালমান রা. বলেন, তিনটি বিষয় যখন প্রকাশ পাবে তখন আপনাদের অবস্থা কী হবে! তা হলো, আলেমের পদস্খলন ঘটা, কুরআন কারিম নিয়ে মুনাফিকদের বিতর্ক জুড়ে দেওয়া এবং দুনিয়ার লোভ-লালসার জন্য আপনাদের পরস্পর লড়াই শুরু করে দেওয়া।

শুনুন, এইসব ক্ষেত্রে আপনাদের করণীয় হলো, কোনো আলেমের নিকট আপনাদের দ্বীন ও ঈমানকে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে বসে থাকবেন না। আর কুরআন কারিম নিয়ে মুনাফিকদের তর্কবিতর্কের ক্ষেত্রে কথা হলো, রাস্তায় যেমন বিভিন্ন নির্দেশক থাকে, তেমনই কুরআন কারিমেরও নির্দেশক থাকে। তাই যে বিষয়টি আপনাদের পরিচিত হবে সেটা গ্রহণ করবেন আর যেটা আপত্তিকর মনে হবে সেটা আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেবেন। আর দুনিয়ার লোভ-লালসা দূর করার পদ্ধতি হচ্ছে, আপনারা নিজেদের নিম্নস্তরের মানুষের প্রতি লক্ষ করবেন, ওপরের স্তরের দিকে তাকাবেন না।[৮০৬]

যে কারণে রাষ্ট্রক্ষমতা পছন্দের ছিল না

সালমান রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, কী কারণে আপনি রাষ্ট্রক্ষমতা পছন্দ করেন না? তিনি উত্তরে বলেন, কারণ ভালো আনন্দ-উৎফুল্লের সাথে তা গ্রহণ করা যায় কিন্তু তা ছাড়তে হয় অনেক তিক্ততার সাথে।[৮০৭]

ইলম হলো ঝরনার মতো

সালমান রা. একবার হজরত আবু দারদা রা.-কে চিঠি লিখে বলেন, ইলম তো হলো এমন ঝরনার মতো, মানুষ যার নিকট ভিড় জমায়। বিভিন্ন মানুষ তা গ্রহণ করে থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাআলা অনেক মানুষকে এর মাধ্যমে উপকৃত করবেন। অন্তরে জাগ্রত হওয়া কোনো প্রজ্ঞার কথা যদি মানুষকে না বলা হয়, তাহলে সেটা হয়ে যায় এমন দেহের মতো যাতে থাকে না কোনো প্রাণ। আর যে ইলম প্রচার-প্রসার করা হয় না, তা হলো সেই ধনভান্ডারের মতো যা থেকে খরচ করা হয় না।

---

[৮০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২/১৩৬

[৮০৭] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৪/৩৬৩

একজন আলেমের দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো যে কোনো অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তায় বাতি ধরে আছে, ফলে পথচারী সকলেই আলো লাভ করে থাকে এবং প্রত্যেকেই তার জন্য দুআ করে থাকে।[৮০৮]

লবণে যদি সুগন্ধিপাতা দেওয়া হতো

আবু ওয়ায়েল বলেন, আমি একবার আমার এক বন্ধুকে নিয়ে হজরত সালমান রা.-কে দেখতে যাই। তিনি আমাদের সামনে জবের রুটি ও চূর্ণ লবণ পরিবেশন করেন। তখন আমার বন্ধু বলে, যদি এই লবণে সুগন্ধিপাতা দেওয়া হতো তাহলে তা আরও সুস্বাদু হতো!

হজরত সালমান রা. তখন নিজের অজুর পাত্র বন্ধক রেখে ঋণ করে সুগন্ধিপাতা নিয়ে আসেন। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে আমার বন্ধু বলে, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এই রিজিকের মাধ্যমে আমাদেরকে তুষ্ট করেছেন। সালমান রা. তখন কিছুটা রসিকতা করে বলেন, আপনাকে যতটুকু রিজিক দেওয়া হয়েছিল, যদি আপনি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে তো আমার অজুর পাত্রকে আর বন্ধক রাখতে হতো না![৮০৯]

অহংকার

কুরাইশের কিছু লোক হজরত সালমান রা.-এর নিকট এসে গর্ব করতে থাকে। তখন তিনি বলেন, তোমাদের সাথে আমিও অহংকার করতে চাই না। আমার সৃষ্টি হয়েছে এক ময়লা বীর্য থেকে। একসময় আমাকে পচা মৃতদেহ হয়ে যেতে হবে। এরপর উপস্থিত হতে হবে মিজানের পাল্লায়। যদি সেটা ভারী হয়ে যায় তাহলে তো আমি হলাম সৌভাগ্যবান আর যদি তা হালকা হয়ে যায় তাহলে তো আমি হলাম নিকৃষ্ট।[৮১০]

ইলমের উত্তরাধিকার

সালমান রা. বলেন, মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে যতদিন পরবর্তী প্রজন্মেরা পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে ইলম শিখতে থাকবে। যখন পরবর্তী প্রজন্মের লোকজন পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে ইলম শেখার পূর্বেই পূর্ববর্তীদের বিদায় ঘটবে তখনই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।[৮১১]

---

[৮০৮] *সুনানে দারেমি*, ক্রমিক নম্বর, ৫৫৭
[৮০৯] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৪৪
[৮১০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৪৪
[৮১১] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ৮৯

বিদায়ি অসিয়ত

হজরত সাদ রা. একবার হজরত সালমান রা.-এর শুশ্রূষায় আসেন। তাকে পেয়ে সালমান রা. কেঁদে ফেলেন। হজরত সাদ রা. তখন বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কেন কান্না করছেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো মৃত্যুর সময় আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই আপনি হাউজে কাউসারে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন, আপনার আগে বিদায় নেওয়া সাথি-সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন! হজরত সালমান রা. বলেন, আমি তো মৃত্যুর ভয়ে কান্না করছি না, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণের কারণেও কাঁদছি না। কাঁদছি এই কারণে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলে গিয়েছেন, যেন তোমাদের দুনিয়ার সামগ্রী হয় ততটুকুই, একজন আরোহীর নিকট যতটুকু সামানাপত্র থাকে! হজরত সাদ রা. বলেন, তিনি দুনিয়ার প্রাচুর্যের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন এজন্য কাঁদছিলেন, অথচ তার নিকট ছিলই কাপড় ধৌত করার একটি পাত্র, একটি বন্দুক আর একটি বদনা।

হজরত সাদ রা. তখন বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন, আপনার মৃত্যুর পরও আমরা যা অনুসরণ করে যাব। তিনি বলেন, হে সাদ! কখনো কোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হলে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন। লোকজনের মধ্যে কিছু বণ্টনের সময়ও তাকে স্মরণ করুন। এ ছাড়াও তাকে স্মরণ করুন বিচার-আচারের ফয়সালা করার সময়।[৮১২]

---

[৮১২] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৯০

যায়েদ বিন সাবিত রা.[৮১৩]

অন্তরের মুখপাত্র

হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. চিঠি লিখে হজরত উবাই ইবনে কাব রা.-কে বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের জিহ্বাকে বানিয়েছেন আমাদের অন্তরের মুখপাত্র আর অন্তরকে বানিয়েছেন পাত্র এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী। অন্তর যেদিকে পথ দেখায় জিহ্বা সেদিকেই চলে। এভাবে অন্তর যখন জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলো সঠিক হয়ে থাকে। মুখ ফসকে তখন উলটো ও ভুল কথা বের হয় না।

যার অন্তর তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তার কোনো সহনশীলতা নেই। কেউ যখন অন্তরের নির্দেশনা না মেনে কথা বলতে থাকে তখন তার নাক কেটে যায় (সে অপমানিত হয়)। আর কেউ যখন কাজের মাধ্যমে কথার মূল্যায়ন করে তখন তার কথাগুলো সত্য হয়ে ওঠে।

তিনি আরও বলেন, আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, সকল কৃপণ মানুষই উত্তম কথা বলে, কিন্তু কাজেকর্মে তারা খোঁটা দেয়। কারণ তার জিহ্বা তার অন্তরের নির্দেশনা মানে না।

---

[৮১৩] যায়েদ ইবনে সাবিত ইবনে যাহহাক আনসারি, খাজরাজি, নাজ্জারি। তিনি ছিলেন ওহির লেখক। কিরাত এবং ফারায়েজশাস্ত্রের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। ছিলেন তিনি মদিনার মুফতি। বুআস যুদ্ধে তার পিতা মারা যান। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তার বয়স ছিল ১১ বছর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইলম অর্জনের এবং তার সান্নিধ্য গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার অংশগ্রহণ করা প্রথম লড়াই ছিল খন্দকের যুদ্ধ। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তিনি হিব্রু ভাষা শেখেন। আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর শাসনামলে তিনি প্রথম কুরআন কারিম এক জায়গায় জমা করেছেন। তার রয়েছে অনেক অনেক ফজিলত। ৪৫ হিজরি সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মতান্তরে তার মৃত্যু হয়েছে ৫১ হিজরি সনে। তার উপনাম হলো আবু খারিজা ও আবু সাইদ। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

তিনি আরও বলেন, যে নিজের কথা রক্ষা করে না তার মধ্যে আভিজাত্য বা ব্যক্তিত্ব বলতে কি কিছু আছে?

এরপর তিনি বলেন, যারা মানুষের দোষত্রুটি তালাশ করে বেড়ায় তাদের নিকট নিজেদের দোষত্রুটি হালকা মনে হয়। ওয়াস-সালাম।[৮১৪]

লজ্জা

হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. জুমার নামাজের জন্য বের হন। কিন্তু বের হয়ে দেখতে পান লোকেরা নামাজ পড়ে চলে আসছে। এ অবস্থা দেখে তিনি একটি ঘরে নিজেকে আড়াল করে নেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মানুষের থেকে লজ্জাবোধ করে না, সে আল্লাহ তাআলা থেকেও লজ্জাবোধ করে না।[৮১৫]

---

[৮১৪] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২১৯, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২৪
[৮১৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২/৪৩৯

আবু সাইদ খুদরি রা.[৮১৬]

মুক্তির উপায়

আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন,

- অবশ্যই তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাকওয়া সকল বিষয়ের মূল।
- জিহাদ করবে, নিশ্চয় এটাই ইসলামের সন্ন্যাসব্রত।
- আল্লাহর জিকির এবং কুরআন তেলাওয়াতে নিজেকে মগ্ন রাখবে। এতে আকাশের অধিবাসীদের মধ্যে তোমার কথা ছড়িয়ে পড়বে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের নিকট তোমার আলোচনা হবে।
- হক ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করবে, এতে শয়তান পরাস্ত হয়ে যায়।[৮১৭]

লোকপ্রদর্শনী থেকে বেঁচে থাকবে

আবু সালামা বলেন, আমি একদিন আবু সাইদ খুদরি রা.-কে জিজ্ঞেস করি, লোকেরা পোশাক-আশাক, খাবারদাবার এবং বাহনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছে, আপনি সেগুলোকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন? তিনি বলেন, হে ভাতিজা! তুমি আল্লাহর জন্যই পানাহার করবে, আল্লাহর জন্যই পোশাক

---

[৮১৬] তার নাম হলো সাদ ইবনে মালেক ইবনে সিনান। উপনাম আবু সাইদ খুদরি। খাজরাজ গোত্রের একজন। অহুদযুদ্ধে তার পিতা শাহাদাত বরণ করেন। তিনি খন্দক এবং তার পরবর্তী যুদ্ধগুলোয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন, অহুদযুদ্ধের দিন আমার বয়স ছিল ১৩ বছর। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তখন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজির হলে আমার পিতা বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে ভালোই হৃষ্টপুষ্ট! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমার প্রতি গভীরভাবে তাকাতে থাকেন। এরপর বলেন, না, তাকে নেওয়া যাবে না। তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। পিতা তখন আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

তিনি ছিলেন মদিনার আলেম ও মুফতি। হাররার ঘটনার পর ৭৪ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[৮১৭] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/১৭০

পরিধান করবে। যদি এগুলোর কোনো একটাতেও কোনো ধরনের লোকপ্রদর্শনী ও আত্মগরিমা ইত্যাদি চলে আসে তাহলে তা হবে অপচয় ও গুনাহ। আর তুমি নিজেই তোমার ঘরের সেসব কাজবাজ করবে যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ঘরে করতেন।[৮১৮]

সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম

আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, জেনে রাখুন, আপনারা অনেক সময় এমন সকল কাজ করেন যা আপনাদের চোখে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং তুচ্ছ মনে হয়, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা সেগুলোকে নিজেদের জন্য ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।[৮১৯]

জিহ্বা

আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, প্রতিদিন সকালে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিহ্বার নিকট আবেদন করে বলে, আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো। কারণ যদি তুমি সঠিক থাকো তাহলে আমরাও সঠিক পথে চলতে পারব আর যদি তুমি বিচ্যুত হয়ে যাও তাহলে আমরাও বিচ্যুত হয়ে যাব।[৮২০]

---

[৮১৮] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৬০

[৮১৯] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৪৩

[৮২০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৪৩

□

আবু উমামা আল-বাহেলি রা.[৮২১]

বাড়ির দেয়ালে কুরআন কারিমের অংশ ঝুলিয়ে রাখা

হজরত আবু উমামা রা. বলেন, আপনারা কুরআন কারিম তেলাওয়াত করুন। বাড়িতে কুরআন কারিমের বিভিন্ন অংশ টানিয়ে রাখলেই চলবে না, এভাবে টানিয়ে রাখা যেন আপনাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে দেয়। জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা সেই অন্তরকে শাস্তি দেবেন না যে অন্তর কুরআন ধারণ করেছে।[৮২২]

যদি ঘরে এমন করতে

হজরত আবু উমামা রা. এক ব্যক্তিকে মসজিদে সেজদায় পড়ে কাঁদতে দেখে বলেন, যদি তুমি ঘরেই এভাবে আল্লাহর দরবারে লুটিয়ে পড়ে কাদঁতে তাহলে কতই-না ভালো হতো।[৮২৩]

গুনাহগারদের সাথে ওঠাবসা

হজরত আবু উমামা রা. বলেন, গুনাহগারদের সাথে ওঠাবসা এবং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে গুনাহ থেকে বাধা না দেওয়ার কারণে একশ্রেণির মানুষকে বানর ও শূকরের আকৃতিতে হাশরের ময়দানে ওঠানো হবে।[৮২৪]

সালাম

হজরত আবু উমামা রা. বলেন, সালাম হলো ওই সকল ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তার বার্তা যারা আমাদের জিম্মায় রয়েছে আর আমাদের ধর্মীর ভাইদের জন্য তা অভিবাদন।

---

[৮২১] আবু উমামা আল-বাহেলি। নাম, সুদাই ইবনে আজলান। তিনি বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একসময় তিনি হিমসে বসবাস শুরু করেন। সিফফিনযুদ্ধে তিনি আলি রা.-এর দলে ছিলেন। ৮৬ হিজরি সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[৮২২] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৫৩

[৮২৩] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৮৪

[৮২৪] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৬৩

উল্লেখ্য, হজরত আবু উমামা রা. যার পাশ দিয়ে যেতেন তাকেই সালাম দিতেন।[৮২৫]

কবরের সামনে প্রদত্ত নসিহত

সুলাইম ইবনে আমের বলেন, দামেশকের ফটকে এক জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের সাথে ছিলেন হজরত আবু উমামা বাহেলি। জানাজার নামাজ শেষে লোকেরা যখন দাফন কার্যক্রম শুরু করে তখন তিনি বলেন, লোকসকল, আপনারা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা যাপন করে থাকেন এমন এক ঠিকানায় যাতে আপনারা উত্তম এবং মন্দ কাজের ভাগবাঁটোয়ারা করে থাকেন। জেনে রাখুন, অচিরেই এই ঠিকানা ছেড়ে আপনাদেরকে আরেক ঠিকানায় চলে যেতে হবে। সেটা হলো এই কবর, যাতে কোনো সাথি-সঙ্গী থাকবে না, যা হলো অন্ধকার ও পোকামাকড়ের ঘর। এই ঘর অতি সংকীর্ণ, তবে আল্লাহ যার জন্য তা প্রশস্ত করে দিয়ে থাকেন তার কথা ভিন্ন। এরপর এ ঘর ছেড়ে একদিন আপনাদের যেতে হবে কেয়ামতের ময়দানে।

সেই ময়দানে আল্লাহর নির্দেশ মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কারও চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আর কারও চেহারা হবে কালো। এরপর আপনারা সেখান থেকে আরেক জায়গায় যাবেন। ঘোর অন্ধকার যেখানে মানুষকে আচ্ছন্ন করে নেবে। একসময় আলো নিয়ে আসা হবে, কিন্তু তা প্রদান করা হবে মুমিনদেরকে আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে কিছুই দেওয়া হবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেছেন,

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾

অথবা (তাদের কর্ম) যেন গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকার, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গ, যার ওপর আরেক তরঙ্গ। এবং তার ওপর রয়েছে মেঘ। স্তরের ওপর স্তরে বিন্যস্ত মেঘপুঞ্জ। কেউ যখন নিজ হাত বের করে, তাও সে দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতিই নেই। (সুরা নুর, ৪০)

---

[৮২৫] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১২৯

সেদিন মুমিনদের নুরের মাধ্যমেও কাফের-মুনাফিকরা পথ দেখতে পারে না। যেভাবে কোনো দৃষ্টিমানের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে কোনো অন্ধ কিছু দেখতে পারে না। তখন মুনাফিকরা মুমিনদেরকে বলবে,

﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾

তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করো, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যোতি থেকে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানে আলো তালাশ করো। (সুরা হাদিদ, ১৩)

এটাই হলো আল্লাহর সেই কৌশল, যার মাধ্যমে তিনি মুনাফিকদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে বলেন,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾

মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। (সুরা নিসা, ১৪২)

এরপর তারা সেই স্থানে ফিরে যাবে যেখানে মুমিনদেরকে নুর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কিছুই খুঁজে পাবে না। তখন তারা মুমিনদের দিকে তাকাবে, কিন্তু এরই মধ্যে তাদের এবং মুমিনদের মাঝে একটি প্রাচীর তৈরি করে দেওয়া হবে।

﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾

যার ভেতরের অংশে থাকবে রহমত আর বাইরের অংশে থাকবে আজাব। (সুরা হাদিদ, ১৩)

মোটকথা, নুর বণ্টন এবং মুমিন-মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেওয়া পর্যন্ত মুনাফিকরা একের পর এক বিভিন্নভাবে প্রতারিত হতে থাকবে।[৮২৬]

কৃপণতা

আবু উমামা রা. বলেন, লোকসকল, জাহেলি যুগের লোকদের চেয়েও তো আপনারা অধিক ভুলের মধ্যে রয়েছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আপনারা যদি আল্লাহর রাস্তায় একটিমাত্র অর্থ খরচ করেন তাহলে বিনিময়ে

---

[৮২৬] *তাফসিরে ইবনে কাসির*, সুরা হাদিদ, ১৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা।

৭০০ অর্থ পাবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা নিজেদের অর্থসম্পদকে হাতের মধ্যে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন।[৮২৭]

বাহ্যিক সৌন্দর্য

সুলাইমান ইবনে হাবিব বলেন, আমরা একবার হজরত আবু উমামা রা.-এর কাছে যাই। তিনি আমাদের তরবারিগুলোয় রুপার কারুকাজ দেখে রাগান্বিত হয়ে বলেন, যে মহান ব্যক্তিরা বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় করেছে এবং সেগুলোকে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে, তাদের তরবারিতে স্বর্ণ-রুপার কারুকাজ ছিল নাদ বরং সেগুলোর কারুকাজ হতো অতি নিম্নমানের চামড়ার মাধ্যমে, যে চামড়া সংস্কারও করা হয়নি এবং কারুকাজ হতো সাদা সিসা ও লোহার মাধ্যমে।[৮২৮]

---

[৮২৭] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২১৮-২১৯, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২৩৮

[৮২৮] *সহিহ বুখারি*, হাদিস, ২৯০৯

□

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালি রা.[৮২৯]

প্রথমে দ্বীন, এরপর নফস

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালি রা. বলেন, আপনারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন এবং কুরআন কারিম তেলাওয়াত করুন। কারণ এটাই হবে অন্ধকার রাতের আলো এবং দিবসের উজ্জ্বলতা। তাই কষ্ট-দুর্দশায় থাকলেও সবসময় এর ওপর আমল করুন। যখন আপনাদের জানের ওপর বিপদ-আপদ নেমে আসবে তখন প্রাণ বাঁচাতে মাল খরচ করুন। আর যখন শত্রুদের পক্ষ থেকে কোনো বিপদ আসবে তখন দ্বীন বাঁচাতে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিন।

জেনে রাখুন, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তো হলো ওই ব্যক্তি, যে দ্বীন-ধর্মের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর ধ্বংসপ্রাপ্ত তো হলো ওই ব্যক্তি, যার দ্বীন-ধর্ম ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

যদি কেউ জান্নাত লাভ করে তাহলে তার আর কোনোকিছুর অভাব থাকবে না আর যদি কেউ জাহান্নামে যায় তাহলে সে কোনোকিছুর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে না। কারণ জাহান্নাম তার বন্দিদেরকে ছেড়ে দেয় না এবং যে তাতে নিপতিত হয় সে তাকে নিষ্কৃতি দেয় না। যারা তার আগুনে নিক্ষিপ্ত হয় তাদের জন্য সে নির্বাপিত হয় না।

জেনে রাখুন, যদি কেউ কোনো মুসলমান ভাইয়ের সামান্য পরিমাণও রক্ত ঝরায় তাহলে এটাও তার জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। সে যখনই জান্নাতের কোনো দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবে তখনই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

---

[৮২৯] জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালি। উপনাম, আবু আবদুল্লাহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি ছিলেন ছোট্ট বালক। জীবনটা কাটিয়েছেন কুফা নগরীতে। এরপর চলে এসেছেন বসরা নগরীতে। সেখানে গেছেন মুসআব বিন যুবায়েরের সাথে। কুফা ও বসরার অধিবাসীরা তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৭০ হিজরি পর্যন্ত হায়াত লাভ করেছিলেন।

জেনে রাখুন, মৃত ব্যক্তির গোটা শরীরের মধ্যে তার পেটের অংশেই প্রথম পচন ধরে। তাই পেটে হারাম কিছু ঢুকিয়ে একে আরও অধিক দুর্গন্ধযুক্ত করে তুলবেন না। অর্থসম্পদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করুন এবং কারও রক্ত ঝরানো থেকে নিজেদের বিরত রাখুন।[৮৩০]

[৮৩০] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২১৪, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২৩৫

হজরত আবু হুরাইরা রা. [৮৩১]

ইবলিস তো এখনো জীবিত আছে

আবু হুরাইরা রা. সিজদায় গিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন, যেন কখনো তিনি ব্যভিচার, চুরি, কুফরি কিংবা কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়ে পড়েন। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কেন এসব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন, আপনার কি আশঙ্কা হয় যে, এসবে আপনি জড়িয়ে পড়বেন? তিনি উত্তরে বলেন, ইবলিস যখন জীবিত আছে তখন আমি কী করে নিজের ব্যাপারে নিশ্চিন্তবোধ করতে পারি? আর আল্লাহ তাআলা তো রয়েছেনই, যিনি যেদিকে খুশি সেদিকেই বান্দার অন্তর ঘুরিয়ে দেন।[৮৩২]

পাপাচারীর নেয়ামতের প্রতি ঈর্ষা

আবু হুরাইরা রা. বলেন, পাপাচারী যদি কোনো নেয়ামত লাভ করে তাহলে সে নেয়ামতের প্রতি তুমি কখনো ঈর্ষাবোধ করো না। কারণ তাকে প্রতিনিয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছে এক অনুসন্ধানকারী, যার নাম হলো জাহান্নাম।

﴿جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾

---

[৮৩১] আবু হুরাইরা। নাম, আবদুর রহমান ইবনে সাখর দাওসি। খাইবারযুদ্ধের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি সবসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থেকেছেন। হাদিস মুখস্থ করেছেন। সাহাবিদের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তার বর্ণিত হাদিসের পরিমাণই বেশি। উমর রা. আপন শাসনামলে তাকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে একাধিকবার মদিনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি বেশ রসিক মানুষ ছিলেন। আলি ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যকার সংঘটিত ফিতনার সময় তিনি কোনো পক্ষেই ছিলেন না। নিজেকে নিরপেক্ষ রেখেছিলেন। আয়েশা রা.-এর জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন। ৫৯ হিজরিতে তিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

[৮৩২] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১২০

জাহান্নাম, যখনই তার আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে তখনই আমি তা বাড়িয়ে দেবো। (সুরা বনি ইসরাইল, ৯৭)[৮৩৩]

যখন আপনারা ছয়টি বিষয় ঘটতে দেখবেন

আবু হুরাইরা রা. বলেন, যখন তোমরা ছয়টি বিষয় সংঘটিত হতে দেখবে তখন মৃত্যু কামনা করতে থাকো। বিষয় ছয়টি সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় আমি এখন মৃত্যু কামনা করছি। বিষয়গুলো হলো,

১. নির্বোধ লোকদের রাষ্ট্রপরিচালনা।

২. টাকার বিনিময়ে বিচারকের ফয়সালা কিনে নেওয়া।

৩. অন্যায়ভাবে রক্তপাত করা।

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৫. অর্থের বিনিময়ে প্রশাসনিক পদপদবি লাভ।

৬. আর এমন এক শ্রেণির উদ্ভব ঘটা যারা কুরআন কারিমকে বাঁশি বানিয়ে নেবে।[৮৩৪]

মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা

আবু সালামা বলেন, যখন হজরত আবু হুরাইরা রা. অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আমি তাকে দেখতে যাই। আমি গিয়ে বললাম, ইয়া আল্লাহ! আপনি আবু হুরাইরাকে সুস্থ করে তুলুন। তিনি তখন বলেন, ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাকে আর সুস্থ করবেন না। তিনি এরপর বলেন, হে আবু সালামা, অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন স্বর্ণের চেয়ে মৃত্যুই মানুষের বেশি প্রিয় হবে।[৮৩৫]

বিস্মৃত বাস্তবতা

এক লোক মদিনায় বাড়ি নির্মাণ করে। নির্মাণকাজ যখন শেষ হয়ে আসে তখন হজরত আবু হুরাইরা রা. বাড়িটির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। সে সময় বাড়ির মালিক গেইটে দাঁড়িয়ে ছিল। হজরত আবু হুরাইরা রা.-কে দেখতে পেয়ে বলে, হে আবু হুরাইরা, একটু দাঁড়ান, আমাকে বলুন তো বাড়িটার প্রধান ফটকে কী লিখতে পারি? তিনি বলেন, তুমি লিখবে, ধ্বংসের জন্যই নির্মাণ

---

[৮৩৩] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১১৯
[৮৩৪] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩৮৪
[৮৩৫] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩৮৪

করো, সন্তান হারানোর জন্য তাকে জন্ম দাও এবং উত্তরাধিকারদের জন্য সম্পদ জমা করো।[৮৩৬]

আল্লাহর মজলিসের সদস্য

আবু হুরাইরা রা. বলেন, আজকের খোদাভীরু ও দুনিয়াবিমুখরাই হবে আগামীকাল আল্লাহর মজলিসের সদস্য।[৮৩৭]

মুমিনের মর্যাদা

আবু হুরাইরা রা. বলেন, আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের চেয়ে একজন মুমিনের মর্যাদা আল্লাহর নিকট অধিক।[৮৩৮]

দুই শয়তানের কথোপকথন

আবু হুরাইরা রা. বলেন, একবার মুমিনের ওপর নিয়োজিত শয়তান এবং কাফেরের পেছনে নিয়োজিত শয়তানের সাক্ষাৎ হয়। দেখা যায় কাফেরের পেছনে নিয়োজিত শয়তান দেহের দিক থেকে ভালো ও স্বাস্থ্যবান হয়ে আছে আর কাপড়েও অনেক পরিপাটি, কিন্তু মুমিনের ওপর নিয়োজিত শয়তান ছিল শীর্ণকায়। তার চুলগুলো ছিল উশকোখুশকো, কাপড়েও ছিল একেবারে নিম্নমানের।

এই অবস্থা দেখে কাফেরের ওপর নিয়োজিত শয়তান মুমিনের ওপর নিয়োজিত শয়তানকে বলল, কী হলো তোমার, তোমার এমন দুরবস্থা কেন?

মুমিনের ওপর নিয়োজিত শয়তান বলে, আমি এমন এক ব্যক্তির ওপর নিয়োজিত যে খাবারের সময় আল্লাহর নাম নেয়, তাই আমি তার সাথে আর খেতে পারি না, আমাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়। আর যখন পান করে তখনও আল্লাহর নামে পান করে, তাই আমাকে তৃষ্ণার্ত থাকতে হয়। যখন সে পোশাক-আশাক পরে তখন আল্লাহর নাম নেয়, তাই আমাকে কাপড়চোপড় ছাড়া থাকতে হয়। আর যখন সে চুলে তেল দেয় তখন আল্লাহর নাম নেয়। তাই আমি আর চুল পরিপাটি করতে পারি না।

---

[৮৩৬] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩৮৫
[৮৩৭] *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া*, ১১২
[৮৩৮] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ৪৪

তখন কাফেরের ওপর নিয়োজিত শয়তান বলে, কিন্তু আমি এমন এক লোকের সাথে থাকি যে এসবের কিছুই করে না। তাই আমি পানাহার, পোশাক-আশাক ও পরিচ্ছদে তার সাথে ভাগ বসাই।[৮৩৯]

সুবর্ণ সুযোগ

আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি কি আপনাদেরকে সুবর্ণ সুযোগের সন্ধান দেবো না? তিনি বলেন, সুবর্ণ সুযোগ হলো শীতকালে রোজা রাখা।[৮৪০]

পেটের বিপদ

ফারকাদ সাবখি বলেন, হজরত আবু হুরাইরা রা. বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার সময় বলতেন, দুর্ভোগ হোক আমার পেটের, তাকে পরিতৃপ্ত রাখলে অতিভোজনে তা নষ্ট হয়ে যায় আর ক্ষুধার্ত রাখলে সে আমাকে গালিগালাজ করতে থাকে।[৮৪১]

তাকওয়া

এক ব্যক্তি হজরত আবু হুরাইরা রা.-কে বলে, তাকওয়া কাকে বলে? তিনি বলেন, তুমি কি কখনো কাঁটাগুল্মে ভরা কোনো রাস্তায় পথ চলেছ? সে বলে, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তখন তুমি কীভাবে পথ অতিক্রম করেছ? সে বলে, যেখানে কাঁটা দেখেছি সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি বা তা এড়িয়ে গেছি কিংবা নিজেকে সংকুচিত করে নিয়েছি। আবু হুরাইরা রা. তখন বলেন, এটাই হলো তাকওয়া। গুনাহ থেকে আমাদেরকে এভাবেই নিজেদেরকে সরিয়ে আনতে হবে।[৮৪২]

যারা মানুষ ছিল তারা সকলেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে

আবু হুরাইরা রা. বলেন, যারা (নাস) মানুষ ছিল তারা সকলেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে, এখন বাকি আছে কিছু নাসনাস। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নাসনাস কাকে বলে? তিনি বলেন, এরা হলো ওই সকল লোক যারা মানুষ নয় কিন্তু দেখতে মানুষের মতোই।[৮৪৩]

---

[৮৩৯] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/১৫৫
[৮৪০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২২১
[৮৪১] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ.২২২
[৮৪২] *আয-যুহদুল কাবির*, ক্রমিক নম্বর, ৯৬৩
[৮৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

কারও প্রতি বিরক্ত হলে

আবু হুরাইরা রা. যখন কারও প্রতি বিরক্ত হয়ে যেতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে তার থেকে মুক্তি দান করুন।[৮৪৪]

পরিমাণে অল্প হলেও তা অনেক বেশি

আবু হুরাইরা রা. বলেন, তাওরাতে লেখা রয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা ব্যয় করা হয় তা সামান্য হলেও অনেক বেশি আর যা ব্যয় করা হয় আমি ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টির জন্য সেটার পরিমাণ অনেক হলেও বাস্তবে তা অতি সামান্য।[৮৪৫]

গভর্নর যখন লাকড়ির বোঝা বহন করে আনেন

সালাবা ইবনে আবু মালেক আল-কুরাজি বলেন, একবার হজরত আবু হুরাইরা রা. লাকড়ির বোঝা মাথায় করে বাজারে আসছিলেন। সে সময় তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকামের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে মদিনায় দায়িত্ব পালন করছিলেন। বোঝা মাথায় নিয়ে যখন রাস্তা চলছিলেন তখন আমি ছিলাম তার সামনে। তিনি আমাকে তখন বলেন, হে আবু মালেকের সন্তান, আমিরের জন্য রাস্তা প্রশস্ত করে দাও। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, এতটুকু রাস্তাই তো যথেষ্ট হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারিনি যে, তার মাথায় কোনো বোঝা রয়েছে, তাই আমি এমনটা বলেছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমিরের জন্য রাস্তা প্রশস্ত করে দাও। কারণ তার মাথায় বিশাল বোঝা রয়েছে।[৮৪৬]

বড়ই মর্মস্পর্শী উপদেশ

আবু হুরাইরা রা.-এর পাশ দিয়ে যখন কোনো জানাজা যেত তখন তিনি বলতেন, তুমি এই সকালে চলে যাচ্ছ, আমরা আসব বিকালে। কিংবা বলতেন, এই বিকালে তুমি চলে যাচ্ছ, আমরা আসব সকালে। তারপর তিনি বলতেন, এ মৃত্যু কতই-না মর্মস্পর্শী উপদেশ, কিন্তু লোকেরা কত দ্রুত উদাসীনতায় ডুবে যায়। বৃদ্ধরা চলে যায় আর যুবকেরা রয়ে যায়, কিন্তু চলে যাওয়া লোকদের থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতো কোনো বিবেকবুদ্ধি তাদের নেই।[৮৪৭]

---

[৮৪৪] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/৪০৩
[৮৪৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/২৬৮
[৮৪৬] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩৫২
[৮৪৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩৮৩

মসজিদের কারুকাজ করা

আবু হুরাইরা রা. বলেন, যখন তোমরা মসজিদগুলো সুসজ্জিত করে তুলবে, কুরআন কারিমকে অলংকৃত করবে আর মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এগুলো নিয়ে পড়ে থাকবে, জেনে রাখো, তখন তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।[৮৪৮]

পথের দূরত্ব অনেক বেশি কিন্তু পাথেয় অতি সামান্য

আবু হুরাইরা রা. মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়ে কান্না করতে থাকেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি তো তোমাদের এই দুনিয়ার জন্য কান্না করছি না, বরং কান্না করছি এ চিন্তা করে যে, আমার সামনে রয়েছে সুদীর্ঘ পথের দূরত্ব কিন্তু পাথেয় আমার অতি স্বল্প। আর প্রতিদিন সকালে উঠে আমি আবিষ্কার করছি নিজেকে এমন এক সিঁড়িতে, যা নেমে গেছে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে। কিন্তু আমি জানি না আমাকে এ সিঁড়ি দিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, জান্নাতে নাকি জাহান্নামে।[৮৪৯]

নফস তোমাদের ধোঁকা দিচ্ছে

আবু হুরাইরা রা. বলেন, লোকসকল, জেনে রাখো, নফসই তোমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। তোমরা এমন এমন বিষয়ের আশা করছ যা অর্জন করতে পারবে না। এত এত সম্পদ জমা করে যাচ্ছ, যা তোমরা ভোগ করতে পারবে না। এমন সকল বাড়িঘর নির্মাণ করছ, যাতে তোমরা বসবাস করতে পারবে না।[৮৫০]

ময়লা ও ব্যথা

আবু হুরাইরা রা. বলেন, আপনাদের অবস্থা তো এমন যে, অন্যের চোখে পড়া ময়লা দেখে নিজের চোখের ব্যথা ভুলে যান।[৮৫১]

যে ইলম উপকারে আসে না তার দৃষ্টান্ত

আবু হুরাইরা রা. বলেন, যে ইলম উপকারী নয় তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ধনভান্ডারের মতো, যা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয় না।[৮৫২]

---

[৮৪৮] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩৮৩
[৮৪৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২৫৩
[৮৫০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২২১
[৮৫১] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২২২
[৮৫২] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৯৭

বিপদ-আপদের দুয়ার

আবু হুরাইরা রা. বলেন, এই উম্মতের জন্য তিনটি বিষয়ের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কিছু নেই। তা হলো,

১. অর্থসম্পদের ভালোবাসা

২. ক্ষমতার লোভ ও

৩. শাসকদের দুয়ারে ধরনা দেওয়া।

অথচ এ সবগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা আল্লাহ তাআলা করে রেখেছেন।[৮৫৩]

ইলম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

এক ব্যক্তি এসে হজরত আবু হুরাইরা রা.-কে বলে, আমি তো ইলম শিখতে চাই কিন্তু আশঙ্কা হয় যে, আমি উলটো তার ক্ষতি করে বসব, সে অনুযায়ী আমল করতে পারব না! আবু হুরাইরা রা. তখন বলেন, তুমি যদি মোটেও ইলম হাসিল না করো তাহলে তো তার আরও বেশি ক্ষতি করা হবে।[৮৫৪]

নফসের চাহিদা

আবু হুরাইরা রা. বলেন, নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির লালসা তোমাদের দুনিয়া-আখেরাত উভয়টাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।[৮৫৫]

দুইবার উচ্চ আওয়াজে বলতেন

আবু হুরাইরা রা. প্রতিদিন দুইবার উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করতেন। দিবসের শুরু অংশে তিনি উচ্চ আওয়াজে বলতেন, রাত্রি তো বিদায় নিয়ে চলে গেছে, দিবস শুরু হয়েছে আর ফেরাউন এবং তার দলবলকে জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর সন্ধ্যা হলে তিনি বলতেন, দিবস চলে গেছে, রাত্রির আগমন ঘটেছে আর ফেরাউন এবং তার দলবলকে জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি তার এই আওয়াজ শুনতে পেত সেই আল্লাহ তাআলার নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করত।[৮৫৬]

---

[৮৫৩] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ২১০

[৮৫৪] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৩৮

[৮৫৫] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/১২০

□

হজরত আমর ইবনুল আস রা.[৮৫৭]

মৃত্যুই মানুষকে পাহারা দিয়ে রাখে

হজরত আমর ইবনুল আস রা. মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়ে একান্ত রক্ষীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমাকে কেমন পেয়েছিলে? তারা বলে, আপনি ছিলেন আমাদের সত্যিকারের এক প্রিয় মানুষ। আমাদের আপনি সম্মান করতেন। দান-দক্ষিণা করতেন। আরও অনেক কিছু করতেন। তিনি তখন বলেন, আমি তো এসব করতাম যেন তোমরা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারো, কিন্তু এখন তো ঠিকই মৃত্যু চলে এসেছে, তোমরা একে তাড়িয়ে দাও! তখন তারা পরস্পরে চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। এরপর তারা বলে, আল্লাহর শপথ, হে আবু আবদুল্লাহ! আমরা ধারণাও করতে পারিনি আপনি এ ধরনের কিছু আমাদের বলবেন। আপনি তো ভালো করেই জানেন, আমরা কিছুতেই আপনার মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তিনি তখন বলেন, আমি ভালোভাবে সেটা জানি এবং জেনেই তোমাদেরকে বলেছি। বলেছি যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। তোমাদেরকে আমার মৃত্যু রোধ করার জন্য আমি

---

[৮৫৬] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,* ৮/১১৯। এর মাধ্যমে তিনি কুরআন কারিমের নিম্নের আয়াতের বিষয়টাই বলতেন, যাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾

আর ফেরাউনের দলবলকে শোচনীয় আজাব গ্রাস করল। সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয়। (সুরা মুমিন, ৪৫-৪৬)

৮৫৭ আমর ইবনুল আস আল-কুরাইশি আস-সাহমি। কুরাইশ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যখন সন্ধি চলছিল তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা মক্কা বিজয়ের ছয় মাস পূর্বের ঘটনা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যাতুস সালাসিল অভিযানের আমির নিযুক্ত করেছিলেন। এ ছাড়াও তাকে ওমানের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি সেখানকার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আবু বকর সিদ্দিক রা. দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে এই পদে বহাল রাখেন। আলি ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যে সংঘটিত বিসংবাদের সময় তিনি মুআবিয়া রা.-এর নিকট চলে যান। মুআবিয়া রা. তাকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি সেখানকার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তার মৃত্যু হয়েছিল ৪৩ হিজরি সনে। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

কেন গ্রহণ করতে যাব? আবু তালিবের পুত্র আলি রা. কতই-না উত্তম বলেছেন যে, মৃত্যু মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে পাহারা দিয়ে রাখে। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। কেবল আপনিই ক্ষমা করতে পারেন। আপনার নিকট সাহায্য চাচ্ছি, কেবল আপনিই সাহায্য করতে পারেন। যদি আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।[৮৫৮]

পরকালের পথে

হজরত আমর ইবনুল আস রা. মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়ে বলেন, আমাদের নিকট সর্বোত্তম বিষয় ছিল এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসুল।

জেনে রাখো, আমার জীবনের তিনটি অধ্যায় রয়েছে। তা হলো, একটা সময় আমার এমন গিয়েছে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অন্য কেউ আমার নিকট অধিক ঘৃণার পাত্র ছিল না। তখন আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল তাকে হত্যা করা। যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে যেত তাহলে আমি আজ জাহান্নামি হতাম। এরপর আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে ইসলাম দান করলেন তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই আমার চোখে অধিক প্রিয় হয়ে গেলেন। তখন আমার দুচোখভরে তার জন্য কেবল শ্রদ্ধা এবং সম্মানই ছিল, যদি সে অবস্থায় আমি মারা যেতাম তাহলে আশা করি আমি হতাম একজন জান্নাতি মানুষ।

কিন্তু এরপর আমি অনেক কাজে জড়িয়ে পড়েছি, জানা নেই সেগুলোয় আমি কেমন ছিলাম। তাই যখন আমি মারা যাব তখন যেন কোনো বিলাপকারী দল বা কোনো আগুন আমার সাথে না যায়। আমাকে দাফনের সময় তোমরা ভালোভাবে মাটিচাপা দেবে, তারপর আমার কবরের পাশেই এ পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে যতটুকু সময়ে একটি উট জবাই করে তার গোশত বণ্টন করা যায়। এতে আমি তোমাদের মাধ্যমে এক ধরনের স্বস্তিবোধ করব এবং দেখব যে, আমার রবের পাঠানো ফেরেশতাদের উত্তরে আমি কী বলতে পারি।[৮৫৯]

আল-ইকদুল ফারিদ কিতাবে এসেছে, হজরত আমর ইবনুল আস রা. মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়ে সন্তানদের একত্র করে বলেন, হে আমার সন্তানরা,

---

[৮৫৮] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/৭৬

[৮৫৯] *সহিহ মুসলিম*, ১২১

জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমার কোনো উপকার করতে পারবে না। তারা বলল, আব্বাজান, এটা তো মৃত্যু! অন্যকিছু হলে আমরা নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও আপনাকে রক্ষা করতাম। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে বসিয়ে দাও। তারা তাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আদেশ করেছিলেন কিন্তু আমি তা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। আমাকে নিষেধ করেছেন কিন্তু আমি নিষেধাজ্ঞা পালন করিনি। হে আল্লাহ! আমি শক্তিশালী নই, বরং দুর্বল, তাই আপনার নিকট সাহায্য চাচ্ছি। আমি নির্দোষ নই; বরং দোষী, তাই আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আমি অহংকারী নই; বরং ক্ষমাপ্রার্থী, তাই আপনার নিকট আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি। আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি একজন জালেম।

তিনি এ কথাগুলো বারবার বলতে বলতে পরপারে পাড়ি জমান।[৮৬০]

কিন্তু এ বিষয়ে আমি বিরক্ত করি না

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, তিনটি বিষয়কে আমি বিরক্ত করতে চাই না। তা হলো,

১. আমার এমন সাথি যে আমার কথা বোঝে না।

২. আমার কাপড় যা আমার শরীর ঢাকতে পারে না।

৩. আমার এমন বাহন যা আমাকে বহন করে না।[৮৬১]

বড় পেট

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, বড় পেট ব্যক্তির বিচক্ষণতা কমিয়ে দেয়।[৮৬২]

ইনসাফ হলো কোনো জনপদ গড়ে ওঠার মূল বিষয়

আমর ইবনুল আস রা. বলেন, জনগণের সমর্থন ছাড়া কেউ শাসক হতে পারে না আর অর্থসম্পদ ছাড়া জনগণের সমর্থন পাওয়া যায় না। জনপদ ছাড়া

---

[৮৬০] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/১৯৫-১৯৬

[৮৬১] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৩৯

[৮৬২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৮১

অর্থসম্পদের জোগান হতে পারে না আর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ছাড়া জনপদ গড়ে উঠতে পারে না।[৮৬৩]

কারও কাছে গোপন কোনো কথা বলা

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আমি যখন আমানত হিসাবে কারও নিকট কোনো গোপন কথা বলেছি, যদি সে পরে তা প্রকাশ করে থাকে, তাহলে এই কারণে আমি কখনো তাকে তিরস্কার করিনি। কেননা বিষয়টা প্রকাশ করে সে যতটা সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিয়েছে আমি তার নিকট কথাটা বলে তার চেয়ে আরও সংকীর্ণ মনের স্বাক্ষর রেখেছি।[৮৬৪]

ইতিহাস থেকে উপকৃত হওয়া

হজরত আমর ইবনুল আস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, বুদ্ধি কাকে বলে? তিনি উত্তরে বলেন, কোনো বিষয়ে অনুমান করলে সেটা সঠিক হওয়া এবং অতীতের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পড়তে পারা।[৮৬৫]

যে কাজগুলো অতি দ্রুত করা উচিত

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, তিন বিষয়ে কালবিলম্ব করা উচিত নয়। তা হলো, নেক কাজ সম্পাদন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন এবং উপযুক্ত পাত্র পেলে বিয়ে প্রদান।[৮৬৬]

আজকে আমি যে অবস্থায় সকাল করেছি

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. একবার হজরত আমর ইবনুল আস রা.-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আজকের সকালটা কীভাবে অতিবাহিত করলেন? হজরত আমর ইবনুল আস রা. উত্তরে বলেন, আমি এমন অবস্থায় সকাল করেছি যে, দ্বীন-ধর্মের অনেককিছুই খুইয়ে বসেছি আর দুনিয়ার খুব সামান্যই সংশোধন করতে পেরেছি। আমি দুনিয়ার যতটুকু সংশোধন করেছি যদি সে পরিমাণ দ্বীন-ধর্ম খোয়া যেত আর যে পরিমাণ দ্বীন-ধর্ম খুইয়ে বসেছি যদি সে পরিমাণ দুনিয়াকে সংশোধন করতে পারতাম তাহলে আমি সফলকাম হয়ে যেতাম। আফসোস! যদি কোনোকিছু তালাশ করাটা আমার জন্য উপকারী হতো তাহলে আমি সেটাই তালাশ করতে থাকতাম আর

---

[৮৬৩] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/৪৪
[৮৬৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ১/৪৪
[৮৬৫] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৯৭
[৮৬৬] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/১০৯

যদি পলায়ন করাটা আমাকে মুক্তি দিত, তাহলে আমি এখনই পলায়ন করতাম। এভাবে আমি এক পাগলের মতো আকাশ জমিনের মাঝে ঘুরতে থাকতাম। হাত দিয়ে আকাশেও চড়তে পারতাম না আর পালিয়ে জমিনেও নেমে আসতে পারতাম না। এভাবে থাকাটাই হয়তো আমার জন্য ভালো হতো।

তাই, হে ইবনে আব্বাস! আমাকে এমন কিছু উপদেশ প্রদান করুন যা আমাকে উপকার করবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আফসোস, আপনার ভাতিজা তো আপনার মতোই গুনাহের বোঝা মাথায় করে ঘুরছে।[৮৬৭]

আমরা তো ভালো-মন্দ সব ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়েছি

ইবনে উমামা একবার হজরত আমর ইবনুল আস রা.-এর নিকট আসেন। আমর ইবনুল আস রা. সেদিন রোজা রেখেছিলেন। একসময় খাবার পরিবেশন করা হয়। রোজা রাখায় তিনি তা গ্রহণ করেননি। উপস্থিত লোকজন আহার করে। তিনি এ সময় অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে নামাজ আদায় করেন। এরপর তার নিকট অর্থসম্পদ নিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন, এই সম্পদ অমুককে দাও, এগুলো অমুককে দাও। এভাবে তিনি সবগুলো বণ্টন করে দেন।

ইবনে উমামা বলেন, আমি তখন বললাম, আপনি এত একাগ্রতার সাথে নামাজ আদায় করলেন, নিজের পক্ষ থেকে লোকদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন, আপনার নিকট যে অর্থসম্পদ এসেছিল নিজে তা গ্রহণ করার অধিকার রাখা সত্ত্বেও তা অন্যদের দিয়ে দিলেন, বলুন, এতকিছু কেন করলেন আপনি?

হজরত আমর ইবনুল আস রা. তখন বলেন, ইবনে উমামা, তোমার অমঙ্গল হোক! যখন আমরা দ্বীনের সাথে দুনিয়া পেয়ে যাই তখন আমরা উভয়টিই গ্রহণ করি আর যখন দুইটা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, তখন আমরা দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে কেবল দ্বীন গ্রহণ করে থাকি। তুমি যা দেখলে সেটা এমনই ছিল। আমরা তো ভালো-মন্দ সব ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়েছি।

আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন।[৮৬৮]

---

[৮৬৭] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৯/১২০

[৮৬৮] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৯/১২১

অকল্যাণ চিনতে পারা

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি নয়, যে কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। বরং বুদ্ধিমান হলো, যে দুটি অকল্যাণের মধ্য থেকে অধিক কল্যাণকরটা চিনতে পারে।[৮৬৯]

মৃত্যুর বিবরণ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আমার পিতা প্রায় সময় বলতেন, আমি বড়ই আশ্চর্যবোধ করি ওই ব্যক্তির অবস্থা দেখে, যার মৃত্যু চলে আসছে আর সে সুস্থ বিবেকবুদ্ধির অধিকারী হওয়া এবং কথা বলতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেন লোকজনের নিকট মৃত্যুর পরিচয় না বলেই চলে যায়!

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, একসময় তার নিকটও মৃত্যু চলে আসে। তিনি মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়ে যান। তখন তার বিবেকবুদ্ধি সুস্থ ছিল। তিনি কথাবার্তাও বলতে পারছিলেন। তাই আমি তাকে বললাম, হে আব্বাজান, আপনি তো বলতেন, আমি ওই ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্য হই, যে মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়ে যায় আর বিবেকবুদ্ধির অধিকারী হওয়া এবং কথা বলতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর পরিচয় তুলে ধরে না, এখন তো আপনারও একই অবস্থা। আপনি আমাদের নিকট যদি তার পরিচয় তুলে ধরতেন!

তিনি তখন বলেন, হে বৎস, মৃত্যু এমন কোনো বিষয় নয় যার পরিচয় তুলে ধরা যায়। তবে আমি তার যৎসামান্য বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব। শোনো, আল্লাহর কসম, আমার মনে হচ্ছে, যেন আমার ওপর রাদবা এবং তিহামা পাহাড় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সুঁইয়ের ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে আমার রুহ বের হচ্ছে। আমার পেটে রয়েছে কাঁটাগুল্ম। যেন আকাশটা ভেঙে জমিনের ওপর পড়ে যাচ্ছে আর আমি রয়েছি তাদের মধ্যখানে।[৮৭০]

সম্পর্ক রক্ষাকারী

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী তো ওই ব্যক্তি নয়, যে কেবল সে সকল মানুষের সাথেই সম্পর্ক রক্ষা করে যারা তার সাথে সম্পর্ক রাখে আর ওই সকল লোকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, যারা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এমন করলে সে তো আচরণে অপর ব্যক্তির

---

[৮৬৯] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৩০৯
[৮৭০] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ২০-২১

সমানই হলো। বরং প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী তো হলো ওই ব্যক্তি, যে সে সকল লোকদের সাথে সম্পর্ক করে যারা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং সে সকল লোকদের প্রতি সদয় হয় যারা তাকে কষ্ট দিয়েছে।

আর ওই ব্যক্তি তো সহনশীল নয়, লোকেরা যার প্রতি ভালো আচরণ করলে সেও তাদের প্রতি ভালো আচরণ করে আর লোকেরা তার প্রতি খারাপ আচরণ করলে সেও খারাপ আচরণ করে। এমন করলে সে হবে আচরণে অপরের সমান, বরং প্রকৃত সহনশীল হলো ওই ব্যক্তি লোকেরা যার সাথে ভালো আচরণ করলে সে ভালো আচরণ করে আর তারা খারাপ আচরণ করলে সে সহনশীলতার পরিচয় দেয়।[৮৭১]

জালেম শাসক যখন উত্তম হয়ে থাকেন

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, দীর্ঘকাল ধরে ফিতনা-ফাসাদ লেগে থাকার চেয়ে কোনো জালেম শাসক ক্ষমতা পরিচালনা করাটাও উত্তম।[৮৭২]

অনেক বন্ধুবান্ধব থাকা

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা যত বেশি হবে কেয়ামতের দিন দাবিদারদের সংখ্যাও তত বেশি হবে। যে ব্যক্তি সক্ষমতা অনুযায়ী বন্ধুবান্ধবের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে না, সে তাদের থেকে ওই পরিমাণ ভালোবাসাই হারিয়ে ফেলতে থাকে, তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় তার যে পরিমাণ ঘাটতি হয়।[৮৭৩]

কুরআন কারিম তেলাওয়াত

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, কুরআন কারিমের এক-একটি আয়াত তেলাওয়াত জান্নাতে আপনার একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। প্রতিটি আয়াতই আপনাদের ঘরের একেকটি আলোকবর্তিকা।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন কারিম বুঝতে পারল সে যেন নবুয়তকেই নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিল। তবে পার্থক্য হলো, নবিদের মতো তার কাছে আকাশ থেকে ওহি আসে না।[৮৭৪]

---

[৮৭১] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১০৫
[৮৭২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৩৫৬
[৮৭৩] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৪৩
[৮৭৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/৩৬৩

কোমলতা

হজরত আমর ইবনুল আস রা. ছেলে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, কোমলতা কাকে বলে? আবদুল্লাহ ইবনে আমর উত্তরে বলেন, ব্যক্তি এমন নম্র মেজাজের অধিকারী হওয়া যে, (অন্যদের সাথে তো বটেই এমনকি) নিজের গভর্নরদের সাথেও কোমল আচরণ করবে।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. এরপর জিজ্ঞেস করেন, তাহলে নির্বুদ্ধিতা কাকে বলে? তিনি উত্তরে বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে শত্রুতা করা এবং সে সকল লোকদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা যারা চাইলেই আপনার ক্ষতি করতে পারবে।[৮৭৫]

ব্যক্তিত্ব

হজরত আমর ইবনুল আস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, ব্যক্তিত্ব কাকে বলে? তিনি উত্তরে বলেন, অর্থসম্পদ নির্ভেজাল হওয়া এবং ভাই-বন্ধুদের প্রতি উত্তম আচরণ করা।[৮৭৬]

বিরক্ত করাটা এক নিকৃষ্ট স্বভাব

হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, কাপড় যতক্ষণ আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় ততক্ষণ আমি তাকে বিরক্ত (ক্ষতি) করতে চাই না। স্ত্রী যতক্ষণ আমার সাথে উত্তম আচরণ করে ততক্ষণ আমি তাকে বিরক্ত করি না আর বাহন যতক্ষণ আমাকে বহন করে নিয়ে যায় আমি ততক্ষণ তাকে কষ্ট দিয়ে বিরক্ত করি না। নিশ্চয়ই বিরক্ত করাটা এক মন্দ স্বভাব। (অর্থাৎ উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেলে শুধু শুধু অন্যকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।)[৮৭৭]

জাতুস সালাসিল

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আমর ইবনুল আস রা.-কে জাতুস সালাসিল যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। মুজাহিদগণ এই অভিযানে প্রচণ্ড ঠান্ডার সম্মুখীন হন। আশঙ্কা ছিল ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে কেউ আগুন জ্বালাতে পারে। তাই হজরত আমর ইবনুল আস রা. আগেই নিজের সাথি-সঙ্গীদের সতর্ক করে দেন, সাবধান! কেউ যেন ঠান্ডা থেকে বাঁচতে আগুন না জ্বালায়।

---

[৮৭৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/৩৪৫
[৮৭৬] *তাবাকাতে ইবনে সাদ*, ৪/৪৫১
[৮৭৭] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/৫৭

অভিযান শেষে মদিনা ফিরে লোকেরা হজরত আমর ইবনুল আস রা.-এর এমন নির্দেশের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে। হজরত আমর ইবনুল আস রা. অভিযোগের উত্তরে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলাম। আশঙ্কা হয়েছিল, যদি এভাবে আগুন জ্বালাই তাহলে শত্রুরা আমাদের সংখ্যাস্বল্পতার বিষয়টি টের পেয়ে যাবে। আরেকটা আশঙ্কা হয়েছিল যে, শত্রুদের কেউ আমাদের জন্য ওত পেতে থাকতে পারে, তাই আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে নিষেধ করেছিলাম।

তার এই উত্তর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভারী পছন্দ হয়।[৮৭৮]

---

[৮৭৮] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩/৬৬

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.[৮৭৯]

আজকে যারা অঢেল সম্পদের অধিকারী, কেয়ামতের দিন তারা হবে নিঃস্ব

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, ১০ জন বিত্তশালীর সাথে ওঠাবসা করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় হলো ১০ জন মিসকিনের সাথে ওঠাবসা করা। কারণ আজ যারা অঢেল সম্পদের অধিকারী, কেয়ামতের দিন তারাই হবে নিঃস্ব। তবে যারা এই সম্পদকে অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তারা সফলকাম।[৮৮০]

জিহ্বাকে আবদ্ধ করে রাখবে

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, বিজ্ঞগণ বলেন, যেখানে তোমার যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তুমি তা এড়িয়ে যাও আর অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করো। যেভাবে অর্থসম্পদকে কোথাও আবদ্ধ করে রাখা হয় সেভাবে তোমার জিহ্বাকেও আবদ্ধ করে রাখবে।[৮৮১]

কান্নার ভান ধরো

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে খুব কম হাসতে আর বেশি বেশি কাঁদতে। যদি তোমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে তাহলে এত জোরে চিৎকার করতে যে, তোমাদের গলা বসে যেত আর এমন দীর্ঘ সময় নিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে যে, মেরুদণ্ডের হাড়

---

[৮৭৯] আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস আস-সাহমি। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ইবাদতগুজার সাহাবি। সেই সকল সাহাবির একজন যাদের থেকে অধিক পরিমাণে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। পিতার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আলি ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যে সংঘটিত ফিতনায় জড়ানোয় তিনি পিতাকে ভর্ৎসনা করতেন। ৬৫ হিজরি সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

[৮৮০] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৮৮

[৮৮১] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৮৮

অকেজো হয়ে যেত। তাই তোমরা কাঁদো, যদি কাঁদতে না পারো তাহলে কান্নার ভান ধরো।[৮৮২]

অশ্রু

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরানো আমার কাছে হাজার দিরহাম সদকা করার চেয়ে উত্তম বলে মনে হয়।[৮৮৩]

আমি জানি না

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, যে ব্যক্তিকে এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে না আর উত্তরে বলে দেয়, 'আমি জানি না,' তাহলে যেন সে অর্ধেক জ্ঞান অর্জন করে ফেলল।[৮৮৪]

সম্পৎশালীদের হিসাব

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আপনারা অর্থসম্পদ সঞ্চয় করছেন, কিন্তু কেয়ামতের দিন তো আল্লাহ তাআলা বলবেন, কোথায় এই উম্মতের দরিদ্র-অসহায়রা? তারা সকলেই সামনে চলে আসবে। তখন তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কাছে কী আছে? তারা বলবে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে দারিদ্র্য দিয়ে পরীক্ষা করেছেন আর আমরা ধৈর্যধারণ করেছি, আপনি তো এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। আপনি অর্থসম্পদ ও ক্ষমতা দিয়েছেন অন্যদেরকে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, হ্যাঁ, তোমরা সত্য বলেছ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, এরপর তারা জান্নাতে চলে যাবে। হাশরের ময়দানে রয়ে যাবে তখন সম্পৎশালীরা। তাদের ওপর কঠোর হিসাব শুরু হবে।[৮৮৫]

বাজার

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, তোমার অবস্থা যেন এমন না হয় যে, সবার আগে বাজারে ঢুকলে আর সবার শেষে বের হলে, কারণ বাজার এমন এক জায়গা যেখানে শয়তান ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা দেয়।[৮৮৬]

---

[৮৮২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/২৮৯
[৮৮৩] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩৩৪
[৮৮৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৭৮
[৮৮৫] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩৩৪
[৮৮৬] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ২/১৫৫

মুমিনের মৃত্যু

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, মুমিনের প্রাণ বের হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে কোনো কারাগারে ছিল, এরপর সেখান থেকে উন্মুক্ত ময়দানে বের হয়েছে।[৮৮৭]

---

[৮৮৭] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৬/১৭৪

□

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.[৮৮৮]

জিহ্বা

হজরত আনাস রা. বলেন, কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না ততক্ষণ সে মুত্তাকি হতে পারবে না।[৮৮৯]

দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণ করা

হজরত আনাস রা. বলেন, রাস্তায় কোনো মহিলা সামনে চলে এলে সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তোমার চোখ বন্ধ করে রাখবে।[৮৯০]

বাড়িঘরের জাকাত

আনাস রা. বলেন, বাড়ির জাকাত হলো তাতে মেহমানদের জন্য একটি ঘর বরাদ্দ রাখা।[৮৯১]

রোজার জন্য সহায়ক

হজরত আনাস রা.-এর কাছে একবার রোজার কথা আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করতে পারল সে যেন নিজের সবগুলো বিষয়

---

[৮৮৮] আনাস ইবনে মালেক আনসারি খাজরাজি, নাজ্জারি। উপনাম আবু হামজা। একজন হাদিসবিশারদ। কুরআন কারিমের বিশিষ্ট কারি। ১০ বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছেন। নবিজি যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন তার বয়স ছিল ১০ বছর। সকল যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তবে বয়সস্বল্পতার কারণে বদরযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। আবু বকর রা. তাকে বাহরাইনের জাকাত উসুল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দুআ করেছিলেন যেন আল্লাহ তাআলা তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন এবং অনেক সন্তানসন্ততি দেন। আল্লাহ তাআলা এ দুআ কবুল করেছেন। ১১০ বছর বয়সে ৯৩ হিজরিতে তিনি বসরা শহরে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আবু গালেব বলেন, আমি আনাস রা.-এর মতো এত কম কথা বলতে আর কাউকে দেখিনি।

[৮৮৯] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৫৯

[৮৯০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৫৯

[৮৯১] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৪৫

সঠিক করে নিল। তা হলো, শেষ রাতে সাহরি খাওয়া, দ্বিপ্রহরের সময় ঘুমানো এবং পান করার পূর্বে খাওয়া।[৮৯২]

এগুলো তো মর্যাদার বিষয়

হজরত আনাস রা. বলেন, একবার আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা পরস্পর গর্ব করা শুরু করে। আউস গোত্রের লোকেরা বলে, আমাদের মধ্যে রয়েছেন, হজরত হানজালা, যাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন। আসেম বিন সাবেত ইবনে আবি আকলাহ, মৌমাছি যার দেহ রক্ষা করেছিল।[৮৯৩] খুজাইমা বিন সাবেত, সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যিনি একাই দুইজনের মতো। সাদ ইবনে মুয়াজ, যার মৃত্যুতে রহমানের আরশ কেঁপে উঠেছিল।

খাজরাজ গোত্রের লোকেরা তখন বলে, আমাদের মধ্যে এমন চারজন ব্যক্তি রয়েছেন যারা ব্যতীত অন্য কেউই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআন কারিম শিক্ষা দিতে পারত না। তারা হলেন, হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত, আবু যায়েদ, মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং উবাই ইবনে কাব, যিনি হলেন কারিদের সরদার।

এ ছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছেন হাসসান বিন সাবেত, কবিতার ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।[৮৯৪]

আলেমদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

আনাস রা. বলেন, আমি জানতে পেরেছি, যেভাবে ইসলাম প্রচার-প্রসার করা সম্পর্কে কেয়ামতের দিন নবিদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তেমনইভাবে আলেমদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৮৯৫]

কবিরা গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা

আনাস রা. বলেন, আপনারা এখন এমন সকল কাজ করে থাকেন যেগুলো আপনাদের নিকট চুলের চেয়েও সাধারণ ও তুচ্ছ মনে হয়, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক গুনাহ মনে করতাম।[৮৯৬]

---

[৮৯২] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ৩/১২৮

[৮৯৩] রজি অভিযানে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হুজাইল গোত্রের লোকেরা চেয়েছিল তার মাথা কেটে বিক্রি করে দিতে, মৌমাছির মাধ্যমে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন।

[৮৯৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩/২৯৪

[৮৯৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৪৯

[৮৯৬] *সহিহ বুখারি*, ৬৪৯২

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.[৮৯৭]

মুসলমানদের বিষয়াদির প্রতি গুরুত্বারোপ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কুরআন কারিমের বিভিন্ন আয়াত তেলাওয়াত করার সময় আমার মনে হয়, আমি এই আয়াত থেকে যা বুঝি যদি সকলেই তা বুঝতে পারত এবং জানতে পারত!

আমি যখন কোনো মুসলমান শাসক সম্পর্কে শুনতে পাই, তিনি ন্যায়পরায়ণ, তখন আমি অনেক বেশি আনন্দিত হয়ে উঠি। যদিও তার নিকট কোনো মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আমার যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

আমি যখন শুনি মুসলিম ভূখণ্ডের কোথাও বৃষ্টিপাত হয়েছে, তখন আমি আনন্দিত হয়ে উঠি, যদিও সেখানে আমার কোনো চারণভূমি নাও থাকে।[৮৯৮]

মানুষের সাথে উত্তম কথা বলুন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যদি ফেরাউনও আমাকে বলে, আল্লাহ তোমার ওপর বরকত নাজিল করুন, তাহলে আমি তার উত্তরে বলব, তোমার ওপরও।[৮৯৯]

হে গুনাহগার

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ওহে গুনাহগার, গুনাহের মন্দ পরিণামের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থেকো না। কারণ এই গুনাহ আরও মন্দ

---

[৮৯৭] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনি হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই। তিনি মুসলিম উম্মাহর বিদগ্ধ জ্ঞানী। তৎকালীন যুগের বিশিষ্ট ফকিহ ও কুরআন কারিমের ভাষ্যকার। হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেছিলেন, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। উমর রা. নিজ মজলিসে বৃদ্ধদের সাথে তাকে অংশগ্রহণ করাতেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৬৮ হিজরিতে। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

[৮৯৮] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩২২

[৮৯৯] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩২২

কোনো গুনাহকে টেনে আনতে পারে। যেমন গুনাহ করার সময় যদি তোমার ডানে-বামে নিযুক্ত ফেরেশতাদের প্রতি লজ্জাবোধ না হয় তাহলে এটা তোমার কৃত গুনাহের চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার।

তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কী করবেন তা যখন জানা নেই তা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত মনে হাসাটা গুনাহের চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার।

গুনাহ করে আনন্দবোধ করাটা গুনাহের চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার।

কোনো গুনাহ করতে না পারায় সেজন্য দুঃখবোধ করাটা গুনাহের চেয়েও মারাত্মক।

যখন তুমি গুনাহ করে থাকো, তখন বাতাসের কারণে ঘরের পর্দা উঠে যায় কি না সে আশঙ্কা হয় তোমার, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে তোমাকে দেখছেন সে কারণে তোমার মনে কোনো ভয় তৈরি হয় না, এটা তো গুনাহের চেয়েও মারাত্মক।[৯০০]

প্রবৃত্তি মানুষের মাবুদ হয়ে যায় যখন

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, প্রবৃত্তিই অনেকের মাবুদ। তারা প্রবৃত্তির দাসত্ব করে থাকে। তারপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾

> আপনি কি তার প্রতি লক্ষ করেছেন, যে তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। (সুরা জাসিয়া, ২৩)[৯০১]

রিজিকের ওপর ধৈর্যধারণ করা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মুমিন ও গুনাহগার নির্বিশেষে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের জন্যই হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ওই রিজিক আসা পর্যন্ত যদি সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজে তার নিকট ওই রিজিক এনে দেন। আর যদি সে অধৈর্য হয়ে হারাম কিছু গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত হালাল রিজিক থেকে সেই অংশটি কেটে নেন।[৯০২]

---

[৯০০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩৮৩
[৯০১] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/২৩৫
[৯০২] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ১/৩২৬

দিনার-দিরহাম

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, প্রথম যখন দিনার-দিরহাম (মুদ্রা) তৈরি করা হয় তখন শয়তান একে তার দুচোখের ওপর রেখে বলে, তুমি হলে আমার অন্তরের ফসল, চক্ষু শীতলকারী বস্তু। তোমার মাধ্যমে আমি মানুষকে পথভ্রষ্ট করব, তোমার মাধ্যমে আমি তাদেরকে কাফের বানিয়ে দেবো, তোমার মাধ্যমে আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। বনি আদম দুনিয়াকে ভালোবাসার জন্য আমি এতেই সন্তুষ্ট যে, তারা তোমার বন্দেগি করবে।[৯০৩]

যারা মানুষ ছিল তারা তো বিদায় নিয়ে চলে গেছেন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যারা মানুষ ছিল তারা তো বিদায় নিয়ে চলে গেছে, এখন বাকি আছে নাসনাস। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নাসনাস কাকে বলে? তিনি বলেন, তারা হলো সেই সকল লোক যারা মানুষ নয় কিন্তু মানুষের সুরত ধরে।[৯০৪]

হঠাৎ প্রবেশের ফলে তৈরি হওয়া অস্বস্তিভাব দূর করতে করণীয়

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে-কারও নিকট প্রবেশ করলে এতে সে এক ধরনের অস্বস্তিবোধ করে। সালামের মাধ্যমে তোমরা তার সেই অস্বস্তিভাব দূর করে দাও।[৯০৫]

ব্যভিচারের পরিণাম

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যদি কোনো পাহাড়ও কোনো পাহাড়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে এ অপরাধের স্পর্শকাতরতার কারণে ব্যভিচারী পাহাড় চূর্ণ হয়ে যেত।

তিনি আরও বলেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে তাদের মধ্যে অবশ্যই ব্যাপক মৃত্যু ঘটে।[৯০৬]

জিকিরের উপকারিতা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কেউ যখন বিসমিল্লাহ বলে তখন সে এর মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করে। কেউ যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহ,

---

[৯০৩] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩৮৪
[৯০৪] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২৩১
[৯০৫] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ২/৯১
[৯০৬] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২২৮

তখন সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে নেয়। কেউ যখন বলে, আল্লাহু আকবার, তখন সে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের বর্ণনা দেয়। কেউ যখন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন এর মাধ্যমে সে আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা দেয়।

আর তুমি যখন বলে থাকো, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, তখন নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দিয়ে থাকো আর জান্নাতের ধনভান্ডারেরও অধিকারী হয়ে যাও।[৯০৭]

হজের চেয়েও উত্তম

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কোনো মুসলিম পরিবারকে এক মাসের বা এক সপ্তাহের বা তারও চেয়ে আরও কম কোনো সময়ের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দেওয়াটা আমার কাছে নফল হজ করার চেয়ে অনেক প্রিয়।

সামান্য মূল্যের এক পেয়ালা খাবার আল্লাহর জন্য কোনো ভাইকে হাদিয়া দেওয়াটা আমার কাছে আল্লাহর রাস্তায় কোনো দিনার খরচ করার চেয়েও অধিক প্রিয়।[৯০৮]

হে আল্লাহর বান্দারা!

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তাআলার এমন কিছু বান্দা রয়েছে, আল্লাহর ভয়ে যারা বাকরুদ্ধ হয়ে যান, অথচ আসলে তারা বাকরুদ্ধ নন। তারা তো হলেন বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলেম, কথাবার্তায় বেশ পারদর্শী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

তারা অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস জানেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের কথা স্মরণ হলে তাদের বিবেকবুদ্ধি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়, তাদের অন্তরসমূহ ভেঙে যায়, জিহ্বা আটকে যায়। যখন তাদের থেকে এই অবস্থার ঘোর কেটে যায়, তখন উত্তম উত্তম আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়ে থাকেন।

তারা নিজেদেরকে মনে করেন সীমালঙ্ঘনকারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হলেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তারা মনে করেন যে, আমরা হলাম জালেম ও গুনাহগার,

---

[৯০৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২২৮

[৯০৮] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩৮৪

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছেন সৎকর্মশীল ও নির্দোষ। তারা আল্লাহর রাস্তায় অঢেল সম্পদ ব্যয় করেন, কিন্তু একে তারা বড় কিছু মনে করেন না আর অতি সামান্য সম্পদ তাঁর রাস্তায় ব্যয় করতেও তারা পছন্দ করেন না।

আপনি যেখানে তাদের সাক্ষাৎ পাবেন, দেখবেন, তারা রয়েছেন চিন্তিত ও ভীতসন্ত্রস্ত।[৯০৯]

প্রজ্ঞা গ্রহণ করুন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যেখান থেকেই শুনতে পাবেন অবশ্যই সেখান থেকে প্রজ্ঞা গ্রহণ করবেন। অনেক সময় ব্যক্তি হয়তো বিচক্ষণ হয় না কিন্তু তার মুখ থেকেও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বের হতে পারে। তখন ব্যাপারটা দাঁড়াবে আনাড়ি তিরন্দাজের লক্ষ্য ভেদ করার মতো।[৯১০]

আমার জানা নেই

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'আমার জানা নেই' কথাটা যখন কোনো আলেম বলা বাদ দিয়ে দেয় তখন সে শত্রুর লক্ষ্যে পরিণত হয়ে যায়।[৯১১]

সর্বোত্তম ইলম

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ইলমের ধরন এত বেশি যে, কেউ গণনা করেও তা শেষ করতে পারবে না। তাই সর্বোত্তম বিষয়গুলো আপনারা শিখুন।[৯১২]

ফরজ বিধিবিধান আদায় করা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তুমি অবশ্যই ফরজ বিধিবিধান আদায় করবে আর আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর যে-সকল হক ধার্য করেছেন তা পালন করবে। এজন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। কারণ কোনো কল্যাণকাজের প্রতি তিনি যদি কারও প্রকৃত সত্য মানসিকতা ও আগ্রহ লক্ষ

---

[৯০৯] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২২৯

[৯১০] *সিফাতুস সাফওয়া*, ১/৩৮৪

[৯১১] *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, ১/৩৯৮

[৯১২] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১২৭

করেন, তাহলে তার বিপদ-আপদ এবং তার অপছন্দনীয় বিষয়গুলো দূর করে দেন। তিনি তো হলেন, একচ্ছত্র অধিপতি, যা ইচ্ছা করে থাকেন।[৯১৩]

যতটুকু জ্ঞান অর্জন তোমার জন্য যথেষ্ট

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, দ্বীনের ততটুকু জ্ঞান অর্জন করাই তোমার জন্য যথেষ্ট যা সম্পর্কে অজ্ঞতার সুযোগ নেই।[৯১৪]

অনর্থক বিষয়

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তোমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলো না আর নির্বোধ ও সহনশীল কারও সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। অপরের সেই বিষয়গুলোই আলোচনা করবে যেগুলো তোমার ব্যাপারে অন্যরা আলোচনা করাকে তুমি পছন্দ করে থাকো।[৯১৫]

নেককাজের নুর

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নেককাজের ফলে অন্তরে নুর তৈরি হয়, চেহারায় উজ্জ্বলতা আসে, শরীরে শক্তি অর্জিত হয়, রিজিক বৃদ্ধি পায় এবং সৃষ্টিজীবের অন্তরে ভালোবাসা তৈরি হয়।

পক্ষান্তরে গুনাহ করলে অন্তরে এক ধরনের অন্ধকার তৈরি হয়, চেহারা কালো কালো হয়ে যায়, শরীরে দুর্বলতা চলে আসে, রিজিক কমে যায় এবং তার প্রতি মানুষের অন্তরে ঘৃণা তৈরি হয়।[৯১৬]

আমাদেরকে এমন করারই আদেশ দেওয়া হয়েছে

আম্মার ইবনে আবু আম্মার থেকে বর্ণিত, হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. একদিন বাহনে চড়ে বসলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. জিনের রেকাব ধরে বসেন। তখন হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. বলেন, হে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই, সরে দাঁড়ান!

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমাদের উলামায়ে কেরাম এবং বড়দের সাথে এমন করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের। হজরত যায়েদ রা. তখন বলেন, আপনার হাত আমাকে দেখান! ইবনে আব্বাস রা. হাত বের করলে হজরত

---

[৯১৩] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২৩০
[৯১৪] *আল-ইকদুল ফারিদ*, ২/৭১
[৯১৫] *রিসালাতুল মুসতারশিদিন*, ৭৩
[৯১৬] ইবনে তাইমিয়া কৃত *আল-ইসতিকামা*, ১/৩৫১

যায়েদ রা. তাতে চুমু খান। তারপর বলেন, আমাদের নবির পরিবারের সদস্যদের সাথে আমাদেরকে এমন করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৯১৭]

অন্যের দুঃখকষ্টে দুঃখিত হওয়া

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, অন্যের শরীরে কোনো মশা-মাছির আক্রমণ করলে যদি অপর মুসলিম ভাই ব্যথিত না হয় তাহলে সে আসলে ভাই নয়।[৯১৮]

অর্থসম্পদের উপকারিতা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, অর্থসম্পদ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি উদারহস্তে দান করতে পারে না, সম্পদ জমা না করাটাই তার জন্য উত্তম।[৯১৯]

ইলমের আলোচনা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সারারাত জেগে ইবাদত-বন্দেগি করার চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় হলো, রাতের কিছু অংশ ইলমি আলোচনা-পর্যালোচনা করা।[৯২০]

পথভ্রষ্টতার মিষ্টতা

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, পথভ্রষ্ট মানুষেরা পথভ্রষ্টতার মধ্যে এক ধরনের মিষ্টতা অনুভব করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾

তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে। (সুরা আনআম, ৭০)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾

তবে কি যার নিকট মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে দেখানো হয় আর সে তাকে উত্তম মনে করে (সে কি সৎকর্মশীলদের সমান হতে পারে?)।

(সুরা ফাতির, ৮)

---

[৯১৭] *কানযুল উম্মাল*, ১৩/৩৯৬, হাদিস : ৩৭০৬১

[৯১৮] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৪৩

[৯১৯] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৪৮

[৯২০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১৫

এরপর তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের পর অতি আবশ্যক এবং প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া যা-কিছুই উদ্ভব হয়েছে সেগুলো ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত।[৯২১]

তোমার দোষত্রুটি

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যদি কখনো ইচ্ছা হয় অন্যের ভুল ধরতে তাহলে আগে নিজের দোষত্রুটির কথা স্মরণ করো।[৯২২]

দান-সদকা যখন পূর্ণতা পায়

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তিনটি বিষয় ব্যতীত দান-সদকা পূর্ণতা পেতে পারে না। **এক.** যা দান করার ইচ্ছা রয়েছে তা দ্রুত দান করা। **দুই.** যা দান করা হচ্ছে সেটাকে অতি সামান্য মনে করা। **তিন.** গোপনে দান করা।[৯২৩]

হালাল রিজিক খোঁজ করা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এক পাহাড়কে উঠিয়ে আরেক পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেয়েও কঠিন কাজ হলো, হালাল সম্পদ উপার্জন করা।[৯২৪]

জিহাদের চেয়েও উত্তম কাজ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে জিহাদের চেয়েও উত্তম কাজের সন্ধান দেবো না? তা হলো, মসজিদ নির্মাণ করে তাতে দ্বীনের ফরজ ও সুন্নত বিধান এবং মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া।[৯২৫]

ছয়টি বিষয়ের অসিয়ত

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এক ব্যক্তিকে ছয়টি বিষয়ের অসিয়ত করেন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে ছয়টি ব্যাপারে অসিয়ত করছি,

---

[৯২১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ১/১০৬
[৯২২] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৩৬
[৯২৩] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৪০
[৯২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
[৯২৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/৩৮

১. আল্লাহ তাআলা তোমার যে-সকল বিষয় পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা পূরণ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে ইয়াকিন রাখা এবং পরকালের চিন্তাভাবনা করা।

২. সময়মতো ফরজ বিধান পালন করা।

৩. আল্লাহ তাআলার জিকিরে জিহ্বাকে রত রাখা।

৪. কখনো শয়তানের অনুগামী না হওয়া। কারণ সে মানুষের প্রতি হিংসুটে।

৫. পার্থিব কিছু নির্মাণ না করা। কারণ তা আখেরাতকে বরবাদ করে দেয়।

৬. সদা মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা।[৯২৬]

পেটই হবে আসল উদ্দেশ্য

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, শীঘ্রই এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষের সকল চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাবে তার পেটকে ঘিরে। তখন নফসের চাহিদাই হবে তার দ্বীন-ধর্ম এবং জিহ্বা হবে তার তরবারি।[৯২৭]

হারাম থেকে বেঁচে থাকা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, পেটে হারাম কিছু থাকলে আল্লাহ কোনো নামাজ কবুল করবেন না।[৯২৮]

যে ইলম প্রচার করা হয় না

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে ইলম নিজের কাছে রেখে দেওয়া হয়, কারও নিকট প্রকাশ করা হয় না, তার দৃষ্টান্ত হলো এমন ধনভান্ডারের মতো যা থেকে কোনো অর্থ খরচ করা হয় না।[৯২৯]

জাহেলি স্বভাব

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তিনটি বিষয় রয়েছে এমন, যা জাহেলি যুগে উত্তম স্বভাব ছিল। মুসলমানরাই তা পালনের অধিক হকদার।

---

[৯২৬] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১৪৫
[৯২৭] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ৮৫
[৯২৮] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ৮৭
[৯২৯] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৪৮

১. যদি নিষ্ঠাবান কেউ সফরের যাত্রাপথে তাদের নিকট অবতরণ করত তাহলে তারা তার প্রতি সদাচরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করত।

২. যদি তাদের কারও স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে যেত তাহলে তারা তাকে তালাক দিয়ে ছেড়ে দিত না, বরং তালাক দিলে সে ভীষণ কষ্টে নিপতিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, এজন্য তাকে রেখে দিত।

৩. তাদের কোনো প্রতিবেশী ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে বা কোনো বিপদ-আপদে নিপতিত হলে তারা যথাসাধ্য তার ঋণ পরিশোধ করত এবং বিপদ থেকে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাত।[৯৩০]

আলেমের পদস্খলন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, অনুসারীদের কারণে আলেমগণ বড় বিপদের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। কারণ কখনো তার কোনো বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি তা থেকে ফিরে আসতে পারেন, কিন্তু তার অনুসারীদের সবাই তা থেকে ফিরে আসতে পারে না। তারা তো সে ভ্রান্তিগুলোকে দেশ-দেশান্তরে বয়ে নিয়ে যায়।[৯৩১]

অল্প গুনাহ এবং অল্প আমল

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কিছু আমলের সাথে সামান্যকিছু গুনাহ থাকাটা আল্লাহ তাআলার নিকট সেই অধিক নেক আমল থেকে উত্তম যার সাথে থাকে অনেক গুনাহ।[৯৩২]

মুমিনের মর্যাদা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কাবা শরিফের দিকে তাকিয়ে বলতেন, হে কাবা! আল্লাহ তাআলাই তোমাকে সম্মানিত করেছেন এবং মর্যাদা দান করেছেন, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলার নিকট তোমার চেয়ে একজন মুমিনের মর্যাদাই বেশি।[৯৩৩]

---

[৯৩০] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১০৬
[৯৩১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/২৭৪
[৯৩২] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ২৯
[৯৩৩] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ২৯

সাথিকে সম্মান করা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সর্বোত্তম পুণ্যের কাজ হলো, সাথিকে সম্মান করা।[৯৩৪]

সবরের প্রকার

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কুরআন কারিমে তিন ধরনের সবরের কথা বলা হয়েছে,

১. আল্লাহ তাআলার ফরজ বিধিবিধান আদায়ে সবর করা। অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা আদায় করা। এর রয়েছে ৩০০ স্তর।

২. আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয় থেকে দূরে থাকা। অর্থাৎ তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এর রয়েছে ৬০০ স্তর।

৩. বিপদের প্রথম আঘাতের সময় সবর করা। এর রয়েছে ৯০০ স্তর।[৯৩৫]

ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তখন সফরে ছিলেন। এ সময় তার এক মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয় তাকে। তিনি তখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করে বলেন, সে ছিল এক নারী, আল্লাহ তাআলা যাকে ডেকে নিয়ে গেছেন। তার মৃত্যুর কারণে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হতো আল্লাহ তাআলা নিজেই তা পূরণ করেছেন আর আমাকে দান করেছেন সাওয়াব।

এরপর তিনি বাহন থেকে নেমে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে বলেন, আল্লাহ তাআলা নিম্নের আয়াতে আমাদেরকে যে আদেশ করেছেন আমরা তা পালন করেছি,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সুরা বাকারা, ১৫৩)[৯৩৬]

---

[৯৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৯৩৫] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/৩২৩

[৯৩৬] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১৯৯

আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত

ইবনে আব্বাস রা.-কে আল্লাহর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তারা হলো ওই সকল লোক, আল্লাহর ভয়ে যাদের অন্তরসমূহ কুঁকড়ে যায়। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে এবং বলতে থাকে, আমরা কীভাবে আনন্দ করতে পারি যখন মৃত্যু আমাদের পেছনে পেছনে আসছে আর কবর রয়েছে আমাদের সামনে? কেয়ামত যখন আমাদের প্রতিশ্রুত ঘাঁটি, জাহান্নামের ওপর দিয়ে যখন আমাদের পথ অতিক্রম করতে হবে? আর আমাদের রবের সামনে আমাদের দণ্ডায়মান হতে হবে?[৯৩৭]

আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত কিছু বান্দা রয়েছেন যারা ভালো কাজ সম্পাদন করে আনন্দিত হয়ে ওঠেন আর মন্দ কিছু ঘটে গেলে যারা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। নেয়ামত দেওয়া হলে তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করেন আর বিপদে নিপতিত হলে ধৈর্যধারণ করেন।[৯৩৮]

লোকদের বোধগম্য হওয়ার মতো কথা বলুন

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সাধারণ মানুষের সামনে এমন সকল বিষয় বর্ণনা করুন যা তারা বোঝে। অন্যথায় আপনারা কি চান যে, লোকেরা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক।[৯৩৯]

চারটি বৈশিষ্ট্য

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যার মধ্যে চারটি বিষয় পাওয়া যাবে সেই সফলকাম। বিষয় চারটি হলো, সততা, লজ্জাশীলতা, উত্তম চরিত্র ও কৃতজ্ঞতা।

ভালো-মন্দ

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ভালো কাজের চিন্তাভাবনা করলে তা বাস্তবায়নের আগ্রহ তৈরি হয়। আর মন্দ কাজের অনুশোচনা ও আফসোস থেকে তা পরিত্যাগের প্রতি মন উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।[৯৪০]

---

[৯৩৭] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৫/৪০

[৯৩৮] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৫২

[৯৩৯] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৬৩

[৯৪০] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৬/৪৫

রাজদরবার

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাজাবাদশাদের দরবারে যাওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। কারণ সেখানে গিয়ে তাদের থেকে যতটুকু দুনিয়া লাভ করবেন তারা তার চেয়েও বেশি আপনাদের আখেরাতের ক্ষতি করে ছাড়বে।[৯৪১]

কান্না

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কেবল আল্লাহর অনুগ্রহেই কারও চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে পারে। আল্লাহ তাআলা যাদের হৃদয়ে করুণা ঢেলে দেন তাদের চোখ বেয়েই অশ্রু বইতে পারে।[৯৪২]

যেভাবে ইলমের বিদায় ঘটে

হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর মৃত্যু প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যদি কেউ দেখতে চায় যে, কীভাবে ইলমের বিদায় ঘটে তাহলে সে যেন যায়েদ ইবনে সাবিতের এই মৃত্যুকে দেখে নেয়।

তিনি আরও বলেন, এক এক করে আলেমদের মৃত্যু ঘটতে থাকবে এবং হকের নিদর্শন শেষ হতে থাকবে। এভাবে একপর্যায়ে জাহিলদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু আহলে ইলমদের বিদায় হয়ে যাবে, তাই লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতা অনুযায়ী আমল করতে থাকবে। ভুল বিষয়সমূহ পালন করবে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।[৯৪৩]

অর্থসম্পদের ভিত্তিতে বিচার করা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ওই ব্যক্তির ওপর অভিসম্পাত হোক যে ধনীদের সম্মান করে আর দরিদ্রদের অপমান করে।[৯৪৪]

কিতাব ও সুন্নাহ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মূল বিষয় হলো আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ। এর বাইরে কেউ কিছু বললে সেটার ঠিকানা কোথায় হবে তা আমার জানা নেই। বিষয়টাকে সে পুণ্য

---

[৯৪১] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৪১২

[৯৪২] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৪১২

[৯৪৩] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৮৭

[৯৪৪] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ১৭৮

কাজের আমলনামায় পাবে নাকি গুনাহের আমলনামায়, তা আল্লাহই ভালো জানেন।[৯৪৫]

পাঁচটি বৈশিষ্ট্য

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, পাঁচটি বিষয় রয়েছে এমন, যা আল্লাহর রাস্তায় কোনো ঘোড়া ওয়াকফ করে দেওয়ার চেয়েও আমার কাছে অধিক প্রিয়।

১. অনর্থক বিষয়ে কথা বলবে না। কারণ বেশি বেশি কথা বললে মুখ থেকে মিথ্যা বের হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর প্রয়োজনের কথা বলতে গেলেও লক্ষ রাখতে হবে সুযোগের। কারণ প্রয়োজনের কথা তো অনেকেই বলে, কিন্তু তা বলে ফেলে অসময়ে। এতে উলটো তার ক্ষতিই হয়ে যায়।

২. সহনশীল ও নির্বোধের সাথে তর্ক করো না। কারণ সহনশীলের সহনশীলতা তোমাকে উত্তেজিত করে তুলবে আর নির্বোধের নির্বুদ্ধিতা তোমাকে কষ্টে ফেলে দেবে।

৩. কারও অনুপস্থিতিতে তার সেই বিষয়গুলোর কথা আলোচনা করবে, লোকেরা তোমার যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করাটা তুমি পছন্দ করে থাকো। আর তোমার যে বিষয়গুলো আলোচিত না হওয়া এবং লোকেরা যা বিস্মৃত হয়ে যাওয়াটা তুমি পছন্দ করো অন্যের সেসব বিষয়কেও তুমি বিস্মৃত হয়ে যাও, সেসবের আলোচনা করো না।

৪. মানুষ তোমার সাথে যেমন আচরণ করাটা তুমি পছন্দ করো, তোমার ভাইয়ের সাথেও তুমি তেমন আচরণ করো।

৫. এমন ব্যক্তির মতো কাজ করো যার জানা রয়েছে যে, ভালো কাজ করলে সে প্রতিদান পাবে আর কোনো ভুল ও অপরাধ করে ফেললে সেজন্য তাকে পাকড়াও করা হবে।[৯৪৬]

অসিয়ত

আমের শাবি থেকে বর্ণিত, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমার পিতা একদিন আমাকে বলেন, আমিরুল মুমিনিন তো তোমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের

---

[৯৪৫] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ২/৩২
[৯৪৬] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/২৫৫

উপস্থিতিতে তোমার সাথে পরামর্শ করেন। তাই আমি তোমাকে তিনটি নির্দেশনা প্রদান করছি, তুমি সেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখবে :

১. সবসময় আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করবে।

২. আমিরুল মুমিনিন যেন তোমার থেকে মিথ্যা কোনোকিছু না পান।

৩. তার কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ করবে না। তার নিকট কারও গিবত করবে না।

আমের বলেন, আমি তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.-কে বলি, এই প্রতিটি কথাই হাজার দিনারের চেয়ে উত্তম। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একেকটি কথা আমার নিকট ১০ হাজার দিনারের চেয়েও উত্তম।[৯৪৭]

ইলম অর্জন করা

হজরত আব্বাস রা. ছেলে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.-কে বলেন, হে বৎস, তিন উদ্দেশ্যে তুমি ইলম অর্জন করো না। মানুষকে দেখানোর জন্য, তা নিয়ে গর্ব করার জন্য এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করার জন্য।[৯৪৮]

---

[৯৪৭] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২২৪
[৯৪৮] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১৭০

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা.[৯৪৯]

মুত্তাকিদের আলামত

ওহাইব ইবনে কাইসান বলেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. আমাকে উপদেশ প্রদান করে এক চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি ছিল এমন :

> পরসমাচার, মুত্তাকিদের রয়েছে এক বিশেষ নিদর্শন, যার মাধ্যমে তাদেরকে চেনা যায়। তা হলো, বিপদে ধৈর্যধারণ করা, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং কুরআনের নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেওয়া।
>
> শাসক হলেন বাজারের মতো। বাজারে যে জিনিসের চাহিদা বেশি হবে সেটাই চলবে। তেমনইভাবে শাসকের নিকট যদি হকের চাহিদা থাকে তাহলে আহলে হকের লোকেরা তার নিকট আসবে এবং সমাজে হকের প্রচলন ঘটবে। আর যদি তার নিকট বাতিলের চাহিদা থাকে তাহলে বাতিলপন্থিরা তার নিকট আসবে এবং সমাজে বাতিলেরই প্রচলন ঘটবে।[৯৫০]

---

[৯৪৯] আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম। উপনাম, আবু খুবাইব, কুরাইশি আসাদি। আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রা. হলেন তার মা। মদিনায় হিজরত করার পর মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম জন্মগ্রহণ করা কোনো শিশু। দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে তার জন্ম হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে তার জন্য দুআ করেছিলেন।
যখন ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া এবং তার ছেলে মুআবিয়া মারা যায় তখন লোকেরা খেলাফতের উদ্দেশ্যে তার হাতেই বাইআত হয়। এটা ছিল ৬৪ হিজরির ঘটনা। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কা ও হারাম অবরোধ করা পর্যন্ত তার শাসনকার্যক্রম চলতে থাকে। একসময় তিনি হাজ্জাজের বাহিনীর হাতে নিহত হন। তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়। এটা ৭৩ হিজরির ঘটনা। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

[৯৫০] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/৩৩৬

হজের মৌসুমে প্রদত্ত খুতবা

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফি বলেন, হজের মৌসুমে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের যে খুতবা প্রদান করেছিলেন আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ইয়াউমুত তারবিয়ার একদিন আগে (৭ মুহাররম) ইহরাম পরিধান করে আসেন। অত্যন্ত চমৎকার করে তালবিয়া পাঠ করেন। এরপর আল্লাহর প্রশংসা এবং তার গুণকীর্তন করে বলেন, পরসমাচার, আল্লাহ তাআলার জন্যই আপনারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে সমবেত হয়েছেন। তাই আপনারা হলেন আল্লাহর মেহমান। আল্লাহর জন্য উচিত, আপনাদের সম্মান করা। এখন শুনুন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাওয়াব পাওয়ার আশায় এখানে এসেছে আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাশ করবেন না। যাতে খালি হাতে ফিরে না যেতে হয় সেজন্য আপনারা কাজের মাধ্যমে মুখের কথা বাস্তবায়ন করুন। কারণ সকল কথার মূল হলো কাজ। আর নিয়ত ঠিক করুন। অন্তরের অবস্থা সংশোধন করুন। এই দিনগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন। এ সময় আল্লাহ তাআলা গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।

আপনারা না কোনো ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, না কোনো অর্থসম্পদের তালাশে আর না দুনিয়া লাভের জন্য এখানে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন। (বরং এসেছেন কেবল তার সন্তুষ্টির জন্য। তাই সেটাই তালাশ করুন।)

এরপর তিনি তালবিয়া পাঠ করেন। উপস্থিত সকলেই তালবিয়া পাঠ করে।

সেদিন তার এই ভাষণে এত অধিক পরিমাণ মানুষ কেঁদেছিল যে, আমি কখনো এই পরিমাণ মানুষকে কাঁদতে দেখিনি।[৯৫১]

---

[৯৫১] *তাহযিবু হিলয়াতিল আউলিয়া*, ১/২৩৫

হাসান ইবনে আলি ইবনে আবু তালিব রা.[৯৫২]

দুনিয়া

হজরত হাসান ইবনে আলি রা. বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া তালাশ করে বেড়ায় দুনিয়া তাকে পঙ্গু বানিয়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিরাগী হয়ে যায় সে দুনিয়ার ভোগবিলাসের প্রতি ফিরেও তাকায় না। যারা তার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে তারা দুনিয়াদারদের দাস হয়ে যায়।

সামান্য সম্পদ যার জন্য যথেষ্ট হয় না, অঢেল সম্পদও তার প্রয়োজন মেটাতে পারে না।

এখানে যার দিনকাল ভালোভাবে গুজরান হয়, বুঝতে হবে সে প্রতারণার শিকার।

যে ব্যক্তির পার্থিব জীবনে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না সে আসলে অপূর্ণতা ও ত্রুটির মধ্যে রয়েছে। আর যার পার্থিব জীবন ত্রুটিপূর্ণ, মৃত্যুই তার জন্য কল্যাণকর।[৯৫৩]

আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্টি

হজরত হাসান ইবনে আলি রা.-কে বলা হলো, আবু জর রা. তো বলে থাকেন, সচ্ছলতার তুলনায় দারিদ্র্য আমার অধিক প্রিয় আর সুস্থতার তুলনায় অসুস্থতাই প্রিয়! হাসান রা. তখন বলেন, আল্লাহ তাআলা আবু জরের প্রতি রহম করুন!

---

[৯৫২] হাসান ইবনে আলি ইবনে আবু তালিব, কুরাইশি, হাশেমি। তিনি হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি। ফাতেমা রা.-এর ছেলে। তৃতীয় হিজরি সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান-হুসাইন রা.-কে ভালোবাসার ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদিসে এসেছে, তারা হলেন জান্নাতের সরদার।
পিতা আলি রা.-এর মৃত্যুর পর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত বন্ধের আগ্রহে তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব মুআবিয়া রা.-এর জন্য ছেড়ে দেন। তাকে একাধিকবার বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। ৪৯ হিজরিতে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার রয়েছে বদান্যতা ও দানশীলতাসহ আরও অনেক বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত।

[৯৫৩] *কানযুল উম্মাল*, ১৬/২১৪, ক্রমিক নম্বর, ৪৪২৩৬

তবে আমি তেমন বলি না। আমি বলি, যে ব্যক্তি তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত উত্তম সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা করে, সে কখনো ভিন্ন কোনো অবস্থার আকাঙ্ক্ষা করে না।[৯৫৪]

এক বন্ধুর পরিচয়

মুহাম্মাদ ইবনে কাইসান বলেন, হজরত হাসান রা. একদিন লোকদের বলেন, আমি আজ আপনাদেরকে আমার এক ভাইয়ের সংবাদ দেবো, যিনি ছিলেন আমার চোখে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আমি তাকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতাম। তিনি দুনিয়াকে অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন।

পেট তার ওপর কর্তৃত্ব চালাতে পারত না। তাই তার কাছে যে খাবার থাকত না তিনি তা কামনা করতেন না। আর যখন খাবার থাকত তখন অতিভোজন করতেন না।

তেমনইভাবে তিনি ছিলেন তার লজ্জাস্থানের কর্তৃত্বের বাইরে। তাই লজ্জাস্থান কখনো তার বিবেকবুদ্ধিকে পরাজিত করতে পারত না।

তিনি মূর্খতার কর্তৃত্বের বাইরে ছিলেন। তাই যেখানে লাভ থাকার ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন সেখানেই হাত বাড়াতেন আর যেখানে কল্যাণ থাকার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন সেখানেই পা বাড়াতেন।

তিনি অসন্তুষ্টও হতেন না আবার রাগ-গোসসাও করতেন না।

তিনি যখন আলেমদের মজলিসে যেতেন তখন তাদের সামনে কথা বলার তুলনায় তাদের কথা শুনতে অধিক আগ্রহী থাকতেন। আর যখন কথা বলতেন তখন বেশিরভাগ সময় চুপ থাকতে চাইতেন। চুপ থাকার মধ্য দিয়ে তার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে। আর যখন তিনি কথা বলতেন তখন সকল বক্তাকে ছাড়িয়ে যেতেন। কেউ তার কোনো বিষয় দাবি করলে তিনি সে বস্তুর দাবি ছেড়ে দিতেন। কারও সাথে ঝগড়াবিবাদে জড়াতেন না। কারও সাথে দলিলবাজি করতেন না।

তিনি আপন সাথি-সঙ্গীদের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তাদেরকে বঞ্চিত করে নিজের জন্য এককভাবে কিছু নিয়ে নিতেন না। যদি তার সামনে এমন দুটি বিষয় পেশ করা হতো, যার মধ্যে কোনোটা হকের অধিক নিকটবর্তী সেটা যদি তার জানা না থাকত, তাহলে দেখতেন নফস কোনটার প্রতি বেশি আগ্রহী, যেটার প্রতি অধিক আগ্রহী হতো তিনি সেটাকে পরিত্যাগ করতেন।[৯৫৫]

---

[৯৫৪] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৪২

[৯৫৫] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/৪২

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.[৯৫৬]

সর্বোত্তম চরিত্র

আয়েশা রা. বলেন, ১০টি বিষয় সর্বোত্তম আখলাক-চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। তা হচ্ছে, সত্য বলা। আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোনোকিছুর পরোয়া না করা। ভিক্ষুককে দান-সদকা করা। কেউ উপকার করলে তার উপকার করা। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। আমানত আদায় করা। প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণ করা। মেহমানের সম্মান করা। এসবের মূল হল লজ্জাশীলতা।

বর্ণনাকারী এই ১০টি বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি বিষয় বাদ দিয়ে দিয়েছেন।[৯৫৭]

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি

হজরত আয়েশা রা. বলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে ফেলে, আল্লাহ তাআলা তার বিষয়টি মানুষের ওপর সোপর্দ করে দেন।[৯৫৮]

---

[৯৫৬] আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রা.। তিনি হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন। শুধু নবিজির স্ত্রীদের মধ্যে নয়, বরং সকল নারীর চেয়ে তার দ্বীনি জ্ঞান অধিক ছিল। মক্কায় থাকতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দ্বিতীয় হিজরিতে সংঘটিত বদরযুদ্ধের পর শাওয়াল মাসে তিনি নবিজির ঘরে আসেন। হাদিস বর্ণনার দিক থেকে আবু হুরাইরা ব্যতীত অন্য কেউ তার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন না। কোনো বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে সাহাবায়ে কেরাম তার নিকট সমাধান চাইতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ১৮ বছর। ৫৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবু হুরাইরা রা. তার জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

[৯৫৭] *কানযুল উম্মাল*, ৩/৬৬৬, ক্রমিক নম্বর, ৮৪০৭

[৯৫৮] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২০৫

জনপদ গড়ে ওঠে

হজরত আয়েশা রা. বলেন, নিশ্চয়ই উত্তম আচারব্যবহার, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম সম্পর্ক, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, এগুলো মানুষের মধ্যে সজীবতা আনে, জনপদ গড়ে তোলে এবং তাতে সমৃদ্ধি আনে। পাপাচারীরা বিষয়গুলো অনুসরণ করলে তারাও এ ফল লাভ করবে।[৯৫৯]

আগ্রহ

হজরত আয়েশা রা. বলেন, হায়, পরকালের হিসাবের ব্যাপারে যদি আমি বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

তিনি আরও বলেন, যদি আমি কোনো গাছ হতাম, যাকে লোকেরা কেটে ফেলত! হায়, যদি আমাকে সৃষ্টিই না করা হতো।[৯৬০]

হারাম থেকে বেঁচে থাকা

হজরত আয়েশা রা. বলেন, আপনারা সর্বোত্তম ইবাদত থেকে উদাসীন হয়ে আছেন। সর্বোত্তম ইবাদত হলো হারাম থেকে বেঁচে থাকা।[৯৬১]

প্রথম কোনো বিদআত

হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যে বিদআতের মধ্যে লোকেরা প্রথম জড়িয়ে পড়েছে তা হলো, অতিভোজন। যখন কেউ পেট ভরে আহার করে তখন সে দুনিয়ার মধ্যে ডুবে যায়।[৯৬২]

হাদিয়া

হজরত আয়েশা রা. বলেন, কারও থেকে আপন প্রয়োজন পূরণ করে নেওয়ার চাবিকাঠি হলো, তাকে হাদিয়া দেওয়া।[৯৬৩]

অসদাচারী

হজরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ কখন অসদাচারী হয়ে যায়? তিনি বলেন, যখন সে নিজের ব্যাপারে ধারণা করতে থাকে যে, আমি হলাম সদাচারী।[৯৬৪]

---

[৯৫৯] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৩৬২
[৯৬০] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২০৫, ২০৬
[৯৬১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/১৬১
[৯৬২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৩/২১৯
[৯৬৩] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৪২

স্বল্প গুনাহ

হজরত আয়েশা রা. বলেন, আপনাদের গুনাহের পরিমাণ যেন অতি সামান্য হয়। কেননা যার গুনাহের পরিমাণ কম হবে আল্লাহ তাআলার সাথে তার সাক্ষাৎ উত্তম হবে।[৯৬৫]

বিনয়

হজরত আয়েশা রা. বলেন, আপনারা বিনয়ের মতো সর্বোত্তম ইবাদত থেকে উদাসীন হয়ে আছেন![৯৬৬]

গুনাহ

হজরত আয়েশা রা. বলেন, কেউ যখন আল্লাহর অবাধ্যতা করতে শুরু করে তখন তার প্রশংসাকারীরা তার নিন্দুক বনে যায়।[৯৬৭]

সামান্য সদকা

হজরত আয়েশা রা. বলেন, আপনারা কোনো সদকাকেই তুচ্ছ মনে করবেন না। কারণ শস্যদানা পরিমাণ সদকাও কেয়ামতের দিন পাহাড় পরিমাণ সাওয়াবের কারণ হবে।[৯৬৮]

আবুল আলিয়া বলেন, আমি তখন হজরত আয়েশা রা.-এর নিকট ছিলাম। তার নিকট আরও কিছু মহিলা ছিল। এ সময় একজন ভিক্ষুক আসে। হজরত আয়েশা রা. তাকে একটিমাত্র আঙুর দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার এমন আচরণ দেখে উপস্থিত মহিলারা আশ্চর্য হয়ে যায়। তিনি তাদের বলেন, এই একটিতে বহু অণু আঙুর রয়েছে। অর্থাৎ পরকালের বিচারে এটাও অনেককিছু।[৯৬৯]

প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করুন

হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন, যেন আমরা প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করি।[৯৭০]

---

[৯৬৪] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, ৪/১৭৬
[৯৬৫] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২০৬
[৯৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
[৯৬৭] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২০৬
[৯৬৮] *তানবিহুল মুগতাররিন*, পৃ. ১৪৯
[৯৬৯] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২৬১
[৯৭০] *সহিহ মুসলিমের* ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

উম্মে দারদা[৯৭১]

আগে নিজেকে উপদেশ দিন

সুলাইম ইবনে আমের বলেন, উম্মে দারদা একদিন আমাকে নাওফ আল-বাক্কালির নিকট পাঠান। আরেকদিন অপর এক ব্যক্তির নিকট পাঠান, যে মসজিদে বসে লোকদেরকে বানোয়াট কিচ্ছাকাহিনি বয়ান করত। তিনি আমাকে তাদের উভয়কে উদ্দেশ করে বলতে বলেন, আপনারা আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করুন আর লোকজনকে যে উপদেশ প্রদান করেন নিজেও সেই উপদেশ গ্রহণ করুন।[৯৭২]

মৃত লাশ আমাদেরকে যা বলে থাকে

হাযযার বলেন, উম্মে দারদা আমাকে বলেছেন, হে হাযযার! আমি কি তোমাকে বলব, লাশকে যখন খাটিয়ার ওপর রাখা হয় তখন সে কী বলে? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, সে তখন চিৎকার করে বলতে থাকে, হে আমার পরিবার-পরিজনেরা! হে আমার প্রতিবেশীরা! হে খাটিয়া বহনকারী লোকেরা! দুনিয়া যেভাবে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, যেন তোমাদেরকে সেভাবে ধোঁকা না দেয়। যেভাবে সে আমাকে নিয়ে খেলতামাশা করেছে, যেন তোমাদেরকে নিয়ে সেভাবে খেলতামাশা না করে। আমার পরিবার-পরিজন আমার সামান্যতম গুনাহের দায়ভারও বহন করেনি। যদি একটি দিনের জন্যও

---

[৯৭১] উম্মে দারদা। আবু দারদা রা.-এর দুইজন স্ত্রী ছিল। তাদের উভয়ের উপনাম ছিল উম্মে দারদা। প্রথমজনের নাম হলো, খায়রা বিনতে আবু হাদরাদ। তিনি হলেন, উম্মে দারদা আল-কুবরা। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট মর্যাদাবান ও বুদ্ধিমান মহিলাদের একজন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছিলেন তিনি। আবু দারদার পূর্বেই তার পিতার মৃত্যু হয়ে যায়।

দ্বিতীয় স্ত্রী হলেন, উম্মে দারদা আস-সুগরা। আবু দারদা রা.-এর মৃত্যুর পর মুআবিয়া রা. তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি রাজি হননি। তার নাম হলো হাজিমা আল-উসাবিয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়নি তার। আবু দারদা রা. থেকে তার হাদিসের বর্ণনা রয়েছে। আমরা তার থেকেই সামনের উপদেশগুলো উল্লেখ করছি।

[৯৭২] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২১৯

তারা প্রতাপশালী আল্লাহর নিকট আমার পক্ষে দাঁড়াত, তাহলে অবশ্যই আজকেই দাঁড়াত!

এরপর উম্মে দারদা বলেন, দুনিয়া হারুত-মারুতের চেয়েও মানুষের অন্তরকে অধিক জাদুগ্রস্ত করে ফেলতে পারে। আর দুনিয়া যার ওপর প্রভাব বিস্তার করে অবশ্যই তাকে অপমান-অপদস্থ করে ছাড়ে।[৯৭৩]

ইলম নিয়ে আলোচনা

আওন ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমরা একদিন দীর্ঘ সময় নিয়ে উম্মে দারদার সাথে ইলমি আলাপ-আলোচনা করি। আলোচনা করতে করতে যখন বেশ সময় হয়ে যায় তখন আমরা বলি, হে উম্মে দারদা, আমরা আপনাকে কষ্ট দিয়ে দিলাম। তিনি বলেন, না, না, তোমরা আমাকে কোনো কষ্টই দাওনি, কোনো বিরক্ত করোনি। আমি তো সবকিছুতেই ইবাদত খুঁজেছি, কিন্তু ইলম নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে যে তৃপ্তি আমি পাই সেটা অন্যকিছুতেই পাইনি।

বর্ণনাকারী বলেন, কিংবা তিনি বলেছিলেন, মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করে যে তৃপ্তি পাই সেটা অন্য কোথাও পাইনি।[৯৭৪]

অন্তরের পাষণ্ডতা

এক ব্যক্তি অন্তরের পাষণ্ডতার ব্যাপারে হজরত উম্মে দারদার নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন, অসুস্থদের দেখতে যাবে, জানাজাকে বিদায় জানাতে তার সঙ্গে চলবে এবং উঁকি দিয়ে কবরের অবস্থা দেখবে। তাহলে এতে তোমার অন্তরের পাষণ্ডতা দূর হয়ে যাবে।[৯৭৫]

যে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ তার ওপর কি তুমি আমল করো?

ওয়াহাব আল-মক্কি থেকে বর্ণিত, এক যুবক উম্মে দারদাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে। একে একে সে অনেক বিষয় জিজ্ঞেস করে ফেলে। তখন উম্মে দারদা বলেন, তুমি যেসব বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছ তার সবগুলোর ওপরই কি তুমি আমল করো? যুবকটি বলে, না। উম্মে দারদা বলেন, তাহলে এসব জিজ্ঞাসাই কেয়ামতের দিন তোমার বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে হাজির হয়ে যাবে।[৯৭৬]

---

[৯৭৩] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ১৬৫
[৯৭৪] *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, ১/১২৩
[৯৭৫] *তানবিহুল গাফিলিন*, পৃ. ৪১৬
[৯৭৬] ইমাম আহমাদ কৃত *আয-যুহদ*, পৃ. ২১৯

চেতনা থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

বই	লেখক
১। সিন্ধু থেকে বঙ্গ (২ খণ্ড)	মনযূর আহমদ
২। ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা	ইমরান রাইহান
৩। নির্মল জীবন	ইমরান রাইহান
৪। সৌভাগ্যের দুয়ার	ড. আয়েজ আল-কারনি
৫। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন	ড. সালিহ্ আল-মুনাজ্জিদ
৬। ইকরা বিসমি রাব্বিক	ড. আয়েজ আল-কারনি
৭। স্মরণীয় মনীষী	জুবাইর আহমদ আশরাফ
৮। রাজার মত দেখতে	মনযূর আহমদ
৯। শিক্ষিত বালক	মনযূর আহমদ
১০। স্বপ্নের চেয়ে বড়	মাহমুদ তাশফিন
১১। ইলম অন্বেষণে সফর	ড. সলিহ্ আল-মুনাজ্জিদ
১২। তাহাজ্জুদ শেষ প্রহরে ডাক	ইবনে আবিদ দুনিয়া
১৩। মহাবীর সালাহউদ্দিন আইয়ুবি	কাজি বাহাউদ্দিন সাদ্দাদ
১৪। শাজারাতুদ দুর	নুরুদ্দিন খলিল
১৫। মাওয়ায়েজে সাহাবা	সালেহ আহমদ শামী
১৬। মুখতাসার রুকইয়াহ	আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশিতব্য

বই	লেখক
১। মুসলিম জাতির ইতিহাস	ড. সুহাইল তাক্কুশ
২। শাজারাতুদ দুর	নুরুদ্দিন খলিল
৩। মাওয়াইজে গাজালি	সালেহ আহমদ শামি
৪। মাওয়াইজে হাসান বসরি	সালেহ আহমদ শামি
৫। সালাফদের ইবাদাত	মাহমুদ তাশফীন
৬। মাওয়াইজে ইবনে তাইমিয়্যাহ	সালেহ আহমদ শামি

ওয়াজ-নসিহত তো অনেক হয়, কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরামের ওয়াজ-নসিহত কেমন ছিল? তাদের ওয়াজের বিষয়বস্তু কী হতো? কোন বিষয়গুলো প্রাধান্য পেত তাদের আলোচনায়?
যারা মানবিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের শীর্ষচূড়ায় উপনীত ছিলেন, যাদের হেদায়েত-মশালে পৃথিবীর ঘোর আধার কেটে গিয়ে তা হয়ে ওঠে নির্মল, সুন্দর ও সজীব। আমরা কি কখনো জানার চেষ্টা করেছি কেমন ছিল তাদের সেই অনুপম কথামালা, যার পরশে লক্ষ-কোটি জীবন বদলে গেল? বইল তাতে ঈমানি সুবাতাস?
হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক! আরবের প্রখ্যাত শাইখ সালেহ আহমাদ শামি এই বিষয়টাই আমাদের জানান দিচ্ছেন আলোচ্যগ্রন্থে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা-মের স্নেহধন্য প্রায় ৩৫ জন সাহাবির জীবনঘনিষ্ঠ কথামালা হাজির করেছেন তিনি এতে।
পাঠক! গ্রন্থটি পাঠে আপনি হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন সাহাবায়ে কেরা-মের মুবারক মজলিসে। আহরণ করতে পারবেন মূল্যবান সব মণিমুক্তা আর হীরা-জহরত! তাহলে আর দেরি কেন? স্বাগতম আপনাকে সোনালি মানবদের স্বর্ণালি ভুবনে!